Contents

আল-মাদানী সহীহ্ ও যঈফ

সুনান আন-নাসায়ী

[১ম খণ্ড]

মূলঃ ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইবনু শুয়াইব আন-নাসায়ী (রহ.)
তাহক্বীক্বঃ মোহাম্মদ নাসীরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব

سنن النسائي

المجلد الاول

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

Contents

প্রকাশক: **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**-এর পক্ষে
জনাব আবুল কাশেম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী
৩৯৬ নং গ্রীন লেইন, ইউ.কে (লন্ডন প্রবাসী)

একমাত্র পরিবেশক **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা-১১০০ (পুরাতন)
৬৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বংশাল, ঢাকা-১১০০ (নতুন)
ফোন : ৭১১৪২৩৮, মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩
www.hussainalmadani.com
e-mail : info@hussainalmadani.com

১ম প্রকাশ: অক্টোবর– ২০১২ ইংরেজী

কম্পিউটার: হুসাইন আল-মাদানী কম্পিউটার সেন্টার
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড
বংশাল, ঢাকা-১১০০।

বাঁধাই: **আল-মাদানী বাঁধাই খানা**
আল-মাদানী ভবন, ১৪২/আই/৫, মুকিম বাজার
বংশাল রোড, (পাকিস্তান মাঠ) ঢাকা-১১০০

রেক্সিন বাঁধাই: ৭০১/- টাকা মাত্র

Published by **Hussain Al-Madani Prokashoni,** Dhaka, Bangladesh.
Published: October 2012, Price: Rexine Package 701/- U.S.$ 15
ISBN: 978-984-8877-07-4

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সম্পাদকমণ্ডলী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুসাইন বিন সোহরাব সাহেবের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। তার প্রিয় রাসূল ﷺ-এর উপর দুরূদ ও সালাম এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

কুরআন যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, সহীহ হাদীস সেখানে এ মৌলনীতির বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের পন্থা নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এ জন্যই কুরআন মাজীদের পরই হাদীসের স্থান।

বিদায় হাজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা এ দু'টো জিনিসকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, এ দু'টো জিনিস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ।" প্রকৃতপক্ষে সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে কুরআনের মর্মার্থ বুঝা সম্ভব নয়, কারণ পবিত্র কুরআন হলো সংক্ষিপ্ত, হাদীস হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী ইতোমধ্যে কুতুবে সিত্তার অন্তর্ভুক্ত অন্যতম কিতাব বুখারী ও তাহ্‌ক্বীক্বকৃত সহীহ ও যঈফ তিরমিযী খণ্ডাকারে প্রকাশ করেছে। এছাড়াও আবুল কাশেম মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী সাহেবের প্রকাশিত সহীহ ও যঈফ সুনান আবূ দাউদ পরিবেশন করে যাচ্ছে। আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহ্‌ক্বীক্বকৃত সুনান আন্ নাসায়ীর অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর দুরূদ ও সালাম পেশ করছি।

উক্ত গ্রন্থটি অনুবাদে শাইখ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান সাহেব কঠোর পরিশ্রম করেছেন, মহান আল্লাহ বিশেষ মেহেরবানী করে তাঁকে এ কঠিন কাজটি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান করেছেন, সেজন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন শাইখ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমানের প্রচেষ্টা যেন ক্ববূল করেন। তার জ্ঞান ও যোগ্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন, তাকে আরো বেশি পরিমাণে দ্বীনি খিদমাত করার তাওফীক দান করেন– আমীন।

আমরা ভালোভাবেই জানি যে, যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ রয়েছে তন্মধ্যে সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম বাদে অবশিষ্ট চারটি গ্রন্থেই দোষযুক্ত কিছু যঈফ হাদীস রয়েছে। উক্ত চারটি গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ সুনান আন নাসায়ীতেও কিছু যঈফ হাদীস রয়েছে। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা তাহ্‌ক্বীক্বকৃত গ্রন্থটিকেই নির্বাচন করেছি। যাতে সাধারণ লোকেরাও এ গ্রন্থের যঈফ হাদীসগুলো বর্জন করে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলো জানার ও আমল করার মাধ্যমে এর দ্বারা ব্যাপক উপকার লাভ করতে পারেন।

লন্ডন প্রবাসী আবুল কাশেম মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী সাহেব আমাকে এ কাজে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ গ্রন্থের সম্মানিত প্রকাশক জিল্লুর রহমান জিলানী সাহেবের। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ খিদমাত ক্ববূল করুন এবং তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর মাতা-পিতাকে জান্নাতবাসী করুন– আমীন।

অতএব এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি এবং এ গ্রন্থের সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের যাবতীয় শ্রম ক্ববূল করুন।

মুসলিম সমাজের লোকেরা যখন এ অনুবাদ পাঠ করে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত কথা বুঝতে পেরে সঠিক পথে জীবনকে পরিচালিত করে তবেই মনে করবো আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

অতঃপর যারা আমাদের এ অনুবাদটি করার কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন আমরা তাদের সবাইকে স্মরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের উপর ক্বায়িম রাখুন এবং তারা যেন এ অনুবাদের সহীহ্ হাদীসগুলো সারাদেশের মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারে একটা সুন্দর ও ন্যায় বিচারপূর্ণ দেশ গড়ার লক্ষ্যে আল্লাহর নিকট সে তাওফীক কামনা করছি। এ কাজে আমাদেরকে আরো যারা সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাই আমাদের হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনীর পক্ষ থেকে, অবশেষে আল্লাহ তা'আলার কাছে শুকরিয়া প্রকাশ করছি এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে এ পরিশ্রমের ফসল অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠকের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছেন।

আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছাসত্ত্বেও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুহৃদয় পাঠক সমাজের কাছে আমাদের অনুরোধ, যদি কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে দয়া করে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করা হবে– ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন– আমীন।

খাদিম
হুসাইন বিন সোহরাব (হাফেয হোসেন)
৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা।

ইমাম নাসায়ী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পরিচয়: হাদীস সংকলন ও চর্চার ইতিহাসে যে সব মনীষী চির স্মরণীয় হয়ে আছেন ইমাম নাসায়ী (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তাঁর পুরো নাম আবূ আবদির রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব ইবনু 'আলী ইবনু সিনান ইবনু দীনার খুরাসানী, উপাধি-শাইখুল ইসলাম ও সাহিবুস সুনান।

জন্ম ও বাল্যকাল: ইমাম নাসায়ী (র) ২১৫ হিজরী মুতাবিক ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানের নাসা নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নাসা এবং খুরাসানের সাথে সংযুক্ত থাকার কারণে তাকে নাসায়ী ও খুরাসানী বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মূল নামের পরিবর্তে ইমাম নাসায়ী নামেই পৃথিবী ব্যাপী পরিচিত হন। ইমাম নাসায়ী এর বাল্যকালীন শিক্ষা দীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও বলা হয় যে, তিনি নিজ শহর নাসাতেই কুরআন-হাদীস, ফিক্বহ, আক্বাইদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন।

উচ্চ শিক্ষা লাভ: পনের বছর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সফরে বের হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে তিনি ইরাক, খুরাসান, হিজায, সিরিয়া, মিসর ও আল-জাযীরার শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে বহু নামী-দামী খ্যাতনামা মুহাদ্দিসের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম নাসায়ীর উল্লেখযোগ্য উস্তাযগণ: কুতাইবা ইবনু সা'ঈদ, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ্, হিশাম ইবনু আম্মার, 'ঈসা ইবনু হাম্মাদ, হুসাইন ইবনু মানসূর সুলামী, ইমরান ইবনু মূসা, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম, হুমাইদ ইবনু মাস'আদাহ, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনু আশআস সিজিস্তানী এবং হারিস ইবনু মিসকিন প্রমুখ।

শিক্ষকতা: ইমাম নাসায়ী (র) ইসলামী দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করে পরিশেষে মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই হাদীস শরীফের দারস দেয়া শুরু করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থাপনার জন্য খুবশীঘ্রই দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্যাশিক্ষার্থীরা তাঁর দারসের মাহফিলে ভীড় জমাতে থাকেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র: ইমাম নাসায়ীর বিশিষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে অন্যতম হলেন, আবূ বিশর দুলাবী, আবূ আলী হুসাইন নিশাপুরী, হামযাহ্ ইবনু মুহাম্মাদ কিনানী, আবূ বাক্র আহমাদ ইবনু ইসহাক সাররী, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনু আহমাদ তাবারানী আবূ জাফর তাহাবী ও মুহাম্মাদ ইবনু মূসা মামুনী প্রমুখ।

তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলী: ইমাম নাসায়ী অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১) আসসুনানুল কুবরা; (২) কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাযলি 'আলী ইবনু আবী তালিব ওয়া আহলিল বাইত; (৩) আল মুজতাবা (সুনান নাসায়ী); (৪) তাসমিয়াতু ফুক্বাহায়িল আমসার মিন আসহাবী রাসূলিল্লাহি (স) বাদাহুম মিন আহলিল মাদীনাহ; (৫) কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন; (৬) ফাযাইলুস সাহাবা; (৭) তাফসীর; (৮) কিতাবু আমালিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি; (৯) তাসমিয়াতু মানলাম ইয়ারবি আনহু গাইরু রাজুলিন ওয়াহিদিন ইত্যাদি।

মিসর ত্যাগ ও ইন্তিকাল: দীর্ঘদিন মিসরে বসবাস করার পর পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় তিনি ৩০২ হিজরীতে দিমাশকে চলে যান। কিন্তু সেখানেও বসবাস করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লে তিনি দিমাশকে যাবার পর দেখতে পেলেন যে, জনসাধারণের অধিকাংশই আলী (রা.)-এর বিরোধী। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জনগণের মানসিক সংশোধনের জন্য 'আলী (রা.)-এর প্রশংসায় একটি কিতাব লিখেন যার নাম হলো, "কিতাবুল খাসায়িস ফী ফাযলী 'আলী ইবনু আবী তালীব"। এরপর দিমাশকের মাসজিদে তিনি কিতাবটি মানুষের সামনে পড়ে শুনালেন। এতে জনতা উত্তেজিত হয়ে তাঁর নিকট মুয়াবিয়া সম্পর্কে জানতে চান। তিনি জবাব দিলেন। কিন্তু তা তাদের মনঃপূত না হওয়ায় তারা তাঁর উপর আক্রমণ করে বসল। কতেক জনতার নির্মম প্রহারে তিনি মাসজিদ হতে বহিস্কৃত হন। এরপর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন, অতঃপর ইমামের ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে পবিত্র মক্কা নগরীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ৩০৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করলে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

Contents

আল-মাদানী সুনান আন-নাসায়ী (১ম খণ্ড)-এর পর্ব নির্দেশিকা

সূচির পাতা– ৮

সূচির পাতা– ৯

Contents

সূচির পাতা– ১০

সূচির পাতা– ১১

সূচির পাতা– ১২

সূচির পাতা– ১৩

٤–كِتَابُ الغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ

পর্ব–৪: গোসল ও তায়াম্মুম পর্ব.......... ১৪৩

সূচির পাতা– ১৪

٥–كِتَابُ الصَّلَاةِ

সূচির পাতা– ১৫

সূচির পাতা– ১৬

সূচির পাতা– ১৭

সূচির পাতা– ১৮

সূচির পাতা– ১৯

Contents

সূচির পাতা– ২০

١١– كتَابُ الْافْتتَاحِ

পর্ব– ১১: নামায শুরু করা

সূচির পাতা– ২১

সূচির পাতা– ২২

সূচির পাতা– ২৩

সূচির পাতা– ২৪

সূচির পাতা– ২৫

١٣–كتاب السهو

সূচির পাতা– ২৬

সুচির পাতা– ২৭

সূচির পাতা– ২৮

١٤–كِتَابُ الْجُمُعَةِ

Contents

সূচির পাতা– ২৯

সুচির পাতা— ৩০

Contents

সূচির পাতা– ৩১

সূচির পাতা– ৩২

٢٠– كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

সূচির পাতা– ৩৪

بسم الله الرحمن الرحيم

١-كتاب الطهارة

পর্ব- ১: তাহারাহ্ (পবিত্রতা)

١- تَاوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

অধ্যায়-১: মহান আল্লাহর বাণী: "যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল দু' হাত কনুই পর্যন্ত.... ধুয়ে নিবে।" -এর ব্যাখ্যা।

١. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ".

১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তিনবার হাত ধোয়ার পূর্বে তার হাত পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় বিচরণ করেছিল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৩, ৩৯৪; বুখারী হা. ১৬২; মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হা. ৫৫০; তবে বুখারীতে তিনবার এ কথা উল্লেখ নেই। ইরউয়াউল গালীল ১৬৪।]**

٢- باب السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

অধ্যায়-২: রাতের বেলা নামায আদায় করতে উঠলে মিসওয়াক করা

٢. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২. হুযাইফাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নামায পড়তে উঠলে মিসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ গহ্বর ঘষে নিতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৮৬; ইরউয়াউল গালীল ৭১; বুখারী হা. ২৪৫; মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হা. ৫০২]**

অধ্যায়-৩: মিসওয়াক কিভাবে করবে? ٣. باب كَيْفَ يَسْتَاكُ؟

٣. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ " عَأْعَأْ " .

৩. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম তখন তিনি দাঁত মাজছিলেন আর মিসওয়াকের এক পার্শ্ব তার জিহ্বার উপর ছিল এবং তিনি আ: আ: করছিলেন। **[সহীহ। আবূ দাউদ হা. ৩৯; বুখারী হা. ২৪৪; মুসলিম (ইসলামিক সেন্টার) হা. ৪৯৯]**

٤. باب هَلْ يَسْتَاكُ الإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِه؟

অধ্যায়– ৪: সরদার তাঁর অধস্তনের সামনে মিসওয়াক করবেন কি?

٤. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ: " إِنَّا لاَ - أَوْ لَنْ - نَسْتَعِينَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ ". فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضى الله عنهما .

৪. আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলাম, আমার সঙ্গে ছিল আশ'আরী সম্প্রদায়ের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানদিকে আর অন্যজন ছিল আমার বামদিকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাঁত মাজতেছিলেন। তারা উভয়ে তার কাছে কাজ চাইল। আমি বললাম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন তার কসম! তাদের মনে কি ছিল তা আমাকে বলেনি আর আমিও বুঝতে পারি নি যে, তারা কাজ চাইবে। আমি তখন তাঁর ঠোটে রাখা মিসওয়াকের দিকে দেখছিলাম। তাঁর ঠোট তখন উঁচু ছিল। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাজ চায় আমরা তাকে কাজ দেই না। তবে তুমি যাও, পরে আবূ মূসাকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন, অতঃপর মু'আয ইবনু জাবাল তাঁর পশ্চাৎধাবন করলেন। **[সহীহ। আবূ দাউদ; বুখারী হা. ২২৬১ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা.]**

অধ্যায়– ৫: মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহ দান করা ٥. باب التَّرْغِيبِ فِي السِّوَاكِ .

٥. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " .

৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়। **[সহীহ। মিশকাত হা. ৩৮১; ইরউয়াউল গালীল ৬৫]**

অধ্যায়– ৬: বেশি বেশি মিসওয়াক করা ٦. باب الإِكْثَارِ فِي السِّوَاكِ

٦. أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ " .

৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মিসওয়াক করার জন্যে তোমাদেরকে বারবার তাগিদ দিয়েছি। **[সহীহ। বুখারী হা. ৮৮৮]**

٧. باب الرُّخْصَةِ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ .

অধ্যায়– ৭: রোযাদারের জন্যে অপরাহ্নে মিসওয়াক করার অনুমতি

٧. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্যে যদি কষ্টকর মনে না করতাম তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৮৭; ইরউয়াউল গালীল ৭০; বুখারী হা. ৮৮৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯৬]**

অধ্যায়– ৮: সবসময় মিসওয়াক করা ٨. باب السِّوَاكِ فِي كُلِّ حِينٍ

٨. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ، وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

৮. শুরাইহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে আসার পর কি করতেন? তিনি বলেন, মিসওয়াক করতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৯০; ইরউয়াউল গালীল ৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯৭]**

অধ্যায়– ৯: ফিতরাত প্রসঙ্গ ॥ খাতনা ٩. باب ذِكْرِ الْفِطْرَةِ – الاِخْتِتَانُ

٩. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ " .

৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্গত। খাতনা করা, নাভীর নিচের লোম চেছে ফেলা, গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ২৯২; ইরউয়াউল গালীল ৭৩; বুখারী হা. ৫৮৮৯ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫০৫]**

অধ্যায়– ১০: নখ কাটা প্রসঙ্গ ١٠. باب تَقْلِيمِ الأَظْفَارِ

١٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ ".

১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। গোঁফ ছাঁটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা, নাভীর নিচের লোম চেছে ফেলা এবং খাতনা করা। [সহীহ। **পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ১১: বগলের লোম উপড়ে ফেলা ١١. باب نَتْفِ الإِبْطِ

١١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ " .

১১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় মানুষের ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। খাতনা করা, নাভীর নিচের পশম চেছে ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছাঁটা। [সহীহ। **পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ১২: নাভীর নিচের পশম চেছে ফেলা ١٢. باب حَلْقِ الْعَانَةِ

١٢. أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْفِطْرَةُ قَصُّ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ " .

১২. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের ফিতরাত হলো নখ কাটা, গোঁফ ছাঁটা এবং নাভীর নিচের লোম চেছে ফেলা। [সহীহ। **আবূ দাউদ হা. ৪৩; বুখারী হা. ৫৮৯০]**

অধ্যায়– ১৩: গোঁফ ছাঁটা প্রসঙ্গ ١٣. باب قَصِّ الشَّارِبِ

١٣. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " .

১৩. যাইদ ইবনু আরক্বাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক গোঁফ না ছাটে সে আমাদের মধ্যে নয়। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৯২২]

অধ্যায়– ১৪: এ সব কাজের জন্যে সময় নির্ধারণ করা ١٤. باب التَّوْقِيتِ فِي ذَلِكَ

١٤. أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

১৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের জন্যে গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভীর নিচের লোম চেছে ফেলা ও বগলের লোম উপড়ে ফেলার সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, আমরা যেন এ কাজগুলো চল্লিশ দিনের বেশি সময় পর্যন্ত ফেলে না রাখি। রাবী বলেন, আরেকবার তিনি রাতের কথাও বলেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫০৬]

অধ্যায়– ১৫: গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি লম্বা করা ١٥. باب إِحْفَاءِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى

١٥. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى" .

১৫. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা গোঁফ খাটো কর এবং দাড়ি লম্বা কর। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৯২৫, ২৯২৬; বুখারী হা. ৫৮৯২, ৫৮৯৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫০৭]

অধ্যায়– ১৬: পায়খানা-প্রস্রাবের সময় দূরে যাওয়া ١٦. باب الإِبْعَادِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

١٦. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَلاَءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ .

১৬. 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ কুরাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মাঠের দিকে বের হলাম। যখন তিনি পায়খানা পেশাব করার ইচ্ছা করতেন তখন দূরে চলে যেতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৩৪]

١٧. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ قَالَ: فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ - وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - فَقَالَ: "ائْتِنِي بِوَضُوءٍ". فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِئُ .

১৭. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন পায়খানা-প্রস্রাবের স্থানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন দূরে চলে যেতেন। (বর্ণনাকারী) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক সফরে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে দূরে গিয়েছিলেন। আর (এসে) বললেন, আমার জন্যে ওযূর পানি নিয়ে আসো। আমি ওযূর পানি আনলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৩১]

١٧. باب الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ অধ্যায়– ১৭: দূরে না যাওয়ার অনুমতি

١٨. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَانِي وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

১৮. হুযাইফাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চলতেছিলাম। তিনি এক সম্প্রদায়ের ময়লা ফেলার স্থান পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে প্রসাব করলেন। তখন আমি তাঁর কাছ হতে দূরে সরে দাঁড়ালাম। এরপর তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। এমনিভাবে তিনি প্রস্রাব করলেন। এরপর তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসাহ করলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০৫; সহীহাহ্ ২০১; ইরউয়াউল গালীল ৫৭; বুখারী হা. ২২৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা.]**

١٨. باب الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ

অধ্যায়– ১৮: পায়খানা-প্রস্রাবের স্থানে প্রবেশ করার সময় দু'আ পাঠ করা

١٩. أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" .

১৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানা পেশাবের স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন পাঠ করতেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি–পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তান থেকে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৯৮; ইরউয়াউল গালীল ৫১; বুখারী হা. ১৪২ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৩০]**

١٩. باب النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، عِنْدَ الْحَاجَةِ

অধ্যায়– ১৯: পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় কিবলামুখী হওয়া নিষেধ

٢٠. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا " .

২০. রাফি' ইবনু ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.)-এর মিসর থাকাকালে তাকে বলতে শুনেছেন– আল্লাহর শপথ! আমি জানি না কিভাবে (মিসরের) এ বাথরুমগুলো ব্যবহার করবো। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পেশাব ও পায়খানার জন্যে যাবে, তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে ও কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১৮]**

٢٠. باب النَّهْيِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ، عِنْدَ الْحَاجَةِ

অধ্যায়– ২০: পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় কিবলাকে পেছনে রেখে বসা নিষেধ

٢١. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " .

২১. আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পেশাব ও পায়খানার জন্যে তোমরা কিবলামুখী হয়ে এবং কিবলাকে পেছনে রেখে বসবে না। বরং পূর্ব দিকে ও পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।[১] [সহীহ। ঐ; বুখারী হা. ৩৯৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫১৬]

٢١. باب الأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ .

অধ্যায়– ২১: পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসার নির্দেশ

٢٢. أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ " .

২২. আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন (পায়খানার জন্য) নীচু জমির দিকে যাবে তখন সে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে। বরং সে পূর্বদিকে অথবা পশ্চিমদিকে ফিরে বসবে। [সহীহ। ঐ; বুখারী ও মুসলিম]

অধ্যায়– ২২: ঘরের ভেতরে কিবলামুখী হয়ে বসার অনুমতি ٢٢– باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ

٢٣– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ .

২৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমাদের ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজনে দু'টি ইটের উপর বসা অবস্থায় দেখেছি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩২২; বুখারী হা. ১৪৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫১৮]

٢٣– باب النَّهْيِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ .

অধ্যায়– ২৩: প্রস্রাব করার সময় ডান হাত দ্বারা লিঙ্গ স্পর্শ করা নিষেধ

٢٤– أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الْقَنَّادُ – قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .

২৪. আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন প্রস্রাব করবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ না ধরে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১০ বুখারী হা. ১৫৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২০, ৫২১]

٢٥– أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .

২৫. আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পায়খানা বা প্রস্রাব করতে যাবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে। [সহীহ। ঐ; বুখারী ও মুসলিম– পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

---

[১] যারা কা'বা ঘর থেকে উত্তরে অথবা দক্ষিণে অবস্থানকারী তাদের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য। –*অনুবাদক।*

٢٤- باب الرُّخْصَة فِي الْبَوْلِ فِي الصَّحْرَاءِ قَائِمًا

অধ্যায়- ২৪: খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি

٢٦- أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

২৬. হুযাইফাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষদের ময়লা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৩০৫, ৫৪৪; বুখারী হা. ২২৪, ২২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৩১**]

٢٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

২৭. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসেন এবং (সেখানে) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। [সহীহ। **ঐ; বুখারী ও মুসলিম- পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।**]

٢٨- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَهْزٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَشَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُورٌ الْمَسْحَ .

২৮. হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ লোকজনের আবর্জনা ফেলার স্থানে আসলেন এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। সুলাইমান (রহ.) তার হাদীসে বলেছেন, তিনি তার মোজার উপর মাসাহ করেছেন, কিন্তু মানসূর মাসাহ-এর কথা উল্লেখ করেন নি। [সহীহ। **ঐ; বুখারী ও মুসলিম- পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।**]

٢٥- باب الْبَوْلِ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

অধ্যায়- ২৫: ঘরে নির্মিত প্রস্রাবখানায় বসে প্রস্রাব করা

٢٩- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِسًا .

২৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন তোমরা তার কথা বিশ্বাস করবে না। (কেননা) তিনি বসেই প্রস্রাব করতেন। [সহীহ। **সহীহাহ্ হা. ২০১; ইবনু মাজাহ হা. ৩০৭**]

٢٦- باب الْبَوْلِ إِلَى السُّتْرَةِ يَسْتَتِرُ بِهَا .

অধ্যায়- ২৬: কোন সুতরার দ্বারা আড়াল করে প্রস্রাব করা

٣٠- أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ فَقَالَ " أَوَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَىْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ " .

৩০. 'আবদুর রহমান ইবনু হাসানাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একদিন আমাদের কাছে আসলেন। তার হাতে চামড়ার তৈরি একটি ঢালের মত বস্তু ছিল, তিনি তা রাখলেন। এরপর তার পেছনে

বসলেন এবং সেদিকে ফিরে প্রস্রাব করলেন। এক লোক বললো, দেখো তিনি মহিলাদের ন্যায় প্রস্রাব করছেন। ঐ ব্যক্তির কথা তিনি শুনে ফেললেন এবং বললেন, তুমি কি জান না যে, বানী ইসরাঈলের এক লোকের কি শাস্তি হয়েছে? তাদের যদি প্রস্রাবের ফোটা শরীরে লাগত তাহলে কাঁচি দিয়ে সে অংশ তারা কেটে ফেলত। অতঃপর তাদের এক লোক তাদেরকে এরূপ কেটে ফেলতে বারণ করে। এজন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৪৬]**

অধ্যায়– ২৭: প্রস্রাবের ছিঁটা হতে বেঁচে থাকা ২৭– باب التَّنَزُّهِ عَنِ الْبَوْلِ.

٣١– أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: " إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ". ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ". خَالَفَهُ مَنْصُورٌ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاوُسًا .

৩১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এ দু'টি কবরের লোককে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কোন বড় পাপের কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এক কবরের ব্যক্তি সে তার প্রস্রাবের (ফোঁটা) হতে বেঁচে থাকত না। আর এক কবরের অধিবাসী সে একজনের কথা (দোষ) অপরের কাছে বলে বেড়াত। তারপর তিনি একটি খেজুরের তাজা ডাল আনতে বললেন। তিনি তা দু'ভাগে ভাগ করলেন এবং উভয় কবরের উপর একটি করে পুঁতে দিলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা হয়ত ডালগুলো না শুকানো পর্যন্ত এদের শাস্তি হালকা করে দেবেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল হা. ১৭৮, ২৮৩; ইবনু মাজাহ হা. ৩৪৭; বুখারী হা. ২১৬, ২১৮, ৬০৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮৪]**

অধ্যায়– ২৮: পাত্রে প্রস্রাব করা ২৮– باب الْبَوْلِ فِي الإِنَاءِ .

٣٢– أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ .

৩২. উমাইমাহ্ বিনতু রুক্বাইক্বাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে কাঠ দ্বারা নির্মিত একটি পেয়ালা ছিল। তিনি তাতে (রাতে) প্রস্রাব করতেন এবং তা খাটের নিচে রেখে দিতেন। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১৯]**

অধ্যায়– ২৯: তামার পাত্রে প্রস্রাব করা ২৯– باب الْبَوْلِ فِي الطَّسْتِ .

٣٣– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَزْهَرُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى؟ قَالَ الشَّيْخُ: أَزْهَرُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ .

৩৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষ বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা.)-কে ওয়াসীয়াত করেছেন। (অথচ তিনি তার অন্তিমকালে) প্রস্রাব করবার জন্যে একটি তামার পাত্র আনতে বলেন, আর এ অবস্থায় আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই তার দেহ একদিকে ঝুঁকে গিয়েছিল। অতএব তিনি কাকে ওয়াসীয়াত করেছেন? শাইখ ('আমর ইবনু 'আলী) বলেন, রাবী আযহার হলেন সা'দ আস্‌সামানের পুত্র। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৪৫৯]**

অধ্যায়– ৩০: গর্তে প্রস্রাব করা মাকরূহ ٣٠– باب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

٣٤– أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ" . قَالُوا لِقَتَادَةَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

৩৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস (রা.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তে প্রস্রাব না করে। লোকেরা ক্বাতাদাহ্‌কে প্রশ্ন করলো, গর্তে প্রস্রাব করা নিষেধ কেন? তিনি জবাব দেন যে, বলা হয়ে থাকে, গর্তসমূহ জিন্নের বাসস্থান। **[য'ঈফ। ইরউয়াউল গালীল হা. ৫৫]**

অধ্যায়– ৩১: বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা নিষেধ ٣١– باب النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

٣٥– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৫. জাবির (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৪৩, ৩৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬২]**

অধ্যায়– ৩২: গোসলখানায় প্রস্রাব করা মাকরূহ ٣٢– باب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

٣٦– أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ" .

৩৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় প্রস্রাব না করে। কেননা, তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্রেক হয়। **["তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহেরে উদ্রেক হয়" –অংশটুকু বাদে হাদীসটি সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০৪]**

অধ্যায়– ৩৩: প্রস্রাবরত ব্যক্তিকে সালাম করা ٣٣– باب السَّلاَمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ .

٣٧– أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَقَبِيصَةُ، قَالاَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ প্রস্রাব করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে তাকে সালাম দিল। কিন্তু তিনি (ﷺ) তার সালামের উত্তর দিলেন না। **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৫৩]**

অধ্যায়– ৩৪: ওযূ করার পর সালামের উত্তর দেয়া ٣٤– باب رَدِّ السَّلاَمِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

٣٨– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ .

৩৮. মুহাজির ইবনু কুনফুয (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ প্রস্রাব করছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তাকে সালাম করেন। কিন্তু নাবী ﷺ ওযূ করার আগে সালামের উত্তর দেননি; ওযূ করার পর সালামের উত্তর প্রদান করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৫০ সহীহাহ্ হা. ৮৩৪]**

٣٥- باب النَّهْيِ عَنْ الاسْتِطَابَةِ، بِالْعَظْمِ . অধ্যায়- ৩৫: হাড় দিয়ে কুলুখ করা নিষেধ

٣٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ابْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ

৩৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যেন হাড় এবং শুকনো গোবর দ্বারা তোমাদের কেউ কুলুখ না করে। [সহীহ। আবূ দাউদ হা. ২৯]

٣٦- باب النَّهْيِ عَنْ الاسْتِطَابَةِ، بِالرَّوْثِ . অধ্যায়- ৩৬: গোবর দিয়ে কুলুখ করা নিষিদ্ধ

٤٠- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلاَءِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ " وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

৪০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি তো তোমাদের জন্যে পিতার মতো। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি– তোমাদের মধ্যে কেউ যখন প্রস্রাব-পায়খানা করতে যাবে তখন সে যেন কিবলার দিকে ফিরে অথবা কিবলাকে পেছনে রেখে না বসে। আর ডান হাতে যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি পাথর দ্বারা কুলুখ করতে হুকুম করতেন এবং গোবর ও হাড়কে ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১৩]

٣٧- باب النَّهْيِ عَنْ الاكْتِفَاءِ، فِي الاسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ
অধ্যায়- ৩৭: পবিত্রতা অর্জনকালে তিনটির কম ঢিলা ব্যবহার করা নিষেধ

٤١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ .

৪১. সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে এক লোক বলল, তোমাদের নাবী তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবে কিভাবে বসতে হবে তাও। সালমান (রা.) বললেন, হ্যাঁ! পায়খানার সময় আমাদেরকে তিনি কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে পবিত্রতা অর্জন করতে এবং পবিত্রতা অর্জনকালে তিনটি কুলুখের কম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫১৩]

٣٨- باب الرُّخْصَةِ فِي الاسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ
অধ্যায়- ৩৮: দু'টি ঢিলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি

٤٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ "هَذِهِ رِكْسٌ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرِّكْسُ طَعَامُ الْجِنِّ .

৪২. আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, নাবী ﷺ একদিন পায়খানা-প্রস্রাবের জন্যে নীচু জমিতে আসেন। তিনি আমাকে তিনটি পাথর (ঢিলা) আনার জন্যে বলেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম। তৃতীয়টি খোঁজ করে পেলাম না। কাজেই আমি একটি গোবরের টুকরা নিয়ে নাবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন ও গোবরটি ফেলে দিলেন এবং বললেন, এটা رِكْسٌ (রিক্স)। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, রিক্স অর্থ হলো জিনের খাবার। [সহীহ। বুখারী হা. ১৫৬; তিরমিযী হা. ১৭]

٣٩- باب الرُّخْصَةِ فِي الاسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

অধ্যায়- ৩৯: একটি ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার অনুমতি

٤٣- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " .

৪৩. সালামাহ্ ইবনু কাইস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঢিলা ব্যবহার কর তখন বে-জোড় ব্যবহার কর। [সহীহ। সহীহাহ্ হা. ১২৯৫, ২৭৪৯; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৮; বুখারী আবূ হুরাইরাহ্ (রা) হতে হা. ১৬১, ১৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৭২]

٤٠- باب الاِجْتِزَاءِ فِي الاسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

অধ্যায়- ৪০: শুধু ঢিলা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন যথেষ্ট

٤٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ " .

৪৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পায়খানা প্রস্রাবের জন্যে নীচু জমিতে যাবে সে যেন সাথে তিনটি পাথর নিয়ে যায় এবং এগুলো দ্বারা যেন সে পবিত্রতা অর্জন করে, এ ঢিলাগুলো তার পবিত্রতা অর্জনের জন্যে যথেষ্ট। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল হা. ৪৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩০]

অধ্যায়- ৪১: পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন প্রসঙ্গ ٤١- باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ .

٤٥- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .

৪৫. 'আতা ইবনু আবূ মাইমূনাহ্ (র.) বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানার স্থানে আসতেন তখন আমি এবং আমার সাথে আমার মতই আর একটি ছেলে পানির পাত্র বহন করে নিয়ে যেতাম। তিনি সে পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৩ বুখারী হা. ১৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৭]

٤٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

৪৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দিয়ে শৌচকার্য সমাধান করতে বল, আমি নিজে তাদেরকে এ কথা বলতে লজ্জাবোধ করি, অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১৯]

অধ্যায়- ৪২: ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ٤٢- باب النَّهْيِ عَنْ الاسْتِنْجَاءِ، بِالْيَمِينِ .

٤٧- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".

৪৭. আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন পানি পান করে তখন সে যেন পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। আর যখন পায়খানা প্রস্রাবের জন্যে যায় তখন যেন সে তার ডান হাত দিয়ে লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা.৩১০ বুখারী হা. ১৫৩ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২২]

٤٨- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ .

৪৮. আবূ কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করতে ও ডান হাতে শৌচকার্য করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٤٩- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ . قَالَ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ: " لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ " .

৪৯. সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা বললো, তোমাদের নবীকে দেখছি যে, তিনি তোমাদেরকে পায়খানা-প্রস্রাবে বসারও নিয়ম শিক্ষা দেন। সালমান (রা.) বললেন, হ্যাঁ! তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে এবং কিবলামুখী হয়ে না বসে। তিনি আরও বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন তিনটির কম কুলুখ (ঢিলা) ব্যবহার না করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১৬]

অধ্যায়- ৪৩: ইস্তিঞ্জার পর হাত মাটিতে ঘষা ٤٣- بَابُ دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ .

٥٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ .

৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ ওযূ করলেন, তবে ইস্তিঞ্জা করার কারণে মাটিতে তাঁর হাত ঘষে নিলেন। [হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ৩৫৮]

٥١- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى الْخَلاَءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ: "يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا" . فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

৫১. জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানা প্রস্রাবের জন্যে গেলেন এবং প্রয়োজন শেষ করলেন। তারপর বললেন, হে জারীর! পানি নিয়ে আসো, আমি তাঁকে পানি এনে দিলাম। তিনি পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করার পর হাত মাটিতে ঘষলেন।

আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এটি শারীকের হাদীসের তুলনায় অধিক সহীহ মনে হয়। মহান আল্লাহই সম্যক অবগত। **[হাসান। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٤٤– بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

অধ্যায়– ৪৪: পানির (পাক নাপাক হওয়ার) ব্যাপারে পরিমাণ নির্ধারণ

٥٢– أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ".

৫২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানির পরিমাণ এবং যে পানিতে চতুষ্পদ জানোয়ার ও হিংস্র জানোয়ার যাওয়া আসা করে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, পানি যখন দুই কুল্লা[2] (মটকা) হবে তখন তা অপবিত্র হবে না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫১৭; ইরউয়াউল গালীল ২৩]**

٤٥– بَابُ تَرْكِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ .

অধ্যায়– ৪৫: পানির পরিমাণ নির্ধারণ না করা

٥٣– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دَعُوهُ لاَ تُزْرِمُوهُ" . فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي لاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ .

৫৩. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন লোক মাসজিদে প্রস্রাব করে দেয়। কেউ কেউ উঠে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছাড়। তার প্রস্রাবের বাধার সৃষ্টি করো না। সে ব্যক্তি প্রস্রাব শেষ করলে তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন। তারপর পানি তার প্রস্রাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫২৮ ইরউয়াউল গালীল ১/১৯১; বুখারী হা. ৬০২৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৭]**

٥٤– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ .

৫৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন ব্যক্তি মাসজিদে প্রস্রাব করে দেয়। নাবী ﷺ এক বালতি পানি আনতে বলেন। তারপর ঐ স্থানে পানি ঢেলে দেয়া হয়। **[সহীহ। বুখারী হা. ২১৯ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৭]**

٥٥– أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اتْرُكُوهُ " . فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ .

৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, এক বেদুঈন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে এবং প্রস্রাব করতে শুরু করে। এতে লোকেরা চিৎকার করে উঠল।

---

[2] কুল্লা হলো বড় কলস বা মটকা উভয়কে বুঝায়। তৎকালে একটা মটকায় সাধারণত তিন মণের কিছু বেশি পানির সংকুলান হতো। সে হিসেবে দুই মটকা পানির পরিমাণ হবে প্রায় সোয়া ছয় মন। ঐ পরিমাণ পানিতে কোন নাপাক জিনিস পড়ার কারণে যদি এর রং স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট না হয় তাহলে তা অপবিত্র হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তারা তাকে ছেড়ে দিলে সে ব্যক্তি প্রস্রাব শেষ করে। পরে তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং তা প্রস্রাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম]

٥٦ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ" .

৫৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন মাসজিদে এসে প্রস্রাব করে দেয়। লোকেরা তার প্রতি রাগান্বিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা তাকে ধমক দিও না এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমরা নম্র ব্যবহারের জন্যে প্রেরিত হয়েছো, কঠোর ও রূঢ় আচরণের জন্যে প্রেরিত হও নি। [সহীহ। বুখারী হা. ২২০]

অধ্যায়– ৪৬: আবদ্ধ পানির বর্ণনা ٤٦ – بَابُ الْمَاءِ الدَّائِمِ .

٥٧ – أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ". قَالَ عَوْفٌ وَقَالَ خِلاَسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন কখনো আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করার পরে তা দিয়ে ওযূ না করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৪৪; বুখারী হা. ২৩৯]

٥٨ – أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَانَ يَعْقُوبُ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ بِدِينَارٍ .

৫৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে তাতে গোসল না করে। ইমাম নাসায়ী (রা.) বলেন, ইয়া'কূব (র.) এ হাদীসখানা বর্ণনা করতেন এক দীনার নিয়ে। [সহীহ। প্রাগুক্ত; বুখারী হা. ২৩৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৩]

অধ্যায়– ৪৭: সাগরের পানি প্রসঙ্গে ٤٧ – باب مَاءِ الْبَحْرِ .

٥٩ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ ".

৫৯. বানী 'আব্দ দায় গোত্রের মুগীরাহ্ ইবনু আবূ বুরদাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) কে বলতে শুনেছেন, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে সফর করি। আমাদের সঙ্গে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে যাই। এ পানি দিয়ে যদি আমরা ওযূ করি তবে (পানি শেষ হয়ে যাবে) আমরা পিপাসায় কষ্ট পাবো। (এমতাবস্থায়) আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করব? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং সমুদ্রের মৃত প্রাণীও হালাল। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৮৬]

অধ্যায়- ৪৮: বরফ দ্বারা ওযু করা ٤٨- باب الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ .

٦٠- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: "أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " .

৬০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আরম্ভ করার পর অল্পক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক; তাকবীর ও কিরা্আতের মধ্যবর্তী চুপ থাকার সময় আপনি কি পাঠ করেন? তিনি বললেন, আমি তখন পড়ি:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ .

হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আপনি যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন তেমনি আমার ও আমার অপরাধসমূহের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে দিন। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ থেকে আমাকে ধৌত করে দিন বরফ, পানি এবং শিশির বিন্দু দিয়ে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫০৮; বুখারী হা. ৭৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪২]**

অধ্যায়- ৪৯: বরফের পানি দিয়ে ওযু করা ٤٩- باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ .

٦١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ " .

৬১. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়তেন–

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ.

হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ বরফের পানি এবং বৃষ্টির ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধুয়ে দিন এবং আমার মনকে গুনাহসমূহ থেকে পবিত্র করে দিন যেমন আপনি সাদা কাপড় পবিত্র করেছেন ময়লা থেকে। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/৪২]**

অধ্যায়- ৫০: শিলাবৃষ্টির পানি দিয়ে ওযু করা ٥٠- باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ .

٦٢- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ " .

৬২. জুবাইর ইবনু নুফাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আওফ ইবনু মালিক (রা.)-এর নিকট যাই। তখন তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মৃত লোকের জানাযার নামাযের সময় যে দু'আ পাঠ করছিলেন আমি তা শুনেছি। তিনি পড়েছিলেন।

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ" .

হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার উপর দয়া করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার ক্রুটি মার্জনা করুন। তার জন্য সম্মানজনক আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে দিন। তার কবর প্রশস্ত করুন এবং তাকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করুন। তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৫০০ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২১০৪;ইরউয়াউল গালীল ১/৪২]**

অধ্যায়- ৫১: কুকুরের উচ্ছিষ্টের বর্ণনা ٥١- باب سُؤْرِ الْكَلْبِ .

٦٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

৬৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে (মুখ দেয়) তবে সে যেন তার পাত্রটি সাতবার ধৌত করে। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৭২ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৫৭]**

٦٤- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

৬৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিবে, তখন সে যেন পাত্রটি সাতবার ধৌত করে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৬৩, ৩৬৪; বুখারী হা. ৭১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬০]**

٦٥- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هِلاَلُ ابْنُ أُسَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৬৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) নাবী ﷺ-এর নিকট থেকে এ সূত্রে এরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা.]**

٥٢- باب الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ .

অধ্যায়- ৫২: কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়ার নির্দেশ

٦٦- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ .

৬৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ফেলে দেয়। তারপর তা সাতবার ধুয়ে ফেলে। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, (পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়) এ কথায় (সনদের উর্ধ্বতন রাবী) 'আলী ইবনু মুসহিরকে কেউ অনুসরণ করেছেন তা আমি জানি না। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/১৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৫৫]**

٥٣– باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ .

অধ্যায়– ৫৩: কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র মাটি দিয়ে পরিষ্কার করা সম্পর্কে

٦٧– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .

৬৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। অবশ্য শিকার ও ছাগ-পালের পাহারাদারীর জন্যে কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে, কোন পাত্রে যখন কুকুর মুখ লাগায় তখন তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবারে মাটি দিয়ে মেজে নিবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬০]

অধ্যায়– ৫৪: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ٥٤– بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ .

٦٨– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ - قَالَتْ كَبْشَةُ - فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ" .

৬৮. কাব্‌শাহ্ বিনতু কা'ব ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। আবূ কাতাদাহ্ (রা.) একদিন তাঁর কাছে আসেন। তারপর কাব্‌শাহ্ কিছু কথা বলেন, যার অর্থ হচ্ছে, আমি আবূ কাতাদাহ্ (রা.)-এর জন্যে ওযূর পানি রাখি। ইত্যবসরে একটি বিড়াল এসে পাত্র থেকে পানি পান করে। আবূ কাতাদাহ্ (রা.) পাত্রটি কাত করে দিলে বিড়ালটি পানি পান করে। কাব্‌শাহ্ বলেন, আবূ কাতাদাহ্ (রা.) আমাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাতিজী! (আমি বিড়ালকে পাত্র থেকে পানি পান করিয়েছি তা দেখে) তুমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছো কি? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, বিড়াল নাপাক নয়। কারণ যে সব প্রাণী সবসময় তোমাদের আশে পাশে থাকে তাদের মধ্যে বিড়ালও একটি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৬৭; ইরউয়াউল গালীল ১৭৩]

অধ্যায়– ৫৫: গাধার উচ্ছিষ্ট ٥٥– بَابُ سُؤْرِ الْحِمَارِ .

٦٩– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ :أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ .

৬৯. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন ঘোষণাকারী এসে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশ্‌ত (খেতে) নিষেধ করেছেন। কেননা, তা নাপাক। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১৯৬; বুখারী হা. ৪১৭৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৮৬৬]

অধ্যায়– ৫৬: ঋতুবতি মহিলার উচ্ছিষ্ট ٥٦– بَابُ سُؤْرِ الْحَائِضِ .

٧٠– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৭০. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাড় থেকে দাঁত দিয়ে গোশ্ত ছিঁড়ে খেতাম। আমি যেখানে মুখ রাখতাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও সেখানেই মুখ রাখতেন। অথচ তখন আমি হায়েযা ছিলাম। আমি পাত্রের যে স্থানে পানি পান করতাম তিনিও সে স্থানে মুখ রেখে পানি পান করতেন। আমি তখন হায়িযা ছিলাম। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৬৪৩ ইরউয়াউল গালীল ১৯৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৯]**

٥٧- بَابُ وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا . অধ্যায়– ৫৭: নারী পুরুষের একসাথে ওযূ করা

٧١- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا .

৭১. ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নারী-পুরুষ একসাথে ওযূ করতেন।[3] [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৩৮১; বুখারী হা. ১৯৩]**

٥٨- بَابُ فَضْلِ الْجُنُبِ . অধ্যায়– ৫৮: নাপাক ব্যক্তির ব্যবহৃত অতিরিক্ত পানি

٧٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ .

৭২. 'উরওয়াহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আয়িশাহ (রা.) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একই পাত্রে গোসল করতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৭৬; বুখারী হা. ২৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৬]**

٥٩- بَابُ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ .

অধ্যায়– ৫৯: ওযূ করতে একজন লোকের জন্যে কতটুকু পরিমাণ পানি যথেষ্ট

٧٣- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

৭৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাক্কূক (৬২৫ গ্রাম) পরিমাণ পানি দিয়ে ওযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কূক (তিন কেজি) পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন। [সহীহ। **আবূ দাউদ হা. ৮৫; বুখারী হা. ২০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪২]**

٧٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ ابْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِي، وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ . قَالَ شُعْبَةُ فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَلاَ أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا .

৭৪. উমারাহ্ বিনতু কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করেন (এ ওযূর জন্যে) এমন একটি পাত্রে পানি আনা হয় যাতে এক মুদ-এর দু' তৃতীয়াংশ পানি ছিল। হাবীব থেকে বর্ণনাকারী শু'বাহ্ বলেন, আমার এ কথাও মনে আছে যে, তিনি উভয় হাত ঘষে ধুইলেন এবং উভয় কানের ভেতর দিয়ে মাসাহ করেন কানের উপর দিকে মাসাহ করেছেন কিনা তা আমার মনে নেই। [সহীহ। **আবূ দাউদ হা. ৮৪]**

---

3 নারী-পুরুষ একত্রে ওযূ করার বৈধতা মুহরিম নারী পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। –*অনুবাদক।*

অধ্যায়– ৬০: ওযূর নিয়্যাত ٦٠– بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ .

٧٥– أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

৭৫. 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সব কাজই নিয়্যাত অনুযায়ী হয়। মানুষ যা নিয়্যাত করে তাই পায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে হিজরত করবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত হবে দুনিয়া লাভের জন্যে সে তাই পাবে। অথবা যার হিজরত হবে কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য, তার হিজরত সে জন্যই হবে যার উদ্দেশে সে হিজরত করেছে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪২২৭; বুখারী হা. ১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৭৭৫]**

অধ্যায়– ৬১: পাত্র থেকে ওযূ করা ٦١– باب الْوُضُوءِ مِنَ الإِنَاءِ .

٧٦– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

৭৬. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম যে, 'আস্‌রের নামায নিকটবর্তী (অথচ পানি নেই) লোকেরা পানির খোঁজ করল কিন্তু পানি পেল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পাত্র আনা হলে তিনি পাত্রটির ভেতরে হাত রাখেন এবং লোকদের ওযূ করার নির্দেশ দেন, আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই (এ পানি দিয়ে) ওযূ করলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৬৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৭৭৪]**

٧٧– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَأُتِيَ بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: "حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ .

৭৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। লোকেরা পানি পাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছে একটি ছোট পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত প্রবেশ করান। আমি দেখলাম, তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি বলছিলেন, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে পানিও বরকত নিতে এসো। আ'মাশ (র.) বলেন, সালিম ইবনু আবুল জা'দ বলেছেন, আমি জাবির (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনারা তখন কতজন লোক ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা তখন দেড় হাজার লোক ছিলাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩৫৭৬, ৪১৫২, ৫৬৩৯**

অধ্যায়- ৬২: ওযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করা ٦٢- بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ .

٧٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ؟ ". فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ: "تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ ". فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ . قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لأَنَسٍ: كَمْ تُرَاهُمْ؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ .

৭৮. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবা পানি খোঁজ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারো নিকট পানি আছে কি? (একজন পানি এনে দিলে) তিনি পানিতে হাত রাখলেন এবং বললেন 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ কর। আমি তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক থেকে পানি বের হতে দেখলাম। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিসহ সকলেই এ পানি দিয়ে ওযূ করলেন। সাবিত (র.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি উপস্থিত লোকের সংখ্যা কত মনে করেন? তিনি বললেন, সত্তর জনের মত। [সানাদ সহীহ।]

٦٣- باب صَبِّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ .

অধ্যায়- ৬৩: পুরুষের জন্যে খাদেমের ওযূর পানি ঢেলে দেয়া

٧٩- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَيُونُسَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَضَّأَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ .

৭৯. 'উরওয়াহ্ ইবনু মুগীরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা মুগীরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, তাবূকের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূ করার সময় পানি ঢেলে দিয়েছি। তিনি মোজার উপর মাসাহ করেছিলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩৬, ১৩৯; বুখারী হা. ১৮২]

অধ্যায়- ৬৪: ওযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা ٦٤- بَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً .

٨٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

৮০. ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূর খবর দিব কি? পরে তিনি (প্রত্যেক অঙ্গ) এক একবার (ধৌত) করে ওযূ করলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪১১]

অধ্যায়- ৬৫: ওযূর অঙ্গসমূহ তিন তিন বার ধৌত করা ٦٥- بَابُ الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

٨١- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৮১. মুত্তালিব ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা). তিন তিনবার ধৌত করে ওযূ করেছেন এবং বলেছেন, নাবী ﷺ এরূপ ওযূ করেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪১৪]

অধ্যায়- ৬৬: ওযূর বর্ণনা-উভয় কব্জি ধৌত করা প্রসঙ্গ ٦٦- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ - غَسْلُ الْكَفَّيْنِ .

٨٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَلاَ أَحْفَظُ حَدِيثَ ذَا مِنْ حَدِيثِ ذَا - أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَرَعَ ظَهْرِي بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَرْضِ فَأَنَاخَ ثُمَّ انْطَلَقَ . قَالَ: فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " أَمَعَكَ مَاءٌ ؟" . وَمَعِي سَطِيحَةٌ لِي فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ مِنْ نَاصِيَتِهِ شَيْئًا وَعِمَامَتِهِ شَيْئًا - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ لاَ أَحْفَظُ كَمَا أُرِيدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ - ثُمَّ قَالَ: " حَاجَتَكَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ فَجِئْنَا وَقَدْ أَمَّ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَذَهَبْتُ لأُوذِنَهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا .

৮২. মুগীরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা এক সফরে গেলাম। তার সঙ্গে একটি লাঠি ছিল। (পথের একস্থানে) তিনি লাঠিটি দিয়ে আমার পিঠে ঠোকা দিলেন। পরে তিনি মাঝ পথ ছেড়ে পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। (কিছুক্ষণ হাঁটার পর) এক স্থানে এসে উট থামালেন। এরপর তিনি আবার চলতে লাগলেন। রাবী বলেন, তিনি এতদূর গেলেন যে, আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। (ক্ষণিক পর) ফিরে এসে বললেন, তোমার নিকট পানি আছে কি? আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি তা নিয়ে তাঁর নিকট আসলাম এবং পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হাত মুখ ধৌত করলেন এবং বাহু ধৌত করতে চাইলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল চিকন হাতার একটি শামী জুব্বা (সীরিয়)। তিনি জুব্বার ভেতর থেকে নিচ দিক দিয়ে হাত বের করে আনলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন। তিনি কপাল ও পাগড়ির কিছু অংশ মাসাহ করেছিলেন বলে রাবী উল্লেখ করেছেন। (হাদীসের একজন রাবী) ইবনু আওন (র.) বলেন, আমার যেমন ইচ্ছা ছিল হাদীসটি তেমন মনে রাখতে পারি না। (এরপর রাবী বলেন) এরপর তিনি তাঁর মোজার উপর মাসাহ করলেন এবং বললেন, তোমার প্রয়োজন সমাধা করো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর আমরা চলে আসলাম। (এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিলম্বের কারণে) 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.) লোকদের ইমামতি করলেন। তখন তিনি লোকদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ এক রাকআত পড়ে ফেলেছেন। আমি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺএর আসার সংবাদ দেয়ার ইচ্ছা করি কিন্তু তিনি (ﷺ) আমাকে নিষেধ করেন। অতএব আমরা যতটুকু পেলাম তা (জামা'আতে) আদায় করলাম এবং বাকীটুকু নিজেরা পড়ে নিলাম। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩৬, ১৩৯; বুখারী কপাল ও পাগড়ী উল্লেখ ব্যতীত হা. ৫৭৯৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৪০]**

অধ্যায়- ৬৭: কব্জি কতবার ধৌত করতে হবে? ٦٧- بَابُ كَمْ تُغْسَلاَنِ؟

٨٣- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا .

৮৩. ইবনু আবূ আওস (রা.) তাঁর দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (ওযূর সময়) তিনবার করে পানি ঢালতে দেখেছি। **[সানাদ সহীহ।]**

অধ্যায়– ৬৮: কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা ٦٨– باب الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ .

٨٤– أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضى الله عنه تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৮৪. হুমরান ইবনু আবান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রা.)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার হাতে পানি ঢেলে হাত ধৌত করেন। এরপর গড়গড়া করে কুলি করেন এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং কনুই পর্যন্ত তিনবার ডান হাত ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম হাতও। এরপরে মাথা মাসাহ করেন এবং ডান পা তিনবার ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম পাও। এভাবে ওযূ শেষ করে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ ওযূ করতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর মতো ওযূ করবে এবং তারপরে নিবিষ্ট মনের সাথে দুরাক‘আত নামাজ পড়বে তার আগের সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৪; বুখারী হা. ১৯৩৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৪৫]**

অধ্যায়– ৬৯: কোন হাতে কুলি করতে হবে? ٦٩– بَابٌ: بِأَىِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ؟

٨٥– أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، هُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ – شُعَيْبٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ – عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَىْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

৮৫. হুমরান (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ‘উসমান (রা.)-কে ওযূর পানি চাইতে দেখলেন। (পানি আনা হলে) তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢালেন এবং হস্তদ্বয় তিনবার করে ধৌত করলেন। পরে ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করান এবং কুলি করেন ও পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন। এর মুখমণ্ডল ধৌত করেন তিনবার এবং কনুই পর্যন্ত দু’হাত ধৌত করেন তিনবার। এরপরে মাথা মাসাহ করেন ও প্রত্যেক পা তিনবার করে ধৌত করেন ও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি আমার ওযূর ন্যায় ওযূ করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করবে এবং একাগ্রতা সহকারে দু’রাকা‘আত নামায পড়বে তার পূর্ববর্তী অপরাধসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৬৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৪৬]**

অধ্যায়- ৭০: নাক পরিষ্কার করা ٧٠- باب اتِّخَاذِ الاسْتِنْشَاقِ .

٨٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ" .

৮৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওযূ করবে তখন সে যেন তার নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৮; বুখারী হা. ১৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৬৭]**

অধ্যায়- ৭১: নাক ভাল করে পরিষ্কার করা ٧١- باب الْمُبَالَغَةِ فِي الاسْتِنْشَاقِ .

٨٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" .

৮৭. লাক্বীত ইবনু সাবরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে ওযূ সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, পূর্ণরূপে ওযূ করবে, আর তুমি যদি রোযাদার না হও তাহলে ভালভাবে নাক পরিষ্কার করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪০৭]**

অধ্যায়- ৭২: নাক ঝাড়ার নির্দেশ ٧٢- باب الأَمْرِ بِالاسْتِنْثَارِ .

٨٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" .

৮৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযূ করবে সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে সে যেন বে-জোড় ব্যবহার করে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪০৯; বুখারী হা. ১৬১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৬৯]**

٨٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ" .

৮৯. সালামাহ্ ইবনু কাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ওযূ করবে তখন নাক ঝেড়ে নাও। যখন কুলুখ ব্যবহার কর, তখন বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার কর। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪০৬]**

٧٣- باب الأَمْرِ بِالاسْتِنْثَارِ عِنْدَ الاسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ .

অধ্যায়- ৭৩: ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর নাক ঝেড়ে ফেলার আদেশ

٩٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ" .

৯০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে ওযূ করে সে যেন তিনবার নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা শয়তান নাকের (মস্তক সংলগ্ন) ছিদ্রের উপরিভাগে রাত যাপন করে। [সহীহ। বুখারী হা. ৩২৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৭১]

অধ্যায়– ৭৪: কোন হাতে নাক ঝাড়তে হবে? ٧٤– باب بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ؟

٩١– أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ .

৯১. 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি পানি আনতে বলেন, পরে তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন। বাম হাতে নাক ঝাড়েন। তিনবার এরূপ করেন। পরে বলেন, এরূপই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূ। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৭৫: মুখমণ্ডল ধৌত করা ٧٥– باب غَسْلِ الْوَجْهِ .

٩٢– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ – رضى الله عنه – وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا: مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى؟ مَا يُرِيدُ إِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٌ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا .

৯২. 'আব্দ খাইর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রা.)-এর কাছে আসলাম। এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়েছিলেন। (আমাদেরকে দেখে) তিনি ওযূর পানি আনতে বলেন। আমরা বললাম, তিনি তো নামায পড়েছেন এখন পানি দিয়ে কি করবেন? (পরে বুঝলাম) তিনি আমাদেরকে ওযূ শিক্ষা দেয়ার জন্যই এমন করেছেন। তাঁর আদেশ অনুযায়ী পানি ভর্তি একটি তামার পাত্র আনা হলো। তিনি পাত্র হতে হাতে পানি ঢেলে তিনবার হাত ধৌত করলেন। এর পর ডান হাতে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করেন এবং ঐ পানির কিছু অংশ দিয়েই নাক ঝাড়েন তিনবার করে। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। এরপর ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসাহ করেন। পরে ডান পা ও বাম পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, যে লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূর নিয়ম জেনে খুশি হতে চায় তবে তা এই ওযূ। (কেননা এমনই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূ।) [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০০]

অধ্যায়– ৭৬: মুখমণ্ডল ধোয়ার সংখ্যা ٧٦– باب عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ .

٩٣– أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، – وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ – عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ – وَأَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ – ثُمَّ قَالَ – لاَ أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لاَ – وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ .

৯৩. 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট একটি বসার চৌকি নিয়ে আসা হয় এবং তিনি তাতে উপবেশন করেন। পরে পানি ভর্তি একটি পাত্র আনতে বলেন। (পানি আনা হলে) পাত্রটি কাত করে তিনি উভয় হাতের উপর তিনবার করে পানি ঢালেন। পরে এক এক অঞ্জলি পানি দ্বারা তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। আর তিনবার করে কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করেন এবং হাতে কিছু পানি

নিয়ে মাথা মাসাহ করেন। শু'বাহ্ (আলোচ্য হাদীসের রাবী) তাঁর মাথার অগ্রভাগ থেকে মাথার শেষ ভাগ পর্যন্ত একবার ইঙ্গিত করে দেখান এবং বলেন, তিনি হাত দু'টি সম্মুখের দিকে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিনা তা আমার স্মরণ নেই। আর তিনি ['আলী (রা.)] তিনবার করে দু' পা ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার এ ওযূ দেখে); এটাই তাঁর ওযূ। ইমাম নাসায়ী (র.) বলেন, 'আলী (রা.) হতে বর্ণনাকারী মালিক ইবনু 'উরফুত্বাহ্ নন, সঠিক হল খালিদ ইবনু 'আলকামাহ্ (র.)। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০২]

অধ্যায়- ৭৭: দু' হাত ধৌত করা প্রসঙ্গ ٧٧– باب غَسْلِ الْيَدَيْنِ .

٩٤– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ – قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا وَضُوؤُهُ .

৯৪. 'আব্দ খাইর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি একটি চৌকি আনতে বলেন। তিনি তাতে বসেন এবং একটি পাত্রে পানি আনতে বলেন, (পানি আনা হলে) তিনি তিনবার করে উভয় হাত ধৌত করেন। অতঃপর এক এক অঞ্জলি পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। পরে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন ও উভয় হাত তিনবার করে ধৌত করেন। এরপর হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করান এবং মাথা মাসাহ করেন। পরে উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূ দেখে খুশি হতে চায় (সে যেন আমার ওযূ দেখে); এরূপই ছিল তাঁর ওযূ। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়- ৭৮: ওযূর বর্ণনা ٧٨– باب صِفَةِ الْوُضُوءِ .

٩٥– أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي شَيْبَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيٌّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: دَعَانِي أَبِي عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: نَاوِلْنِي فَنَاوَلْتُهُ الإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: لاَ تَعْجَبْ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ يَقُولُ لِوُضُوئِهِ هَذَا وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا .

৯৫. হুসাইন ইবনু 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার পিতা 'আলী (রা.) আমাকে ওযূর পানি আনতে বলেন। আমি তাঁর কাছে পানি আনলাম। তিনি ওযূ করতে শুরু করেন। (প্রথমে) ওযূর পানিতে হাত প্রবেশ করাবার আগে হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। এরপর তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাক ঝাড়েন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং ডান হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করেন এবং একবার মাথা মাসাহ করেন। তারপর টাখনু পর্যন্ত ডান পা তিনবার এবং

অনুরূপভাবে বাম পা ধৌত করেন। পরে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং বলেন, পানির পাত্রটা দাও। আমি পাত্রটি তাঁকে দিলাম। তিনি ওযূর অবশিষ্ট পানিটুকু দাঁড়িয়ে পান করেন। আমি তাঁকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, অবাক হয়ো না। তুমি আমাকে যেমন করতে দেখলে আমিও তোমার নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। 'আলী (রা.) তাঁর এ ওযূ এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কেই বলছিলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১০৭]

অধ্যায়– ৭৯: দু'হাত ধৌত করার সংখ্যা ٧٩– باب عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ .

٩٦– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ – قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا – رضى الله عنه – تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طَهُورُ النَّبِيِّ ﷺ .

৯৬. আবূ হায়্যাহ্ ইবনু কাইস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা.)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি হাতের কব্জি পর্যন্ত খুব পরিষ্কার করে ধৌত করেন। এরপর তিনবার কুলি করেন ও তিনবার চেহারা ধৌত করেন এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করেন। পরে মাথা মাসাহ করেন এবং দু'পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দাঁড়িয়ে ওযূর অবশিষ্ট পানি পান করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযূর নিয়ম কেমন ছিল, আমি তা তোমাদেরকে দেখাতে ভালবাসি। (তাই আমি তোমাদের ওযূ করে দেখালাম)। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪৮]

অধ্যায়– ৮০: ধৌত করার সীমা ٨٠– باب حَدِّ الْغَسْلِ .

٩٧– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ – وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى – هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৯৭. ইয়াহ্ইয়া আল-মাযিনী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবা 'আম্র ইবনু ইয়াহ্ইয়া এর দাদা 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু 'আসিম (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ওযূ করতেন, আপনি আমাকে তা দেখাতে পারবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! দেখাতে পারি। এ বলে তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি হাতে পানি ঢালেন এবং দু'হাত দু'দুবার করে ধৌত করেন। তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাকে পানি দেন। পরে মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং মাথা মাসাহ করেন ও উভয় হাত মাথার পেছনে নেন, আর একবার মাথার সামনের দিকে আনেন। মাথার সামনের দিক হতে শুরু করে পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান। পুনরায় হাত ফিরিয়ে আনেন, মাথার যে স্থান থেকে মাসাহ শুরু করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত। পরিশেষে দু' পা ধৌত করেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১০৯; বুখারী হা. ১৮৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৬২]

অধ্যায়– ৮১: মাথা মাসাহ করার নিয়ম ٨١-- باب صفة مَسْحِ الرَّأْسِ .

٩٨- أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، هُوَ ابْنُ أَنَسٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ عَاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৯৮. ইয়াহ্ইয়া আল-মাযিনী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি 'আম্‌র ইবনু ইয়াহ্ইয়া এর দাদা 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু 'আসিম (মাযিনী) (রা.)-কে প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ওযূ করতেন তা আমাকে দেখাতে পারবেন কি? 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, হ্যাঁ! এরপর তিনি পানি আনতে বলেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দু'বার করে দু হাত ধৌত করেন। এর পর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন, অতঃপর দু'বার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর দু'হাতে মাথা মাসাহ করেন। একবার সামনে আনেন একবার পেছনে নেন, আর মাথার সামনের দিক হতে শুরু করেন এবং উভয় হাত পেছনে ঘাড় পর্যন্ত নেন। আবার মাসাহ যে স্থান থেকে শুরু করেন সে স্থান পর্যন্ত উভয় হাত ফিরিয়ে আনেন। তারপর দু' পা ধৌত করেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ৮২: মাথা মাসাহ এর সংখ্যা ٨٢– بَابُ عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ .

٩٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ .

৯৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রা.) (যাকে স্বপ্নে আযানের বর্ণনা দেখানো হয়েছিল) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং দু'বার করে হাত ধৌত করেন এবং দু'বার করে পা ধৌত করেন ও মাথা মাসাহ করেন দু'বার। **[শায্। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৯]**

অধ্যায়– ৮৩: মহিলাদের মাথা মাসাহ করা ٨٣– باب مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا .

١٠٠- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، سَالِمٌ سَبَلاَنُ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلاَثًا وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَالْيُسْرَى ثَلاَثًا وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخَّرِهِ ثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَيْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قَالَ سَالِمٌ: كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَىَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ: ادْعِي لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَتْ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: أَعْتَقَنِي اللَّهُ . قَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . وَأَرْخَتِ الْحِجَابَ دُونِي فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

১০০. আবূ 'আবদুল্লাহ সালিম সাবালান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁর আমানাতদারীতে খুব মুগ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে অর্থের বিনিময়ে কাজে নিযুক্ত করতেন। সালিম বলেন, 'আয়িশাহ্

(রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ওযূ করতেন তা দেখান। তারপর তিনি তিনবার কুলি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তিনবার করে ডান ও বাম হাত ধৌত করেন এবং হাত মাথার সামনের দিকে রাখেন ও মাথার পেছন পর্যন্ত একবার মাসাহ করেন। পরে তিনি উভয় কান মাসাহ করেন। তারপর চেহারায় হাত বুলান। সালিম বলেন, আমি যখন মুকাতাব ছিলাম তখন তার কাছে আসা-যাওয়া করতাম। তিনি তখন আমার থেকে পর্দা করতেন না। তিনি আমার সামনে বসতেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমার জন্যে বারাকাতের দু'আ করুন। তিনি বললেন, কিসের দু'আ করব? বললাম, আল্লাহ আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দিন। (এ কথা বলে) তিনি আমার সামনে পর্দা ফেলে দিলেন। এরপর আমি তাকে কোন দিন দেখিনি। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়- ৮৪: দু'কান মাসাহ করা প্রসঙ্গ ٨٤- باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ .

١٠١- أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَجْلاَنَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

১০১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি (প্রথমে) দু'হাত ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। অতঃপর মুখমণ্ডল ও দু' হাত একবার করে ধৌত করেন। এরপর একবার মাথা ও উভয় কান মাসাহ করেন। 'আবদুল 'আযীয (র.) বলেন, ইবনু 'আজলান (র.) হতে যিনি শুনেছেন, তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আজলান এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উভয় পা ধৌত করার কথাও বলেছেন। [সানাদ সহীহ।]

٨٥- بَابُ مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ .

অধ্যায়- ৮৫: মাথার সাথে কান মাসাহ করা ও তার বর্ণনা যা দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে, উভয় কান মাথার অংশ

١٠٢- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى .

১০২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করেন। (উভয় হাত ধৌত করেন।) তিনি এক অঞ্জলি পানি দিয়ে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। পুনরায় এক অঞ্জলি পানি নেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করেন। পুনরায় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করেন। পুনরায় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করেন। তারপর মাথা ও দু' কান মাসাহ করেন। কানের ভেতর দিক শাহাদত অঙ্গুলি ও বাহির দিক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মাসাহ করেন। পুনরায় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পা ধৌত করেন এবং এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাম পা ধৌত করেন। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৩৯]

١٠٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ

أَنْفِه فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِه خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِه حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ " . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ .

১০৩. 'আবদুল্লাহ আস্-সুনাবিহী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিন বান্দা যখন ওযূ করে এবং কুলি করে তখন তার মুখের পাপ বের হয়ে যায়। যখন নাক ঝাড়ে তখন নাকের পাপ বের হয়ে যায়। যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন মুখমণ্ডলের পাপ বের হয়ে যায়। এমনকি তার চক্ষু-পলকের ভিতরের গুনাহ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের পাপ বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচের পাপ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন মাথা মাসাহ করে তখন মাথার পাপ বের হয়ে যায় এমনকি কানের পাপ পর্যন্ত বের হয়ে যায়। যখন পা ধৌত করে তখন পায়ের পাপ বের হয়ে যায়। এমনকি তার পায়ের নখের নীচের পাপ পর্যন্ত। তারপর মাসজিদে যাওয়া ও নামায পড়া তার জন্যে অতিরিক্ত (নফল) 'ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৮২]**

অধ্যায়- ৮৬: পাগড়ীর উপর মাসাহ করা ٨٦- باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ .

١٠٤- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

১০৪. বিলাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করতে দেখেছি। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৬১]**

١٠٥- وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১০৫. বিলাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উভয় মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٠٦- أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ .

১০৬. বিলাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছি। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়- ৮৭: কপাল সহ পাগড়ীর উপর মাসাহ করা . ٨٧- باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

١٠٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ .

১০৭. মুগীরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করেন। (ওযূতে) কপাল, পাগড়ী ও মোজার উপর মাসাহ করেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ১০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৪৩]**

١٠٨- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: "أَمَعَكَ مَاءٌ؟". فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ .

১০৮. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কোন এক সফরে) পেছনে থেকে যান। আমিও তাঁর সাথে পেছনে থেকে যাই। তিনি পায়খানা-প্রস্রাবের কাজ সারলেন। তারপর আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার নিকট কি পানি আছে? আমি তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র নিয়ে এলাম। তিনি হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলেন। তারপর বাহু হতে আস্তিন উপরে উঠাতে চাইলেন। কিন্তু জামার হাতা চিকন হওয়াতে তা পারলেন না। তাই জামা (খুলে) কাঁধের উপর রেখে দেন এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করেন এবং স্বীয় কপাল ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেন এবং মোজার উপরও মাসাহ করেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৪০]

অধ্যায়– ৮৮: পাগড়ীর উপর কিভাবে মাসাহ করতে হবে? ٨٨- بَابٌ: كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟

١٠٩- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: خَصْلَتَانِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَىْ عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ: وَصَلاَةُ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ .

১০৯. 'আম্‌র ইবনু ওয়াহ্‌াব আস্-সাকাফী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) হতে শুনেছি; তিনি বলেন, দু'টি বিষয়ে আমি কারো নিকট প্রশ্ন করব না। কেননা, এ দু'টি কাজের সময় আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজনে বের হলেন। সেখান থেকে এসে ওযূ করেন এবং মাথার সামনের দিক ও পাগড়ীর দু'পার্শ্বে এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। আর অধঃস্তনের পেছনে ইমামের নামায পড়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি দেখেছি যে, তিনি এক সফরে গিয়েছিলেন। নামাযের সময় হয়ে যায়। অথচ নাবী ﷺ তাদের নিকট পৌছতে বিলম্ব করলে লোকেরা নামায শুরু করে দিল। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)-কে তারা ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। (এমন সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসেন এবং ইবনু 'আওফের পেছনে বাকি নামায আদায় করেন। ইবনু 'আওফ সালাম ফিরালে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যান এবং যতটুকু নামায ছুটে গিয়েছিল তিনি তা আদায় করেন। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৮৯: উভয় পা ধোয়া ওয়াজিব ٨٩- باب إِيجَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .

١١٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ" .

১১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসিম ﷺ বলেছেন, (ওযূর সময়) যার পায়ের গোড়ালি শুষ্ক থাকবে তার জন্যে জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি। [সহীহ। বুখারী হা. ১৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৮১]

١١١– أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ" .

১১১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দল লোককে ওযূ করতে দেখেন। তাদের পায়ের টাখনুর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তা শুষ্ক রয়েছে। তখন তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, যাদের পায়ের টাখনু শুষ্ক থাকবে, তাদের জন্যে জাহান্নামের ভীষণ শাস্তি। তোমরা পরিপূর্ণরূপে ওযূ কর। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৭৭]

অধ্যায়– ৯০: কোন্ পা প্রথমে ধৌত করবে? ‏٩٠– بَابٌ: بِأَىِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ .

١١٢– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - وَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَمِعْتُ الأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُولُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ .

১১২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করা, জুতা পরা ও চুল আঁচড়াতে যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। হাদীসের অন্যতম রাবী শু'বাহ্ বলেন, ওয়াসিত শহরে আমি আশ'আস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সকল কাজ ডান দিক হতে শুরু করা ভাল মনে করতেন। তারপর কূফাতে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) যথাসাধ্য ডান দিক হতে আরম্ভ করা ভাল মনে করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪০১; বুখারী হা. ৪২৬, ৫৩৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৪]

অধ্যায়– ৯১: দু' হাত দিয়ে দু' পা ধোয়া ‏٩١– باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ .

١١٣– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، يَعْنِي عُمَارَةَ - قَالَ حَدَّثَنِي الْقَيْسِيُّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَيْهِمَا .

১১৩. ('আবদুর রহমান ইবনু 'আব্‌দ) ক্বাইসী (রা.) হতে বর্ণিত। এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তিনি ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে পানি আনা হলে তিনি পাত্র থেকে উভয় হাতে পানি ঢেলে নিলেন এবং উভয় হাত একবার ধৌত করলেন। এক একবার করে মুখমণ্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলেন। পরে ডান হাত দিয়ে পদদ্বয় ধুয়ে নিলেন। [দুর্বল সানাদ।]

অধ্যায়– ৯২: আঙ্গুল খিলাল করার নির্দেশ ‏٩٢– باب الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ .

١١٤– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، وَكَانَ، يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ" .

১১৪. 'আসিম ইবনু লাক্বীত সূত্রে তার পিতা লাক্বীত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যখন ওযূ করবে পরিপূর্ণরূপে ওযূ করবে এবং আঙ্গুল খিলাল করবে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১৩০]

অধ্যায়– ৯৩: দু'পা ধৌত করার সংখ্যা ٩٣– باب عَدَد غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ .

١١٥– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৫. আবূ হাইয়হ্ আল-ওয়াদি'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা.)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি তিনবার দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন, তিনবার কুলি করেন, তিনবার নাক পরিষ্কার করেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন এবং তিনবার করে দু' হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর মাথা মাসাহ করেন এবং দু' পা তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, এটাই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওযূ। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৫**]

অধ্যায়– ৯৪: (হাত ও পা) ধৌত করার সীমা ٩٤– بَابُ حَدِّ الْغَسْلِ.

١١٦– أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

১১৬. 'উসমান্ (রা.)-এর মুক্ত দাস হুমরান (র.) হতে বর্ণিত যে, 'উসমান (রা.) ওযূর পানি আনতে বলেন। অতঃপর ওযূ করেন প্রথমে তিনি তিনবার দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার চেহারা ধৌত করেন। এরপর তিনবার ডান ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন। এরপর মাথা মাসাহ করেন এবং তিন তিনবার ডান ও বাম পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করেন। পরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ ওযূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযূর ন্যায় ওযূ করবে এবং দাঁড়িয়ে দু'রাকত নামায (তাহিয়্যাতুল ওযূ) একাগ্রচিত্তে আদায় করবে তার পেছনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সহীহ্।]

অধ্যায়– ৯৫: জুতা পরা অবস্থায় ওযূ করা প্রসঙ্গ ٩٥– بَابُ الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ .

١١٧– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَتَتَوَضَّأُ فِيهَا. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا .

১১৭. 'উবাইদ ইবনু জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে বললাম, আমি দেখছি আপনি এ সিব্তিয়্যাহ্[4] জুতা পরেন এবং এগুলো পরেই ওযূ করেন। (এর কারণ কি?) 'আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ জুতা পরতে এবং তা পরে ওযূ করতে দেখেছি। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৫৫৪; বুখারী হা. ১৬৬, ৫৮৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৬৮৪**]

---

4 গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি এক প্রকার জুতা, যার লোম উঠিয়ে ফেলা হয়েছে।

অধ্যায়- ৯৬: মোজার উপর মাসাহ্ করা ٩٦- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

١١٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ: أَتَمْسَحُ؟ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ . وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيرٍ وَكَانَ إِسْلاَمُ جَرِيرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَسِيرٍ .

১১৮. জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি ওযূ করেন এবং মোজর উপর মাসাহ করেন। তাঁকে বলা হল, কি ব্যাপার! আপনি মোজার উপর মাসাহ করেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসাহ করতে দেখেছি। 'আবদুল্লাহর সাথীগণ জারীরের এ কথা পছন্দ করতেন এ কারণে যে, জারীর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সামান্য কিছু আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৪৩; ইরউয়াউল গালীল ৯৯]**

١١٩- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

১১৯. 'আম্‌র ইবনু উমাইয়াহ্ আয্-যামরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওযূ করতে দেখেছেন এবং (ওযূতে) মোজার উপর মাসাহ করতে দেখেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৬২; বুখারী হা. ২০৪, ২০৫]**

١٢٠- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِلاَلٌ الأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً مَا صَنَعَ؟ فَقَالَ بِلاَلٌ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى .

১২০. উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং বিলাল (রা.) মদীনার বাজারে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজনে বাইরে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন। উসামাহ্ (রা.) বলেন, বিলাল (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কি করেছেন? বিলাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে ওযূ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন, মাথা এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। তারপর নামায পড়েন। **[সহীহ। তা'লীকাত আল-হাসসান (২/৩০৯)]**

١٢١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১২১. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত যে, তিনি মোজার উপর মাসাহ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৪৬]**

١٢٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .

১২২. সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর সূত্রে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত যে, তাতে (অর্থাৎ মোজার উপর মাসাহ করাতে) কোন অসুবিধা নেই। **[সহীহ। আস-সহীহাহ্ হা. ২৯৪০]**

Contents

١٢٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .

১২৩. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আমি পানির পাত্র নিয়ে হাজির হই। আমি তাঁকে পানি ঢেলে দেই, তিনি ওযূ করেন। (প্রথমে) দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করেন। তারপর চেহারা ধৌত করেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দু' হাত ধুতে চান। কিন্তু জামার হাতা অপ্রশস্ত হওয়ায় তা পারেন নি। তাই জুব্বার নীচের দিক দিয়ে হাত বের করেন এবং কনুই পর্যন্ত ধৌত করেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। এরপর আমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়েন। [সানাদ সহীহ। কিন্তু "তিনি আমাদের সাথে নিয়ে নামায পড়েন" এ অংশটুকু ভুল। কেননা এ ঘটনায় তিনি ইবনু 'আওফের পিছনে নামায আদায় করেছিলেন। যেমনটি পূর্বের ৮২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

١٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১২৪. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি ﷺ তাঁর প্রয়োজনে বাইরে যান। মুগীরাহ্ (রা.) পানির পাত্র নিয়ে তাঁর অনুসরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রয়োজন সমাধা করার পর ওযূ করেন এবং মোজার উপর মাসাহ করেন। ওযূ করার সময় মুগীরাহ্ (রা.) তাঁকে পানি ঢেলে দেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৪৫]

٩٧ - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায়– ৯৭: ভ্রমণে মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গ

١٢٥\م١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ "تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ". فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

১২৫/ক. হামযাহ্ ইবনু মুগীরাহ্ সূত্রে তার পিতা মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, হে মুগীরাহ্! তুমি পেছনে থাক এবং (লোকদের বললেন,) হে লোক সকল! তোমরা চলতে থাক। আমি পেছনে থাকলাম, আমার সাথে পানির একটি পাত্র ছিল। লোকেরা চলে গেলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজনে যান। তিনি যখন ফিরে আসেন তখন আমি তাঁকে (ওযূর জন্য) পানি ঢেলে দিতে থাকি। তাঁর পরনে অপ্রশস্ত হাতাওয়ালা একটি রুমী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর হাত বের করতে চাইলেন, কিন্তু জামার হাতা অপ্রশস্ত হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে জুব্বার নীচের দিক দিয়ে হাত বের করেন। তারপর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসাহ করেন। [সানাদ সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য]

١٢٥\م٢- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا قَيْسٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

১২৫/খ. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জওরাবাহ (সূতী মোজা) এবং জুতার উপর মাসাহ করেছেন। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ বর্ণনাতে কেউ আবূ কাইস-এর অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মুগীরাহ্ (রা) হতে সঠিক বর্ণনা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপর মাসাহ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৫৯; ইরওয়াউল গালীল হা. ১০১]**

٩٨- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ .

অধ্যায়- ৯৮: মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসাহ্ করার সময়সীমা

١٢٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ .

১২৬. সফওয়ান ইবনু 'আস্সাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন সফর অবস্থায় থাকি তখন নাবী ﷺ আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজা না খোলার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। **[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ৪৭৮]**

١٢٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَزُهَيْرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ .

১২৭. যির (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফ্ওয়ান ইবনু 'আস্সালকে মোজার উপর মাসাহ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করতেন, আমরা যখন সফর অবস্থায় থাকি তখন যেন মোজার উপর মাসাহ করি এবং তিন দিন, জানাবতের অবস্থা ছাড়া পায়খানা-প্রস্রাব অথবা নিদ্রার কারণে তা না খুলি। **[হাসান প্রাগুক্ত; ইরউয়াউল গালীল ১০৪]**

٩٩- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ .

অধ্যায়- ৯৯: মুকীমের জন্যে মোজার উপর মাসাহ করার সময়সীমা

١٢٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلاَئِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي فِي الْمَسْحِ .

১২৮. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসাহ করার ব্যাপারে মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীমের জন্যে একদিন এক রাত সময় নির্ধারণ করেছেন। **[সহীহ। মুসলিম ই.সে. হা. ৫৪৩]**

١٢٩- أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي. فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا.

১২৯. শুরাইহ্ ইবনু হানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে মোজার উপর মাসাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, 'আলী (র.)-এর নিকট যাও, তিনি এ ব্যাপারে আমার থেকে বেশি জানেন। তারপর আমি 'আলী (রা.)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে মাসাহ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ করতেন এ মর্মে যে, মুকীম এক দিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত মাসাহ করবে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৪৬]

অধ্যায়– ১০০: ওযূ ভঙ্গ হওয়া ছাড়া ওযূ করার বর্ণনা ١٠٠– بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

١٣٠– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا – رضى الله عنه – صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ .

১৩০. 'আবদুল মালিক ইবনু মাইসারাহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নায্যাল ইবনু সাবরাহকে বলতে শুনেছি যে, আমি 'আলী (রা.)-কে দেখলাম যে, তিনি যুহরের নামায পড়লেন এবং জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণার্থে বসলেন, যখন 'আস্রের সময় উপস্থিত হল তখন তাঁর কাছে একটি পানির পাত্র আনা হলো। তিনি তা হতে এক কোষ পানি নিলেন এবং তা দ্বারা চেহারা, দু' হাত মাথা এবং উভয় পা মাসাহ করলেন। পরে দাঁড়িয়ে উদ্বৃত্ত পানি পান করলেন এবং বললেন, অনেক লোক এরূপ পান করাকে খারাপ মনে করে। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। আর এটা হলো ঐ ব্যক্তির ওযূ যার ওযূ ভঙ্গ হয়নি। [সহীহ। মুখতাসার শামায়িল মুহাম্মাদীয়া ১৭৯; বুখারী হা. ৫৬১৬]

অধ্যায়– ১০১: প্রত্যেক নামাযের জন্যে ওযূ করা প্রসঙ্গ ١٠١– بَابُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ

١٣١– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ . قُلْتُ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ فَأَنْتُمْ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ قَالَ: وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ .

১৩১. 'আমর ইবনু 'আমির (র.)-এর সূত্রে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর নিকট পানির একটি ছোট পাত্র আনা হলো এবং তিনি ওযূ করলেন। আমি ('আম্র) বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের জন্যে ওযূ করতেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, 'আমর বললেন, আর আপনারা (সাহাবাগণ)? তিনি বললেন, আমরা ওযূ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তাম। তিনি ('আম্র) বলেন, একই ওযূ দ্বারা আমরা বহু নামায পড়তাম। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫০৯; বুখারী হা. ২১৪]

١٣٢– أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ " .

১৩২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগার হতে বের হলে তাঁর নিকট কিছু খাদ্য আনা হলো। উপস্থিত লোকেরা বললো, আপনার জন্যে ওযূর পানি আনব কি? তিনি বললেন, আমাকে তো ওযূ করার আদেশ করা হয়েছে যখন আমি নামাযের জন্যে প্রস্তুত হই। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১৮২৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭২৬, ৭২৭]

١٣٣- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيد، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَد، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَة فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ . قَالَ " عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ " .

১৩৩. ইবনু বুরাইদাহ্ সূত্রে তার পিতা বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের জন্যে ওযূ করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই ওযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়লেন, তখন 'উমার (রা.) তাঁকে বললেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আজ আপনি এমন কাজ করলেন যা এর আগে করেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'উমার! ইচ্ছা করেই আমি এমন করেছি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫১০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৪৯]

অধ্যায়- ১০২: (ওযূর পরে) পানি ছিটানো ١٠٢- بَابُ النَّضْحِ

١٣٤- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِث، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - وَوَصَفَ شُعْبَةُ - نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السُّنِّيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ رضى الله عنه .

১৩৪. হাকাম (রা.)-এর পিতা সুফ্ইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওযূ করতেন তখন এক কোষ পানি নিতেন এবং তা এরূপ ছিটাতেন। শু'বাহ্ (বিশিষ্ট রাবী) তা স্বীয় পুরুষাঙ্গের উপর ছিটিয়ে দেখালেন। আমি এটা ইব্রাহীমের কাছে উল্লেখ করলে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। শাইখ ইবনু সুন্নী বলেন, হাকাম সুফ্ইয়ান সাক্বাফীর ছেলে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৬১]

١٣٥- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ جَوَّاب، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْق، عَنْ مَنْصُور، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْب، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، -وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ . قَالَ أَحْمَدُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

১৩৫. হাকাম ইবনু সুফ্ইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ওযূ করলেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন। আহমাদ বলেছেন, পরে তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ছিটালেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়- ১০৩: ওযূর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা লাভবান হওয়া ١٠٣- بَابُ الاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

١٣٦- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْف قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّاب، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضى الله عنه تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ: صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ.

১৩৬. আবূ হাইয়্যাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা.)-কে দেখলাম, তিনি তিন তিন বার করে (ওযূর অঙ্গুলগুলো ধৌত করে) ওযূ করলেন, পরে দাঁড়ালেন এবং ওযূর বাকি পানি পান করলেন, আর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন করেছিলেন আমি তেমন করলাম। [সহীহ। দেখুন হা. ১৩০]

١٣٧- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَأَخْرَجَ بِلاَلٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَرَكَزْتُ لَهُ الْعَنَزَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلاَبُ وَالْمَرْأَةُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

১৩৭. 'আওন ইবনু আবূ জুহাইফাহ্ সূত্রে তার পিতা আবূ জুহাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাত্হা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তারপর দেখলাম বিলাল (রা.) তাঁর ওযূর অবশিষ্ট পানি বের করলেন, আর লোকেরা সে দিকে দৌড়াচ্ছে। আমিও তার কিছু পেলাম। তারপর তাঁর সামনে একটি লাঠি স্থাপন করলাম, তিনি লোকদের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। আর গাধা, কুকুর এবং মহিলা তাঁর সামনে দিয়ে চলাচল করছিল। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২৩৩; বুখারী হা. ৩৫৬৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০১১]**

١٣٨- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِّي فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ .

১৩৮. সুফইয়ান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি ইবনুল মুনকাদির (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাক্র (রা.) আমাকে দেখতে আসলেন, তাঁরা দেখলেন, আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছি। এরূপ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করলেন এবং আমার উপর তাঁর ওযূর পানি ছিটিয়ে দিলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৭২৮; বুখারী হা. ৬৭২৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪০০১]**

অধ্যায়- ১০৪: ওযূ ফরয হওয়া প্রসঙ্গ ١٠٤- بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ

١٣٩- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .

১৩৯. আবুল মালীহ্ সূত্রে তার পিতা [উসামাহ ইবনু 'উমায়র (রা.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামায গ্রহণ করেন না এবং অবৈধভাবে উপার্জিত মালের সাদাকাহ্ গ্রহণ করেন না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৭১; ইরউয়াউল গালীল ১২০]**

অধ্যায়- ১০৫: ওযূতে সীমালঙ্ঘন ١٠٥- بَابُ الاعْتِدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

١٤٠- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" .

১৪০. 'আম্র ইবনু শু'আইব তাঁর বাবার সূত্রে তাঁর দাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে ওযূ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো। নাবী ﷺ তাঁকে ওযূর অঙ্গ তিন তিনবার ধৌত করে দেখালেন। আর বললেন, ওযূ এভাবেই করতে হয়। যে লোক এর উপর বাড়ালো সে সীমালঙ্ঘন ও যুল্ম করল। **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪২২]**

অধ্যায়- ১০৬: ভালভাবে ওযূ করার নির্দেশ ١٠٦- بَابُ الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

١٤١- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ .

১৪১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! অন্য লোকদের বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিশেষভাবে কোন বিষয়ে বলেন নি, তিনটি বিষয় ছাড়া– (১) তিনি আমাদের ভালভাবে ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন; (২) আমাদের সাদাকাহ্ খেতে মানা করেছেন এবং (৩) নিষেধ করেছেন গাধাকে ঘোড়ার উপর পাল দিতে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬৯]**

١٤٢– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " .

১৪২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ভালভাবে ওযূ করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৭৭]**

অধ্যায়– ১০৭: পূর্ণরূপে ওযূ করার ফযীলত ١٠٧– باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

١٤٣– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

১৪৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের খোঁজ দিব না যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং সম্মান বাড়াবেন? তা হলো কষ্টদায়ক অবস্থায়ও ভালভাবে ওযূ করা, মাসজিদের দিকে অধিক পদচালনা করা, আর এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এটাই রিবাত, এটাই রিবাত, এটাই রিবাত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহাড়া দেয়ার ন্যায় সাওয়াব এতে রয়েছে। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯৪]**

١٠٨– باب ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ
অধ্যায়– ১০৮: আদেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তি ওযূ করে তার সাওয়াব

١٤٤– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ . فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ " . أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ .

১৪৪. 'আসিম ইবনু সুফ্ইয়ান সাক্বাফী (র.) হতে বর্ণিত। তাঁরা সালাসিল জিহাদে যোগদান করেছিলেন; কিন্তু যুদ্ধ করার সুযোগ পান নি। পরে তাঁরা শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত রইলেন এবং মু'আবিয়াহ্ (রা.)-এর কাছে ফিরে গেলেন তখন তাঁর নিকট আবূ আইয়ূব এবং 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তখন 'আসিম বললেন, হে আবূ আইয়ূব! এ বৎসর আমরা যুদ্ধের সুযোগ পেলাম না। আর আমাদের বলা হয়েছে যে, যে লোক চারটি মাসজিদে নামায পড়বে তার পাপসমূহ মার্জনা করা হবে। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজতর পন্থা বলে দেব না? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি নির্দেশ

অনুযায়ী ওযূ করবে আর নির্দেশ অনুযায়ী নামায পড়বে তার আগের পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। (তারপর বললেন,) হে 'উক্ববাহ! বিষয়টি কি এরকম? তিনি বললেন, হ্যাঁ! **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৬৯]**

١٤٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، أَخْبَرَ أَبَا بُرْدَةَ، فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " .

১৪৫. হুমরান ইবনু আবান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ বুরদাহ্ (রা.)-কে মাসজিদে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি 'উসমান (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন। যে লোক আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ওযূ সম্পন্ন করবে, তার পাঁচ ওয়াক্ত নামায এর মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের জন্যে কাফ্ফারা স্বরূপ বিবেচিত হবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৫৪]**

١٤٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ، - رضى الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا " .

১৪৬. 'উসমান (রা.)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান (রা.) হতে বর্ণিত। 'উসমান (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করে অতঃপর নামায পড়ে তার এ নামায ও পরবর্তী আদায়কৃত নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। **[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব ১/৯৪]**

١٤٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى، سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا: سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: " أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَأَنْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِلِكَ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ " . قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقُلْتُ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ أَكُلُّ هَذَا يُعْطَى فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَدَنَا أَجَلِي وَمَا بِي مِنْ فَقْرٍ فَأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৪৭. মু'আবিয়াহ্ ইবনু সালিহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ইয়াহয়া সুলাইম ইবনু 'আমির, যামরাহ্ ইবনু হাবীব এবং আবূ তালহাহ্ নুয়াইম ইবনু যিয়াদ (র.) আমাকে বলেছেন যে, আমরা আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি 'আম্র ইবনু 'আবাসাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ওযূ কিভাবে করতে হয়? তিনি বললেন, ওযূ! তুমি যখন ওযূ কর এবং তোমার হস্ত তালুদ্বয় ধৌত কর এবং পরিষ্কার করে ধৌত কর তখন তোমার পাপসমূহ তোমার নখের ভেতর হতে এবং তোমার অঙ্গুলির অগ্রভাগ হতে বের হয়ে যায়। আর যখন তুমি কুলি ও নাকের ভেতরকার অংশ ধৌত কর এবং তোমার চেহারা ধৌত কর ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং মাথা মাসাহ কর ও টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর, তখন তুমি তোমার সাধারণ পাপসমূহ যেন ধুয়ে ফেললে। আর যখন তুমি তোমার চেহারা আল্লাহ তা'আলার জন্যে স্থাপন কর, তখন তুমি পাপ হতে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যাও, যেদিন তোমার জননী তোমাকে জন্ম

দিয়েছিল। আবূ উমামাহ্ বলেন, আমি বললাম, হে 'আম্র ইবনু 'আবাসাহ্, দেখ তুমি কি বলতেছ। একই মজলিসে কি এসব কিছু দান করা হয়? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম। আমি বৃদ্ধাবস্থায় পৌছেছি আর আমার মৃত্যু নিকটবর্তী। এমতাবস্থায় আমার কোন অভাবও নেই যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্কে মিথ্যা বলবো। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার দু' কান তা শ্রবণ করেছে আর আমার অন্তর তা মনে রেখেছে। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব ১/৯৬]

অধ্যায়- ১০৯: ওযূ শেষে যা বলতে হয় ١٠٩ – باب الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

١٤٨ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

১৪৮. 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে আর বলে– أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৭০; ইরউয়াউল গালীল ৯৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৬০]

অধ্যায়- ১১০: ওযূর জ্যোতি ١١٠ – باب حِلْيَةِ الْوُضُوءِ

١٤٩ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ خَلَفٍ، وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ – عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ لِي: يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: " تَبْلُغُ حِلْيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ ".

১৪৯. আবূ হাযিম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) নামাযের জন্যে ওযূ করছিলেন। আর আমি তাঁর পেছনে ছিলাম। তিনি তাঁর দু'হাত ধৌত করছিলেন তাঁর বগল পর্যন্ত, তখন আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ্! এ কোন্ রকম ওযূ? তিনি আমাকে বললেন, হে ফাররূখের বংশধর! তোমরা এখানে? যদি আমি আগে জানতাম যে, তোমরা এখানে আছ তাহলে আমি এরূপ ওযূ করতাম না। আমি আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনের জ্যোতি ঐ পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত ওযূর পানি পৌছে। [সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ২৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯৩]

١٥٠ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ: "السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: "بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟". قَالُوا: بَلَى . قَالَ: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ" .

১৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কবরস্থানের দিকে গেলেন। (তথায় উপস্থিত হয়ে) তিনি বললেন, হে মু'মিন সম্প্রদায়ের ঘরের অধিবাসী। তোমাদের উপর সালাম, আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমি আশা করি আমার ভাইদেরকে দেখতে পাব। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, বরং তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হলো যারা পরবর্তীকালে আসবে, আর আমি হাওযে কাউসারে তাদের অগ্রবর্তী হবো। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার যে সকল উম্মত পরবর্তীকালে আসবে আপনি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, তোমরা বলতো একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি কোন লোকের সাদা চেহারা ও সাদা হস্তপদ বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে তবে কি সে লোক তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? তাঁরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ক্বিয়ামাতের দিন ওযূর দরুন তাদের হস্তপদ উজ্জ্বল হবে। আর আমি হাওযে কাউসারের কাছে তাদের অগ্রগামী হবো। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৩০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯১; আহকামুল জানায়িয ১৯০; ইরউয়াউল গালীল ৭৭৬]**

١١١- باب ثَوَاب مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

অধ্যায়– ১১১: যে লোক ভালভাবে ওযূ করে দু'রাক'আত নামায পড়ে তার সাওয়াব

١٥١- أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " .

১৫১. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে লোক ভালভাবে ওযূ করে তারপর দু'রাক'আত নামায পড়ে নিষ্ঠার সাথে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৪১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৬০]**

١١٢- باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْىِ

অধ্যায়– ১১২: মযী কখন ওযূ নষ্ট করে এবং কখন করে না

١٥٢- أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ تَحْتِي فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي سَلْهُ . فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ " .

১৫২. আবূ 'আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা.) বলেছেন, আমি এমন ছিলাম যে, প্রায় আমর মযী নির্গত হতো। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি আমার পাশে বসা এক ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে বললাম। সে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে ওযূ করতে হবে। **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫০৪; ইরউয়াউল গালীল ৪৭, ১২৫; বুখারী হা. ১৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০৩**

١٥٣- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي . فَسَأَلَهُ فَقَالَ " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

১৫৩. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করুন যে, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ করে এবং তদ্দরুন তার মযী নির্গত হয় অথচ সে সহবাস করেনি, তাহলে সে কি করবে? কেননা তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী হওয়ায় আমি জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করি। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। **[সহীহ। প্রাগুক্ত]**

١٥٤ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ عَطَاء، عَنْ عَائش بْن أَنَس، أَنَّ عَليًّا قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسر يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّه ﷺ منْ أَجْل ابْنَته عنْدي فَقَالَ: " يَكْفي منْ ذَلكَ الْوُضُوءُ " .

১৫৪. 'আয়িশ ইবনু আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রা.) বলেন, আমার প্রায়ই মযী বের হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ায় 'আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করলাম। তিনি জবাবে বললেন, এর এজন্য ওযূ করলেই চলবে। **['আম্মারের উল্লেখ মুনকার– তা'লীক 'আলা সুবুলুস সালাম।]**

١٥٥ – أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْد اللَّه، قَالَ أَنْبَأَنَا أُمَيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ الْقَاسمِ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ: " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .

১৫৫. রাফি' ইবনু খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। 'আলী (রা.) 'আম্মারকে অনুরোধ করলেন, সে যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মযীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বললেন, সে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ধৌত করবে এবং ওযূ করবে। **[মুনকার। আদিষ্ট ব্যক্তি 'আম্মার নন বরং তিনি মিক্বদাদ।]**

١٥٦ – أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ مَالِك، وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ – عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

১৫৬. মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত। 'আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যে তাকে অনুরোধ করলেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে যদি তদ্দরুন তার মযী বের হয়, তাহলে তার কি করতে হবে? কারণ তাঁর কন্যা আমার স্ত্রী থাকায় আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করি। তারপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, যদি তোমাদের কারও এরূপ হয় তাহলে সে যেন স্বীয় লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেয় আর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২০১]**

١٥٧ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ، ﷺ عَنِ الْمَذْىِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ " .

১৫৭. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ (রা.) আমার স্ত্রী থাকায় মযী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করলাম। অতএব, আমি মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদকে অনুরোধ করলাম। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এতে ওযূ করতে হবে। **[সহীহ। তা'লিক 'আলা সুবুলুস সালাম; বুখারী হা. ১৭৮; মুসলিম (ইসলামিক সে.) হা. ৬০৩।]**

অধ্যায়– ১১৩: পায়খানা প্রস্রাবের পর ওযূ করা ١١٣ – بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

١٥٨ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَيْتُ رَجُلاً يُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَطْلُبُ الْعِلْمَ . قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: عَنِ الْخُفَّيْنِ. قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَهُ ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

১৫৮. 'আসিম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি যির ইবনু হুবাইশকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি সফওয়ান ইবনু 'আস্সাল নামক এক ব্যক্তির নিকট আসলাম এবং তার দরজায় বসে রইলাম। তিনি বের হয়ে বললেন, তোমার সংবাদ কি? আমি বললাম, জ্ঞানের সন্ধানে এসেছি। তিনি বললেন, জ্ঞান অন্বেষণকারীদের সন্তুষ্টির উদ্দেশে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। তারপর তিনি বললেন, কোন বিষয় তুমি জানতে চাও? আমি বললাম, মোজা পরা সম্বন্ধে। তিনি বললেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে থাকতাম তিনি আমাদের নির্দেশ করতেন, আমরা যেন একমাত্র জানাবত ছাড়া, পায়খানা-প্রস্রাব এবং ঘুমের কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা না খুলি। [হাসান। ১২৬ নং হাদীস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইরউয়াউল গালীল ১০৪]

অধ্যায়– ১১৪: পায়খানা করার পর ওযূ করা ١١٤ – بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ

١٥٩ – أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَهُ ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

১৫৯. যির্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফওয়ান ইবনু 'আসসাল (রা.) বলেছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে বের হতাম তখন তিনি আমাদের নির্দেশ করতেন আমরা যেন শুধুমাত্র জানাবত ছাড়া পায়খানা-প্রস্রাব এবং ঘুমের কারণে তিন দিন পর্যন্ত তা (মোজা) না খুলি। [হাসান। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ১১৫: বায়ু নির্গমনে ওযূ করা ١١٥ – بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

١٦٠ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ - وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ، - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ - قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا " .

১৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করা হলো, সে নামাযে কিছু অনুভব করে।[৫] তিনি বললেন, সে নামায পরিত্যাগ করবে না যতক্ষণ না গন্ধ অথবা শব্দ শুনতে পায়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫১৩; ইরউয়াউল গালীল ১০৭; বুখারী হা. ১৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭০৪]

---

5 বায়ু নিঃসরণ হয় এমনটি অনুভব করে।

অধ্যায়– ১১৬: ঘুমের কারণে ওযূ করা প্রসঙ্গ ١١٦– باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

١٦١– أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" .

১৬১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যখন ঘুম হতে জেগে ওঠে তখন সে যেন তার হাত পানির পাত্রে প্রবেশ না করায় যতক্ষণ না তার উপর তিনবার পানি ঢালে, কেননা সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় ছিল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৯৩; বুখারী সংখ্যা উল্লেখ ব্যতীত হা. ১৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৫০; ইরওয়াউল গালীল হা. ২১, ১৬৪]**

অধ্যায়– ১১৭: তন্দ্রার বিবরণ ١١٧– باب النُّعَاسِ

١٦٢– أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي".

১৬২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির নামাযে তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন হালকাভাবে নামায শেষ করে চলে যায়। কেননা, অজ্ঞাতসারে সে নিজের উপরেই খারাপ দু'আ করে বসবে। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৫৫; বুখারী হা. ২১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭১২]**

অধ্যায়– ১১৮: পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে ওযূ করা ١١٨– باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

١٦٣– أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ . فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ . فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ".

১৬৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্র ইবনু 'আম্র ইবনু হাযম হতে বর্ণিত। তিনি 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবাইরকে বলতে শুনেছেন যে, আমি মারওয়ান ইবনু হাকাম-এর কাছে এসে কোন কোন কারণে ওযূ করতে হয় তা আলোচনা করলাম। মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। 'উরওয়াহ্ বললেন, আমি তো তা জানি না। মারওয়ান বললেন, বুসরাহ্ বিনতু সাফওয়ান (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ স্বীয় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন তার ওযূ করা উচিত। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৭৯]**

١٦٤– أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ

بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ" . قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ .

১৬৪. যুহ্‌রী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্‌র ইবনু 'আম্‌র ইবনু হায্‌ম (র.) আমাকে বলেছেন, তিনি 'উরওয়াহ্ ইবনু যুবাইরকে বলতে শুনেছেন যে, মারওয়ান তাঁর মদীনায় শাসনকালে উল্লেখ করেছেন, কোন লোক আপন হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে সে ওযূ করবে। ('উরওয়াহ্ বলেন,) আমি অস্বীকার করলাম এবং বললাম, যে লোক তা স্পর্শ করে তার ওযূ করতে হবে না। তখন মারওয়ান বললেন, বুসরাহ্ বিনতু সাফওয়ান আমাকে বলেছেন যে, তিনি যে যে কারণে ওযূ করতে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা উল্লেখ করতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। 'উরওয়াহ্ বলেন, অতএব আমি এ ব্যাপারে মারওয়ানের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলাম। অবশেষে তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের একজনকে ডেকে বুস্‌রার কাছে পাঠালেন। সে বুস্‌রাকে মারওয়ানের কাছে তিনি যে হাদীস বর্ণনা করেছেন সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। বুস্‌রহ্ তার কাছে ঐরূপই বলে পাঠালেন যেরূপ মারওয়ান আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন বুস্‌রহ্ থেকে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য; ইরওয়াউল গালীল হা. ১১৩]**

অধ্যায়– ১১৯: পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করায় ওযূ না করা ۱۱۹– باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

۱٦٥– أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ مُلاَزِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: "وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟"

১৬৫. তাল্‌ক ইব্‌নু 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আমাদের বংশের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম, তারপর তাঁর কাছে বাই'আত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর সঙ্গে নামায পড়লাম। নামায শেষ হলে এক ব্যক্তি আসলো, মনে হলো যেন সে একজন গ্রাম্য লোক। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক নামাযে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্ত কি? তিনি বললেন, এটা তোমার শরীরের এক টুকরা গোশ্‌ত বৈ আর কি? অথবা তিনি বললেন, তা তোমার শরীরের একটি অংশ। **[ইবনু মাজাহ হা. ৪৮৩]**

۱۲۰– باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

অধ্যায়– ১২০: কামভাব ছাড়া কোন লোক স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযূ না করা

۱٦٦– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ .

১৬৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়তেন আর আমি জানাযার ন্যায় তাঁর সামনে শায়িত থাকতাম। এমনকি তিনি যখন বিতর নামায পড়তে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে তাঁর পা দ্বারা স্পর্শ করতেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭০৭ বুখারী হা. ৩৮৩, ৫১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৩১, ১০৩২]**

۱٦٧– أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ .

১৬৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাকে দেখতে যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে আছি আর তিনি (ﷺ) নামায পড়ছেন। যখন তিনি সাজদাহ্ করতে ইচ্ছা করতেন আমার পায়ে খোঁচা দিতেন তখন আমি তা আমার দিকে টেনে নিতাম। তারপর তিনি সাজদাহ্ করতেন। [সহীহ। **প্রাগুক্ত; বুখারী হা. ৫১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৩৬]**

١٦٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

১৬৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শায়িত থাকতাম আর আমার পা দু'টি তাঁর কিব্লার দিকে থাকত। যখন তিনি সাজদাহ্ করতেন হাত দিয়ে আমাকে ঠেলা দিতেন আর আমি আমার পা দু'টি টেনে নিতাম। আবার যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আমি তা মেলে দিতাম আর ঘরে তখন কোন বাতি থাকত না। [সহীহ। **প্রাগুক্ত; বুখারী হা. ৩৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৩৬]**

١٦٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها — قَالَتْ: فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِيْ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ: "أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

১৬৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নাবী ﷺ-কে বিছানায় পাচ্ছিলাম না। তখন আমার হাত দ্বারা তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার হাত তাঁর দু'পায়ের উপর পড়ল। তখন তাঁর পা দু'টো খাড়া ছিল আর তিনি ছিলেন সাজদাহ্রত। তিনি বলছিলেন-

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .

"(হে আল্লাহ!" তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে, আর তোমার ক্ষমা দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে, আর তোমার রাগ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, তোমার প্রশংসা করে আমি শেষ করতে পারব না, তুমি নিজে ঐরূপ যেরূপ তুমি নিজের প্রশংসা করেছ। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৩৮৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৮৩]**

অধ্যায়- ১২১: চুমু দেয়ার পরে ওযূ না করা প্রসঙ্গ ١٢١- باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

١٧٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا وَحَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ لاَ شَىْءَ .

১৭০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন পরে নামায পড়তেন কিন্তু তিনি ওযূ করতেন না। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, এ অধ্যায়ে এর চেয়ে উত্তম আর কোন হাদীস নেই যদিও হাদীসটি মুরসাল। এ হাদীসটি আ'মাশ-হাবীব ইবনু আবূ সাবিত হতে এবং তিনি 'উরওয়াহ্ হতে এবং

তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্ইয়া কাত্তান বলেন, এ হাদীসটি যা হাবীব 'উরওয়াহ্ হতে এবং 'উরওয়াহ্ 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি হাদীস যা হাবীব 'উরওয়াহ্ হতে এবং 'উরওয়াহ্ 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেছে এবং যার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, "মুস্তাহাযা মহিলা নামায পড়বে যদিও রক্তের ফোঁটা বিছানায় টপকায়"–এ হাদীস দু'টি দুর্বল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫০২]**

অধ্যায়–১২২: আগুনে জ্বাল দেয়া জিনিস খাবার পরে ওযূ করা ١٢٢– باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

١٧١– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৭১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আগুনে জ্বাল দেয়া জিনিস খেলে ওযূ করবে।[6] **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৮৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৯৩]**

١٧٢– أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ – قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৭২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আগুনে জ্বাল দেয়া জিনিস খেলে ওযূ করবে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٧٣– أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ – قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৭৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম ইবনু ক্বারিয (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে মাসজিদের উঠানে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি কয়েক টুকরা পনীর খেয়েছি তাই আমি ওযূ করলাম। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আগুনে স্পর্শ করা জিনিস খাবার পরে ওযূ করার নির্দেশ দিতে শুনেছি। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৯৩]**

١٧٤– أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلاَلاً لأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ؟ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ: أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৭৪. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আম্র আল আওযায়ী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মুত্তালিব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হান্তাব (র.)-কে বলতে শুনেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, আগুন স্পর্শ করার কারণে আমাকে কি ঐ

[6] আগুনে জ্বাল দেয়া জিনিস খেলে ওযূ করার নির্দেশ পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে।

খাদ্যের জন্যে ওযূ করতে হবে যাকে আমি আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) বৈধ পেয়েছি। তা শুনে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) কতগুলো পাথর টুকরা জমা করলেন এবং বললেন, আমি এ কঙ্কর পরিমাণ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওযূ করবে ঐ সকল জিনিস খেলে যা আগুন স্পর্শ করেছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৮৫]

١٧٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৭৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওযূ করবে ঐ সকল জিনিস খেলে যা আগুন স্পর্শ করেছেন। [সহীহ।]

١٧٦- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، -قَالَ مُحَمَّدٌ الْقَارِيُّ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " .

১৭৬. আবূ আইয়ূব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওযূ করবে ঐ সকল জিনিস খেলে যা আগুন পরিবর্তন করে দিয়েছে। [সানাদ সহীহ।]

١٧٧- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " .

১৭৭. আবূ তাল্হাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওযূ করবে ঐ সকল জিনিস আহার করলে যা আগুন পরিবর্তন করেছে। [সানাদ সহীহ্]

١٧٨- أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ " .

১৭৮. আবূ তালহাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওযূ কর ঐ সকল জিনিস খাওয়ার জন্যে যা আগুন দিয়ে রান্না করা হয়েছে। [সানাদ সহীহ্]

١٧٩- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৭৯. যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা ওযূ করবে ঐ সকল জিনিস খেলে যা আগুন স্পর্শ করেছে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৯৩]

١٨٠- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أُخْتِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৮০. আবূ সুফ্ইয়ান ইবনু সা'ঈদ ইবনু আখনাস ইবনু শারীক্ব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর খালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবাহ্ (রা.)-এর কাছে গেলেন, তিনি (উম্মু হাবীবাহ্) তাঁকে ছাতু খাওয়ালেন। পরে তাকে বললেন, হে ভাগ্নে! ওযূ করে নাও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ওযূ কর ঐ সকল জিনিস খেলে যা আগুন স্পর্শ করেছে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১৮৯]

١٨١- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَهُ وَشَرِبَ سَوِيقًا يَا ابْنَ أُخْتِي تَوَضَّأْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

১৮১. আবূ সুফইয়ান ইবনু সা'ঈদ ইবনু আখনাস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) তাকে ছাতু খাওয়ার পর বলেছিলেন, হে ভাগ্নে! তুমি ওযূ করে নাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা ওযূ কর ঐ সকল জিনিস খেলে যা আগুন স্পর্শ করেছেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٢٣- باب تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অধ্যায়- ১২৩: আগুনে সিদ্ধ জিনিস খাওয়ার পর ওযূ না করা

١٨٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

১৮২. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁধের গোশ্ত খেলেন, তারপর বিলাল (রা.) আসলে তিনি নামায পড়তে গেলেন। অথচ তিনি পানি স্পর্শ করলেন না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৯১]

١٨٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ . وَحَدَّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৮৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ সূত্রে সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামার কাছে গেলাম। তিনি আমার কাছে বর্ণনা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সহবাসজনিত কারণে (স্বপ্নদোষ ব্যতীত) জানাবত অবস্থায় ভোর করতেন এবং রোযাও পালন করতেন। বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে খালিদ বলেন যে, এ হাদীসের সাথে তিনি এও বর্ণনা করেছেন যে, একদিন উম্মু সালামাহ্ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ভুনা গোশ্ত রাখলেন। তিনি তা হতে কিছু খেলেন। পরে নামাযের জন্যে দাঁড়ালেন কিন্তু ওযূ করলেন না। [সহীহ্]

١٨٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৮৪. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি রুটি ও গোশ্ত খেলেন। পরে নামাযের জন্যে গেলেন কিন্তু ওযূ করলে না। [সহীহ্]

١٨٥- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

১৮৫. মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে সকল জিনিসকে আগুনে স্পর্শ করেছে তা খাওয়ার পরে ওযূ করা ও না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ কাজটি ছিল ওযূ না করা। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৮৬]**

অধ্যায়- ১২৪: ছাতু খাওয়ার পর কুলি করা প্রসঙ্গ ١٢٤- بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

١٨٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

১৮৬. বুশাইর ইবনু ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। সুওয়াইদ ইবনু নু'মান (রা.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি খাইবার যুদ্ধের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলেন, যখন তাঁরা সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছলেন যা খাইবারের অতি নিকটে অবস্থিত। তখন তিনি 'আসরের নামায পড়লেন। পরে তিনি কিছু খাদ্যদ্রব্য চাইলে তাঁর কাছে কেবলমাত্র ছাতু দেয়া হলো। তাঁর আদেশক্রমে তা পানির সাথে মিশানো হলো, তারপর তিনি তা খেলেন আর আমরাও তা খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামায পড়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন এবং কুলি করলেন আর আমরাও কুলি করলাম। পরে নামায পড়লেন অথচ আর ওযূ করলেন না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৯২; বুখারী হা. ২০৯]**

অধ্যায়- ১২৫: দুধ পান করার পর কুলি করা ١٢٥- بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

١٨٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

১৮৭. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করার পর পানি চাইলেন এবং তা দিয়ে কুলি করলেন এবং বললেন, ওতে চর্বি আছে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৯৮; বুখারী হা. ২১১; মুসলিম (ইসলামিক সে.) হা. ৬৯৮]**

١٢٦- بَابُ ذِكْرِ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لاَ يُوجِبُهُ - غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

অধ্যায়- ১২৬: যাতে গোসল ওয়াজিব আর যাতে ওয়াজিব হয় না এবং মুসলিম হওয়ার জন্যে কাফিরের গোসল করা

١٨٨- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغَرِّ، وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ - عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

১৮৮. ক্বাইস ইবনু 'আসিম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতে আদেশ করলেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৬০৫]**

١٢٧– باب تَقْدِيمِ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

অধ্যায়– ১২৭: কাফির ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমেই গোসল করে নেয়া

١٨٩– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَىَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ . مُخْتَصَرٌ .

১৮৯. সা'ঈদ ইবনু আবূ সা'ঈদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, সুমামাহ্ ইবনু উসাল আল-হানাফী মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী একটি বাগানে গেলেন। সেখানে গোসল করার পর মাসজিদে নববীতে ঢুকলেন এবং বললেন, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা এবং রাসূল।” হে মুহাম্মাদ ﷺ! আল্লাহর শপথ, পৃথিবীতে কোন চেহারাই আপনার চেহারা থেকে বেশি অপ্রিয় আমার কাছে ছিল না, এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সকল চেহারা হতে খুবই প্রিয়। আপনার সৈনিকেরা আমাকে গ্রেফতার করেছে অথচ আমি 'উমরার ইচ্ছা রাখি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাঁকে 'উমরাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১২১৬; সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৪০২; বুখারী হা. ৪৩৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৪৩৯]**

١٢٨– باب الْغُسْلِ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

অধ্যায়– ১২৮: মুশরিককে দাফন করার পর গোসল করা

١٩٠– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ . فَقَالَ: " اذْهَبْ فَوَارِهِ ". قَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا . قَالَ " اذْهَبْ فَوَارِهِ ". فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي: " اغْتَسِلْ " .

১৯০. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। একবার তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, আবূ তালিব মরে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও, তাঁকে দাফন কর। 'আলী (রা.) বললেন, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, যাও তাঁকে দাফন কর। অতঃপর যখন আমি তাঁকে দাফন করে তাঁর কাছে ফিরে আসলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, গোসল করে নাও। **[সহীহ। আহকামুল জানায়িয ১৩৪; আরো বিস্তারিত আলোচিত হবে হা. ২০০৬]**

١٢٩ باب وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

অধ্যায়– ১২৯: দুই লজ্জাস্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ওয়াজিব হওয়া

١٩١– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

১৯১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যখন স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সাথে সহবাসের চেষ্টা করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬১০; ইরউয়াউল গালীল ৮০, ১২৭; বুখারী হা. ২৯১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৮৯]**

١٩٢- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ .

১৯২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কেউ তার স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে তার সঙ্গে মিলনের চেষ্টা চালায় তখন গোসল ওয়াজিব হয়। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, আশ'আস হাসান সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, ইবনু সীরীন সূত্রে নয়। হাদীসটি খালিদের ন্যায় নায্র ইবনু শুমাইল এবং অন্যরাও শু'বাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٣٠- باب الْغُسْلِ مِنَ الْمَنِيِّ অধ্যায়- ১৩০: বীর্যপাতের দরুন গোসল করা প্রসঙ্গ

١٩٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " .

১৯৩. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন ছিলাম যে, আমার বেশি মযী বের হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, যখন তুমি মযী দেখ তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত কর এবং নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ কর। আর যখন বীর্য বের হয় তখন গোসল কর। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১২৫; সহীহ আবূ দাউদ হা. ২০০]**

١٩٤- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ " .

১৯৪. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক মযী বের হতো, আমি নাবী ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি মযী দেখতে পাও তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত কর ও ওযূ কর। আর যখন বীর্যের ফোঁটা দেখতে পাবে তখন গোসল করবে। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য। ইরউয়াউল গালীল ১০৮]**

١٣١- بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
অধ্যায়- ১৩১: পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখলে তার গোসল করা

١٩٥- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: " إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ " .

১৯৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে উম্মু সুলাইম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, বীর্য বের করলে গোসল করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৯]**

١٩٦- أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " نَعَمْ " . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ " .

১৯৬. 'উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁকে খবর দিলেন যে, উম্মু সুলাইম আল্লাহর রাসূলের (ﷺ) সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন 'আয়িশাহ্ (রা.) বসা ছিলেন। উম্মু সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ সত্য সম্পর্কে (প্রশ্ন করতে) লজ্জা করতে বলেন না, আমাকে বলুন, কোন নারী যদি স্বপ্নে ঐ সকল দেখে যা পুরুষ দেখে থাকে এতে কি তারও গোসল করতে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হ্যাঁ! 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, উহ্! নারীও কি তা দেখে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার হাতে মাটি লাগুক, তা না হলে কিভাবে সন্তান মায়ের মতো হয়ে থাকে? **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৬, ৬১৭]**

١٩٧- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ " . فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ " .

১৯৭. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা সত্য সম্পর্কে (প্রশ্ন করতে) লজ্জা করতে বলেন না। মেয়েদের যখন স্বপ্নদোষ হয় তখন তার উপর কি গোসল ওয়াজিব হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন সে বীর্য দেখবে। এতে উম্মু সালামাহ্ হেসে দিলেন, তিনি বললেন, মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা না হলে সন্তান মায়ের সদৃশ হয় কি ভাবে? **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬০০; বুখারী হা. ১৩০, ৩৩২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৯]**

١٩٨- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ: "إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ".

১৯৮. খাওলাহ্ বিনতু হাকীম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন মহিলার কথা জিজ্ঞেস করলাম যার স্বপ্নদোষ হয়। তিনি বললেন, সে যখন বীর্য দেখবে তখন গোসল করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬০২]**

অধ্যায়– ১৩২: যার স্বপ্নদোষ হয় অথচ বীর্য দেখে না ١٣٢- بَابُ الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلاَ يَرَى الْمَاءَ

١٩٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .

১৯৯. আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬০৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৮১, ৬৮৮**

অধ্যায়- ১৩৩: পুরুষ এবং নারীর বীর্যের পার্থক্য ١٣٣- بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

٢٠٠- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ " .

২০০. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা বর্ণের এবং মহিলার বীর্য পাতলা হলদে বর্ণের। এতদুভয়ের যেটিই পূর্বে নির্গত হয় সন্তান তার মতো হয়ে থাকে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৭; এটি ১৯৫ নং হাদীসের সম্পূরক।**

অধ্যায়- ১৩৪: হায়যের পর গোসল প্রসঙ্গে ١٣٤- بَابُ ذِكْرِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

٢٠١- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي " .

২০১. কুরায়শ বংশের আসাদ গোত্রের ফাতিমাহ্ বিনতু কাইস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে উল্লেখ করলেন যে, তার অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয়। তাঁর ধারণা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন যে, এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দিবে-আর যখন হায়যের পরিমাণ সময় চলে যায় তখন তুমি রক্ত ধৌত করবে এবং গোসল করবে। তারপর নামায পড়বে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬২১; বুখারী হা. ৩০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৫৯; ইরউয়াউল গালীল ১৮৯]**

٢٠٢- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي " .

২০২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, যখন হায়য শুরু হয় তখন নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায় (অর্থাৎ হায়যের দিবসের পরিমাণ সময় চলে যায়) তখন গোসল করবে। **[সহীহ। প্রাগুক্ত]**

٢٠٣- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي " .

২০৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্‌শ সাত বছর ইস্তিহাযায় ভুগতেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা হায়য নয় বরং এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, তুমি গোসল করবে এবং নামায পড়বে।[৭] **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬২৬; বুখারী হা. ৩২০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৬২]**

٢٠٤- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو مُعَيْدٍ - وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ

---

[৭] হায়যের রক্ত নির্গমন হয় গর্ভথলি হতে। যা প্রতিমাসে নির্দিষ্ট সময়ে নির্গত হয়। পক্ষান্তরে ইস্তিহাযা (রক্ত প্রদর) একটি রোগ যার রক্ত গর্ভথলি ব্যতীত অন্য কোন শিরা হতে নির্গত হয়।

الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاَةَ ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلاَةِ .

২০৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্শ (রা.) যিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন যাইনাব বিনতু জাহ্শ (রা.)-এর বোন ইস্তিহাযায় ভুগছিলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, এটা হায়য নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব যখন হায়য বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করবে এবং নামায পড়বে। আবার যখন হায়য আরম্ভ হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, এরপর তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করতেন এবং নামায পড়তেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর বোন যাইনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে থাকাকালীন সময়ও তার কক্ষের টবে গোসল করতেন। এমনকি রক্তের লাল রং পানির উপর ফুটে উঠত। তিনি বের হতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামাযে শরীক হতেন। এটা তাকে নামাযে বাঁধা প্রদান করত না। **[সহীহ। প্রাগুক্ত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৬১]**

٢٠٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " .

২০৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)-এর স্ত্রী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালিকা উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) সাত বছর যাবৎ ইস্তিহাযায় ভুগছিলেন। এ ব্যাপার তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতাওয়া জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা হায়য নয় বরং এটা একটি শিরার রক্ত। অতএব তুমি গোসল কর এবং নামায পড়। **[সহীহ। প্রাগুক্ত; বুখারী ও মুসলিম]**

٢٠٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ . فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

২০৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফতাওয়া জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইস্তিহাযায় ভুগছি। তিনি বললেন, এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, তুমি গোসল কর এবং নামায পড়। এরপর উম্মু হাবীবাহ্ প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করতেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٢٠٧\م١- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي" .

২০৭/ক. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (ইস্তিহাযার) রক্ত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি তাঁর টব রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার হায়য যতদিন তোমাকে (তোমার নামায হতে) বিরত রাখবে ততদিন বিরত থাক তারপর গোসল কর। [সহীহ।]

٢٠٧\م٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا .

২০৭/খ. কুতাইবাহ্ (রা.) হতে অন্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি জা'ফারের নাম উল্লেখ করেন নি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬২৩]

٢٠٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَعْنِي أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لِتُصَلِّي "

২০৮. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে জনৈকা মহিলার অনর্গল রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, উম্মু সালামাহ্ (রা:) তার এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) যে রোগে ভুগছে সে রোগ হওয়ার আগে তার কতদিন কত রাত প্রত্যেক মাসে হায়য আসত সে তার প্রতি খেয়াল রাখবে। মাসের সেদিন ও রাত্রিগুলোতে নামায পড়বে না। তারপর সে দিনগুলো চলে গেলে সে গোসল করবে ও লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে নিবে এবং নামায পড়বে। [সহীহ।]

অধ্যায়- ১৩৫: হায়য সম্পর্কিত বর্ণনা ١٣٥- باب ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

٢٠٩- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

২০৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্শ যিনি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের স্ত্রী ছিলেন। ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হলেন যা সবসময় চলতে লাগল। তাঁর এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তা হায়য নয় বরং তা জরায়ুর স্পন্দন মাত্র। অতএব, সে যেন তার হায়যের সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে এবং সে দিনগুলোতে নামায পড়া হতে ক্ষান্ত থাকে। হায়যের সময় অতিবাহিত হলে সে যেন প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করে। [সানাদ সহীহ।]

٢١٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

২১০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্শ (রা.) সাত বছর ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব তিনি তাকে তার হায়যের সময় পরিমাণ নামায ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর গোসল করতে ও নামায পড়তে বললেন। ফলে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বে ২০৬ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

٢١١- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ حِيَضٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ .

২১১. 'উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর রক্তক্ষরণজনিত অসুবিধার কথা জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার হায়য আসে তখন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। আর যখন তোমার হায়য চলে যায় তখন তুমি পবিত্র হয়ে নামায পড়বে এক হায়য হতে অন্য হায়যের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। এ হাদীস হতে বুঝা যায়– (الأَقْرَاءَ) 'আকরা; এখানে হায়য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ (র.) এ হাদীসটি 'উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুনযির রাবী তাতে এ (হায়য) সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা তিনি উল্লেখ করেন নি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৪৭১]**

٢١٢- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

২১২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি একজন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত মহিলা; আমি পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ত্যাগ করব? তিনি বললেন, না, এটা হায়য নয়। এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। যখন তোমার হায়য শুরু হবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। যখন তা চলে যায় তখন রক্ত ধুয়ে নামায পড়বে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বে ২০১ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১৩৬: ইস্তিহাযায় আক্রান্ত নারীর গোসল ١٣٦- باب ذِكْرِ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

٢١٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا .

২১৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একজন ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীকে বলা হয়েছিল যে, এটা একটি অবাধ্য শিরামাত্র যার রক্ত বন্ধ হয় না। তাকে আদেশ করা হয়েছিল, সে যেন যোহর নামাযকে পিছিয়ে নেয় এবং 'আসরের নামাযকে এগিয়ে এক সাথে আদায় করে এবং উভয় নামাযের জন্যে একবারই গোসল করে এবং মাগরিব পিছিয়ে নিয়ে এবং ইশাকে এগিয়ে এনে এক সাথে আদায় করে এবং এ দুই নামাযের জন্যে একবারই গোসল করে। আর ফজরের নামাযের জন্যে একবার গোসল করে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৩০৫]**

١٣٧- باب الاغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ অধ্যায়- ১৩৭: নিফাসের গোসল প্রসঙ্গ

٢١٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ " مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ " .

২১৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আসমা বিনতু উমাইস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন যুল হুলাইফাহ্ নামক স্থানে নিফাসগ্রস্ত হলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা.)-কে বললেন, তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধতে বল। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০৭৪]

١٣٨- بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ
অধ্যায়- ১৩৮: হায়য ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য নির্ণয়

٢١٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ - فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ - فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " .

২১৫. ফাতিমাহ্ বিনতু আবূ হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর ইস্তিহাযা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যখন হায়যের রক্ত হয় তা কাল রক্ত যা চেনা যায়, তখন তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন ওযূ করে নিবে। কেননা তা একটি শিরার রক্ত মাত্র। [হাসান সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২০৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৮৪, ২৮৫]

٢١٦- قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، هَذَا مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، مِنْ حِفْظِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

২১৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। ফাতিমাহ্ বিনতু আবূ হুবাইশ (রা.)-এর ইস্তিহাযা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হায়যের রক্ত কাল বর্ণের হয়ে থাকে যা সহজে চেনা যায়। যখন এ রক্ত দেখা দেবে তখন নামায থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত দেখা দেবে তখন ওযূ করবে এবং নামায পড়বে। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি অনেকেই বর্ণনা করেছেন, তবে ইবনু আবী 'আদী যা উল্লেখ করেছেন, "হায়যের রক্ত কালো যা সহজে চেনা যায়" অন্য আর কেউ তা উল্লেখ করেন নি। আল্লাহই ভাল জানেন। [হাসান সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٢١٧- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ " . قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: " ذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَتَوَضَّئِي " . غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " وَتَوَضَّئِي " .

২১৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ বিনতু আবূ হুবাইশ (রা.) ইস্তিহাযা হলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইস্তিহাযা হয়, অতএব আমি পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এটা হায়য নয়, বরং এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র। অতএব, যখন হায়য দেখা দেয় তখন নামায পড়বে না। আর যখন হায়য বন্ধ হবে তখন রক্তের চিহ্ন ধৌত করবে এবং ওযূ করে নিবে। কারণ এটা হায়য নয়, বরং তা একটি শিরার রক্ত মাত্র। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, হায়য বন্ধ হওয়ার পর কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, এতে কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, হাম্মাদ ইবনু যাইদ ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসে "তুমি ওযূ করে নিবে" এ কথাটি উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি ব্যতীত আরো অনেকে এটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে কেউই তুমি ওযূ করে নেবে। কথাটি উল্লেখ করেননি। **[হাসান সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٢١٨- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها — قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

২১৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পবিত্র হই না, আমি কি নামায ত্যাগ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা একটি শিরার রক্ত মাত্র এটা হায়য নয়। যখন হায়য দেখা দেবে তখন নামায ত্যাগ করবে আর যখন হায়যের সীমা অতিবাহিত হবে তখন গোসল করে রক্ত দূর করবে এবং নামায পড়বে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বে ২০১ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢١٩- أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لاَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . قَالَ خَالِدٌ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ " وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

২১৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। আবূ হুবাইশের কন্যা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পবিত্র হই না, অতএব আমি কি নামায ত্যাগ করবো? তিনি বললেন, না, এটা একটি শিরা মাত্র।। খালিদ বলেন, আমি তার নিকট যা পাঠ করেছি তা হলো, "তা হায়য নয়, অতএব যখন হায়য আসে তখন নামায ছেড়ে দেবে আর যখন শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা গোসল করে নামায আদায় করবে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٣٩- باب النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ، فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

অধ্যায়- ১৩৯: বদ্ধ পানিতে নাপাক লোকের গোসল না করা

٢٢٠- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ " .

২২০. বুকাইর (র.) হতে বর্ণিত। আবূ সায়িব তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নাপাক অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৫]**

١٤٠– باب النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالاغْتِسَالِ مِنْهُ

অধ্যায়- ১৪০: বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব এবং তাতে গোসল না করা

٢٢١– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ" .

২২১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করার পর তাতে গোসল না করে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বে ৫৮ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ১৪১: রাতের প্রথমভাগে গোসল করা প্রসঙ্গে ١٤١– باب ذِكْرِ الاغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

٢٢٢– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – أَيُّ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ آخِرَهُ . قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

২২২. গুযাইফ ইবনু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের কোন অংশে গোসল করতেন? তিনি বললেন, কোন কোন সময় তিনি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন আবার কোন সময় রাতের শেষ ভাগে গোসল করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি এ বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ২২২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১২]

অধ্যায়- ১৪২: রাতের প্রথম ও শেষে গোসল করা ١٤٢– باب الاغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

٢٢٣– أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَسَأَلْتُهَا قُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ . قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

২২৩. গুযাইফ ইবনু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন না শেষ ভাগে? তিনি বলেন, সব রকমই করেছেন। কোন সময় রাতের প্রথম ভাগে গোসল করেছেন আবার কোন সময় রাতের শেষ ভাগে গোসল করেছেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি এ বিষয়ে অবকাশ রেখেছেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়- ১৪৩: গোসলের সময় পর্দা করা ١٤٣– باب ذِكْرِ الاسْتِتَارِ عِنْدَ الاغْتِسَالِ

٢٢٤– أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: "وَلِّنِي قَفَاكَ" فَأُوَلِّيهِ قَفَاىَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ .

২২৪. মুহিল ইবনু খলীফাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সাম্হ আমার নিকট বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি বলতেন, তোমার পিঠটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দাও, তখন আমি আমার পিঠ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতাম। এভাবে আমি তাঁকে আড়াল করতাম। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬১৩]

٢٢٥ اَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رضى الله عنها أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا ؟" . قُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ .

২২৫. উম্মু হানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি গোসল করছেন আর ফাতিমাহ্ (রা.) তাঁকে একখানা কাপড় দ্বারা পর্দা করে আছেন, তিনি তাঁকে সালাম করলেন, তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী। তিনি গোসল শেষ করলেন এবং পরে একখানা কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত নামায আদায় করলেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪৬৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৬৮; বুখারী হা. ৩৫৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৪৬]**

١٤٤ – باب ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

অধ্যায়– ১৪৪: পুরুষের গোসলের জন্যে কি পরিমাণ পানির প্রয়োজন হয়?

٢٢٦ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، قَالَ أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا .

২২৬. মূসা আল-জুহানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুজাহিদ (র.)-এর কাছে একটি পেয়ালা আনা হলো, আমার অনুমান তাতে আট রতল[৮] পরিমাণ পানি হবে। পরে তিনি বললেন, আমাকে 'আয়িশাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন। **[সানাদ সহীহ।]**

٢٢٧ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ – رضى الله عنها - وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ وَسَتَرَتْ سِتْرًا فَاغْتَسَلَتْ فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا .

২২৭. আবূ বাক্র ইবনু হাফ্স (র.) হতে বর্ণিত। আমি আবূ সালামাকে বলতে শুনেছি, আমি এবং 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর দুধ ভাই তাঁর নিকট গেলাম। তার ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন তিনি এমন একটি পাত্র আনলেন যাতে এক সা' পরিমাণ পানি ছিল। তারপর তিনি যথাযথ পর্দা করে গোসল করলেন এবং তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৪]**

٢٢٨ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

২২৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক পানির পাত্রে গোসল করতেন যার নাম ফারাক (যাতে ষোল রতল পানি ধরত) আর আমি এবং তিনি একই পাত্রে গোসল করতাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৩; ৭২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٢٩ – أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

---

[৮] এক রতল= ১২ উকিয়া বা ২৫৬৪ গ্রাম। (মিসবাহুল লুগাত)

২২৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাক্‌কূক (দেড় সা' বা পোনে চার কেজি পানি ধরে এমন পাত্র) পানি দিয়ে ওযূ করতেন এবং গোসল করতেন পাঁচ মাক্‌কূক দিয়ে। **[সহীহ। বুখারী হা. ; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪২]**

٢٣٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ . قُلْنَا مَا يَكْفِي صَاعٌ وَلاَ صَاعَانِ . قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا .

২৩০. আবূ জা'ফার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহর সামনে গোসলের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলাম, তখন জাবির (রা.) বললেন, জানাবতের গোসলে এক সা' পানিই যথেষ্ট। আমরা বললাম এক সা' অথবা দুই সা' কোনরূপেই যথেষ্ট নয়। জাবির বললেন, তোমাদের থেকে উত্তম ও বেশি কেশযুক্ত ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) জন্যে যথেষ্ট হতো। **[সহীহ। সহীহ আদাবুল মুফরাদ হা. ৭৫৩; বুখারী হা. ২৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪৯]**

١٤٥- باب ذِكْرِ الدِّلاَلَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ وَقْتَ فِي ذَلِكَ

অধ্যায়– ১৪৫: এ ব্যাপারে (গোসলের পানির) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ না থাকার বিবরণ

٢٣١- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ .

২৩১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম আর সে পাত্র ছিল ফারাক (ষোল রতল পরিমাপের একটি পাত্র)। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বে ৭২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٤٦- باب ذِكْرِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অধ্যায়– ১৪৬: স্বামী এবং স্ত্রীর একই পাত্র হতে গোসল করা

٢٣٢- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

২৩২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমি একই পাত্র হতে গোসল করতাম। আমরা অঞ্জলিপূর্ণ করে তা থেকে একই সময় পানি নিতাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৭৩; মুসলিম (ইসলামিক সে.) হা. ৬৩৩]**

٢٣٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

২৩৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে নাপাকীর গোসল করতাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৬৩, ২৬৪]**

٢٣٤- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ .

২৩৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পাত্র থেকে গোসল করতাম সে পাত্র নিয়ে আমি ও তিনি ﷺ টানাটানি করতাম। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٣٥- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

২৩৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ **একই পাত্র থেকে গোসল** করতাম। **[সহীহ। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٣٦- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي، مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

২৩৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার খালা (উম্মুল **মু'মিনীন) মাইমূনাহ্** (রা.) খবর দিয়েছেন যে, তিনি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতেন। [সহীহ। **বুখারী হা. ২৫৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৯]**

٢٣٧- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، يَقُولُ حَدَّثَنِي نَاعِمٌ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهُمَا ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ . قَالَ الأَعْرَجُ لاَ تَذْكُرُ فَرْجًا وَلاَ تَبَالَهُ .

২৩৭. 'আবদুর রহমান ইবনু হুরমুয আল-আ'রাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উম্মু সালামার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম না'ইম বলেছেন যে, উম্মু সালামাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, স্ত্রী কি পুরুষের সাথে গোসল করতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! করতে পারে যখন স্ত্রী বুদ্ধিমতী হয়। আমার মনে আছে, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই টব থেকে গোসল করতাম। আমরা আমাদের দু' হাতে পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করতাম। আ'রাজ (র.) 'বুদ্ধিমতী'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে লজ্জাস্থানের উল্লেখ করে না এবং নির্বোধ মহিলার মতো আচরণ করেন না। **[সানাদ সহীহ।]**

١٤٧- باب ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ الاغْتِسَالِ، بِفَضْلِ الْجُنُبِ

অধ্যায়– ১৪৭: অপবিত্র ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করা নিষেধ

٢٣٨- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه - أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .

২৩৮. হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষাৎ পেয়েছি এমন এক ব্যক্তির যিনি চার বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন যেরূপ আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতিদিন মাথা আঁচড়াতে এবং গোসলের স্থানে প্রস্রাব করতে বারণ করেছেন। আর স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা পুরুষকে এবং পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা স্ত্রীকে গোসল করতে বারণ করেছেন বরং তাদের একত্রে অঞ্জলি দিয়ে পানি নিতে আদেশ করেছেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ২২]**

١٤٨- باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ অধ্যায়- ১৪৮: এ ব্যাপারে সুযোগ প্রদান

٢٣٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ: " دَعِي لِي " . وَأَقُولُ أَنَا دَعْ لِي . قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ دَعْ لِي دَعْ لِي .

২৩৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার পূর্বে পানি নেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি করতেন, আমি তাঁর পূর্বে নেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি করতাম, এমনকি তিনি বলতেন, আমার জন্যে রাখ, আর আমি বলতাম, আমার জন্যে রাখুন। সুওয়াইদ (র.) বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, তিনি আমার পূর্বে ও আমি তাঁর পূর্বে পানি নেয়ার জন্যে চেষ্টা করতাম। এক পর্যায়ে আমি বলতাম, আমার জন্যে রাখুন, আমার জন্যে রাখুন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৭]**

١٤٩- باب ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

অধ্যায়- ১৪৯: এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটা-খামির করা হয়

٢٤٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .

২৪০. উম্মু হানী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মাইমূনাহ্ (রা.) একই পাত্রে গোসল করেছেন, তা এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৭৮; ইরউয়াউল গালীল ১/৬৪]**

١٥٠- باب ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضَفْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

অধ্যায়- ১৫০: জানাবাতের গোসলে নারীর মাথার বেনী না খোলা

٢٤١- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ " .

২৪১. নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাথার বেনী বেশ শক্ত করে বাঁধি। আমি কি আমার অপবিত্রতার গোসলের সময় তা ধোয়ার জন্যে খুলে ফেলবো? তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিবে পরে তোমার শরীরে পানি ঢালবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬০৩; ইরউয়াউল গালীল ১৩৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৫০]**

١٥١- باب ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ لِلإِحْرَامِ

অধ্যায়- ১৫১: ইহরামের গোসলে ঋতুমতির জন্যে বেনী খোলার আদেশ

٢٤٢- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي

وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ". فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: "هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَشْهَبُ .

২৪২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হাজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম, তারপর আমি 'উমরার ইহ্রাম বাঁধলাম। আর আমি হায়য অবস্থায় মক্কায় আসলাম। ফলে আমি কা'বা ঘরের এবং সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করতে পারলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ ব্যাপারে মনঃকষ্টের কথা জানালাম, তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল খুলে ফেল এবং তাতে চিরুণী ব্যবহার কর, আর 'উমরার নিয়্যাত ছেড়ে হাজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। তারপর যখন আমার হাজ্জের কাজ শেষ করলাম, তিনি আমাকে 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্রের সঙ্গে তান'ঈমে পাঠালেন। তখন আমি 'উমারাহ্ করলাম। তিনি বলেন, এটা তোমার ঐ 'উমরার পরিবর্তে। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি গরীব, কারণ মালিক হতে আশ্হাব ভিন্ন আর কেউ তা বর্ণনা করেন নি। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০০০; বুখারী হা. ৩১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৭৭৫]**

١٥٢ – باب ذِكْرِ غَسْلِ الْجُنُبِ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ

অধ্যায়– ১৫২: পাত্রে হাত ঢুকাবার আগে অপবিত্র ব্যক্তির হাত ধৌত করা

٢٤٣ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ .

২৪৩. আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবতের গোসল করতেন, তাঁর জন্যে পানির পাত্র রাখা হত তখন তিনি তাঁর হাতদ্বয়কে পাত্রে ঢুকাবার আগে তার উপর পানি ঢেলে নিতেন। তারপর যখন দুই হাত ধুয়ে নিতেন তখন তিনি নিজ ডান হাত পাত্রে ঢুকাতেন, তারপর ডান হাতে পানি ঢালতেন আর বাম হাতে তাঁর লজ্জাস্থান ধুইতেন। এ কাজ শেষ করার পর তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন, এভাবে উভয় হাত ধুয়ে ফেলতেন। তারপর তিনি তিনবার কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। পরে হাতের তালু ভরে মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ১০৪; বুখারী হা. ২৪৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৫; ইরউয়াউল গালীল ১৩২]**

١٥٣ – باب ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

অধ্যায়– ১৫৩: দু'হাত পাত্রে ঢুকাবার আগে কতবার ধুতে হবে?

٢٤٤ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

২৪৪. আবূ সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার হাতে পানি ঢালতেন, তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর উভয় হাত ধুতেন, পরে কুলি করতেন এবং নাকে পানি দিতেন। তারপর মাথার উপর তিনবার পানি ঢালতেন। এরপর তাঁর সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালতেন। [সানাদ সহীহ।]

١٥٤- باب إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ، بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

অধ্যায়- ১৫৪: নাপাক ব্যক্তি স্বীয় দু' হাত ধোয়ার পর শরীর থেকে ময়লা দূর করা

٢٤٥- أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

২৪৫. 'আতা ইবনু সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ সালামাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, উত্তরে তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট পানির পাত্র আনা হলে তিনি নিজ হাতে তিনবার পানি ঢেলে উভয় হাত ধৌত করতেন। তারপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। সে পানি দিয়ে উভয় উরু ধৌত করতেন। পরে উভয় হাত ধৌত করতেন এবং কুলি করতেন এবং নাসিকা পরিষ্কার করতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। [সানাদ সহীহ।]

١٥٥- باب إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

অধ্যায়- ১৫৫: অপবিত্র ব্যক্তি তার শরীর থেকে ময়লা দূর করার পর পুনরায় হাত ধোয়া

٢٤٦- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ - قَالَ عُمَرُ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .

২৪৬. আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপবিত্রতার গোসলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি উভয় হাত তিনবার ধুতেন। তারপর তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন, এরপর তাঁর লজ্জাস্থান ধুতেন এবং যে সকল স্থানে নাপাকী লেগেছে তা ধুতেন। 'উমার ইবনু 'উবাইদ বলেন, আমি তাঁকে এ ছাড়া আর কিছু বলতে শুনিনি। তিনি বলেছেন যে, তিনি ডান হাতে বাম হাতের উপর তিনবার পানি ঢালতেন এবং তিনবার কুলি করতেন। আর তিনবার নাকে পানি দিতেন এবং তার চেহারা তিনবার ধুয়ে ফেলতেন। তারপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। পরিশেষে তাঁর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। [সানাদ সহীহ।]

١٥٦- باب ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ অধ্যায়-১৫৬: গোসলের আগে অপবিত্র ব্যক্তির ওযূ করা

٢٤٧- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ .

২৪৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন অপবিত্রতা থেকে গোসল করতেন তখন উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন। তারপর নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে ডুবিয়ে তা দ্বারা তাঁর চুলের গোড়া খিলাল করতেন। পরে মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন। এরপর সারা শরীরে পানি ঢালতেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৪১; বুখারী হা. ২৪৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৫]**

١٥٧– باب تَخْلِيلِ الْجُنُبِ رَأْسَهُ অধ্যায়– ১৫৭: অপবিত্র ব্যক্তির মাথা খিলাল করা প্রসঙ্গ

٢٤٨– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، رضى الله عنها – عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

২৪৮. 'উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) নাবী ﷺ-এর অপবিত্রতার গোসল সম্বন্ধে আমাকে বলেছেন যে, তিনি উভয় হাত ধুতেন, ওযূ করতেন এবং মাথায় খিলাল করতেন যেন পানি তাঁর চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১৩২; বুখারী ও মুসলিম]**

٢٤٩– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثًا .

২৪৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথায় (খিলালের জন্যে) পানি দিতেন, তারপর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ১০৪; বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ অর্থে ইরউয়াউল গালীল ১৩২]**

١٥٨– باب ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

অধ্যায়– ১৫৮: নাপাক ব্যক্তি মাথায় যতটুকু পানি ঢাললে যথেষ্ট হবে

٢٥٠– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ " .

২৫০. জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে সাহাবগণ গোসল সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। তাঁদের কেউ বললেন, আমি এভাবে গোসল করি, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিন্তু আমি আমার মাথায় তিন অঞ্জলি পানি প্রবাহিত করি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৩৯; বুখারী হা. ২৫৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪৬]**

١٥٩– باب ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

অধ্যায়– ১৫৯: হায়য হতে পবিত্রতার জন্যে গোসলের মধ্যে করণীয়

٢٥١– أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ – عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ " خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا". قَالَتْ؟ وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا" . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ .

২৫১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। এক মহিলা তার হায়যের গোসল সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করল। তিনি তাকে কিভাবে গোসল করতে হবে তা বলেন, তারপর বললেন, মিশ্‌ক মিশ্রিত একখণ্ড তুলা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করবে। সে বলল, তা দিয়ে কিভাবে পবিত্র হবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ লজ্জাবোধ করলেন এবং বলেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, তখন আমি ঐ মহিলাকে টেনে নিলাম এবং বললাম, এটা যেখানে রক্তের চিহ্ন আছে সেখানে লাগাবে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৩১; বুখারী হা. ৩১৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৫৪]

অধ্যায়- ১৬০: গোসলের পর ওযূ না করা ١٦٠- باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ

٢٥٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

২৫২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের পর ওযূ করতেন না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১০৭]

١٦١- باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ

অধ্যায়- ১৬১: গোসলের জায়গা ত্যাগ করে অন্য জায়গায় পা ধৌত করা

٢٥٣- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ بِيَمِينِهِ فِي الإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

২৫৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা মাইমূনাহ্ (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপবিত্রতার গোসলের সময় তার কাছে পানি এগিয়ে দিলাম। তিনি দু'বার কি তিনবার উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধুলেন, তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন। ঐ হাত দিয়ে তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ধুলেন। তারপর বাম হাত মাটিতে রেখে তা উত্তমরূপে ঘষলেন। তারপর নামাযের ওযূর মতো ওযূ করলেন। এরপর অঞ্জলি ভরে তিন অঞ্জলি পানি মাথায় দিলেন। তারপর সমস্ত শরীর ধুলেন। এরপর গোসলের জায়গা হতে সরে উভয় পা ধুলেন। পরিশেষে আমি তাঁর কাছে রুমাল নিয়ে গেলে তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৪৩; বুখারী হা. ২৫৯, ২৬০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৮]

অধ্যায়- ১৬২: গোসলের পর রুমাল ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে ١٦٢- باب تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

٢٥٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا .

২৫৪. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করার পর তাঁর নিকট রুমাল আনা হলো। কিন্তু তিনি তা স্পর্শ করলেন না তবে তিনি পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। [সহীহ। এটি পূর্বোক্ত হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ।]

١٦٣– باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

অধ্যায়– ১৬৩: পানাহারের প্রয়োজনে অপবিত্র ব্যক্তির ওযূ করা প্রসঙ্গে

٢٥٥– أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ – وَقَالَ عَمْرٌو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ – زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ – وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

২৫৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় যখন খেতে অথবা নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি ওযূ করতেন। 'আমর তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, নামাযের ওযূর মতো ওযূ। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৮৪, ৫৯১; আস্-সহীহাহ্ ৩৯০]

١٦٤– باب اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

অধ্যায়– ১৬৪: অপবিত্র ব্যক্তি খাবার খেতে ইচ্ছা করলে শুধু তার দু' হাত ধুবেন

٢٥٦– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ .

২৫৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে ওযূ করতেন আর খাবার ইচ্ছা করলে উভয় হাত ধুতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২১৮, ২১৯; খাওয়া অংশ ব্যতীত বুখারী হা. ২৮৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০৬]

١٦٥– بَابُ اقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلَى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ

অধ্যায়– ১৬৫: পানাহারের ইচ্ছা করলে অপবিত্র ব্যক্তি শুধু তার দু' হাত ধুবে

٢٥٧– أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها – قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - قَالَتْ - غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ .

২৫৭. আবূ সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রার ইচ্ছা করলে ওযূ করতেন। আর যখন পানাহারের ইচ্ছা করতেন তখন উভয় হাত ধুতেন তারপর পানাহার করতেন। [সহীহ। প্রাগুক্ত; আস্-সহীহাহ্ ৩৯০]

١٦٦– باب وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

অধ্যায়– ১৬৬: ঘুমের ইচ্ছা করলে অপবিত্র ব্যক্তির ওযূ করা

٢٥٨– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

২৫৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০৬]

٢٥٩– أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ " .

২৫৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উমার (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ অপবিত্র অবস্থায় নিদ্রা যাবে কি? তিনি বললেন, যদি ওযূ করে নেয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৮৫; বুখারী হা. ২৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০৮]**

١٦٧– باب وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

অধ্যায়– ১৬৭: অপবিত্র ব্যক্তি নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে ওযূ করা এবং লজ্জাস্থান ধোয়া

٢٦٠– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " .

২৬০. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, রাতে তিনি অপবিত্র হন। (এরপর ঘুমাতে চাইলে কি করবেন?) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এরূপ হলে তুমি ওযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে তারপর ঘুমাবে। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১১]**

অধ্যায়– ১৬৮: অপবিত্র ব্যক্তি যদি ওযূ না করে ١٦٨– باب فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

٢٦١– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ " .

২৬১. 'আলী (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর বা অপবিত্র ব্যক্তি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। **[য'ঈফ। য'ইফ আবূ দাঊদ হা. ২৯/২২৭; জুনুব শব্দ ব্যতীত বুখারী হা. ৪০০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৩৫৩]**

١٦٩– باب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

অধ্যায়– ১৬৯: অপবিত্র ব্যক্তি পুনঃ সহবাস করতে ইচ্ছা করলে

٢٦٢– أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ " .

২৬২. আবূ সা'ঈদ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ পুনরায় সহবাস করতে ইচ্ছা করলে সে ওযূ করে নিবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৮৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৪]**

١٧٠– باب إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

অধ্যায়– ১৭০: গোসল না করে একাধিক স্ত্রীর কাছে যাওয়া

٢٦٣– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ – قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

২৬৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গোসলে এক রাতে তাঁর সকল সহধর্মিণীর কাছে যেতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৮৮; বুখারী হা. ২৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৫]**

٢٦٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .

২৬৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ একই গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট যেতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

١٧١- باب حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

অধ্যায়- ১৭১: অপবিত্র ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা

٢٦٥- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلاَنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

২৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং অন্য দু'ব্যক্তি 'আলী (রা.)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগার হতে বের হয়ে কুরআন পড়তেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশ্‌ত খেতেন। অপবিত্র অবস্থা ছাড়া তাঁকে কোন কিছুই কুরআন পাঠ হতে বিরত রাখত না। **[য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৯৪; ইরউয়াউল গালীল ১৯২, ৪৮৫]**

٢٦٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلاَنِيُّ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

২৬৬. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবিত্র অবস্থা ছাড়া সর্বাবস্থায়ই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। **[য'ঈফ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়–১৭২: অপবিত্র ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ও তার সঙ্গে বসা ١٧٢- باب مُمَاسَّةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

٢٦٧- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ - قَالَ - فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي؟". فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ".

২৬৭. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই তাঁর সাহাবীগণের কারো সাথে দেখা করতেন, তাঁর সাথে মুসাফাহা করতেন এবং তার জন্যে দু'আ করতেন। হুযাইফাহ্ বলেন, একদিন ভোরে আমি তাঁর দেখা পেলাম। তাঁকে দেখে আমি দূরে সরে গেলাম। তারপর যখন কিছু বেলা হলো আমি তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে দেখলাম। অথচ তুমি আমা হতে দূরে সরে গেলে? আমি বললাম। আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। আমার ভয় হলো, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে স্পর্শ করে না বসেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুসলিম অপবিত্র হয় না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৩৪, ৫৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭২৪]**

٢٦٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ . فَأَهْوَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

২৬৮. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তার অপবিত্র অবস্থায় তার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেখা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে আসতেছেন দেখে আমি বললাম, আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি, তিনি বললেন, মুসলিম অপবিত্র হয় না। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٢٦٩- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ " .

২৬৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর সাথে মদীনার কোন এক রাস্তায় নাবী ﷺ-এর সাথে দেখা হলো, তখন তিনি ছিলেন অপবিত্র অবস্থায়। সেজন্য তিনি সন্তর্পণে সরে পড়লেন এবং গোসল করলেন। নাবী ﷺ তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। যখন আবার আসলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথে যখন আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। আমি গোসল করার পূর্বে আপনার সাথে বসাকে ভাল মনে করলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৩৪; বুখারী হা. ২৮৩, ২৮৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭২৩]**

অধ্যায়- ১৭৩: ঋতুমতি স্ত্রীর খেদমত নেয়া প্রসঙ্গে ١٧٣- باب اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

٢٧٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ ". فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي . قَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ " . فَنَاوَلَتْهُ .

২৭০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমাকে কাপড়টি এনে দাও। তিনি বললেন, আমি তো নামায পড়ি না, অর্থাৎ, (হায়য অবস্থায় আছি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার হায়য তোমার হাতে নয়। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁকে কাপড়টি দিলেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/২১৩; সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ২৫৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৮]**

٢٧١- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" . قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ" .

২৭১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাসজিদ হতে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও। তিনি বলেন, আমি তো হায়য অবস্থায় আছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার হায়য তোমার হাতে নয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৬]**

٢٧٢- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

২৭২. আবূ মু'আবিয়াহ্ (র.) আ'মাশ (রা.) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। **[সহীহ্]**

অধ্যায়- ১৭৪: মাসজিদে ঋতুমতির চাটাই বিছানো ١٧٤- باب بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

٢٧٣- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ .

২৭৩. মান্‌বূয (রা.)-এর মা হতে বর্ণিত। মাইমূনাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন মাথা মুবারক আমাদের কারো ক্রোড়ে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ তিনি তখন ঋতুবতি থাকতেন। আর আমাদের কেউ ঋতুবতি অবস্থায় মাসজিদে চাটাই বিছিয়ে দিতেন। [হাসান। ইরউয়াউল গালীল ১/২১৩]

١٧٥– باب فِي الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

অধ্যায়– ১৭৫: ঋতুমতি স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা

٢٧٤– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ – أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ .

২৭৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ঋতুমতি কারো কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। [হাসান। প্রাগুক্ত]

١٧٦– باب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

অধ্যায়– ১৭৬: ঋতুমতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথা ধোয়া

٢٧٥– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُومِئُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

২৭৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা মুবারক বের করে দিতেন আর আমি তা ধুয়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৩৩; বুখারী হা. ৩০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৩]

٢٧٦– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ، آخَرُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

২৭৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় মাসজিদ হতে তাঁর মাথা আমার দিকে বের করে দিতেন আর আমি তা ধুয়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি ছিলাম। [সহীহ। প্রাগুক্ত]

٢٧٧– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

২৭৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আঁচড়ে দিতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য। বুখারী হা. ২৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৪]

٢٧٨– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - مِثْلَ ذَلِكَ .

২৭৮. মা'ন হতে অত্র সানাদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। [সহীহ।]

١٧٧– باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

অধ্যায়– ১৭৭: ঋতুমতির সাথে খাওয়া এবং তার ভুক্তাবশেষ পানীয় পান করা

٢٧٩– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ – عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ .

২৭৯. শুরাইহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হায়য অবস্থায় স্ত্রী কি তার স্বামীর সাথে খেতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকতেন, আমি তাঁর সঙ্গে খেতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি থাকতাম। আর তিনি হাড় নিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম! তুমি আগে খাও। তারপর আমি তার কিছু অংশ চিবাতাম এবং রেখে দিতাম। পরে তিনি তা নিয়ে চিবাতেন। হাড়টির ঐখানেই মুখ দিতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছিলাম। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন, অতঃপর তিনি খাওয়ার আগে বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আগে পান কর। তখন আমি পাত্রটি হাতে নিয়ে পান করতাম এবং আমি রেখে দিলে উঠিয়ে তা হতে তিনি পান করতেন। আর আমি পেয়ালায় যেখানে মুখ দিয়েছিলাম তিনি সেখানেই মুখ দিতেন।
[সানাদ সহীহ। মুসলিম সংক্ষিপ্ত]

٢٨٠– أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُؤْرِي وَأَنَا حَائِضٌ .

২৮০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে তার মুখ রাখতেন যেখানে মুখ রেখে আমি পান করতাম। তিনি আমার ভুক্তাবশেষ হতে পান করতেন অথচ তখন আমি ঋতুমতি থাকতাম। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৯; ৭০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১৭৮: ঋতুমতির ভুক্তাবশেষ খাওয়া ١٧٨– باب الاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

٢٨١– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ .

২৮১. শুরাইহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাত্র দিতেন আমি তা হতে পান করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। তারপর আমি তাঁকে সে পাত্র দিতাম আর তিনি আমার পান করার জায়গা খুঁজে সে জায়গাটিতেই তার মুখে রাখতেন। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٢٨٢– أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

২৮২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়য অবস্থায় পাত্র হতে পান করতাম এবং তা নাবী ﷺ-কে দিতাম। আমি যেখানে মুখ রেখে পান করতাম তিনি সেখানে মুখ রেখে পান করতেন। আমি হায়য অবস্থায় হাড় চিবাতাম, তারপর তা নাবী ﷺ-কে দিতাম আর তিনি আমার মুখ রাখার জায়গায় মুখ রাখতেন। [সহীহ। ঐ]

অধ্যায়– ১৭৯: ঋতুমতির সঙ্গে শয়ন করা ١٧٩– باب مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

٢٨٣– أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ – قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنَفِسْتِ؟". قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

২৮৩. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একই চাদরে শায়িত ছিলাম হঠাৎ আমার হায়য দেখা দিল, এরপর আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়যের কাপড় পরলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি ঋতুমতি হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তাঁর সঙ্গে একই চাদরে ঘুমালাম। [সহীহ। বুখারী হা. ২৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯০]

٢٨٤– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ أَوْ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ .

২৮৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই চাদরে রাত্রিযাপন করতাম অথচ তখন আমি ঋতুমতি। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তখন তিনি ঐ স্থানই ধুয়ে নিতেন এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি নামায পড়তেন, আবার তিনি বিছানায় ফিরে আসতেন। যদি আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগত, তবে তিনি শরীরের ঐ অংশটুকু ধুতেন এর বেশি ধুতেন না। আর এ অবস্থাতেই তিনি নামায পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৬১]

অধ্যায়– ১৮০: ঋতুমতির শরীরের সঙ্গে শরীর মিলানো ١٨٠– باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

٢٨٥– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

২৮৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতি অবস্থায় থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হায়যের স্থানে পট্টি বাঁধার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তার শরীরের সাথে শরীর লাগাতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৩৬; বুখারী হা. ৩০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮৬]

٢٨٦– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

২৮৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতি থাকলে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার ইযার পরতে বলতেন। তারপর তিনি তার শরীরে শরীর লাগাতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৩০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮৭]

٢٨٧– أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَاللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ، وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةَ – مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ . فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ .

২৮৭. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর হায়য অবস্থায় যখন তার পরনে ইযার থাকত যা হাঁটু ও রানের মধ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছে তখন তিনি তার শরীরে শরীর মিলাতেন। লাইসের হাদীসের আছে, তিনি (সহধর্মিণী) ঐ ইযার দ্বারা (বিশেষ অঙ্গ) ঢাকতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ২৫৯]

١٨١– باب تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ

অধ্যায়– ১৮১: মহান আল্লাহর বাণী– "তারা তোমাকে হায়য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে"-এর ব্যাখ্যা

٢٨٨– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى" الآيَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ .

২৮৮. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের স্ত্রীরা যখন ঋতুমতি হত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না; তাদের সাথে উঠা-বসা করত না এবং তারা ঘরে তাদের সাথে একত্রে থাকত না। অতএব, সাহাবিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা– وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ আয়াতটি নাযিল করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের আদেশ করলেন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সাথে পানাহার করে, তাদের সাথে উঠা-বসা করে, ঘরে একত্রে বসবাস করে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া আর সব কিছু করা হালাল মনে করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০১]

١٨٢– باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا

অধ্যায়– ১৮২: যে লোক হায়য অবস্থায় আল্লাহর নিষেধ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সহবাস করে তার উপর কি ওয়াজিব হবে?

٢٨٩– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

২৮৯. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে ঐ লোক সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে লোক হায়য অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদাকাহ্ করবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৪০; আদাবুয যিফাফ ৪৪]

١٨٣- باب مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

অধ্যায়– ১৮৩: মুহরিম মহিলা ঋতুমতি হলে কি করবে?

٢٩٠- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟". فَقُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: "هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

২৯০. ‘আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হাজ্জের নিয়্যাতে বের হলাম। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার হায়য হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হল? তোমার কি হায়য হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তা‘আলা আদম কন্যাদের জন্যে আবশ্যক করেছেন। অতএব তুমি হাজ্জের সকল আহ্কাম আদায় কর তবে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে গরু কুরবানী দিলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৫৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৭৮৩]**

١٨٤- باب مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

অধ্যায়– ১৮৪: ইহরামের সময় নিফাসওয়ালীদের করণীয় প্রসঙ্গে

٢٩١- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي " .

২৯১. জা‘ফর ইবনু মুহাম্মাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমরা জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হাজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলক্বা ‘দাহ্ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকতে হাজ্জের উদ্দেশে বের হলেন। আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। যখন তিনি যুল হুলাইফাহ্ পৌঁছলেন, তখন আসমা বিনতু উমাইস (রা.) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্রকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রশ্ন করে পাঠালেন, আমি এখন কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল কর তারপর পট্টি পরে নাও এবং ইহরাম বাঁধ। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৬৬৩]**

١٨٥- باب دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ অধ্যায়– ১৮৫: হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে

٢٩٢- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، ثَابِتٌ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ " حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .

২৯২. ‘আদী ইবনু দীনার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু ক্বাইস বিনতু মিহসান (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, তিনি বললেন, নখ দ্বারা তা ঘষে নিবে এবং কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬২৮]**

٢٩٣- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ، تَكُونُ فِي حِجْرِهَا أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ " حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ وَصَلِّي فِيهِ " .

২৯৩. ফাতিমাহ্ বিনতু মুনযির সূত্রে আসমা বিনতু আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। যিনি তার (আসমার কাছে পালিত হন) এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কাপড়ে লাগা হায়যের রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তা ঘষবে এবং পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে আর তাতেই নামায পড়বে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬২৯; বুখারী হা. ২২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮২]**

অধ্যায়– ১৮৬: কাপড়ে যদি বীর্য লাগে ١٨٦- باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٢٩٤- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .

২৯৪. মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাপড়ে সহবাস করতেন তাতে কি তিনি নামায পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যদি তিনি তাতে কোন ময়লা না দেখতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৪০]**

অধ্যায়– ১৮৭: কাপড় থেকে বীর্য ধোয়া ١٨٧- باب غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٢٩٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ .

২৯৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে নাপাকী ধুতাম, তারপর তিনি নামাযের জন্যে বের হতেন অথচ পানির চিহ্ন তাঁর কাপড়ে লেগে থাকত। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৩৬; বুখারী হা. ২২৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৭৯; ৫৮০]**

অধ্যায়– ১৮৮: কাপড় থেকে বীর্য তুলে ফেলা ١٨٨- باب فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

٢٩٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ - وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى الْمَنِيَّ - مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৯৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে নাপাকী ঘষে তুলে ফেলতাম। আর এক সময় বলেছেন, কাপড় থেকে বীর্য ঘষে তুলে ফেলতাম। **[সানাদ সহীহ]**

٢٩٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৯৭. হাম্মাম ইবনু হারিস হতে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, আমার মনে আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে নাপাকী ঘষে ফেলার থেকে বেশি কিছু করতাম না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৩৭-৫৩৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৭৫, ৫৭৬]**

٢٩٨- أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৯৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কাপড় থেকে তা ঘষে তুলে ফেলতাম। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٢٩٩- أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحُكُّهُ .

২৯৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড়ে তা দেখতাম আর তা ঘষে তুলে ফেলতাম। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٣٠٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩০০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে জানাবতের চিহ্ন ঘষে তুলে ফেলতাম। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٣٠١- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ .

৩০১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে জানাবতের চিহ্ন ঘষে পরিষ্কার করে ফেলে দিতাম। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

١٨٩- باب بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

অধ্যায়- ১৮৯: খাদ্যগ্রহণ করেনি এমন বাচ্চার প্রস্রাব প্রসঙ্গে

٣٠٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৩০২. উম্মু ক্বাইস বিনতু মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি খাদ্যগ্রহণ করেনি তাঁর এমন একটি ছোট বাচ্চাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর কোলে বসালেন, সে তাঁর কাপড়ে প্রস্রাব করে দিল। তিনি কিছু পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন তা ধুলেন না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫২৪; বুখারী হা. ২২৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৭২, ৫৭৪]**

٣٠٣- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ .

৩০৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি শিশু আনা হল। সে তাঁর কোলে প্রস্রাব করে দিল, তিনি কিছু পানি আনালেন এবং তা প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিলেন। [সহীহ। **বুখারী হা. ২২২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৯]**

অধ্যায়- ১৯০: ছোট বালিকার প্রস্রাব প্রসঙ্গে ١٩٠- باب بَوْلِ الْجَارِيَةِ

٣٠٤- أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ " .

৩০৪. আবূ সাম্হ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন: ছোট মেয়ের প্রস্রাব ধুয়ে ফেলতে হয় আর ছোট ছেলের প্রস্রাবের উপর পানি ছিটাতে হয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫২৬]**

অধ্যায়- ১৯১: হালাল পশুর প্রস্রাব প্রসঙ্গে ١٩١- باب بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

٣٠٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُنَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ . وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا .

৩০৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। ‘উক্ল গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিল। তারপর তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা দুগ্ধবতী পশুর মালিক; আমরা কৃষি কাজের লোক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী হলো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে কিছু উট ও একজন রাখাল প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তাদের উটের প্রতিপালনের কাজে মদীনার বাইরে যেতে এবং উটের দুধ ও এর প্রস্রাব পান করার নির্দেশ দিলেন। যখন তারা সুস্থ হয়ে গেল এবং হার্‌রাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করল তখন তারা ইসলাম ত্যাগ করল। আর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ সংবাদ নাবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের পেছনে অনুসন্ধানকারী দল পাঠালেন এবং তাদের ধরে আনা হল। তাদের চোখে লৌহ শলাকা গরম করে লাগানো হল এবং হাত পা কেটে নেয়া হল। পরে তাদের হার্‌রার জমিতে ঐ অবস্থায় ফেলে রাখা হলো। এভাবে তারা মৃত্যুবরণ করল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৫০৩; বুখারী হা. ৪১৯২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪২০৭]**

٣٠٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى لِقَاحٍ لَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ . قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: بِكُفْرٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ طَلْحَةَ وَالصَّوَابُ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ .

৩০৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উরাইনাহ্ নামক জায়গা হতে কয়েকজন বেদুইন নাবী ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম কবূল করল। মদীনায় বসবাস তাদের উপযোগী হল না। এমনকি তাদের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং পেট ফুলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের স্বীয় দুগ্ধবতী উষ্ট্রের পালের দিকে

পাঠিয়ে দিলেন। আর তাদেরকে উহা (দুধ ও প্রস্রাব) পান করার আদেশ দিলেন। এতে তারা সুস্থ হয়ে পড়ল এবং উটের রাখালকে মেরে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এরপর নাবী ﷺ তাদের খুঁজে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। তাদের ধরে আনা হলে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল এবং তাদের চোখে গরম শলাকা ঢুকানো হল। আমীরুল মু'মিনীন 'আবদুল মালিক আনাস (রা.)-এর কাছে এ হাদীস শুনে তাঁর কাছে প্রশ্ন করলেন, এ শাস্তি কি কুফরের জন্যে, না পাপের জন্যে? তিনি বললেন, কুফ্‌রের জন্যে। আবূ 'আব্দুর রহমান (ইমাম নাসায়ী) বলেন, তালহাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসের সানাদে ইয়াহ্ইয়া আনাস হতে এ কথা উল্লেখ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। সঠিক কথা হলো, আল্লাহই ভাল জানেন– 'ইয়াহ্ইয়া সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [সানাদ সহীহ]

١٩٢– باب فَرْث مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অধ্যায়– ১৯২: যে পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল তার পেটের গোবর কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে

٣٠٧– أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ مَخْلَد – قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَيُّكُمْ يَأْخُذُ هَذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ – يَعْنِي – عَلَى ظَهْرِهِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِيبٍ وَاحِدٍ .

৩০৭. 'আম্‌র ইবনু মাইমূন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) আমাদের কাছে বাইতুল মাল সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইতুল্লাহর কাছে নামায পড়ছিলেন। তখন একদল কুরাইশ সেখানে বসা ছিল তারা একটি উট যবেহ করেছিল। তাদের একজন বলল, তোমাদের মধ্যে কে এর রক্ত মাখা উদরস্থিত গোবর (নাড়ি-ভুঁড়িসহ) নিয়ে তার কাছে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারবে, তারপর যখন সে সাজদায় যাবে তখন তা তাঁর পিঠের উপর চাপিয়ে দিবে? 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, এরপর তাদের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটি প্রস্তুত হল এবং গোবরযুক্ত নাড়ি-ভুঁড়ি হাতে নিয়ে অপেক্ষায় রইল, যখন তিনি সাজদায় গেলেন, তখন তা তাঁর পিঠের উপর ফেলে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমাহ্ (রা.) এ সংবাদ প্রাপ্ত হলেন, এ সময় তিনি ছিলেন অল্প বয়স্কা। তিনি দৌড়ে এলেন এবং তাঁর পিঠ হতে তা সরিয়ে ফেললেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন তিনবার বললেন, আয় আল্লাহ! কুরাইশকে ধর। হে আল্লাহ! আবূ জাহ্‌ল ইবনু হিশাম, শাইবাহ্ ইবনু রবী'আহ, 'উত্‌বাহ্ ইবনু রবী'আহ, 'উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু'আইত্ব প্রমুখকে পাকড়াও কর। এভাবে তিনি কুরাইশদের সাতজনের নাম বললেন। আবদুল্লাহ বলেন, সে আল্লাহর কসম! যিনি তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাদের সকলকে বাদ্‌রের দিন একই গর্তে মৃত অবস্থায় পতিত দেখেছি। [সহীহ। বুখারী হা. ২৪০]

অধ্যায়– ১৯৩: থুথু কাপড়ে লাগা প্রসঙ্গে ١٩٣– باب الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

٣٠٨– أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .

৩০৮. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ তাঁর চাদরের একদিক উঠিয়ে তাতে থুথু ফেললেন এরপর এক অংশের উপর অন্য অংশ চাপা দিলেন। [সহীহ।]

٣٠٩- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَإِلاَّ " . فَبَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ .

৩০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন সে যেন তার সামনে অথবা তার ডানে থুথু না ফেলে। বরং বামদিকে কিংবা পায়ের নিচে ফেলে। আর না হয় (এ রকম করবে) অতঃপর নাবী ﷺ তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন ও তা ঘষেন। [সহীহ। সহীহ তারগীব (১/১১৪, ১৮০); মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১১৪]

অধ্যায়– ১৯৪: তায়াম্মুমের সূচনা ١٩٤– باب بَدْءِ التَّيَمُّمِ

٣١٠- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ رضى الله عنه – فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه – وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَمَا مَنَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

৩১০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। আমরা যখন বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে ছিলাম তখন আমার একটি হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীগণ তার খোঁজে সেখানে অবস্থান করলেন, তাদের অবস্থান পানির কাছে ছিল না এবং তাদের সাথেও পানি ছিল না। লোকজন আবূ বাক্‌র (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আপনি কি দেখেছেন না 'আয়িশাহ্ (রা.) কি করলেন? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং অন্যান্য লোকদের এমন স্থানে আটকিয়ে রেখেছেন যার নিকটে কোন পানি নেই এবং লোকদের সাথেও কোন পানি নেই। তখন আবূ বাক্‌র (রা.) আমার কাছে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন। আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন– তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং অন্যান্য লোকদের এমন জায়গায় আটকিয়ে রাখলে যেখানে পানির কোন উৎস নেই আর তাদের সাথেও পানি নেই। 'আয়িশাহ্ (রা.) বললেন, তিনি আমাকে খুব তিরস্কার করলেন আর আল্লাহর যা ইচ্ছা ছিল তাই বললেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমার কোমড়ে খোঁচা দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আমার উরুর উপর থাকার কারণে আমি নড়তে পারছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রায় রইলেন এমনকি পানির কোন ব্যবস্থা ছাড়াই সকাল হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। এতে উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা.) বলেন, হে আবূ বাক্‌রের পরিজন! এ তোমাদের প্রথম বরকত নয়। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি যে উটের উপর ছিলাম তা উঠালে তার নিচেই আমার হারটি পেলাম। [সহীহ। আবূ দাউদ হা. ৩৩৪; বুখারী হা. ৩৩৪; মুসলিম (ইসলামিক সে.) হা. ৭১৬]

অধ্যায়– ১৯৫: মুকীমের তায়াম্মুম ١٩٥– باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

٣١١– أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩১১. ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস 'উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি এবং মাইমূনাহ্ (রা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার আবূ জুহাইম ইবনু হারিস ইবনু সিম্মাহ্ আনসারী এর কাছে গেলাম। আবূ জুহাইম বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'বি'র আল-জামাল'-এর দিক থেকে আসছিলেন, তাঁর সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল, সে তাঁকে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন এবং তার চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন, এরপর সালামের উত্তর দিলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৫৪; বুখারী হা. ৩৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭২১]**

٣١٢– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . قَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - وَسَلَمَةُ شَكَّ لاَ يَدْرِي فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

৩১২. 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি 'উমার (রা.)-এর নিকটে এসে বলল, আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি কিন্তু পানি পাইনি। 'উমার (রা.) বললেন, তুমি নামায পড়ো না। এ কথা শুনে 'আম্মার ইবনু ইয়াসির বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, এক সময় আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা দু'জন অপবিত্র অবস্থায় উপনীত হলাম, আর আমরা পানি পেলাম না। এতে আপনি নামায পড়লেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম, তারপর নামায পড়লাম। এরপর আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তার নিকট ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্যে এ-ই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নাবী ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে মারলেন, এরপর তাতে ফুঁক দিলেন এবং তা দ্বারা তাঁর চেহারা এবং দু' হাত মাসাহ করলেন। বর্ণনাকারী সালামাহ্ সন্দেহ করলেন, এ ব্যাপারে তাঁর মনে নেই কনুই পর্যন্ত বলেছেন, না কব্জী পর্যন্ত। এ কথা শুনে 'উমার (রা.) বললেন, তুমি যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করলে তার দায়-দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৪৪, ৩৫০; ইরউয়াউল গালীল ১৬১; বুখারী সন্দেহ ব্যতীত হা. ৩৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭২০]**

٣١٣– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ " .

৩১৩. 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি অপবিত্র অবস্থায় উপনীত হলাম, তখন আমি ছিলাম উট পালের মধ্যে। এ সময়ে আমি পানি পেলাম না। তখন আমি চতুষ্পদ জন্তুর মতো মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালাম। তিনি বললেন, এমন না করে বরং তায়াম্মুম করাই তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। **[পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

অধ্যায়- ১৯৬: ভ্রমণে তায়াম্মুম ١٩٦- باب التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

٣١٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُولاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ قَالَ: فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ .

৩১৪. ‘আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষ রাতে উলাতুল জাইশ নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ‘আয়িশাহ্ (রা.)। তাঁর ইয়ামানী মোতির হার হারিয়ে গেলে এর খোঁজে সমস্ত লোক আটকা পড়ল। অবশেষে ভোর হয়ে গেল অথচ লোকদের পানি ছিল না যার দরুন আবূ বাক্‌র (রা.) তাঁর উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, তুমি লোকদের আটকিয়ে রেখেছ অথচ তাদের সাথে পানি নেই। তখন আল্লাহ তা‘আলা মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মু’মিনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে উঠে মাটিতে নিজেদের হাত মারলেন আর তাদের হাত উঠালেন এবং হাত থেকে মাটি একটুও ঝাড়লেন না বরং তা দিয়ে তাদের চেহারা ও হাত কাঁধ পর্যন্ত মাসাহ করলেন আর তাদের হাতের তালু দিয়ে বগল পর্যন্ত মাসাহ করলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৩৭]

অধ্যায়- ১৯৭: তায়াম্মুমের নিয়ম সম্পর্কে মতভেদ ١٩٧- باب الاِخْتِلاَفِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

٣١٥- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ .

৩১৫. ‘আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলাম। এতে আমরা আমাদের চেহারা এবং কাঁধ পর্যন্ত আমাদের হাত মাসাহ করেছিলাম। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৪০]

١٩٨- باب نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ
অধ্যায়- ১৯৮: আরেক প্রকারের তায়াম্মুম এবং দু’ হাতে ফুঁক দেয়া

٣١٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ أَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ " إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ " . وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ . فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ . فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ . قَالَ: لاَ وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

৩১৬. ‘আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ‘উমার (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল হে আমীরুল মু’মিনীন! অনেক সময় আমরা এক মাস বা দুই মাস পর্যন্ত

কোথাও থাকি আর আমরা পানি পাই না। 'উমার (রা.) বললেন, আমি পানি না পেলে পানি পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তাম না। তখন 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মনে আছে কি যখন আমরা অমুক অমুক জায়গায় ছিলাম আর আমরা উট চরাতাম, আপনি জানেন যে, আমরা অপবিত্র হলাম? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি হেসে বললেন, মাটিই তোমার জন্যে যথেষ্ট ছিল, আর তিনি দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর তিনি তাঁর চেহারা এবং তাঁর দু' হাতের কিয়দংশ মাসাহ করলেন। 'উমার (রা.) বললেন, হে আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর। 'আম্মার বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আপনি চান তাহলে আমি এ হাদীস বর্ণনা করব না। 'উমার (রা.) বলেন, না। কিন্তু আমার নিকট যা বর্ণনা করলে এর দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম। **[বাহুর উল্লেখ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। বরং বিশুদ্ধ বর্ণনা হল, দুই হাতের তালু যেমনটি পরবর্তী বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে। সহীহ আবু দাউদ হা. ৩৪৪-৩৪৫]**

অধ্যায়- ১৯৯: আরেক প্রকারের তায়াম্মুম ١٩٩ – باب نَوْعٍ آخَرَ مِنَ التَّيَمُّمِ

٣١٧ – أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا " . وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৩১৭. 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত। এক লোক 'উমার ইবনু খাত্তাব (রা.)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। এ প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। তখন 'আম্মার বললেন, আপনার কি স্মরণ আছে? যখন আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমি অপবিত্র হলাম। অতঃপর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বলেন, তোমার এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে শু'বাহ হাঁটুর উপর তাঁর উভয় হাত মেরে তাঁর হস্তদ্বয়ে ফুঁক দিলেন আর উভয় হাত দ্বারা তার মুখ ও হস্তদ্বয় একবার করে মাসাহ করলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৬৯; বুখারী হা. ৩৩৮ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭২০]**

٣١٨ – أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَقَدْ سَمِعَهُ الْحَكَمُ، مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلٌ فَأَتَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . قَالَ: لاَ تُصَلِّ . قَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ". وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ . فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ . فَقَالَ إِنْ شِئْتَ لاَ حَدَّثْتُهُ . وَذَكَرَ شَيْئًا فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ: بَلْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

৩১৮. ইবনু 'আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অপবিত্র হলে 'উমার (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি কিন্তু পানি পাই না। তিনি বললেন, তুমি নামায পড়বে না। তখন 'আম্মার বললেন, আপনার কি মনে নেই যে, আমরা এক যুদ্ধে ছিলাম, আমরা অপবিত্র অবস্থায় নিপতিত হলাম, তখন আমরা পানি পাইনি, এতে আপনি নামায পড়লেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায পড়লাম। পরে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে তা বললাম। তখন তিনি বলেন, তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে 'শুবাহ্ (র.) একবার মাটিতে হাত মারলেন আর তাতে ফুঁক দিলেন আর তা দিয়ে এক হাত অন্য হাতের সঙ্গে ঘষলেন এবং উভয় হাত দ্বারা তার চেহারা মাসাহ করলেন। তখন 'উমার (রা.) বললেন, এ বিষয়টি আমার বোধগম্য নয়। 'আম্মার বললেন, যদি আপনি চান তাহলে আমি তা বর্ণনা করব না। এ সানাদে আবূ মালিক (র.) হতে আরো কিছু বর্ণনা করেছেন। সালামাহ্ অতিরিক্ত বলেছেন, 'উমার (রা.) বললেন, তুমি যা বর্ণনা করলে তার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পণ করলাম। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৩০২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ২০০: তায়াম্মুম-এর অন্য প্রকার ٢٠٠- باب نَوْعٍ آخَرَ

٣١٩- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى عُمَرَ رضى الله عنه - فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ: لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: " إِنَّمَا يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ: لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - قَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ . فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ . فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لاَ .

৩১৯. 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত। এক লোক 'উমার (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি কিন্তু পানি পেলাম না। 'উমার (রা.) বললেন, তুমি নামায পড় না। তখন 'আম্মার (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার মনে আছে কি? একবার আমি এবং আপনি এক যুদ্ধে ছিলাম আর আমরা অপবিত্র হলাম কিন্তু পানি পাচ্ছিলাম না। তখন আপনি নামায আদায় করলেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায পড়লাম। পরবর্তীতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তা বললাম, তিনি বললেন, তোমার জন্যে এ-ই যথেষ্ট ছিল, এ বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাটিতে হাত রাখলেন এবং উভয় হাতে ফুঁ দিলেন, তারপর উভয় হাত দ্বারা আপন চেহারা ও উভয় কব্জি মাসাহ করলেন। সালামাহ্ সন্দেহ করে বলেন, আমার জানা নেই (তিনি এতে উভয় কনুই বলেছেন না উভয় কব্জি)। 'উমার (রা.) বলেন, তুমি যে বর্ণনা দিলে তার দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করলাম। 'শুবাহ্ (র.) বলেন, তিনি উভয় হাত, চেহারা এবং বাহুদ্বয়ের কথা বলতেন এজন্যে সালামার সন্দেহ হল, তিনি বললেন, আমার মনে নেই তিনি বাহুর কথা উল্লেখ করেছেন কিনা। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৪১]

অধ্যায়- ২০১: অপবিত্র লোকের তায়াম্মুম ٢٠١- باب تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

٣٢٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا " . وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟.

৩২০. শাক্বীক্ব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ এবং আবূ মূসা (রা.)-এর সাথে বসা ছিলাম। তখন আবূ মূসা বললেন, তুমি কি 'আম্মারের কথা শুননি যা তিনি 'উমার (রা.)-কে বলেছেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল এক কাজে পাঠালেন, আমি অপবিত্র হলে পানি পেলাম না। অতএব আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্যে এ-ই যথেষ্ট ছিল। এ বলে তাঁর হাত দু'টি একবার মাটিতে মারলেন। তারপর উভয় হাত মাসাহ করলেন এবং উভয় হাত ঝেড়ে ফেললেন ও তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন আর ডান হাত বাম হাতের উপর এবং মুখমণ্ডল ও কব্জির উপর? 'আবদুল্লাহ বললেন, তুমি কি দেখছ না যে, 'উমার (রা.) 'আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট হননি? [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৪৩ বুখারী হা. ৩৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩১৮]

অধ্যায়- ২০২: মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা প্রসঙ্গে ٢٠٢- باب التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

٣٢١- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: "يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟" . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ . قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ " .

৩২১. আবূ রাজা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে লোকদের সঙ্গে নামায না পড়ে আলাদা থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! লোকদের সঙ্গে নামায পড়তে কোন্ জিনিসটি তোমাকে বাধা দিল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি অথচ পানি পাইনি। তিনি বললেন, তুমি মাটি ব্যবহার কর, তা-ই তোমার জন্যে যথেষ্ট। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১৫৬; বুখারী হা. ৩৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪৩]**

অধ্যায়- ২০৩: এক তায়াম্মুমে অনেক সালাত ٢٠٣- الصَّلَوَاتُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

٣٢٢- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ " .

৩২২. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র মাটি মু'মিনের ওযূর উপকরণ, যদিও সে দশ বৎসর পানি না পায়। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ১২৪; ইরউয়াউল গালীল ১৫৩]**

অধ্যায়- ২০৪: যে ব্যক্তি পানি ও মাটির কোনটাই পান না ٢٠٤- فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلاَ الصَّعِيدَ

٣٢٣- رَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا يَطْلُبُونَ قِلاَدَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا .

৩২৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা.) এবং আরো কয়েক ব্যক্তিকে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর একটি হার সন্ধানের জন্যে পাঠিয়েছিলেন, যা তিনি যে মনযিলে অবতরণ করেছিলেন সেখানে হারিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হল, অথচ লোকদের ওযূ ছিল না আর তারা পানিও পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁরা ওযূ ব্যতীতই নামায পড়লেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তা বললেন, এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করলেন। উসাইদ ইবনু হুযাইর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দিন। যখনই আপনার নিকট এমন কোন বিপদ আসে যা আপনি অপছন্দ করেন, তার মাঝেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার ও মুসলিমদের জন্যে কোন কল্যাণ নিহিত রাখেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩৩৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭১৭]**

٣٢٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ مُخَارِقًا، أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "أَصَبْتَ" . فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلآخَرِ يَعْنِي "أَصَبْتَ" .

৩২৪. ত্বারিক্ব (রা.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপবিত্র হলো সেজন্য সে নামায পড়ল না। এরপর নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তা বলল, তিনি বললেন, তুমি ঠিক করেছ। এরপর অন্য একটি লোক অপবিত্র হয়ে তায়াম্মুম করে নামায পড়ল; পরে ঐ ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি অন্য ব্যক্তিকে যা বলেছিলেন তাকেও তা বললেন। অর্থাৎ, "তুমি ঠিকই করেছ।" **[সানাদ সহীহ।]**

بسم الله الرحمن الرحيم

٢-كتاب المياه

পর্ব- ২: পানির বিবরণ

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } وَقَالَ تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি অবতরণ করেছি।" (সূরাঃ ফুরক্বান, আয়াত- ৪৮) **তিনি আরো বলেন- "অতঃপর যদি পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর।"** (সূরাঃ আন্-নিসা, আয়াত- ৪৩)

٣٢٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ" .

৩২৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে একজন জানাবতের গোসল করলে তাঁর গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা নাবী ﷺ ওযূ করলেন, পরে তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে তা বললে তিনি বললেন, পানিকে কোন্ বস্তুই অপবিত্র করে না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৭০]

অধ্যায়- ১: বুযা'আহ্ নামক কূপ প্রসঙ্গে আলোচনা ١- باب ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

٣٢٦ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْحِيَضُ وَالنَّتْنُ فَقَالَ " الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .

৩২৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বুযা'আহ্ নামক কূপের পানিতে ওযূ করব? তা এমন একটি কূপ যাতে কুকুরের মাংস, হায়যের ন্যাকড়া ও আবর্জনা ফেলা হয়। তিনি বললেন, পানি পবিত্র, তাকে কোন বস্তুই অপবিত্র করে না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৬৬; ইরউয়াউল গালীল ১৪]

٣٢٧- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ، عَنْ سَلِيطٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ؟ فَقَالَ: "الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" .

৩২৭. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে গেলাম, তখন তিনি বুযা'আহ্ কূপের পানি দ্বারা ওযূ করছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি এর পানি দ্বারা ওযূ করছেন? অথচ তাতে ঘৃণিত আবর্জনাদি ফেলা হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন, পানিকে কোন বস্তুই নাপাক করে না। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৬৬]**

অধ্যায়– ২: পানির পরিমাণ নির্ণয় করা ٢– باب التَّوْقِيت فِي الْمَاءِ

٣٢٨– أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ" .

৩২৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো আর যে পানিতে কোন কোন সময় চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র পশু নামে, সে সম্পর্কেও। তিনি বললেন, যখন পানি দুই "কুল্লা" পরিমাণ হয় তখন তা অপবিত্র হয় না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫১৭; ইরউয়াউল গালীল ২৩]**

٣٢٩– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُزْرِمُوهُ " . فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

৩২৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক বেদুঈন মাসজিদে প্রস্রাব করলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে তিরস্কার করতে উদ্যত হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে বাধা দিও না। যখন ঐ ব্যক্তির প্রস্রাব করা শেষ হলো তখন তিনি এক বালতি পানি আনিয়ে তা প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৬০২৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৬]**

٣٣٠– أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ" .

৩৩০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন লোক মাসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করল। উপস্থিত লোকজন তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তোমাদেরকে নরম ব্যবহার করার জন্যে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারের জন্যে নয়। **[সহীহ। বুখারী হা. ২২০]**

٣– باب النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ، فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
অধ্যায়– ৩: বদ্ধ পানিতে অপবিত্র লোকের গোসল করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

٣٣١– أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" .

৩৩১. বুকাইর (র.) হতে বর্ণিত। আবূ সায়িব তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৫]**

অধ্যায়– ৪: সাগরের পানি দ্বারা ওযূ করা ٤– باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

٣٣٢– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .

৩৩২. সা'ঈদ ইবনু আবূ সালামাহ্ (র.) হতে বর্ণিত। মুগীরাহ্ ইবনু আবূ বুরদাহ্ (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি এবং আমাদের সাথে করে স্বল্প পানি নিয়ে যাই। আমরা যদি ঐ পানি দ্বারা ওযূ করি তবে আমরা পিপাসায় কষ্ট পাব, এমতাবস্থায় আমরা সাগরের পানি দ্বারা ওযূ করব কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এর পানি পবিত্র আর এর মৃত জীব হালাল। **[সহীহ। ৫৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আস্-সহীহাহ্ হা. ৪৮০ ইরউয়াউল গালীল হা. ৯]**

অধ্যায়– ৫: বরফ ও বৃষ্টির পানি দিয়ে ওযূ করা ٥– باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

٣٣٣– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ " .

৩৩৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন–

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ .

"হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ বরফ ও মেঘের পানি দিয়ে ধৌত কর আর আমার অন্তরকে গুনাহ থেকে পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করে থাক।" **[সহীহ। বুখারী হা. ৭৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪২; ৬১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।**

٣٣٤– أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ" .

৩৩৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ "হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ বরফ, পানি এবং শিশির দিয়ে ধুয়ে ফেল।" **[সহীহ। ৬০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৬: কুকুরের উচ্ছিষ্ট ٦– باب سُؤْرِ الْكَلْبِ

٣٣٥– أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

৩৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো কোন পাত্রে মুখ দেয়, তখন এতে যা ছিল তা ফেলে দিবে আর তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৫৫; ৬৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٧- باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

অধ্যায়– ৭: কোন পাত্রে কুকুরের মুখ দেয়ার দরুন তা মাটি দিয়ে ঘষে লওয়া

٣٣٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .

৩৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরকে মেরে ফেলতে আদেশ করেছেন এবং বকরী পালের ও শিকারী কুকুরের বিষয়ে কুকুর পুষতে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, যখন কুকুর কোন পাত্রে মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধুয়ে নিবে আর অষ্টমবারে তা মাটি দ্বারা ঘষবে। [সহীহ। **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬০; ৬৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٣٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ؟". قَالَ: وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ". خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .

৩৩৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাদের সঙ্গে কুকুরের কি সম্পর্ক? 'আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিকারের কুকুর ও বকরী পালের (পাহারার জন্য) কুকুর পোষার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি এও বলেছেন, যখন কুকুর পাত্রে মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধুয়ে নিবে আর অষ্টমবার মাটি দিয়ে ঘষে নিবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর বর্ণনা 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.)-এর বর্ণনা হতে অন্য রকম। তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তন্মধ্যে যে কোন একবার মাটি দিয়ে ঘষে নিবে। [সহীহ। **পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٣٣٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .

৩৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয় তখন তা সাতবার ধুয়ে ফেলবে তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল (১/৬১, ১৮৯); সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৫৮]**

٣٣٩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .

৩৩৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয় তখন ঐ পাত্র সাতবার ধুয়ে ফেলবে যার প্রথমবার হবে মাটি দিয়ে। [সহীহ। **মুসলিম– পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য। ইরউয়াউল গালীল ১৬৭]**

অধ্যায়– ৮: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ٨– باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

٣٤٠– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ" .

৩৪০. কাব্‌শাহ্‌ বিনতু কা'ব ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। আবূ কাতাদাহ্‌ তাঁর কাছে আসলেন, তারপর বর্ণনাকারী কিছু কথা বললেন, যার অর্থ এই, আমি তার জন্যে (একটি পাত্রে) ওযূর পানি ঢেলে দিলাম। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তা হতে পান করল। তারপর তিনি ঐ বিড়ালটির জন্যে পাত্রটি কাত করে দিলেন যাতে সে পান করতে পারে। কাবশাহ্‌ বলেন, তখন আবূ কাতাদাহ্‌ লক্ষ্য করলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কী আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এরা (বিড়াল) অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশে-পাশে বিচরণকারী এবং বিচারণকারিণী। **[সহীহ। ৬৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৯: ঋতুমতি স্ত্রীর ঝুটা ٩– باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

٣٤١– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৩৪১. 'আয়িশাহ্‌ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গোশ্‌তযুক্ত হাড় হতে দাঁত দিয়ে ছিড়ে গোশ্‌ত খেতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখ এ স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি মুখ রেখেছিলাম। আর আমি পাত্র হতে পানি পান করতাম এবং তিনি ঐ স্থানেই মুখ রাখতেন যেখানে আমি রেখেছিলাম অথচ আমি তখন ঋতুমতি থাকতাম। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৯; ৭০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১০: স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান ١٠– باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

٣٤٢– أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا .

৩৪২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে (আহ্‌রাম) নারী-পুরুষ সকলে একত্রে ওযূ করত। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৯৩; ৭১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১১: স্ত্রীর উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা ওযূ করা নিষেধ ١١– باب النَّهْيِ عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

٣٤٣– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، – قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ – عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .

৩৪৩. হাকাম ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর উদ্বৃত্ত ওযূর পানি দ্বারা পুরুষদের ওযূ করতে বারণ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৭৩]**

١٢– باب الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْجُنُبِ

অধ্যায়– ১২: অপবিত্রত ব্যক্তির উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রসঙ্গ

٣٤٤– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ .

৩৪৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একত্রে একই পাত্র হতে গো... করতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ২৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৬; ৭২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٣– باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

অধ্যায়– ১৩: একজন লোকের ওযূ এবং গোসলের জন্যে কতটুকু পানি প্রয়োজন

٣٤٥– أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

৩৪৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু জাব্‌র (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাক্কূক (দেড় সা') পানি দিয়ে ওযূ করতেন এবং পাঁচ মাক্কূক পানি দিয়ে গোসল করতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ২১০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪২; ৭৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٤٦– أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، – يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ – عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .

৩৪৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে ওযূ করতেন আর গোসল করতেন এক সা' পানি দ্বারা। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৬৯]

٣٤٧– أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

৩৪৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযূ করতেন এক মুদ পানি দিয়ে এবং গোসল করতেন এক সা' পানি দিয়ে। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

بسم الله الرحمن الرحيم

٣- كِتَابُ الْحَيْضِ وَالْاسْتِحَاضَةِ

পর্ব- ৩: হায়য ও ইস্তিহাযা প্রসঙ্গে

١- باب بَدْءُ الْحيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحيضُ نفَاسًا؟

অধ্যায়- ১: হায়য শুরু হওয়া এবং হায়যকে নিফাস বলা যায় কি?

٣٤٨- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رضى الله عنه - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: "مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟". قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ: "هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " .

৩৪৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম হাজ্জ করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমি ঋতুবতি হলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, তোমার কি হলো? তোমার কি নিফাস (হায়য) আরম্ভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ্ তা'আলা আদম কন্যাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব, বাইতুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হাজীগণ যে সব কাজ করে থাকেন, তুমিও তা কর। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৭৮৩; ২৯০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢- باب ذِكْرِ الاسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

অধ্যায়- ২: ইস্তিহাযার বর্ণনা: রক্ত শুরু হওয়া এবং তা বন্ধ হওয়া

٣٤٩- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" .

৩৪৯. 'উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কুরাইশ বংশের আসাদ সম্প্রদায়ের ফাতিমাহ্ বিনতু ক্বাইস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন যে, তার ইস্তিহাযা হয়। তিনি মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন, এ একটি শিরা বিশেষ। অতএব, যখন হায়য শুরু হবে তখন নামায পড়বে না। আর যখন তা বন্ধ হবে তখন গোসল করবে এবং তোমার ঐ রক্ত ধুয়ে ফেলবে তারপর নামায পড়বে। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৫৯; ২০১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٥٠- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي" .

৩৫০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন। যখন হায়য আসে তখন নামায পড়বে না আর যখন তা বন্ধ হয়ে যায় তখন গোসল করবে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২০১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٥١- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: "إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

৩৫১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্শ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফাতাওয়া চেয়ে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার ইস্তিহাযা হয়। তিনি বলেন, এ একটি শিরা (শিরার রক্ত) বিশেষ। অতএব তুমি গোসল কর এবং নামায পড়। এরপর তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যে গোসল করতেন। **[সহীহ। ২০৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣- باب الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

অধ্যায়– ৩: যে স্ত্রীর প্রতি মাসে হায়যের দিন নির্দিষ্ট থাকে

٣٥٢- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي" .

৩৫২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি তার গামলাটি রক্তেপূর্ণ দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যতদিন তোমার হায়য তোমাকে বিরত রাখে ততদিন তুমি বিরত থাক। তারপর তুমি গোসল করবে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৬৫; ২০৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٥٣- أَخْبَرَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْبَرَنَا وَلَمْ يَذْكُرْفِيهِ جَعْفَرَبْنَ رَبِيعَةَ .

৩৫৩. ইমাম নাসায়ী বলেন, কুতাইবাহ্ (র.) উল্লেখ করেছেন কিন্তু সেখানে হাদীসের অন্যতম রাবী জা'ফর ইবনু রাবিআহ্-এর উল্লেখ নেই। **[সহীহ।]**

٣٥٤- أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لاَ وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَصَلِّي" .

৩৫৪. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করল, আমার ইস্তিহাযা হয় আর আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, না, বরং যে কয়টি দিবা-রাত্র তোমার হায়য থাকত ততদিন তুমি নামায পড়বে না। তারপর তুমি গোসল করবে এবং পট্টি বাঁধবেও, নামায পড়বে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬২৩]**

٣٥٥- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لْتُصَلِّ".

৩৫৫. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মহিলার সবসময় রক্তস্রাব হত। তার জন্যে উম্মু সালামাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সমাধান চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে অপেক্ষা করবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বের মাসে যতদিন যতরাত তার হায়য হত প্রতি মাসের ততদিন সময় সে নামায আদায় করবে না। এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে পরে কাপড় দ্বারা পট্টি বাঁধবে, তারপর নামায আদায় করবে। [সহীহ। ২০৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ৪: হায়যের মুদ্দতের বিবরণ ٤- باب ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

٣٥٦- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

৩৫৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্‌শ (রা.) ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হলেন। তিনি পবিত্র হতেন না। তাঁর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে বলা হলো। তিনি বললেন, তা হায়য নয়। বরং জরায়ু আঘাতজনিত একটি রোগ। সে লক্ষ্য রাখবে ইতোপূর্বে যতদিন তার হায়য হত ততদিন সে নামায পড়বে না। তারপর তার পরবর্তী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। পরে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করবে। [সানাদ সহীহ।]

٣٥٧- أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحِيضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

৩৫৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত যে, জাহ্‌শের কন্যা সাত বছর যাবৎ ইস্তিহাযায় ভুগতেছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি (ﷺ) বললেন, এটা হায়য নয়। বরং এটা শিরার রক্ত এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি হায়যের সমপরিমাণ সময়ে নামায পড়বেন না। তারপর তিনি গোসল করবেন এবং নামায পড়বেন। ফলে তিনি প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৩২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৬২; ২১০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٥٨- أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَلْتَطَّهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ .

৩৫৮. 'উরওয়াহ (রা.) হতে বর্ণিত। ফাতিমাহ্ বিনতু আবূ হুবাইশ (রা.) তাঁর কাছে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার রক্ত নির্গত হওয়ার অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, এটা শিরার রক্ত মাত্র। তাই তুমি লক্ষ্য রাখবে যখন তোমার ঋতু আরম্ভ হবে তখন নামায পড়বে না। আর যখন ঋতু অতিবাহিত হবে তখন তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। পরে এক ঋতুর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হতে আর এক ঋতুর সময় আসা পর্যন্ত নামায পড়বে। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি হিশাম ইবনু উরওয়াহ্ 'উরওয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এতে তা উল্লেখ করেননি মুনযির যা উল্লেখ করেছেন। [সহীহ। ২১১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٥٩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ: "لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" .

৩৫৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। সে কারণে আমি পবিত্র হই না। এ অবস্থায় আমি নামায পড়া ছেড়ে দিব কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না। এটা শিরার রক্ত মাত্র, হায়য নয়। অতএব যখন তোমার ঋতু শুরু হবে তখন নামায পড়বে না। আর যখন ঋতুর সময় চলে যাবে তখন তুমি ধৌত করবে এবং নামায পড়বে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২১২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٥- بَابُ جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

অধ্যায়– ৫: ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলার দু'টি নামায একত্রিত করা আর যখন একত্রিত করবে তখন তজ্জন্য গোসল করা প্রসঙ্গে

٣٦٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا .

৩৬০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর সময়ে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত কোন মহিলাকে বলা হলো, এটি একটা শিরা মাত্র যা হতে ক্রমাগত রক্ত বের হয়। তাকে আদেশ করা হলো, সে যেন যুহরের নামায শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং 'আস্রের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করে আর উভয় নামাযের জন্যে একবার গোসল করে, আর মাগরিবের নামায দেরিতে, 'ইশার নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়বে উভয় নামাযের জন্যে যেন একবার গোসল করে। আর ফজর নামাযের জন্যে একবার গোসল করে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২১৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]

٣٦١- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ . فَقَالَ: " تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ " .

৩৬১. যাইনাব বিনতু জাহ্‌শ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বললাম যে, আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত, তিনি বললেন, সে তার হায়যের দিনগুলোতে নামায আদায় থেকে বিরত থাকবে। পরে গোসল করবে। যুহরের নামায বিলম্বে এবং 'আস্‌রের নামায প্রথম ওয়াক্তে গোসল করে আদায় করবে এবং আবার গোসল করে মাগরিবকে পিছিয়ে আর 'ইশাকে প্রথমভাগে আদায় করবে এবং ফজরের জন্যে একবার গোসল করবে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৭৬]**

অধ্যায়– ৬: হায়য ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য ٦– بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاسْتِحَاضَةِ

٣٦٢– أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ – عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ – فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ – فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ .

৩৬২. ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হায়যের রক্ত হয় কালো বর্ণের যা চেনা যায়। এ সময় তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি হায়যের রক্ত না হয় তবে ওযূ করে নিবে। কারণ তা হচ্ছে শিরা থেকে নির্গত রক্ত বিশেষ। মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্না বলেন, এ হাদীসটি ইবনু 'আদী আমাদের নিকট তার কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন। **[হাসান সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২০১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٦٣– وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

৩৬৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) ইস্তিহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হায়যের রক্ত কালো বর্ণের যা সহজেই চেনা যায়। এমতাবস্থায় তুমি নামায আদায় থেকে বিরত থাকবে, আর যখন অন্য রক্ত হয় তখন ওযূ করবে এবং নামায আদায় করবে। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ হাদীসটি একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু 'আদী যা উল্লেখ করেছেন– 'ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা ওযূ করে নামায আদায় করবে' তা অন্য কেউ উল্লেখ করেন নি। **[হাসান সহীহ। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٦٤– أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ". قِيلَ لَهُ: فَالْغُسْلُ؟ قَالَ: " وَذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " وَتَوَضَّئِي" . غَيْرُ حَمَّادٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

৩৬৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) ইস্তিহাযাগ্রস্ত হলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি ইস্তিহাযাগ্রস্ত। ফলে আমি পবিত্র হই

না, এমতাবস্থায় আমি কি সালাত ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য দেখা দিবে তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন ঐ সময় চলে যাবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধৌত করে নিবে এবং ওযূ করে নামায আদায় করবে। তা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। সনদের জনৈক বর্ণনাকারীকে প্রশ্ন করা হল তা হলে গোসল? তিনি বললেন, এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন নি। আবূ 'আব্দুর রহমান (রহ.) বলেন, হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ (রহ.) হতে এ হাদীসটি একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাম্মাদ (রহ.) ব্যতীত আর কেউ ওযূ করে নামায আদায় করবে' এ কথাটি উল্লেখ করেন নি। **[সানাদ সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২১৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٦٥- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

৩৬৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। ফলে আমি পবিত্র হই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়য নয়। অতএব যখন হায়য আসবে তখন তুমি নামায থেকে বিরত থাকবে, আর যখন ঐ সময় অতিবাহিত হবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধৌত করে নামায আদায় করবে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٣٦٦- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

৩৬৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায পড়া ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা শিরা থেকে নির্গত রক্ত, হায়য নয়, অতএব যখন হায়য আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন তার পরিমিত সময় চলে যায় তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধৌত করে নিবে এবং নামায আদায় করবে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২১৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٦٧- أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: "لاَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . قَالَ خَالِدٌ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ " وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي " .

৩৬৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত যে, ফাতিমাহ্ বিনতু আবী হুবাইশ (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পবিত্র হই না, আমি কি নামায পড়া ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, না, তা শিরা থেকে আসা রক্ত বিশেষ।

খালিদ বলেন, আমি যা তার কাছে পাঠ করেছি, তাতে রয়েছে, তা হায়য নয়, যখন হায়য দেখা দেয় তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে আর যখন তা শেষ হয় তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ধৌত করে নিবে এবং নামায আদায় করবে। **[সহীহ্।]**

٧- بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ — অধ্যায়- ৭: হলুদ রং এবং মেটে রং (হায়যের নয়)

٣٦٨- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا .

৩৬৮. মুহাম্মাদ (ইবনু সিরীন) (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রা.) বলেছেন, আমরা হলুদ রং এবং মেটে রংয়ের রক্তকে হায়যের কোন জিনিস বলে মনে করতাম না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৪৭; বুখারী হা. ৩২৬]

٨- بَابُ مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ الآيَةَ

অধ্যায়- ৮: হায়যগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে যা করা জায়িয এবং আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা- "লোকে তোমাকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রক্তস্রাবকালে স্ত্রী-সঙ্গম বর্জন করবে।" (সূরা আল-বাকারাহ্- ২২২)

٣٦٩- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلاَ يُشَارِبُوهُنَّ وَلاَ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ "وَجَلَّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى" الآيَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ . فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالاَ: أَنُجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

৩৬৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহূদী নারীদের যখন হায়য হত তখন তারা তাদের সাথে একত্রে পানাহার করত না, তাদের সাথে ঘরে একত্রে অবস্থানও করত না। সহাবাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত "লোকেরা তোমাকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তুমি বলে দাও তা অশুচি" অবতীর্ণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আদেশ করলেন, তারা যেন তাদের সাথে একত্রে পানাহার করে এবং তাদের সাথে একই ঘরে থাকে, আর যেন তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্য সব কিছু করে। অতঃপর ইয়াহূদীরা বলতে লাগল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যাপারেই আমাদের বিরোধিতা না করে ছাড়িবেন না। তখন উসায়দ ইবনু হুযাইর (রা.) এবং 'আব্বাদ ইবনু বিশ্‌র (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সংবাদ দিয়ে বললেন, তা হলে আমরা কি স্ত্রীদের সাথে হায়যের সময় সহবাস করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডলের রং বেশ পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি তাদের প্রতি খুবই রাগান্বিত হয়েছেন। তখন তারা উঠে চলে গেল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাদিয়ার দুধ এলো। তিনি উক্ত দু'জনের খোঁজে লোক পাঠালেন। সে উভয়কে ফিরিয়ে আনলে, তিনি তাঁদেরকে তা পান করালেন। তখন বুঝা গেল যে, তিনি তাঁদের উপর রাগ করেন নি। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০১]

٩- بَابُ ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى

অধ্যায়– ৯: আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা জানা সত্ত্বেও যে লোক তার স্ত্রীর সঙ্গে হায়য অবস্থায় সহবাস করে তবে তার উপর যে শাস্তি নির্ধারিত তার বিবরণ

٣٧٢- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

৩৭০. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে লোক হায়য অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে তার ব্যাপারে হুকুম এই যে, সে এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সাদাক্বাহ্ করবে। [সহীহ। ২৮৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٠- بَابُ مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ فِي ثِيَابِ حَيْضَتِهَا

অধ্যায়– ১০: হায়যগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে তার হায়য বস্ত্রে একত্রে শয্যা গ্রহণ

٣٧١- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَنُفِسْتِ؟". قُلْتُ: نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .

৩৭১. যাইনাব বিনতু আবূ সালামাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, উম্মু সালামাহ্ (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শায়িত ছিলাম। এ সময় আমার হায়য দেখা দিলে আমি সরে পড়লাম এবং আমার হায়যের কাপড় পরিধান করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি হায়যগ্রস্ত হয়েছ কি? আমি বললাম, হ্যাঁ! তখন তিনি আমাকে ডাকলেন আর আমি তাঁর সাথে একই চাদরের নিচে শয়ন করলাম। হাদীসে বর্ণিত শব্দাবলী 'উবাইদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদের। [সহীহ। বুখারী হা. ২৯৮ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯০; ২৮৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١١- باب نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

অধ্যায়– ১১: একই কাপড়ের নীচে ঋতুমতী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর শয্যা গ্রহণ

٣٧٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ .

৩৭২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই চাদরে রাত্রি যাপন করতাম অথচ আমি ছিলাম হায়যগ্রস্তা। আমার কোন কিছু তাঁর শরীরে লাগলে তিনি শুধু ঐ জায়গা ধৌত করে নিতেন। এর বেশি ধুতেন না আর এতেই তিনি নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি আবার আমার নিকট ফিরে আসতেন। আবারো আমার শরীর হতে তাঁর শরীরে কিছু লাগলে অনুরূপ শুধু ঐ জায়গা ধুতেন এর বেশি ধুতেন না। আর এতেই তিনি নামায আদায় করতেন। [সহীহ। ২৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ১২: ঋতুমতী স্ত্রীর শরীরে শরীর মিলানো ١٢– بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

٣٧٣– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৩৭৩. 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে তাকে আদেশ করতেন যেন সে তার ইযার শক্ত করে বাঁধে। পরে তিনি তার শরীরের সঙ্গে শরীর মিলাতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৩০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮৬]

٣٧٤– أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৩৭৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শক্ত করে কাপড় বাঁধার আদেশ দিতেন। তারপর তিনি তার দেহের সঙ্গে দেহ মিলাতেন। [সহীহ। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٣– بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ .

অধ্যায়–১৩: যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী ঋতুমতী হতেন তখন তিনি তার সঙ্গে যা করতেন

٣٧٥– أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ – عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي فَسَأَلَتَاهَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ؟ قَالَتْ: كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا .

৩৭৫. জুমাই' ইবনু 'উমাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার আম্মা ও আমার খালার সঙ্গে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তাঁরা দু'জনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের কেউ ঋতুমতী হলে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিরূপ করতেন? তিনি বললেন, তখন তিনি আমাদের আদেশ করতেন আমরা যেন প্রশস্ত ইযার পরিধান করি। তারপর তিনি তার স্তন ও বক্ষদেশ জড়িয়ে ধরতেন। [মুনকার। য'ঈফাহ হা. ৫৭০৫]

٣٧٦– أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ، وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةَ – مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ تَحْتَجِزُ بِهِ .

৩৭৬. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কারও সঙ্গে হায়য অবস্থায় শরীরের সঙ্গে শরীর লাগাতেন, যখন তিনি (ঋতুমতী স্ত্রী) ইযার পরিহিত থাকতেন যা তাঁর উরু ও হাঁটুদ্বয়ের অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছত। [সহীহ। ২৮৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٤– باب مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

অধ্যায়– ১৪: ঋতুমতীর সাথে একত্রে খাদ্য খাওয়া ও তার উচ্ছিষ্ট থেকে পান করা

٣٧٧– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ

وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ .

৩৭৭. শুরাইহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, স্ত্রী কি তার স্বামীর সাথে হায়য অবস্থায় খেতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডাকতেন আর আমি তাঁর সাথে একত্রে খাবার খেতাম, অথচ তখন আমি ঋতুমতী। তিনি একটি গোশ্‌তযুক্ত হাড় নিতেন আর তা খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করতেন, আমি তা হতে গোশ্‌ত খেতাম, পরে তা রেখে দিতাম। তিনি তা নিয়ে নিজেও খেতেন আর আমি হাড়ের যেখানে আমার মুখ রাখতাম তিনি সেখানেই তাঁর মুখ রাখতেন। আর তিনি পানীয় আনতে বলতেন এবং তিনি তা হতে নিজে পান করবার আগে আমাকে পান করার জন্যে বাধ্য করতেন, তখন আমি ঐ পাত্র হতে পান করতাম। তারপর তা রেখে দিতাম, তিনি তা হাতে নিতেন এবং তা হতে পান করতেন, তিনি তাঁর মুখ পেয়ালার ঐ স্থানেই রাখতেন যেখানে আমি আমার মুখ রাখতাম। **[মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৯; ৭০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ইরউয়াউল গালীল ১৯৭২]**

٣٧٨ - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِي وَأَنَا حَائِضٌ .

৩৭৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখ ঐ জায়গায় রাখতেন যে স্থান হতে আমি পান করতাম। আর তিনি আমার পান করার পর অবশিষ্ট পানি পান করতেন অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতী। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৯]**

অধ্যায়– ১৫: ঋতুমতীর ভুক্তাবশেষ ব্যবহার করা ١٥ - بَابُ الانْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ

৩৭৯. শুরাইহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পানপাত্র দিতেন তখন আমি তা হতে পান করতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুমতী। পরে আমি ঐ পাত্র তাঁকে দিতাম, তখন তিনি আমার মুখ রাখার স্থানটি খোঁজ করে তা তাঁর মুখে রাখতেন। **[সহীহ। মুসলিম। ৭০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٨٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَأَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

৩৮০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি পানপাত্র থেকে পান করতাম তখন আমি ছিলাম ঋতুমতী। তারপর আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখের স্থানে তাঁর মুখ রেখে পান করতেন এবং ঋতুমতী অবস্থায় আমি গোশ্‌তযুক্ত হাড় হতে গোশ্‌ত খেতাম আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে প্রদান করতাম, তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে নিজের মুখ রাখতেন। **[সহীহ। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٦- باب الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

অধ্যায়- ১৬: ঋতুমতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর কুরআন পাঠ করা

٣٨١- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ .

৩৮১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা আমাদের কারও কোলে স্থাপিত থাকত অথচ সে ছিল তখন ঋতুমতি। আর এ অবস্থায় তিনি কুরআন পাঠ করতেন। **[হাসান। ২৭৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ১৭: ঋতুমতী স্ত্রীদের নামায আদায় থেকে অব্যাহতি প্রাপ্তি ١٧- باب سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ

٣٨٢- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ

৩৮২. মু'আযাহ্ 'আদাবিয়্যাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন মহিলা 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঋতুমতী নারী কি নামায আদায় করবে? তিনি বললেন, তুমি কি খারিজী মহিলা? আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতে ঋতুবতী হতাম আর তখন আমরা নামায আদায় করতাম না এবং আমাদের তা কাযা করতেও বলা হত না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৩১; বুখারী হা. ৩২১]**

অধ্যায়- ১৮: ঋতুমতী স্ত্রীর খেদমত গ্রহণ ١٨- بَابُ اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

٣٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ ". فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي. فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ " . فَنَاوَلَتْهُ .

৩৮৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে ছিলেন, হঠাৎ তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমাকে কাপড়টি দাও। তখন 'আয়িশাহ্ (রা.) বললেন, আমি নামায আদায় করিনা। তিনি বললেন, হায়য তোমার হাতে নয়। তখন 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁকে তা দিলেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৮]**

٣٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ". فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ " .

৩৮৪. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে মাসজিদ হতে চাটাই এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুমতী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হায়য তোমার হাতে নেই। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৬]**

٣٨٤م- قَالَ إِسْحَاقُ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

৩৮৪/খ. ইসহাক্ব (র.) বলেন, আবূ মু'আবিয়া আ'মাশ সূত্রে এ সানাদে আমাদের নিকট অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। **[সহীহ।]**

١٩- بَابُ بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ
অধ্যায়- ১৯: ঋতুমতী নারীর মাসজিদে চাটাই বিছানো

٣٨٥- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ .

৩৮৫. মানবূয (রহ.) তার মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূনাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কারও কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথচ সে ছিল তখন ঋতুবতী। আর আমাদের মধ্যে কেউ মাসজিদে হায়য অবস্থায় তাঁর চাটাই বিছিয়ে আসত। [হাসান। ২৭৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٠ - بَابُ تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ
অধ্যায়- ২০: মাসজিদে ই'তিকাফরত স্বামীর মাথা ঋতুমতীর আঁচড়িয়ে দেয়া

٣٨٦- أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا .

৩৮৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় চিরুণী করতেন, আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফে থাকতেন। সে স্থান হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাথা 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর দিকে বাড়িয়ে দিতেন আর তিনি ['আয়িশাহ্ (রা.)] থাকতেন তার কক্ষে। [সহীহ। বুখারী হা. ২৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৪; ২৭৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়-২১: ঋতুমতী স্ত্রী স্বামীর মাথা ধৌত করে দেয়া প্রসঙ্গ ٢١- بَابُ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

٣٨٧- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৩৮৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমিও ঋতুমতী অবস্থায় তা ধৌত করে দিতাম। [সহীহ। ২৭৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

৩৮৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফ অবস্থায় মাসজিদ থেকে আমার দিকে তার মাথা বের করে দিতেন আর আমি ঋতুমতী অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٣٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

৩৮৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুমতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথায় চিরুণী করে দিতাম। [সহীহ। ২৭৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٢ – بَابُ شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

অধ্যায়– ২২: ঋতুমতী মহিলাদের ঈদে ও মুসলিমদের দু'আতে উপস্থিত হওয়া

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبَا . فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ نَعَمْ بِأَبَا قَالَ: " لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " .

৩৯০. হাফসাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উচ্চারণ করে বলতেন, আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। একবার আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমার পিতা উৎসর্গিত হোক। তিনি বলেছেন, বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তপুরবাসিনী ও ঋতুমতী মহিলাগণ নেক কাজে এবং মুসলিমদের দু'আর মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য যেন বের হয় এবং ঋতুমতী মহিলাগণ নামাযের জায়গা হতে দূরে থাকবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩০৭, ১৩০৮; বুখারী হা. ৩২৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৩৩]**

٢٣ – بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

অধ্যায়– ২৩: যে স্ত্রীলোক তাওয়াফে ইফাযার পরে ঋতুমতী হয়

٣٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا؟ أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟" . قَالَتْ: بَلَى . قَالَ: " فَاخْرُجْنَ " .

৩৯১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, সাফিয়্যাহ্ বিনতু হুয়াই ঋতুমতী হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হয়তো সে আমাদেরকে আঁটকিয়ে রাখবে? সে কি তোমাদের সাথে কা'বা শরীফের তাওয়াফ করে নি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০৭২, ৩০৭৩; বুখারী হা. ১৭৫৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩০৮৯]**

٢٤ – بَابُ مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

অধ্যায়– ২৪: নিফাসওয়ালী স্ত্রীলোক ইহরামের সময় কি করবে?

٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: " مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ " .

৩৯২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, আসমা বিনতু 'উমাইস যখন যুলহুলাইফাহ নামক স্থানে নিফাসওয়ালী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা.)-কে বললেন, তাকে বলে দাও, সে যেন গোসল করে নেয় এবং ইহরাম বাঁধে। **[সহীহ। ২১৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ২৫: নিফাসওয়ালী মহিলার জানাযার নামায ٢٥ – بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

٣٩٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ، يَعْنِي الْمُعَلِّمَ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ فِي وَسَطِهَا .

৩৯৩. সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উম্মু কাব-এর জানাযার নামায আদায় করেছি। তিনি নিফাস অবস্থায় ইনতিকাল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে তাঁর লাশের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪৯৩; বুখারী হা. ১৩৩১, ১৩৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২১০৭, ২১০৯]**

٢٦ – بَابُ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অধ্যায়– ২৬: ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে

٣٩٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ تَكُونُ فِي حِجْرِهَا – أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ وَانْضَحِيهِ وَصَلِّي فِيهِ " .

৩৯৪. আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি ফাতিমাহ্ বিনতু মুনযিরের নিকট লালিত হন জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করতে হবে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তা দূর করবে এবং তা আঙ্গুল দ্বারা মলে নিবে। তারপর পানি ঢেলে ধৌত করে নিবে এবং তাতেই নামায পড়বে। **[সহীহ। বুখারী হা. ২২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮২; ২৯৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، ثَابِتٌ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحِيضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: " حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .

৩৯৫. ‘আদী ইবনু দীনার (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, উম্মু ক্বাইস বিনতু মিহসান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, ঋতুর রক্ত কাপড়ে লাগলে কি করবেন? তিনি বললেন, নখ দ্বারা ঘষে নিবে। তারপর পানি ও কুলপাতা দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। **[সহীহ। ২৯২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

بسم الله الرحمن الرحيم

٤-كِتَابُ الغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ

পর্ব–৪: গোসল ও তায়াম্মুম পর্ব

١ – باب ذِكْرِ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنْ الاغْتِسَالِ، فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

অধ্যায়– ১: আবদ্ধ পানিতে অপবিত্র ব্যক্তির গোসলের নিষেধাজ্ঞা

٣٩٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" .

৩৯৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৫; ২২০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٣٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لاَ يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ " .

৩৯৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে তাতে অপবিত্র অবস্থায় গোসল অথবা ওযূ না করে। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৩৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৬৩]**

٣٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৩৯৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করে তাতে অপবিত্রার গোসল করতে বারণ করেছেন। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৩]**

٣٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ .

৩৯৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ আবদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

٤٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ. قَالَ سُفْيَانُ قَالُوا لِهِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - أَنَّ أَيُّوبَ إِنَّمَا يَنْتَهِي بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ أَيُّوبَ لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَرْفَعَ حَدِيثًا لَمْ يَرْفَعْهُ .

৪০০. আবূ হুরইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যেন প্রবাহিত হয় না এরূপ বদ্ধ পানিতে পেশাব করে তাতে গোসল না করে। সুফ্ইয়ান (র.) বলেন, লোকেরা হিশাম (র.)-কে জিজ্ঞেস করলেন আইয়ূব (র.) এ হাদীসটির সানাদ আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) পর্যন্তই উল্লেখ করেছেন, জবাবে তিনি বললেন, আইয়ূব (র.) কোন হাদীস মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করতে সক্ষম না হলে তিনি মারফূ‘ হিসেবে বর্ণনা করেন নি। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ২: হাম্মামে প্রবেশের অনুমতি ٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

٤٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ " .

৪০১. জাবির (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি এবং ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, সে যেন ইযার পরিধান ব্যতীত হাম্মামে প্রবেশ না করে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৯৬৫]

অধ্যায়– ৩: বরফ এবং মেঘের পানিতে গোসল করা ٣ - بَابُ الاِغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

٤٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو " اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ " .

৪০২. মাজ্‌যাআহ্ ইবনু যাহির (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রা.)- নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি দু‘আ করতেন নিম্নরূপ–

"اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ" .

“হে আল্লাহ! আমাকে পাপ এবং ভুল-ত্রুটি হতে পবিত্র করুন, হে আল্লাহ! আমাকে তা হতে পাক পবিত্র করুন যেরূপ সাদা বস্ত্র ময়লা হতে পবিত্র করা হয়। হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, মেঘমালার পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬২]

অধ্যায়– ৪: ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করা ٤ - بَابُ الاِغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

٤٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رُقْبَةَ، عَنْ مَجْزَأَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ " .

৪০৩. ইবনু আবী আওফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেন–

" اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ "

"হে আল্লাহ! আমাকে বরফ, মেঘের পানি এবং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করুন। হে আল্লাহ! আমাকে পাপ হতে এরূপ পবিত্র করুন যেরূপ সাদা কাপড় ময়লা হতে পবিত্র করা হয়।" [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়-৫: ঘুমের আগে গোসল করা ٥ - بَابُ الاغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

٤٠٤ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ .

৪০৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাইস (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিদ্রা কিরূপ ছিল? তিনি কি নিদ্রার পূর্বে গোসল করতেন অথবা গোসল করার পূর্বে নিদ্রা যেতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবগুলোই করতেন। অনেক সময় তিনি গোসল করে নিদ্রা যেতেন আবার কোন কোন সময় ওযূ করে ঘুমাতেন। [সহীহ্।]

অধ্যায়- ৬: রাতের প্রথমভাগে গোসল করা ٦ - بَابُ الاغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

٤٠٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ . قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

৪০৫. গুযাইফ ইবনু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন? না শেষ রাতে গোসল করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সবটাই করতেন। অনেক সময় তিনি রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন। আবার কখনো শেষ রাতে গোসল করতেন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র জন্যেই সকল প্রশংসা যিনি সকল ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১২]

অধ্যায়- ৭: গোসল করবার সময় পর্দা করা প্রসঙ্গে ٧ - باب الاسْتِتَارِ عِنْدَ الاغْتِسَالِ

٤٠٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " .

৪০৬. ইয়া'লা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি খোলা মাঠে গোসল করতেছে, তিনি মিম্বারে আরোহণ করলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, লজ্জাশীল (মানুষের পাপ) ঢেকে রাখেন। তিনি লজ্জাশীলতাকে এবং পর্দা করাকে পছন্দ করেন। অতএব, তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে সে যেন পর্দা করে নেয়। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২৩৩৫; মিশকাত হা. ৪৪৭]

٤٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَىْءٍ " .

৪০৭. ইয়া'লা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের দোষ গোপনকারী। কেউ যখন গোসল করে তখন সে যেন কোন কিছু দ্বারা পর্দা করে নেয়। [হাসান সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٤٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً - قَالَتْ - فَسَتَرْتُهُ فَذَكَرَتِ الْغُسْلَ قَالَتْ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا .

৪০৮. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে (গোসলের) পানি রাখলাম, তিনি বলেন, আমি তাকে আড়াল করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) গোসলের অবস্থা বর্ণনা করার পর বললেন, আমি তাঁর জন্যে একটি বস্ত্র আনলাম (গোসলের পানি মুছে ফেলার জন্য) কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। [সহীহ। বুখারী হা. ২৫৯, ২৬০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৮]

٤٠٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ قَالَ: فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ " .

৪০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক সময় আইয়ূব (আলাইহিস সালাম) উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর উপর স্বর্ণের পতঙ্গ পতিত হলে, তিনি তা তাঁর কাপড়ে জড়ো করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ূব! আমি কি তোমাকে ধনী করি নি? তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! হ্যাঁ! আপনি আমাকে ধনী করেছেন। কিন্তু আমি আপনার বারাকাত হতে মুখ ফেরাতে পারি না। [সহীহ। বুখারী হা. ২৭৯]

٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لاَ تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

অধ্যায়- ৮: গোসলের পানির কোন পরিমাণ নেই তার প্রমাণ

٤١٠ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ فِي الإِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

৪১০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফারাক্ব নামক পাত্রে গোসল করতেন। আর আমি এবং তিনি একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। [সহীহ। বুখারী হা. ২৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৬; ৭২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٩ - بَابُ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অধ্যায়-৯: স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্র হতে গোসল করা প্রসঙ্গে

٤١١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا . وَقَالَ سُوَيْدٌ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا

৪১১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমি একই পাত্র হতে গোসল করতাম। আমরা দু'জনে তা হতে এক সঙ্গে পানি নিতাম। [সানাদ সহীহ। ২৩২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٤١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৪১২. 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র হতে অপবিত্র অবস্থায় গোসল করতাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৬৩-২৬৪; ২৩৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٤١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ .

৪১৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে পাত্রে গোসল করতাম এবং সে পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে যে প্রতিযোগিতা করতাম তা আমার এখনো মনে রয়েছে। **[সহীহ। ২৩৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ১০: এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান ١٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٤١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ أُبَادِرُهُ وَيُبَادِرُنِي حَتَّى يَقُولَ: " دَعِي لِي". وَأَقُولَ أَنَا دَعْ لِي . قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ: دَعْ لِي دَعْ لِي .

৪১৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র হতে গোসল করতাম। আমি তাঁর পূর্বে পানি নিতে চেষ্টা করতাম আর তিনি আমার পূর্বে নিতে চাইতেন। এমনকি তিনি বলতেন, আমাকে সুযোগ দাও আর আমি বলতাম, আমাকে সুযোগ দিন। সুওয়াইদ তার বর্ণনায় বলেছেন, তিনি আমার আগে পানি নিতে চেষ্টা করতেন, আর আমি তার আগে নিতে চেষ্টা করতাম। এমনকি আমি বলতাম, আমার জন্যেও রাখুন, আমার জন্যেও রাখুন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৩৭]**

١١ - باب الاِغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

অধ্যায়- ১১: এমন পাত্রে গোসল করা যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান

٤١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَدْ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ دُونَهُ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ. قَالَتْ: فَصَلَّى الضُّحَى فَمَا أَدْرِي كَمْ صَلَّى حِينَ قَضَى غُسْلَهُ .

৪১৫. 'আতা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুহানী (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি গোসল করছিলেন। তাঁর জন্যে বস্ত্র দ্বারা পর্দার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি এমন পাত্রে গোসল করছিলেন যাতে আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশ্‌তের নামায আদায় করেলেন। আমার স্মরণ নেই তিনি গোসলের পর কত রাক'আত নামায আদায় করেছিলেন। **[আমি জানি না তিনি কত রাক'আত পড়েছেন। এ অংশটুকু বাদে হাদীসটি সহীহ। আর এ অংশটুকু শায। উম্মু হানী হতে সহীহ সানাদে বর্ণিত আছে যে, তিনি আট রাক'আত নামায পড়েছেন। বুখারী ও মুসলিমেও আছে। যা ২২৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٢ - بَابُ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الاغْتِسَالِ

অধ্যায়– ১২: গোসলের সময় স্ত্রীলোকদের মাথার চুলের বাঁধন না খোলা

٤١٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدَىَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا .

৪১৬. ‘উবাইদ ইবনু ‘উমাইর (রহ.) হতে বর্ণিত, ‘আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, আমার মনে আছে, আমি এ পাত্র হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একসঙ্গে গোসল করতাম। দেখা গেল, তিনি যে পাত্রের প্রতি ইঙ্গিত করলেন তা এমন একটি পাত্র যাতে এক সা‘ বা আরও কম পানি ধরে। তিনি বলেন, আমরা দু’জনে তা হতে গোসল করতে শুরু করতাম, আমি হাত দ্বারা মাথায় তিনবার পানি দিতাম এবং মাথার চুল খুলতাম না। [সহীহ। **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৫৩]**

١٣ - بَابٌ إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

অধ্যায়– ১৩: খোশবু ব্যবহার করে গোসল করলে এবং সুগন্ধির চিহ্ন বাকী থাকলে

٤١٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

৪১৭. মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, মুহরিম অবস্থায় খোশবু ছড়িয়ে সকালে বের হওয়ার চেয়ে, আমার নিকট উটের গায়ে ঔষধরূপে যে আলকাতরা ব্যবহার করা হয় তা গায়ে মেখে বের হওয়া বেশি পছন্দনীয়। আমি ‘আয়িশাহ্ (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে তাঁর এ উক্তি শুনালে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে খোশবু মেখেছিলাম। তারপর তিনি তার সকল বিবির নিকট গমন করলেন এবং ইহরাম অবস্থায় ভোর করলেন। [সহীহ। **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৭০৮; বুখারী হা. ২৬৭, ২৭০; সংক্ষিপ্তভাবে।]**

١٤ - بَابُ إِزَالَةِ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

অধ্যায়– ১৪: গায়ে পানি ঢালার সময় আগে শরীর হতে অপবিত্র ব্যক্তির নাপাকী দূর করা

٤١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا : قَالَتْ هَذِهِ غِسْلَةٌ لِلْجَنَابَةِ .

৪১৮. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন কিন্তু তিনি পা দু’খানা ধুলেন না; বরং যৌনাঙ্গ এবং গায়ে যে নাপাকী লেগেছিল তা ধুলেন। পরে তাঁর শরীরে পানি ঢাললেন তারপর একটু সরে গেলেন এবং দু’ পা ধুলেন। মাইমূনাহ্ (রা.) বলেন, এরূপই ছিল তাঁর অপবিত্র অবস্থার গোসল। [**সানাদ সহীহ।]**

١٥ - بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ অধ্যায়- ১৫: যৌনাঙ্গ ধোয়ার পর হাত মাটিতে ঘষা

٤١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ .

৪১৯. নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মাইমূনাহ্ বিনতু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অপবিত্রতার গোসল করতেন তখন তিনি দু' হাত ধোয়ার মাধ্যমে শুরু করতেন। তৎপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে যৌনাঙ্গ ধুতেন পরে মাটিতে হাত মেরে ঘষে ধুয়ে নিতেন। তারপর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন এবং তাঁর মাথায় পানি ঢালতেন পরে সারা শরীরে পানি ঢালতেন। তারপর গোসলের জায়গা হতে সরে দু' পা ধুতেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৫৯, ২৬০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৮]**

١٦ – باب الاِبْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

অধ্যায়- ১৬: অপবিত্রতার গোসল ওযূ দ্বারা শুরু করা

٤٢٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ .

৪২০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অপবিত্র অবস্থায় গোসল করতেন, তখন প্রথমে দু'হাত ধুয়ে নিতেন, তারপর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন এবং পরে গোসল করতেন। প্রথমে হাত দ্বারা মাথার চুল খিলাল করতেন। যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার চামড়া ভিজে গেছে তখন সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালতেন এবং সমস্ত শরীর ধুতেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ২৪৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৫]**

١٧ - بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ অধ্যায়- ১৭: পবিত্রতা অর্জনের কাজ ডান দিক হতে শুরু করা

٤٢١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَقَالَ بِوَاسِطٍ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

৪২১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ পবিত্রতা অর্জনে জুতা পরিধান ও মাথায় চিরুনী করতে যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। তিনি [মাসরূক (রা.)] ওয়াসিত্ব নামক জায়গায় বলেছেন, তাঁর সকল কাজ যথাসম্ভব ডান দিক হতে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৭৭]**

١٨ – باب تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অধ্যায়- ১৮: জানাবাতের ওযূতে মাথা মাসাহ পরিত্যাগ করা

٤٢٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - قَالَ أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذُكِرَ .

৪২২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) ও ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, বিভিন্ন হাদীসে একই রূপ বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি গোসল আরম্ভ করতে গিয়ে দু'বার অথবা তিনবার তাঁর ডান হাতে পানি ঢালতেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ঢুকাতেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানের উপর ডান হাতে পানি ঢালতেন এ অবস্থায় তাঁর বাম হাত থাকত তাঁর লজ্জাস্থানের উপর, তিনি সেখানে কোন ময়লা থাকলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করতেন এবং যখন ইচ্ছা করতেন তাঁর বাম হাত মাটিতে স্থাপন করতেন। তারপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করতেন। পরে উভয় হাত তিনবার করে ধুয়ে নিতেন, নাক পরিষ্কার করতেন আর কুলি করতেন এবং তাঁর চেহারা ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধুতেন, যখন মাথা মাসাহ করার সময় আসত তখন তিনি মাথা মাসাহ করতেন না। বরং তাতে পানি ঢালতেন। উপরে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে তদ্রূপই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোসল। [সানাদ সহীহ।]

١٩ – بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অধ্যায়– ১৯: অপবিত্রতার গোসলে সর্বশরীরে পানি পৌঁছানো দরকার

٤٢٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَأْسَهُ بِأَصَابِعِهِ حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ .

৪২৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অপবিত্রতার গোসল করতেন, তখন প্রথমে তিনি দু' হাত ধুয়ে নিতেন পরে তিনি নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করতেন তারপর অঙ্গুলি দ্বারা মাথার চুল খিলাল করতেন এবং যখন তিনি মনে করতেন যে, মাথার সকল জায়গা ভিজে গিয়েছে তখন তিনি মাথায় তিন অঞ্জলি পানি দিতেন তারপর তিনি পুরো শরীর ধুয়ে নিতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ২৪৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৫]

٤٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ: بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .

৪২৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন অপবিত্রতার গোসল করতেন তখন তিনি দুধ দোহনের পাত্রের ন্যায় কোন পাত্র খুঁজে নিতেন এবং তা হতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথার ডান পার্শ্ব হতে আরম্ভ করতেন পরে বাম পার্শ্বে পানি ঢালতেন। তারপর দু'হাত দ্বারা পানি নিতেন এবং তা দ্বারা মাথায় পানি ঢালতেন। [সানাদ সহীহ।]

٢٠ - بَابُ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

অধ্যায়- ২০: অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে কতটুকু পানি মাথায় ঢালা যথেষ্ট হবে

٤٢٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ: " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا". لَفْظُ سُوَيْدٍ .

৪২৫. জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী করীম ﷺ-এর নিকট গোসলের বিষয় উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, আমি আমার মাথায় তিনবার পানি ঢালি। [সহীহ। বুখারী হা. ২৫৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪৬]

٤٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا .

৪২৬. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গোসল করতেন, তখন তিনি তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৪৭]

٢١ - بَابُ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

অধ্যায়- ২১: হায়যের গোসলে করণীয়

٤٢٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهُورِ؟ قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ". قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ: " تَوَضَّئِي بِهَا ". قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: فَأَخَذْتُهَا وَجَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৪২৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক মহিলা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্যে কিভাবে গোসল করব? তিনি বললেন, একখানা মিশ্‌ক মিশ্রিত কাপড় ব্যবহার করবে, তারপর তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ঐ মহিলা আবার বলল, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সুবহানাল্লাহ' বললেন, এবং উক্ত মহিলার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন 'আয়িশাহ্ (রা.) বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য কি ছিল। তিনি বলেন, পরে আমি তাকে আমার দিকে টেনে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য তাকে বুঝিয়ে বললাম। [সহীহ। বুখারী হা. ৩১৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৫৪]

٢٢ - بَابُ الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

অধ্যায়- ২২: মাত্র একবার পানি ঢেলে দিয়ে গোসল করা

٤٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ .

৪২৮. নাবী ﷺ-এর বিবি মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ অপবিত্রতার গোসলে তাঁর যৌনাঙ্গ ধুলেন এবং হাত মাটিতে ঘষলেন অথবা বলেছেন, দেয়ালে ঘষলেন। তারপর তিনি নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করলেন। পরে তাঁর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৫৭৩; বুখারী হা. ২৫৭, ২৬০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২৮]**

٢٣ – بَابُ اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

অধ্যায়– ২৩: নিফাসওয়ালী মহিলার ইহরামের সময় গোসল করা

٤٢٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لَهُ – قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ . وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: " اغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي " .

৪২৯. মুহাম্মাদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে হাজির হয়ে তাঁকে বিদায় হাজ্জ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম, তিনি বর্ণনা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুলক্বা'দা মাসের পাঁচদিন অবশিষ্ট থাকতে বের হলেন। আমরাও তাঁর সাথে বের হলাম। এরপর তিনি যুলহুলায়ফায় এলে আস্‌মা বিনতু 'উমাইস (রা.) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌রকে প্রসব করলেন। পরে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে লোক পাঠিয়ে প্রশ্ন করলেন, এখন আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি গোসল করবে এবং ন্যাকড়া পরবে তারপরে ইহরাম বাঁধবে। [সহীহ। **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৭৭৩, ২৭৭৪]**

٢٤ – بَابُ تَرْكِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অধ্যায়– ২৪: গোসলের পর ওযূ না করা প্রসঙ্গ

٤٣٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

৪৩০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের পর ওযূ করতেন না। **[২৫২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٥ – باب الطَّوَافِ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

অধ্যায়– ২৫: এক গোসলে সকল স্ত্রীর নিকট গমন করা

٤٣١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ – قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا .

৪৩১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহে সুগন্ধি লাগাতাম তারপর তিনি তাঁর সকল বিবির নিকট যেতেন এবং মুহরিম অবস্থায় ভোরে উপনীত হতেন। তখনো সুগন্ধির চিহ্ন বিদ্যমান থাকত। [সহীহ। **বুখারী হা. ২৬৭, ২৭০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৭০৮]**

অধ্যায়- ২৬: মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা ٢٦ - بَابُ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

٤٣٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ يُصَلِّي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً " .

৪৩২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয় নি। আমাকে একমাস পথ চলার দূরত্ব হতে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করবার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্যে মাটিকে মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির নিকট যেখানেই সালাতের সময় হবে সে সেখানে নামায আদায় করতে পারবে। আর আমাকে শাফা'আত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নি, আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। আর আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/৩১৫-৩১৬; বুখারী হা. ৩৩৫, ৪৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৫৪]**

٢٧ - بَابُ التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ২৭: নামায আদায়ের পর যে পানি পেয়ে গেল তার তায়াম্মুম

٤٣٣ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلاَتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ فَسَأَلاَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ " أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ " . وَقَالَ لِلآخَرِ " أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ " .

৪৩৩. আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, দুই ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ল। পরবর্তীতে নামাযের সময় থাকতে তারা পানি পেলো। তাদের একজন ওযূ করে তার নামায সময়ের মধ্যেই পুনরায় আদায় করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি পুনরায় তা আদায় করল না। তারা উভয়েই এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল। যে ব্যক্তি পুনরায় সালাত আবার আদায় করে নি তিনি তাকে বললেন, তুমি শরী'আতের বিধান মতে কাজ করেছ। তোমার সালাত তোমার জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। অন্য ব্যক্তিকে বললেন, তোমার জন্যে উভয় কাজের সাওয়াব রয়েছে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৬৫; মিশকাত হা. ৫৩৩, ৪৩৪]**

٤٣٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، .

৪৩৪/ক. 'আতা ইবনু ইয়াসার (রা.) হতেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। **[সানাদ সহীহ]**

٤٣٤م- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ مُخَارِقًا، أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " أَصَبْتَ " . فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ: نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلآخَرِ يَعْنِي " أَصَبْتَ "

৪৩৪/খ. তারিক্ব ইবনু শিহাব (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ায় নামায পড়ল না, সে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তার নিকট তা ব্যক্ত করল, তিনি বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। অন্য এক ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। তাকেও তিনি ঐ কথাই বললেন, যা অন্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করেছ। [সানাদ সহীহ। ৩২৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ২৮: মযী বের হলে ওযূ করা ٢٨ – بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

٤٣٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي امْرُؤٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَيَسْأَلُهُ أَحَدُكُمَا فَذَكَرَ لِي أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسِيتُهُ سَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ذَاكَ الْمَذْيُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ أَوْ كَوُضُوءِ الصَّلاَةِ " .

৪৩৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী, মিক্বদাদ এবং 'আম্মার (রা.) আলাপ করছিলেন, 'আলী (রা.) বললেন, আমি একজন এমন ব্যক্তি যার মযী নির্গত হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে আমি লজ্জাবোধ করি। যেহেতু তাঁর কন্যা আমার সহধর্মিণী। অতএব তোমাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞেস কর। তাঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন। কে জিজ্ঞেস করেছিল তা ভুলে গেছি। নাবী ﷺ বললেন, তা মযী। যখন কারো তা নির্গত হয় তখন সে তার ঐ স্থান ধুয়ে ফেলবে এবং নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে অথবা তিনি বলেছেন, নামাযের ওযূর ন্যায়। [সানাদ সহীহ।]

সুলাইমান-এর বিপরীত বর্ণনা الاخْتِلاَفُ عَلَى سُلَيْمَانَ

٤٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه – قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ ".

৪৩৬. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম যার প্রায়ই মযী নির্গত হত। আমি এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করলে সে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এতে ওযূ করতে হবে। [পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ]

٤٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ " .

৪৩৭. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ্ (রা.)-এর কারণে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লজ্জাবোধ করতাম। অতএব আমি মিক্বদাদ (রা.)-কে অনুরোধ করলে তিনি তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন, তিনি বললেন, এতে ওযূ করতে হবে। [সহীহ। বুখারী হা. ১৩২, ২৬৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬০৩]

বুকাই-এর বিপরীত বর্ণনা الاخْتِلاَفُ عَلَى بُكَيْرٍ

٤٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَذَكَرَ، كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه أَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: " تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا .

৪৩৮. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা.) বলেছেন, আমি মিক্বদাদ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মযী সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে পাঠালাম। তিনি বললেন, সে ওযূ করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। ইমাম আবূ 'আবদুর রহমান (রা.) বলেন, মাখরামাহ্ (রহ.) তাঁর পিতা হতে কোন হাদীস শুনেন নি। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٤٣٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ " .

৪৩৯. সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) মিক্বদাদ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন যার মযী নির্গত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-বললেন, সে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিবে এবং ওযূ করবে। **[পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ]**

٤٤٠ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

৪৪০. মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, আলী ইবনু আবূ তালিব (রা.) তাঁকে (মিক্বদাদকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার অনুরোধ করেন যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে গেলে তার মযী নির্গত হয়। কেননা তাঁর কন্যা আমার বিবাহে থাকায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করি। মিক্বদাদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, সে যেন তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলে এবং সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূর করে। **[সহীহ। ১৫৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ২৯: নিদ্রার দরুন ওযূ করার নির্দেশ ٢٩ - بَابُ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

٤٤١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

৪৪১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতে বিছানা ত্যাগ করে তখন সে যেন দু'বার অথবা তিনবার হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কারো জানা নেই যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৫০]**

٤٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (مُخْتَصَرٌ) .

৪৪২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায আদায় করলাম। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে করে দিলেন। তারপর নামায আদায় করে তিনি শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। পরে তাঁর নিকট মুয়ায্যিন আসলেন, তিনি উঠে সালাত আদায় করলেন কিন্তু তিনি ওযূ করলেন না। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ২৩২; বুখারী হা. ৭২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৬৫]**

٤٤٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ " .

৪৪৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতের সময় তন্দ্রাভিভূত হয় তখন সে যেন সালাত হতে বিরত হয় এবং শুয়ে পড়ে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৭১; বুখারী হা. ২১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭১২]

٣٠ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অধ্যায়– ৩০: যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে ওযূ করা

٤٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ عَلَى أَثَرِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أُتْقِنْهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

৪৪৪. বুসরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নিজের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন ওযূ করে নেয়। [সহীহ। ১৬৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٤٤٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

৪৪৫. বুসরাহ্ বিনতু সাফওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ নিজ লজ্জাস্থানে হাত রাখে তবে সে যেন ওযূ করে নেয়। [সানাদ সহীহ।]

٤٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ: " مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ".

৪৪৬. মারওয়ান ইবনু হাকাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। মারওয়ান বলেন, বুসরাহ্ বিনতু সাফওয়ান আমাকে তা বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে 'উরওয়াহ্ (রা.) তার নিকট লোক পাঠালে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কি কাজে ওযূ করতে হবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও। [সহীহ্।]

٤٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

৪৪৭. বুসরাহ্ বিনতু সাফওয়ান (রা.) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে সে যেন ওযূ করা ব্যতীত নামায আদায় না করে। [সানাদ সহীহ।] আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ হাদীসটি তার বাবা হতে শুনেন নি। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

٥-كِتَابُ الصَّلاَةِ

পর্ব-৫: নামায প্রসঙ্গ

١ - بَابُ فَرْضِ الصَّلاَةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِهِمْ فِيهِ .

অধ্যায়- ১: নামায ফরয হওয়া এবং আনাস ইবনু মালিক (রাযি:)-এর বর্ণনাকারীদের সানাদের মতভেদ প্রসঙ্গে এবং এ ব্যাপারে তাঁদের শব্দাবলির বিভিন্নতার আলোচনা

٤٤٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلآنَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَقِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالاَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى قِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ هَذَا الْغُلاَمُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً . قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ إِنِّي عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ

أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ . فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلاَثِينَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى: فَقُلْتُ: إِنِّي أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَنُودِيَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا " .

৪৪৮. মালিক ইবনু সা'সা'আহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন যে, আমি কা'বার নিকট তন্দ্রাচ্ছন্নাবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, তিনজনের একটি দলের মধ্যবর্তী লোকটি এগিয়ে এলো। আমার নিকট হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পাত্র আনা হলো। তারপর ঐ ব্যক্তি আমার সিনার অগ্রভাগ হতে নাভী পর্যন্ত বিদীর্ণ করল। যমযমের পানি দ্বারা 'কলব' ধুয়ে নিল। এরপর হিকমত ও ঈমান দ্বারা তা ভরে দেয়া হলো। পরে আমার নিকট আকারে খচ্চরের চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় এমন একটি জন্তু আনা হলো। আমি জিবরীল ('আ.)-এর সাথে চলতে থাকি। পরে আমরা দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আকাশ পর্যন্ত পৌছাই। তখন বলা হলো, কে? জিবরীল ('আ.) বললেন, (আমি) জিবরীল। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? জিবরীল ('আ.) বললেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" বলা হলো, তাঁকে নিয়ে আসার জন্যে কি দূত পাঠানো হয়েছে? তাঁর আগমনে খোশ আমদেদ, তাঁর আগমন কতই না শুভ। এরপর আমি আদম ('আ.)-এর নিকট এলাম, তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) পুত্র ও নবী। এর পরে আমরা দ্বিতীয় আসমানে এলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? জিবরীল ('আ.) বললেন, (আমি) জিবরীল। বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে? জিবরীল ('আ.) বললেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" পূর্ববৎ তাঁকে খোশ আমদেদ জানানো হলো। এরপর আমি ইয়াহ্য়া ও 'ঈসা ('আ.)-এর নিকট এলাম এবং তাঁদের উভয়কে সালাম দিলাম। তাঁরা বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। তারপর আমরা তৃতীয় আসমানে এলাম। এখানেও প্রশ্ন করা হলো, কে? তিনি বললেন, আমি জিবরীল। বলা হলো, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, "মুহাম্মাদ ﷺ।" পূর্ববৎ তাঁকে অভিবাদন জানানো হলো। এখানে আমি ইউসুফ ('আ.)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনিও বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা পঞ্চম আসমানে এলাম। এখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তর হলো ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। পরে আমি হারূন ('আ.)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। এরপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌছলাম। এখানেও প্রশ্নোত্তর ও সম্বর্ধনার পর আমি মূসা ('আ.)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, স্বাগতম (হে) ভাই ও নবী। আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে যাই তখন তিনি কাঁদতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, হে আমার রব! এ যুবক যাকে আপনি আমার পরে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমার উম্মাত হতে যত সংখ্যক লোক জান্নাতে যাবে তাঁর উম্মাত হতে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা মর্যাদায় হবেন শ্রেষ্ঠতর। তারপর আমরা সপ্তম আসমানে এলাম। এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর ও সম্বর্ধনার পর আমি ইবরাহীম ('আ.)-এর সাথে দেখা করলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, (হে) পুত্র ও নবী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা'মূর উপস্থিত করা হলো। আমি জিবরীল ('আ.)-কে প্রশ্ন করলাম, এটি কোন স্থান। তিনি বললেন, এটি বাইতুল মা'মূর। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে। একদিন যারা এখানে নামায আদায় করেন, তাঁরা এখানে কোনদিন ফিরবেন না। এ একবারই তাদের জন্যে চূড়ান্ত। তারপর আমার সামনে সিদরাতুল মুনতাহা হাজির করা হলো। তার (সিদরাতুল মুনতার) গাছের ফল আকারে হাজর নামক (স্থানের) কলসীর মতো এবং পাতাগুলো হাতীর কানের মত এবং দেখলাম যে, তার মূল হতে চারটি নহর প্রবাহমান। দু'টি অপ্রকাশ্য ও

দু'টি প্রকাশ্য। আমি জিবরীল ('আ.)-কে এগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দু'টি বেহেশতে প্রবাহমান। আর প্রকাশ্য নহর দু'টির একটি ফুরাত ও অন্যটি নীল। তারপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। ফেরার পথে আমি মূসা ('আ.)-এর নিকট আসলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি কি করে আসলেন? বললাম, আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি জানি। আমি বানী ইসরাঈলকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। এ কথা নিশ্চিত যে, আপনার উম্মাত এগুলো আদায় করতে পারবে না। আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং এই নির্দেশ সহজ করে নিয়ে আসুন। আমি আমার রবের নিকট পুনরায় গেলাম এবং এ বিধান সহজ করবার আবেদন করলাম। এতে তিনি তা চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। অতঃপর আমি মূসা ('আ.)-এর নিকট ফিরে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করলে? আমি বললাম, তা চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। তিনি এবারও আমাকে পূর্বের ন্যায় বললেন, আমি আমার মহান রবের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি এবার ত্রিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আমি আবার মূসা (আ)-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে পূর্বের মতো বললেন, আমি আবার প্রতিপালকের নিকট হাজির হলাম। তিনি বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর দশ ওয়াক্ত এবং তারপর পাঁচ ওয়াক্ত করে দিলেন। এরপর আমি মূসা ('আ.)-এর কাছে এলাম। তিনি পূর্বের মতো একই কথা বললেন, আমি বললাম, আমি আবার আল্লাহ্‌র কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। তারপর আল্লাহর পক্ষ হতে ঘোষণা দেয়া হলো, আমি আমার বিধান চূড়ান্ত করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। আর আমি একটি নেক কাজের পরিবর্তে দশটি প্রতিদান প্রদান করবো। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩২০৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৩, ৩২৪]**

٤٤٩ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ حَزْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ لِي مُوسَى فَرَاجِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ . فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " .

৪৪৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) এবং ইবনু হায্‌ম (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। আমি ঐ পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায নিয়ে মূসা ('আ.)-এর নিকট ফিরে এলাম। তখন মূসা ('আ.) আমাকে প্রশ্ন করলেন যে, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? তখন আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। মূসা ('আ.) আমাকে বললেন যে, আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ, আপনার উম্মাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। তারপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট গেলাম। আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্ত হতে কিছু কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ('আ.)-এর নিকট এসে তাঁকে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, আপনি আবার যান। কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে পারবে না। পরে আমি আবার আমার প্রতিপালকের নিকট গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, নামায পাঁচ ওয়াক্ত (গণনাহিসেবে)। কিন্তু এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান (প্রতিদান হিসেবে)। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আমার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা ('আ.)-এর কাছে ফিরে যাই। মূসা ('আ.) বললেন, আবার আপনার প্রতিপালকের কাছে যান। তখন আমি বললাম, আমি আমার মহান প্রতিপালকের নিকট এ বিষয় নিয়ে আবার উপস্থিত হতে লজ্জাবোধ করছি। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৩৪৩; বুখারী হা. ৩৪৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৩]**

٤٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ . فَفَعَلْتُ: فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ . فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ . فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ . ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ . فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَىْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ؟ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ . فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ . قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلاَتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا . فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ . فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرًّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرًّى - أَىْ حَتْمٌ - فَلَمْ أَرْجِعْ .

৪৫০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সামনে এমন একটি পশু নিয়ে আসা হলো যা আকারে গাধা হতে বড় এবং খচ্চর হতে ছোট এবং যার কদম রাখার দূরত্ব ছিল দৃষ্টিশক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত। আমি তার উপর আরোহণ করলাম। জিবরীল ('আ.) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা সফর করলাম (মদীনা পর্যন্ত)। জিবরীল ('আ.) বললেন, আপনি নেমে নামায আদায় করুন। আমি নামায পড়লাম। জিবরীল ('আ.) বললেন, আপনি কোথায় নামায আদায় করেছেন তা কি জানেন? আপনি মদীনায় নামায আদায় করেছেন। এ শহরেই আপনি হিজরত করবেন। আবার জিবরীল ('আ.) বললেন, আপনি নেমে নামায আদায় করুন। আমি তখন নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরীল ('আ.) বললেন, আপনি কি জানেন কোন্ জায়গায় নামায আদায় করেছেন? আপনি 'তূরে সায়না' নামক জায়গায় নামায আদায় করেছেন। যে পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলা মূসা ('আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তারপর আবার এক জায়গায় গিয়ে জিবরীল ('আ.) বললেন, অবতরণ করে নামায আদায় করুন। আমি তাই করলাম। জিবরীল ('আ.) বললেন, আপনি কি জানেন, আপনি কোথায় নামায আদায় করেছেন? আপনি 'বাইতে লাহ্‌ম' নামক স্থানে নামায আদায় করেছেন। যেখানে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর আমি "বইতুল মাকদিস"-এ প্রবেশ করলাম এবং সমস্ত নবীকে আমার নিকট

একত্রিত করা হলো এবং জিবরীল ('আ.) আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন আমি সকলের ইমামত করলাম। তারপর আমাকে নিয়ে প্রথম আসমানে উঠলেন। সেখানে আদম (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলাম। এরপর আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। সেখানে পরপর দুই খালাত ভাই 'ঈসা ('আ.) ও ইয়াহ্ইয়া ('আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তারপর আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন, সেখানে ইউসুফ ('আ.)-এর সাথে দেখা হলো। এরপর আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানে উঠলেন এবং সেখানে হারূন ('আ.)-এর সাথে দেখা হলো। তারপর আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানে উঠলেন সেখানে ইদ্রীস ('আ.)-এর সাথে দেখা হলো। এরপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে উঠালেন, সেখানে মূসা ('আ.) আসমানে সাথে দেখা হলো। তারপর আমাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে ইবরাহীম ('আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। এরপর আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানের উপরে উঠলেন। তখন আমরা সিদরাতুল মুনতাহায় পৌছলাম। সেখানে এক খণ্ড মেঘ আমাকে পরিবেষ্টন করে ফেলল- তাই আমি সাজদায় অবনত হলাম। তখন আমাকে বলা হলো- যেদিন আমি এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি সেদিন আপনার উপর ও আপনার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। আপনি এবং আপনার উম্মাত এ নামায কায়িম করুন। তখন আমি ইবরাহীম ('আ.)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করলাম। তিনি আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। পরে মূসা ('আ.)-এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনার এবং আপনার উম্মাতের উপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তখন মূসা ('আ.) বললেন, নিশ্চয়ই আপনি এবং আপনার উম্মাত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় করতে পারবেন না। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং কমানোর জন্যে নিবেদন করুন। আমি প্রতিপালকের নিকট গেলাম। তিনি নামায দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর আবার মূসা ('আ.)-এর নিকট এলাম। তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেন, আমি আবার রবের নিকট ফিরে গেলাম। তখন তিনি আরো দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর মূসা ('আ.)-এর নিকট ফিরে আসার পর তিনি আমাকে পুনরায় যেতে বললেন, আমি আবার গেলাম। তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। তারপর সর্বশেষ নামাযকে পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করা হলো। মূসা ('আ.) বললেন, আপনি পুনরায় প্রতিপালকের নিকট যান এবং নামায আরো কমানোর আবেদন পেশ করুন। কেননা আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর শুধু দুই ওয়াক্ত নামায ফরয করেছিলেন। তারা এ দুই ওয়াক্তও আদায় করে নি। তখন আমি আবার আল্লাহর নিকট ফিরে গিয়ে নামায কমিয়ে দেয়ার জন্যে আরয করলাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যেদিন এ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি সেদিন আপনার এবং আপনার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। আর এ পাঁচ ওয়াক্তই পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান বলে গণ্য হবে। আপনি ও আপনার উম্মাত তা আদায় করুন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবশ্য পালনীয়। এরপর আমি মূসা ('আ.)-এর কাছে ফিরে এলাম। এবারো তিনি আমাকে পুনরায় ফিরে যেতে বললেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে, পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহর পক্ষ হতে অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাই আমি আর আল্লাহর কাছে পুনরায় যাই নি। **[মুনকার]**

٤٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا أُهْبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا قَالَ: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلاَثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ .

৪৫১. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন মি'রাজের রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সিদরাতুল মুনতাহা ষষ্ঠ আকাশে অবস্থিত। তার নীচ হতে যেসব জিনিস (নেক আমল, আত্মা ইত্যাদি) উর্ধে উঠানো হয় এবং তার উপর হতে আল্লাহর যে সব নির্দেশাবলী নাযিল হয় সব কিছুই এখানে পৌছে থেমে যায়। তারপর ফেরেশতাগণ এগুলো নির্দেশ অনুযায়ী যথাস্থানে নিয়ে যান।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ এ আয়াতটি পাঠ করেন, "যখন বৃক্ষটি, যার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার তার দ্বারা আচ্ছাদিত।" (৫৩:১৬)

'আবদুল্লাহ বলেন, আচ্ছাদিত এর অর্থ হলো স্বর্ণের পঙ্গপাল দ্বারা আচ্ছাদিত। মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায, (২) সূরা বাকারার শেষ কয়েকটি আয়াত এবং (৩) তার উম্মাতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে অংশী না করে মৃত্যুবরণ করবে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৫০৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩৩৯]

অধ্যায়- ২: নামায কোথায় ফরয হয়েছে? ٢ - بَابُ أَيْنَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ .

٤٥٢ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْبُنَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الصَّلَوَاتِ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَا بِهِ إِلَى زَمْزَمَ فَشَقَّا بَطْنَهُ وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلاَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وَعِلْمًا .

৪৫২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত যে, নামায মক্কায় ফরয করা হয়েছে। দু'জন ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আসেন। ফেরেশতাদ্বয় তাঁকে নিয়ে যমযমের কাছে যান। তারা তাঁর পেট বিদীর্ণ করেন এবং তাঁর ভিতরের বস্তু বের করে স্বর্ণের পাত্রে রাখেন ও যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে নেন। অতঃপর তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও হিকমাত ভরে দেন। [সহীহ। ৪৪৮ নং হাদীসের প্রথম অংশ দেখুন।]

অধ্যায়- ৩: নামায কেমন করে ফরয হয়েছে? ٣ - بَابٌ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ .

٤٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ .

৪৫৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত নামায দু' রাক'আত করে ফরয করা হয়েছিল। পরে সফরের নামায পূর্বের মত রাখা হয় এবং আবাসের নামায পূর্ণ করা হয়। [সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১০৮২; বুখারী হা. ১০৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫২]

٤٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى .

৪৫৪. আবূ 'আমর অর্থাৎ আউযা'ঈ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি যুহরী (র.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের আগের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তিনি বললেন, 'উরওয়াহ্ (রা.) আমাকে 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমতঃ তাঁর রাসূলের উপর

দুই দুই রাক'আত করে নামায ফরয করেন। পরে আবাসের নামায চার রাক'আতে পূর্ণ করা হয় এবং সফরে আগের বিধান অনুযায়ী দু' রাক'আতই বহাল রাখা হয়। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

٤٥٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .

৪৫৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামায দু' দু' রাক'আত করে ফরয করা হয়। পরবর্তীতে সফর অবস্থায় নামায পূর্বের মতো থাকে এবং আবাস অবস্থায় তা বাড়িয়ে দেয়া হয়। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫০]

٤٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

৪৫৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আবাসে চার রাক'আত ও সফর অবস্থায় দুই রাক'আত এবং ভয়কালীন অবস্থায় (ইমামের সঙ্গে) এক রাক'আত করে নামায ফরয করা হয়েছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫৫]

٤٥٧ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ" فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ . قَالَ الشُّعَيْثِيُّ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

৪৫৭. উমাইয়াহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু খালিদ ইবনু আসীদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন করে নামায কসর করেন, আর আল্লাহ তো বলেছেন, "তোমরা যদি (কাফিরদের) ভয়ের আশংকা কর তা হলে নামায কসর করলে গুনাহ হবে না।" ইবনু 'উমার (রা.) বললেন, ভাতিজা! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব আমাদের মাঝে এমন অবস্থায় হয়েছে যে, তখন আমরা বিপথগামী ছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, আর তাঁর শিক্ষার মধ্যে এটা ছিল যে, আল্লাহ আমাদেরকে সফরে নামায দুই রাক'আত করে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। শু'আইসী বলেছেন, ইমাম যুহ্‌রী 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্‌র (রা.) হতে এ হাদীস বর্ণনা করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬৬]

অধ্যায়- ৪: দিনে ও রাতে কত ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে? ٤ - بَابُ كَمْ فُرِضَتْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

٤٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " . قَالَ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ

غَيْرُهَا؟ قَالَ: " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ " . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " .

৪৫৮. ত্বালহাহ্ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজ্দ এলাকার বাসিন্দা এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলো। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কি বলছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। সে আরো নিকটবর্তী হল এবং ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রশ্নের জবাবে বললেন, রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায তোমার জন্যে ফরয। সে জিজ্ঞেস করল, এগুলো ছাড়া আমার উপরে আরো (অতিরিক্ত করণীয়) কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল পড়তে পার। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আর রামাযানের এক মাসের রোযা। সে জিজ্ঞেস করল, এ এক মাস রোযা ছাড়া আমার উপরে আরো রোযা আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল রোযা পালন করতে পার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন, সে জিজ্ঞেস করল– এ যাকাত ছাড়া আমার উপরে আরো কোন (দানের হুকুম) আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে নফল দান করতে পার। তারপর সে ব্যক্তি এ কথা বলতে বলতে চলে গেল– "আল্লাহর শপথ! আমি এ (হুকুম) গুলোর উপর অতিরিক্ত কিছু করবো না এবং এগুলো হতে কমও করবো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সফল হবে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪১৪; আস-সহীহাহ ২৭৯৪]**

٤٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: " افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا " . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا؟ قَالَ: " افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا " . فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " .

৪৫৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপরে কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলোর আগে ও পরে আরো কিছু (করণীয়) আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারপর সে ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এগুলোর চেয়ে বেশি কিছু করবে না এবং কমও করবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **[সহীহ। আস-সহীহাহ]**

٥ - بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অধ্যায়– ৫: পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপর বাই'আত গ্রহণ করা জরুরী

٤٦٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَبِيبُ الأَمِينُ، عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " . فَرَدَّدَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدَّمْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ؟ قَالَ: " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً أَنْ لاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " .

৪৬০. 'আওফ ইবনু মালিক আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের কাছে বাই'আত হবে না? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন, আমরা হাত বাড়িয়ে দিলাম এবং তাঁর নিকটে বাই'আত হলাম। তারপর আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো পূর্বেই আপনার নিকটে বাই'আত হয়েছি, তবে এ বাই'আত কোন্ বিষয়ের উপরে? তিনি বললেন, এ বাই'আত হলো এ কথার উপরে যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। তারপর আস্তে করে বললেন, মানুষের কাছে কিছু চাইবে না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৮৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২২৭২]

অধ্যায়– ৬: পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হেফাজত করা ٦ – بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ .

٤٦١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً، بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ . قَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " .

৪৬১. ইবনু মুহাইরীয (রহ.) হতে বর্ণিত যে, মুখ্দাজী নামক বানু কিনানার জনৈক ব্যক্তি আবূ মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তিকে সিরিয়ায় বলতে শুনলেন যে, বিত্রের নামায ওয়াজিব।

মুখ্দাজী বলেন, আমি এ কথা শুনে 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমি যখন তাঁর কাছে পৌছাই তখন তিনি মাসজিদে যাচ্ছিলেন। তখন আমি তাঁকে আবূ মুহাম্মদের বক্তব্য শুনালাম। 'উবাদাহ্ (রা.) বললেন, আবূ মুহাম্মাদ মিথ্যা বলেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে এবং এগুলোর মধ্যে কোন নামায অবহেলা করে ছেড়ে দিবে না, তার জন্যে আল্লাহর ওয়া'দা হলো– তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে না, তার জন্যে আল্লাহর কোন ওয়া'দা নেই। ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে বেহেশতেও প্রবেশ করাতে পারেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪০১]

অধ্যায়– ৭: পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত প্রসঙ্গ ٧ – بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ .

٤٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ ؟". قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ . قَالَ: " فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا " .

৪৬২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো গৃহ দ্বারে যদি নহর (প্রবাহিত) থাকে এবং সে যদি তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকতে পারে? সাহাবায়ে কিরামগণ বললেন, না। তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ এরূপ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা আল্লাহ পাপসমূহ মুছে দেন। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১৫; বুখারী হা. ৫২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪০৬]

Contents

অধ্যায়– ৮: নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে বিধান ٨ – بَابُ الْحُكْمِ فِي تَارِكِ الصَّلاَةِ .

٤٦٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .

৪৬৩. বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো নামায। যে নামায ছেড়ে দিল সে কুফ্‌রী করল। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১০৭৯]**

٤٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .

৪৬৪. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামায ছেড়ে দেয়া ব্যতীত বান্দা ও কুফরের মাঝে কোন অন্তরায় নেই। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১০৭৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৪]**

অধ্যায়– ৯: নামাযের হিসাব-নিকাশ প্রসঙ্গে ٩ – بَابُ الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلاَةِ

٤٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ، هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ – قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه قَالَ: فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ . قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ". قَالَ هَمَّامٌ: لاَ أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ أَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ " فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ " . خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّامِ .

৪৬৫. হুরাইস ইবনু কাবীসাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি মদীনা এসে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে একজন সৎ সঙ্গী দান করুন। এরপর আমি এসে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর মজলিসে বসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমি মহান আল্লাহর কাছে একজন সৎ সঙ্গী পাওয়ার জন্যে দু'আ করেছি। অতএব, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে শোনা এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁর বান্দা হতে নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামায যথাযথভাবে আদায় হয়ে থাকলে সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। নামায যথাযথ আদায় না হয়ে থাকলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। হাম্মাম বলেন, আমি জানি না- তা কাতাদার কথা না হাদীসের অংশ। যদি ফরয নামায কিছু কম হয়ে থাকে তবে আল্লাহ (ফেরেশতাদের) বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না? থাকলে তা দ্বারা ফরয পূর্ণ করে দেয়া হবে। এরপর অন্যান্য আমলের ব্যাপারেও একই অবস্থা হবে। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১৪২৫]**

٤٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ – قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ – أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَىْءٌ قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ " .

৪৬৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন মানুষের 'আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি নামায পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় তবে পরিপূর্ণ লেখা হবে। যদি কিছু কম পাওয়া যায় তা হলে আল্লাহ বলবেন, দেখ তার নফল নামায কিছু আছে কি না? (যদি থাকে) এগুলোর দ্বারা ফরয নামাযের ক্ষতিপূরণ করে দেয়া হবে। তারপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও এরূপ করা হবে। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

٤٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلاَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ " .

৪৬৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ক্বিয়ামাতের দিন বান্দা হতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। নামায পুরোপুরি আদায় করে থাকলে তো ভাল কথা, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না? নফল নামায থাকলে বলবেন, এ নফল নামায দ্বারা ফরয নামায পূর্ণ করে দাও। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

অধ্যায়– ১০: নামায আদায়কারীর সাওয়াব ١٠ – بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ .

٤٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُوهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا " كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

৪৬৮. আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। নামায আদায় করবে, যাকাত দিবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। (জবাব দেয়ার পর) প্রশ্নকারীকে বললেন, উটের লাগাম ছেড়ে দাও। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন উটের উপর সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, এ অবস্থায় গ্রাম্য লোকটি তাঁর উটের লাগাম ধরে প্রশ্ন করেছিল। [সহীহ। বুখারী হা. ৫৯৮৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২]

١١ – بَابُ عَدَدِ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الْحَضَرِ

অধ্যায়– ১১: আবাসে যুহরের নামাযের রাক'আত সংখ্যা

٤٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسًا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ .

৪৬৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে মদীনায় যুহরের নামায চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুলহুলাইফাতে 'আস্‌রের নামায (সফরের কারণে) দু' রাক'আত পড়েছি। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৫২; বুখারী হা. ১০৮৯, ১৫৪৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৬১]

অধ্যায়– ১২: সফর অবস্থায় যুহরের নামায (কত রাক'আত) ١٢ – بَابُ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

٤٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى الْبَطْحَاءِ - فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

৪৭০. আবূ জুহাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিপ্রহরে বাত্হা নামক জায়গায় আসেন। তারপর ওযূ করেন এবং যুহরের ও 'আস্‌রের নামায দু' রাক'আত করে আদায় করেন। এ সময় তাঁর সামনে একটি লাঠি ছিল। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৮৯]

অধ্যায়– ১৩: 'আস্‌রের নামাযের ফযীলত ١٣ – باب فَضْلِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

٤٧١ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، كُلُّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ، رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " .

৪৭১. 'উমারাহ্ ইবনু রুওয়াইবাহ্ আস্-সাক্বাফী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় হওয়ার আগের (ফজরের) নামায এবং সূর্যাস্ত যাওয়ার আগের ('আস্‌রের) নামায আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪৫৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩২১]

অধ্যায়– ১৪: 'আস্‌রের নামায যত্ন সহকারে আদায় করা ١٤ – بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ

٤٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى "فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ" حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৪৭২. নাবী করীম ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ ইউনুস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) আমাকে এককপি কুরআনুল কারীম লিখার জন্যে নির্দেশ দেন এবং বলেন, যখন– *حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى* এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে সংবাদ দিও। তারপর আমি ঐ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তাঁকে জানালাম। এরপর তিনি আমার দ্বারা লিখালেন–

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ .

অর্থাৎ, "তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী নামায ও 'আস্‌র নামাযের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।"

অতঃপর বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এরূপ শুনেছি।" [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩১৭৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩১৩]

٤٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ " .

৪৭৩. 'আলী (রা.)-এর সূত্রে নাবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খন্দকের যুদ্ধে) কাফিররা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদেরকে সালাতুল উস্‌তা হতে বিরত রেখেছিল। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৪৩৬; বুখারী হা. ২৯৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩১০]**

অধ্যায়– ১৫: যে ব্যক্তি 'আস্‌রের নামায ছেড়ে দেয় ١٥ - بَابُ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ

٤٧٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ " .

৪৭৪. আবূ মালিহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা বুরাইদাহ্ (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, অবিলম্বে নামায আদায় করে নাও, কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আস্‌রের নামায ছেড়ে দিল তার সকল আমল ধ্বংস হয়ে গেল। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২৫৫; বুখারী হাদীস নং ৫৫৩, ৫৯৪]**

অধ্যায়– ১৬: বাড়িতে 'আস্‌রের নামাযের রাক'আত সংখ্যা ١٦- بَابُ عَدَدِ صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي الْحَضَرِ

٤٧٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً قَدْرَ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

৪৭৫. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আস্‌রের নামাযে কতক্ষণ কিয়াম করতেন আমরা অনুমান করতাম। একবার আমরা যুহরের নামাযে তাঁর ক্বিয়ামের অনুমান করলাম যে, তিনি প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে সাজদার ত্রিশ আয়াত পরিমাণ এবং পরবর্তী দু' রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ পড়ার সময় পর্যন্ত ক্বিয়াম করলেন। 'আস্‌রের নামাযের ক্বিয়ামের অনুমান করলাম যে, প্রথম দু' রাক'আতে যুহরের শেষ দু' রাক'আতের সময় পরিমাণ এবং শেষ রাক'আতে এর অর্ধেক পরিমাণ সময় কিয়াম করলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৭৬৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯০৮]**

٤٧٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فِي الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً .

৪৭৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাতে দাঁড়াতেন এবং প্রত্যেক রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন এবং 'আস্‌রের প্রথম দু' রাক'আতে পনের আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতেন। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

অধ্যায়– ১৭: সফর অবস্থায় 'আস্‌রের নামায প্রসঙ্গ ١٧ – بَابُ صَلاَةِ الْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

٤٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .

৪৭৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে যুহরের নামায চার রাক'আত এবং যুলহুলাইফায় (সফর অবস্থায়) 'আস্‌রের নামায দু' রাক'আত আদায় করলেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৪৬৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٤٧٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ". قَالَ عِرَاكٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ". خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ .

৪৭৮. নাওফাল ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির 'আস্‌রের নামায ছুটে গেল তার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে গেল। এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইরাক ইবনু মালিক বলেন, আমাকে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির 'আস্‌রের নামায ছুটে গেল তাঁর পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুট হয়ে গেল। **[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ১/১৬৯]**

٤٧٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ ". خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .

৪৭৯. নাওফাল ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, নামাযের মধ্যে এমন নামায রয়েছে যদি কারো হতে তা ছুটে যায় তা হলে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন লুট হয়ে গেল। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (এ সম্পর্কে) বলতে শুনেছি, তা হলো 'আস্‌রের নামায। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٤٨٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ " .

৪৮০. ইরাক ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাওফাল ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, নামাযের মধ্যে এমন এক নামায রয়েছে যে ব্যক্তি হতে তা ছুটে গেল তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ছিনতাই হয়ে গেল। ইবনু 'উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তা হচ্ছে 'আস্‌রের নামায। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

অধ্যায়– ১৮: মাগরিবের নামায প্রসঙ্গে ١٨ – بَابُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

٤٨١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى - يَعْنِي - الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ .

৪৮১. সালামাহ্ ইবনু কুহাইল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.)-কে দেখেছি যে, তিনি মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত এবং 'ইশার দু' রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) তাঁদেরসহ এ জায়গায় এরূপ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এ জায়গায় এরূপই করেছিলেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৮৯৪; বুখারী হা. ১৬৭৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৭৭, ২৯৭৮]**

অধ্যায়– ১৯: 'ইশার নামাযের ফযীলত ١٩ – بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

٤٨٢ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ رضى الله عنه نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ " . وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

৪৮২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার 'ইশার নামায আদায় করতে বিলম্ব করলেন। ফলে 'উমার (রা.) তাঁকে নিবেদন করে বললেন যে, মহিলা ও শিশুগণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে বললেন, তোমাদের ব্যতীত আর কেউ এ নামায আদায় করে না। তখন মদীনাবাসী ব্যতীত আর অন্য কেউ এ নামায আদায় করত না। **[সহীহ। বুখারী হা. ৫৬৯, ৮৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩২৮]**

অধ্যায়– ২০: সফরে 'ইশার নামায (দু' রাক'আত) ٢٠ – بَابُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

٤٨٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا بِإِقَامَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ .

৪৮৩. হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) আমাদেরকে সাথে নিয়ে মুযদালিফায় একবার ইক্বামাত দিয়ে মাগরিবের তিন রাক'আত নামায পরে সালাম ফিরালেন, এরপর 'ইশার দু' রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) এরূপ করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও এরূপ করেছেন। **[সহীহ। ৪৮১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٤٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ فِي هَذَا الْمَكَانِ .

৪৮৪. সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে মুযদালিফায় মাগরিবের তিন রাক'আত এবং 'ইশার দুই রাক'আত নামায আদায় করতে দেখিয়াছি তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এখানে এরূপ করতে দেখেছি। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

অধ্যায়– ২১: জামা'আতে নামায আদায় করার ফযীলত ٢١ – بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

٤٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ " .

৪৮৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে রাত ও দিনে ফেরেশতাগণ পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসে এবং ফজ্‌র ও 'আস্‌রের সময় তারা একত্রিত হয়। তারপর যে সকল ফেরেশতা রাতে তোমাদের নিকটে ছিল তারা যখন উপরে উঠে যায় তখন আল্লাহ তাদেরকে প্রশ্ন করেন, অথচ তিনি সর্বজ্ঞ, আমার বান্দাদের তোমরা কোন অবস্থায় রেখে এসেছো? জবাবে ফেরেশতাগণ বলে থাকে, আমরা যখন চলে আসি তখন আপনার বান্দাগণ ফজরের নামায আদায় করছিল। আমরা যখন তাদের নিকটে গমন করছিলাম তখন তারা ('আস্‌রের) নামায আদায় করছিল। **[সহীহ। যিলালুল জান্নাহ ৪৯১; বুখারী হা. ৫৫৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩১৭]**

٤٨٦ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" .

৪৮৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একা নামায আদায় করার চেয়ে জামা'আতে নামায আদায় করার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশি। রাতে ও দিনে (আগমনকারী) ফেরেশতাদল ফজ্‌রের নামাযের সময় একত্রিত হয়। সুতরাং এ বিষয়ে তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করতে পার– "এবং কায়িম করবে ফজ্‌রের নামায। ফজরের নামায বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়– (বানী ইসরাঈল: ৭৮)।" **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৮৭; বুখারী হা. ৬৪৮ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৫৮]**

٤٨٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ " .

৪৮৭. 'উমারাহ্ ইবনু রুওয়াইবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায এবং সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বে 'আস্‌রের নামায আদায় করবে সে ব্যক্তি জাহান্নামের প্রবেশ করবে না। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩২১; ৪৭১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ২২: কিবলামুখী হওয়া ফরয প্রসঙ্গে ٢٢ – بَابُ فَرْضِ الْقِبْلَةِ .

٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا - شَكَّ سُفْيَانُ - وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ .

৪৮৮. বা'রা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী করীম ﷺ-এর সাথে ষোল মাস বা সতের মাস বাইতুল মাক্বদিস অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করি। পরবর্তীতে (বাইতুল্লাহ) অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ আসে। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪৯০; বুখারী হা. ৪৪৯২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৬৬]**

٤٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

৪৮৯. বা'রা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর ষোল মাস পর্যন্ত বাইতুল মাক্বদিস অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করেন। তারপর তিনি কা'বা অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন। কিবলা পরিবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায আদায়কারী এক ব্যক্তি (নামাযের পর) আনসারদের এক জামা'আতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। (তাঁরা তখন নামাযরত অবস্থায় ছিলেন) সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করতে আদিষ্ট হয়েছেন। এ কথা শুনে তাঁরা কা'বা অভিমুখী হয়ে নামায আদায় করেন। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٢٣ – بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়– ২৩: যে অবস্থায় কিবলাহ্ ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায আদায় করা বৈধ

٤٩٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

৪৯০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোন দিকেই অভিমুখী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের পিঠের উপরে (নফল) নামায আদায় করতেন এবং বিত্‌রের নামায উটের উপরেই আদায় করে নিতেন। তবে ফরয নামায এভাবে আদায় করতেন না। **[সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১১০৯; বুখারী হা. ১০০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯৬]**

٤٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِيهِ أُنْزِلَتْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .

৪৯১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা হতে মদীনা অভিমুখে যাওয়ার সময় নিজ বাহনের উপরে (নফল) নামায আদায় করতেন। এ সম্পর্কে অত্র আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ "তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিদ্যমান।" **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯০]**

٤٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

৪৯২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সওয়ারীর উপরে নামায আদায় করতেন সওয়ারীর মুখ যেদিকেই থাকত না কেন। মালিক (রহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (রহ.) বলেছেন, ইবনু 'উমার (রা.)-ও অনুরূপ করতেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ১১০৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯৪]**

٢٤ – بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَإِ بَعْدَ الاجْتِهَادِ

অধ্যায়– ২৪: ইজতিহাদের পর ভুল প্রকাশ হওয়া

٤٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

৪৯৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার কুবার মাসজিদে লোকেরা ফজ্‌রের নামায আদায় করছিল। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বলল, রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আল্লাহর কালাম নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই আপনারাও কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করুন। তাঁরা শামের (বায়তুল মাক্বদিসের) দিকে মুখ করে নামায আদায় করছিলেন। এ কথা শুনে তাঁরা (নামাযরত অবস্থায়ই) কা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৪৯১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৬৭]**

بسم الله الرحمن الرحيم

٦-كِتَابُ المواقيت

পর্ব- ৬: নামাযের সময়সীমা

অধ্যায়- ১: ١- بَابٌ :

٤٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ . فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ " . يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

৪৯৪. ইবনু শিহাব (র) হতে বর্ণিত যে, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.) (একদিন) 'আস্‌রের নামায একটু বিলম্বে আদায় করলে 'উরওয়াহ্ তাঁকে বললেন, আপনি কি জানেন নি যে, জিবরীল ('আ.) নাযিল হন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নামায আদায় করেন। 'উমার (রা.) বললেন, হে 'উরওয়াহ্! তুমি যা বলেছ তা ভালভাবে চিন্তা করে বল। 'উরওয়াহ্ বললেন, আমি বাশীর ইবনু আবূ মাস'উদ (র.)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবূ মাস'উদকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জিবরীল ('আ.) অবতীর্ণ হয়ে আমার নামাযের ইমামত করেন। অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায আদায় করি, পুনরায় তাঁর সাথে নামায আদায় করি, পুনরায় তাঁর সাথে নামায আদায় করি, পুনরায় তাঁর সাথে নামায আদায় করি, পুনরায় তাঁর সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায গণনা করেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৬৮; বুখারী হা. ৩২২১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৬৭]**

অধ্যায়- ২: যুহরের প্রথম ওয়াক্ত ٢ - بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ .

٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: كَمَا أُسْمِعُكَ السَّاعَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِي أَىَّ حِينٍ ذَكَرَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ . قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৪৯৫. সাইয়্যার ইবনু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে আবূ বার্‌যাহ্ (রা.)-এর নিকটে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। (সানাদের একজন রাবী) শু'বাহ্ (রা.) সাইয়্যার ইবনু সালামাহ্‌কে বললেন, আপনি নিজে তা শুনেছেন কি? (সাইয়্যার বলেন,) হ্যাঁ! যেমন তোমার কথা শুনছি। তিনি (সাইয়্যার) বলেন, আমার পিতাকে আমি আবূ বার্‌যাহ্ (রা.)-এর নিকটে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি। আবূ বার্‌যাহ্ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামায কখনো অর্ধ রাতে আদায় করতেন এবং নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও নামাযের পরে কথা বলা পছন্দ করতেন না। শু'বাহ্ (রা.) বলেন, আমি আবার সাইয়্যার ইবনু সালামাহ্‌র সঙ্গে দেখা করি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত, 'আস্‌রের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, কোন লোক মদীনার দূরপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারত এবং সূর্যের আলো তখনো উজ্জ্বল থাকত। মাগরিবের নামায কোন সময় আদায় করতেন বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন তা আমার জানা নেই। আবার আমি তাঁর সাথে দেখা করি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, লোকজন নামায শেষে ফিরে যেত এবং তার পাশে বসা কোন পরিচিত লোকের দিকে তাকালে তাকে চিনতে পারত। রাবী বলেন, তিনি উক্ত নামাযে ষাট হতে একশ' আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৭৪; বুখারী হা. ৭৭১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৪৭]**

٤٩٦ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ .

৪৯৬. যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সূর্য ঢলে পড়লে বের হলেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৫৪০]**

٤٩٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . قِيلَ لأَبِي إِسْحَاقَ فِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ .

৪৯৭. খাব্বাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উত্তপ্ত বালুর অভিযোগ করলাম। তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করলেন না। আবূ ইসহাক্ব (রা.)-কে বলা হলো, সাথীরা কি নামায দ্রুত আদায় করবার অভিযোগ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৭৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৯৩]**

অধ্যায়- ৩: সফরের সময় যুহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া ٣ - بَابُ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

٤٩٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ .

৪৯৮. হামাযাতুল 'আয়িযী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নাবী ﷺ যখন কোন মানযিলে যুহরের পূর্বে অবতরণ করতেন তখন যুহরের নামায আদায় না করে সে জায়গা ত্যাগ করতেন না। এক ব্যক্তি বলল, অর্ধেকদিন অর্থাৎ ঠিক দুপুর হলেও? তিনি বললেন, ঠিক দুপুর হলেও। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৮৮]**

অধ্যায়- ৪: ঠাণ্ডার সময়ে যুহরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া ٤ - بَابُ تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ .

٤٩٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ .

৪৯৯. খালিদ ইবনু দীনার আবূ খালাদাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গরমের সময় (যুহরের নামায) দেরীতে এবং ঠাণ্ডার সময় দ্রুত আদায় করতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৯০৬]

অধ্যায়-৫: প্রচণ্ড গরম হলে যুহরের নামায গরম কমলে পড়া ٥- بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

٥٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

৫০০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গরম প্রচণ্ড হলে নামায দেরী করে আদায় কর। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তাপ হতেই হয়ে থাকে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৭৭-৬৭৮; বুখারী হা. ৫৩৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৮২]

٥٠١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَأَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، يَرْفَعُهُ قَالَ: " أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

৫০১. আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যুহরের নামায দেরী করে আদায় কর। কারণ তোমরা যে গরম অনুভব কর তা জাহান্নামের তাপ। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

অধ্যায়- ৬: যুহরের নামাযের শেষ সময় ٦ - بَابُ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ .

٥٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " . فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلاً ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ: " الصَّلَاةُ مَا بَيْنَ صَلَاتِكَ أَمْسِ وَصَلَاتِكَ الْيَوْمَ " .

৫০২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইনি জিবরীল ('আ.) যিনি তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। তিনি উষা উদিত হলে ফজরের নামায আদায় করেন। যুহরের নামায আদায় করেন সূর্য ঢলে পড়লে তারপর 'আস্রের নামায আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর সমান দেখতে পান। অতঃপর যখন সূর্য অস্তমিত হলো, আর রোযা পালনকারীর জন্যে ইফতার করা হালাল হল তখন মাগরিবের নামায আদায় করেন। তারপর 'ইশার নামায আদায় করেন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যে লালিমা দেখা

যায় তা অদৃশ্য হওয়ার পর। জিবরীল ('আ.) আবার পরেরদিন আসলেন এবং নাবী ﷺ-কে সাথে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন যখন কিছুটা ফর্সা হলো তখন। পরে তাঁকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন যখন ছায়া তার সমান হলো। তারপর 'আস্‌রের নামায আদায় করেন যখন ছায়া তাঁর দ্বিগুণ হলো। পরে মাগরিবের নামায একই সময়ে পূর্বের দিনের ন্যায় আদায় করেন। সূর্য যখন অস্তমিত হল এবং রোযা পালনকারীর জন্যে ইফতার করা হালাল হলো। এরপর রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে 'ইশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি বলেন, আপনার আজকের নামায এবং গতকালকের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ই হল নামাযের সময়। [হাসান। ইরউয়াউল গালীল ১/২৬৮-২৬৯]

٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَذْرَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ .

৫০৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায আদায় করতেন যখন কোন ব্যক্তির ছায়া তিন হতে পাঁচ কদমের মধ্যে হত এবং শীতকালে ছায়া যখন পাঁচ হতে সাত কদমের মধ্যে হত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৪২৮]

অধ্যায়- ৭: 'আস্‌রের প্রথম ওয়াক্ত প্রসঙ্গ ٧ - بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ

٥٠٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: " صَلِّ مَعِي " . فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ: ثُمَّ قَالَ فِي الْعِشَاءِ أُرَى إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ .

৫০৪. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেন, আমার সাথে নামায আদায় কর। তারপর তিনি যুহরের নামায আদায় করেন যখন সূর্য ঢলে গেল। অতঃপর 'আস্‌রের নামায আদায় করেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে গেল, মাগরিবের নামায আদায় করেন যখন সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল এবং 'ইশার নামায আদায় করেন যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল। রাবী বললেন, (পরদিন) যুহরের নামায আদায় করেন যখন মানুষের ছায়া তার সমান হলো, 'আস্‌রের নামায আদায় করেন যখন মানুষের ছায়া দ্বিগুণ হলো। মগারিবের নামায আদায় করলেন লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পূর্বে। 'আবুদুল্লাহ ইবনু হারিস বলেন, তারপর বর্ণনাকারী 'ইশার নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তা রাতের এক তৃতীয়াংশের দিকে আদায় করেছেন বলে আমার মনে হয়। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১৫০]

অধ্যায়- ৮: 'আস্‌রের নামায তাড়াতাড়ি পড়া ٨ - بَابُ تَعْجِيلِ الْعَصْرِ

٥٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

৫০৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (এমন সময়) 'আস্‌রের নামায আদায় করলেন যে, সূর্যের আলো তখনো তাঁর ঘরে ছিল এবং সূর্য রশ্মি তখনো ঘরের আঙিনা হতে বাইরে যায় নি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৮৩; বুখারী হা. ৫৪৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৭০]

٥٠٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ الآخَرُ: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫০৬. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, নামায আদায়ের পর কোন গমনকারী 'কুবা' পর্যন্ত যেতেন। (বর্ণনাকারী) যুহরী অথবা ইসহাক্বের মধ্যে একজন বললেন, গমনকারী এসে 'কুবা' বাসীদেরকে ('আস্‌রের) নামায আদায় করতে দেখতে পেতেন। অন্যজন বলেন, সূর্য তখনো উপরে (উজ্জ্বল) থাকত। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৮২; বুখারী হা. ৫৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৯৬]

٥٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫০৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, সূর্য তখনো অনেক উপরে উজ্জ্বল থাকত। নামায আদায়ের পর কোন গমনকারী 'আওয়ালী'তে পৌঁছলেও সূর্য তখনো উপরেই থাকত। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৯৫]

٥٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي الأَبْيَضِ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ .

৫০৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে 'আস্‌রের নামায আদায় করতেন যখন সূর্য ঊর্ধাকাশে শুভ্র বৃত্তাকারেই থাকত। [সানাদ সহীহ]

٥٠٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ قُلْتُ: يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي .

৫০৯. আবূ বাক্‌র ইবনু 'উসমান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহ্‌ল (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.)-এর সাথে যুহরের নামায আদায় করে বের হলোম। তারপর আমরা আনাস (রা.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে 'আস্‌রের নামায আদায় করতে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে পিতৃব্য! তা কোন্ নামায যা আপনি আদায় করলেন? তিনি বললেন, 'আস্‌রের নামায এবং এটাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায যা আমরা (তাঁর সাথে) আদায় করতাম। [সহীহ। বুখারী হা. ৫৪৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৯৯]

٥١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْمَدَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: صَلَّيْنَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا: أَصَلَّيْتُمْ؟ قُلْنَا: صَلَّيْنَا الظُّهْرَ . قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ . فَقَالُوا لَهُ: عَجَّلْتَ . فَقَالَ: إِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ .

৫১০. আবূ সালামাহ্ (রহ.) বলেন, আমরা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহ.)-এর যামানায় একবার (যুহরের) নামায আদায় করে আনাস (রা.)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে নামায আদায় করা অবস্থায় পেলাম। নামায শেষ করার পর তিনি আমাদেরকে বললেন যে, তোমরা কি নামায আদায় করেছ? আমরা বললাম, যুহরের নামায আদায় করেছি। তিনি বললেন, আমি তো 'আস্‌রের নামায আদায় করেছি। লোকেরা বলল, আপনি দ্রুত আদায় করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি ঐভাবেই আদায় করি যেভাবে আমার সাথীদেরকে আদায় করতে দেখেছি। [সানাদ হাসান]

Contents

٩ – باب التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

অধ্যায়- ৯: 'আস্‌রের নামায বিলম্বে আদায় করার ব্যাপারে সাবধান বাণী

٥١١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ - وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ قُلْنَا: لاَ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ . قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ . قَالَ: فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً " .

৫১১. 'আলা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি যুহরের নামায আদায় করার পর আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর বাসরায় অবস্থিত বাসভবনে উপস্থিত হলেন, তাঁর বাড়ি মাসজিদের পাশেই ছিল। 'আলা (রহ.) বলেন, আমরা যখন তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি 'আস্‌রের নামায আদায় করেছ? আমরা বললাম, না। আমরা তো এই মাত্র যুহরের নামায আদায় করলাম। তিনি বললেন, এখন 'আস্‌রের নামায আদায় করে নাও। 'আলা বলেন, আমরা তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তা মুনাফিক্বের নামায যে বসে নামাযের অপেক্ষারত থাকে, তারপর সূর্য যখন শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থান করে (সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়ে যায়) তখন চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে সামান্যই আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১৬০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৯৮]

٥١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

৫১২. সালিম-এর পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যার 'আস্‌রের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হয়ে গেল। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৮৫; বুখারী হা. ৫৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩০৫]

٥١٢م- أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

৫১২/ক. ইবনু 'উমার (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার 'আস্‌রের নামায ছুটে গেল তার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবই লুণ্ঠিত হয়ে গেল। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস]

অধ্যায়- ১০: 'আস্‌রের শেষ সময় প্রসঙ্গে ١٠ – بَابُ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ .

٥١٣ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ - عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلاَةِ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ

ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَأَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ "مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ وَقْتٌ".

৫১৩. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। জিবরীল ('আ.) নাবী ﷺ-কে নামাযের ওয়াক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্যে আসলেন। তারপর জিবরীল ('আ.) সামনে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে। এরপর যুহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য ঢলে পড়ল। আবার যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার বরাবর হলো তখন জিবরীল ('আ.) আসলেন এবং পূর্বের মত তিনি আগে দাঁড়ালেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (সারিবদ্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেলেন। (এভাবে) 'আস্‌রের নামায পড়লেন। পুনরায় সূর্যাস্তের পর জিবরীল ('আ.) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে এবং অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন। আবার সূর্যাস্তের পর যখন লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল তখন জিবরীল ('আ.) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন এবং লোকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবে ইশার নামায পড়লেন। আবার ভোর হওয়ার পরে জিবরীল ('আ.) আসলেন এবং সামনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে ও অন্যান্য লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ফজরের নামায পড়লেন। তারপর দ্বিতীয় দিন আসলেন যখন লোকের ছায়া তার সমান হলো। তখন গত দিন যেরূপ করা হয়েছিল সেরূপ করা হলো– তারপর যুহরের নামায আদায় করলেন। পরে আবার তিনি আসলেন যখন লোকের ছায়া তার দ্বিগুণ হল তখন গত দিনের ন্যায় 'আস্‌রের নামায আদায় করলেন। পুনরায় আসলেন যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন গত দিনের মতো মাগরিবের নামায আদায় করলেন। পরে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম হতে জাগ্রত হলাম, আবার ঘুমিয়ে ঘুম হতে জাগ্রত হলাম। তারপর তিনি এসে আগের মতো 'ইশার নামায পড়লেন। পুনরায় আসলেন যখন ভোর হল এবং (আকাশে) তারকাগুলো দৃশ্যমান ছিল। তখনো পূর্বের ন্যায় ফজরের নামায পড়লেন। তারপর বললেন, উভয় দিনের নামাযের মধ্যবর্তী সময় নামাযের জন্যে নির্ধারিত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪১৮]

অধ্যায়– ১১: যে ব্যক্তি 'আস্‌রের দু' রাক'আত পাবে ١١ – بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

٥١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ " .

৫১৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে 'আস্‌রের নামাযের দুই রাক'আত পেল, অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক'আত পেল, সে নামায পেল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯৯; বুখারী হা. ৫৭৯ তবে এতে এক রাক'আতের কথা উল্লেখ আছে এবং এটিই সঠিক। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৬২]**

Contents

٥١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ" .

৫১৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে 'আস্‌রের নামাযের এক রাক'আত পেল, অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে নামায পেল। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٥١٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ " .

৫১৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ সূর্যাস্তের পূর্বে 'আস্‌রের নামাযের প্রথম সাজদাহ্ পেল, তার অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করা উচিত এবং যখন কেউ সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের প্রথম সাজদাহ্ পেল, তার অবশিষ্ট নামায সম্পূর্ণ করা উচিত। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/২৭৪-২৭৫; বুখারী হা. ৫৫৬]**

٥١٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " .

৫১৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক'আত পেল, সে ফজরের নামায পেল এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে 'আস্‌রের নামাযের এক রাক'আত পেল সে 'আস্‌রের নামায পেল। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/২৭৩; বুখারী হা. ৫৭৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৬২]**

٥١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاذٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ: أَلاَ تُصَلِّي؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .

৫১৮. মু'আয (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি (একবার) মু'আয ইবনু 'আফরা (রা.)-এর সাথে তওয়াফ করলেন; (তওয়াফের পর) তিনি নামায পড়লেন না। আমি বললাম, আপনি নামায আদায় করলেন না? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আস্‌রের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নেই এবং ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন নামায নেই। **[সানাদ য'ঈফ]**

অধ্যায়– ১২: মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত ١٢ - بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ .

٥١٩ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: " أَقِمْ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ " . فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ رَأَى الشَّمْسَ بَيْضَاءَ فَأَقَامَ

الْعَصْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ أَبْرَدَ بِالظُّهْرِ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ " .

৫১৯. বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি আমাদের সাথে দু' দিন অবস্থান কর। তারপর তিনি বিলাল (রা.)-কে আদেশ করলেন, তিনি ফজরের ইক্বামাত বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়লেন। আবার যখন সূর্য ঢলে পড়ল তাঁকে (ইক্বামাতের জন্যে) আদেশ করলেন, তারপর যুহরের নামায পড়লেন। এরপরে যখন সূর্য শুভ্র আলোকোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তখন পুনরায় তাঁকে ইক্বামাতের আদেশ করলেন এবং 'আস্রের নামায পড়লেন। তারপর যখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল, তখন তাঁকে ইক্বামাতের আদেশ করলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর যখন লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তাঁকে ইক্বামাতের আদেশ করলেন এবং ইশার নামায আদায় করলেন (অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্তের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করলেন) পরের দিন আবার বিলাল (রা.)-কে আদেশ করলেন, তারপর ফজরের নামায আলোকোজ্জ্বল প্রভাতে পড়লেন। আবার যুহরের নামায বেশ বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর 'আস্রের নামায আলোকোজ্জ্বল সময় হতে বিলম্ব করে আদায় করলেন। তারপর লালিমা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্বেই মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর এক তৃতীয়াংশ রাত চলে যাওয়ার পর তাঁকে 'ইশার ইক্বামাত বলার আদেশ করলেন এবং 'ইশার নামায পড়লেন। তারপর বললেন, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী কোথায়? তোমরা যা দেখলে তার মধ্যখানেই তোমাদের নামাযের সময়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৭৮, ১২৭৯]

অধ্যায়– ১৩: মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা ١٣ – بَابُ تَعْجِيلِ الْمَغْرِبِ .

٥٢٠ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ بِلاَلٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ .

৫২০. আবূ বিশ্র (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাস্সান ইবনু বিলাল (রা.)-কে নাবী ﷺ-এর সহচরদের মধ্য হতে আসলাম সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নাবী ﷺ-এর সাহাবাগণ তার সাথে মাগরিবের নামায পড়তেন। তারপর মদীনার প্রান্তরে নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতেন। এমতাবস্থায় তারা তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তারা তীর পতনের স্থান দেখতে পেতেন। (অর্থাৎ, রাত অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই মাগরিবের নামায পড়তেন।) [সানাদ সহীহ। বুখারী হা. রাফি' ইবনু খাদীজ হতে হা. ৫৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩২৬]

অধ্যায়– ১৪: মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়া ١٤ – بَابُ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ .

٥٢١ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ " . وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .

৫২১. আবূ বাসরাহ্ আল-গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মুখাম্মাস' নামক স্থানে আমাদেরকে নিয়ে 'আস্‌রের নামায পড়লেন। তিনি বললেন, এ নামায তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণের কাছে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা এর মর্যাদা রক্ষা করে নি। যে ব্যক্তি উক্ত নামায যথাযথ আদায় করবে, সে দ্বিগুণ নেকী পাবে। তার ('আস্‌রের) পরে শাহিদ উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত আর কোন নামায নেই। শাহিদ (শব্দের অর্থ) তারকারাজি। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০৪]**

অধ্যায়- ১৫: মাগরিবের শেষ সময় ١٥ – بَابُ آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

٥٢٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ شُعْبَةُ كَانَ قَتَادَةُ يَرْفَعُهُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا لاَ يَرْفَعُهُ - قَالَ " وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ " .

৫২২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, শু'বাহ্ (রহ.) বলেন, কাতাদাহ্ (রা.) এ হাদীস কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে মারফু' রূপে বর্ণনা করেন, কখনো এরূপ বর্ণনা করেন না। তিনি [আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.)] বলেন, যুহরের (শেষ) সময় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ 'আস্‌রের সময় না হয় আর 'আস্‌রের সময় ততক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হলুদ বর্ণ না হয় এবং মাগরিবের (শেষ) সময় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ লালিমা অদৃশ্য না হয়। 'ইশার শেষ সময় অর্ধ রাতের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের শেষ সময় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪২৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৭৩]**

٥٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ إِمْلاَءً عَلَىَّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ " الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ" .

৫২৩. আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে বিলাল (রা.)-কে নামাযের প্রস্তুতির জন্যে আদেশ করলেন। ফজর হলে বিলাল (রা.) ফজরের ইক্বামাত বললেন। যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যুহরের ইক্বামাত বললেন। কেউ বলত (এ মাত্র) দ্বিপ্রহর হয়েছে অথচ তিনি অবগত ছিলেন। পুনরায় আদেশ করলেন, অতঃপর সূর্য ঊর্ধাকাশে থাকতেই 'আস্‌রের ইক্বামাত বললেন, পুনরায় আদেশ করলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেই মাগরিবের ইক্বামাত বললেন, তারপর লালিমা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে 'ইশার নামাযের ইক্বামাত বললেন। পরের দিন ফজরের নামায এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, নামায শেষে প্রত্যাবর্তনের সময় কেউ (সন্দেহ করে) বললেন, সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছে পরে যুহরের নামাযকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, গতকালের 'আস্‌রের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। 'আস্‌রের নামাযকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে,

প্রত্যাবর্তনের সময় (সন্দিহান হয়ে) কেউ বললেন, সূর্য রক্তিম বর্ণ হয়ে গিয়েছে। পুনরায় মাগরিবের নামাযকে এত বিলম্বে আদায় করলেন যে, লালিমা অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি 'ইশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরীতে আদায় করলেন। তারপর বললেন, এ দু' দিনের দু' ধরনের ওয়াক্তের মাঝখানেই নামাযের ওয়াক্ত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪২১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৮০]

٥٢٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ فَقُلْنَا لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَاكَ زَمَنُ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَىْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَىْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طُولَ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ شَكَّ زَيْدٌ - ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ.

৫২৪. বাশীর ইবনু সাল্লাম (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফের আমলে আমি এবং মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী (রা.) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আনসারী (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে বলুন। তিনি [জাবির (রা.)] বললেন, যখন সূর্য ঢলে পড়ল এবং ছায়া সেন্ডেলের ফিতার সমান হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ঘর হতে বের হয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। পুনরায় যখন ছায়া সেন্ডেলের ফিতা পরিমাণ ও মানুষের ছায়ার সমপরিমাণ হল তখন 'আস্‌রের নামায আদায় করলেন। সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। লালিমা অদৃশ্য হলে 'ইশার নামায আদায় করলেন। ফজর উদয় হলে (প্রথম ওয়াক্তে) ফজরের নামায আদায় করলেন। পরেরদিন লোকের ছায়া তার সমান হলে যুহরের নামায পড়লেন। মানুষের ছায়া যখন তার দ্বিগুণ হল এবং সূর্যাস্তের পূর্বে এতটুকু সময় বাকী রইল যে, একজন দ্রুতগামী আরোহী (মদীনা হতে) যুলহুলাইফাহ্ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তখন তিনি 'আস্‌রের নামায পড়লেন। সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায আদায় করলেন। রাত এক তৃতীয়াংশ অথবা রাত অর্ধেক হওয়ার পূর্বে (বর্ণনাকারী যাইদ সন্দেহ করেছে) 'ইশার নামায পড়লেন। আবার ভোর আলোকিত হলে ফজরের নামায আদায় করলেন। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ]

অধ্যায়- ১৬: মাগরিবের নামাযের পরে ঘুমানো মাকরূহ ١٦ - بَابُ كُرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَسَأَلَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৫২৫. সাইয়ার ইবনু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (আমার পিতার সাথে) আবূ বারযাহ্ (রা.)-এর নিকটে গেলাম। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ফরয নামায আদায় করতেন, এ সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের নামায আদায় করতেন যাকে তোমরা প্রথম নামায বলে

থাক। তিনি এমন সময় 'আস্‌রের নামায আদায় করতেন যে, নামায আদায় করে কেউ মদীনার এক প্রান্তে নিজ জায়গায় আসতে পারত এবং তখনো সূর্য আলোকোজ্জ্বল থাকত। বর্ণনাকারী সাইয়্যার (রা.) বলেন, মাগরিব সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গেছি। 'ইশার নামায যাকে তোমরা 'আতামাহ্' বল, বিলম্বে আদায় করা পছন্দ করতেন। 'ইশার আগে ঘুমানো ও 'ইশার পরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যে, তখন যে কেউ তার পাশের লোককে চিনতে পারত। আর নামাযে ষাট আয়াত হতে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৪৯৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১৭: ইশার প্রথম ওয়াক্ত প্রসঙ্গ ١٧ – بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ .

٥٢٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ ابْنُ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ . ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ . فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ . فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ . فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ . فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ . فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ . فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ . فَصَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ: " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ " .

৫২৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে পড়ার পর জিবরীল ('আ.) নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি দাঁড়ান, সূর্য মাথার উপর হতে ঢলে পড়লে যুহরের নামায আদায় করুন। তারপর এতটুকু বিলম্ব করলেন যে, মানুষের ছায়া যখন তার সমান হল তখন 'আস্‌রের নামাযের জন্যে তাঁর নিকটে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! 'আস্‌রের নামায আদায় করুন। আবার বেশ দেরী করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে এসে বললেন, মাগরিবের নামায আদায় করুন। নাবী ﷺ দাঁড়ালেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই মাগরিবের নামায পড়লেন। পুনরায় অপেক্ষা করলেন এবং আকাশের লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেলে, তিনি এসে বললেন, 'ইশার নামায পড়ুন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে 'ইশার নামায পড়লেন। যখন স্পষ্টভাবে ভোর হল তখন এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! ফজরের নামায পড়ুন। তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। পরেরদিন ছায়া মানুষের বরাবর হলে আবার এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি দাঁড়ান এবং নামায পড়ুন। পরে তিনি যুহরের নামায আদায় করলেন। মানুষের ছায়া যখন দ্বিগুণ হল জিবরীল ('আ.) আবার আসলেন এবং বললেন, উঠে নামায আদায় করুন এবং তিনি 'আস্‌রের নামায পড়লেন। সূর্যাস্তের পরে আগের দিনের ন্যায় মাগরিবের জন্যে আবার আসলেন এবং বললেন, উঠে নামায আদায় করুন। তারপর তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে 'ইশার জন্যে আবার এসে বললেন, দাঁড়ান। নামায আদায় করুন। তারপর ইশা আদায় করলেন। ভোর স্পষ্ট হওয়ার পর ফজরের নামাযের জন্যে আবার আসলেন এবং বললেন, উঠুন, নামায আদায় করুন এবং তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, এ দু' দিনের সময়ের মধ্যবর্তী সময়ই নামাযের সময়। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ১৫০]**

অধ্যায়– ১৮: ইশার নামায তাড়াতাড়ি পড়া ١٨ – بَابُ تَعْجِيلِ الْعِشَاءِ .

٥٢٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ .

৫২৭. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায সময়ের শুরুতে আদায় করতেন। 'আস্‌রের নামায সূর্য উজ্জ্বল থাকতে আদায় করে নিতেন। সূর্যাস্তের পরেই মাগরিবের নামায পড়তেন। 'ইশার নামায কখনো লোক জমায়েত হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন আবার কখনো লোক জমায়েত হতে বিলম্ব হলে দেরী করে আদায় করতেন। [সহীহ। সুনান আবূ দাঊদ হা. ৩৯৭; বুখারী হা. ৫৬০, ৫৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৪৫]

অধ্যায়– ১৯: শাফাক্ব প্রসঙ্গে ١٩ – بَابُ الشَّفَقِ .

٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِمِيقَاتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ عِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ

৫২৮. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'ইশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়ার (তৃতীয় রাতের চাঁদ) চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় 'ইশার নামায আদায় করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১৬৫]

٥٢٩ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

৫২৯. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি লোকদের মাঝে 'ইশার নামাযের সময় সম্বন্ধে অধিক জানি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় 'ইশার নামায আদায় করতেন। [সহীহ। দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস]

অধ্যায়–২০: 'ইশার নামায দেরী করে আদায় করা মুস্তাহাব ٢٠– بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

٥٣٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَخْبِرْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৫৩০. সাইয়্যার ইবনু সালামাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা আবূ বারযাহ্ আসলামী (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমার পিতা তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামায কিভাবে আদায় করতেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যহরের নামায

আদায় করতেন, যাকে তোমরা (সালাতে) উলা বলে থাক এবং 'আস্‌রের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ মদীনার দূর প্রান্তে নিজ অবস্থানে চলে যেতে পারত, তখনো সূর্য দীপ্তিমান থাকত। বর্ণনাকারী সাইয়ার (রা.) বলেন, মাগরিব সম্বন্ধে কি বলেছিলেন আমার স্মরণে নেই। 'ইশার নামায যাকে তোমরা 'আতামাহ্' বল, দেরীতে আদায় করা তিনি পছন্দ করতেন। 'ইশার আগে ঘুমানো ও তারপর কথা বলাকে অপছন্দ করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে এমন সময় ফিরতেন যখন কোন ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারত। তিনি ফজরের নামাযে ষাট হতে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৪৯৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٥٣١ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ: وَأَشَارَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ؟ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَيْءٍ مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّ بِهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لاَ يَقْصُرُ وَلاَ يَبْطُشُ شَيْئًا إِلاَّ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ لاَ يُصَلُّوهَا إِلاَّ هَكَذَا " .

৫৩১. ইবনু জুরাইজ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আতা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি ইমাম হয়ে (জামা'আতে) বা একা একা যদি 'ইশার নামায আদায় করি তবে আপনি আমার জন্যে কোন সময়টুকু পছন্দ করেন? তিনি বললেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, একদা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামায এতটুকু বিলম্বে আদায় করলেন যে, লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল, আবার জাগরিত হলো, আবার ঘুমিয়ে পড়ল, আবার জাগ্রত হলো। এমতাবস্থায় 'উমার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, নামায, নামায। 'আতা (রহ.) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এমতাবস্থায় যে, আমি তাঁর দিকে তাকালে দেখতে পেলাম যে, তখনো তাঁর মাথা হতে গোসলের পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল এবং তাঁর মাথার একপাশে হাত রাখা ছিল। 'আতা বলেন, ইবনু 'আব্বাস ইঙ্গিত করলেন। আমি 'আতা (র.)-কে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, নাবী ﷺ কিভাবে মাথায় হাত রাখলেন? তিনি আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন যেভাবে ইবনু 'আব্বাস (রা.) ইঙ্গিত করেছিলেন। 'আতা (র) হাতের আঙ্গুলগুলো কিছু ফাঁক ফাঁক করে মাথার উপর এমনিভাবে রাখলেন যে, উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি চেহারা সংলগ্ন কানের অংশ স্পর্শ করল। তারপর কানের পার্শ্ব ও ললাট এমনভাবে মাসাহ করলেন যেন কোন কাজ দ্রুত ও ধীর গতিতে করেন নি বরং তা স্বাভাবিকভাবে করেছেন। তারপর বললেন, আমার উম্মাতের উপর যদি কঠিন না হত, তবে আমি তাদেরকে আদেশ করতাম, 'ইশার নামায যেন এভাবে দেরী করে আদায় করে। [সহীহ। বুখারী হা. ৫৭১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৩৭]

٥٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَنَادَى الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ: " إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي " .

৫৩২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাতে নাবী ﷺ 'ইশার নামাযে বিলম্ব করলেন। রাতের এক অংশ চলে গেলে 'উমার (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতে আসুন। মহিলা ও ছেলে মেয়েরা সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি এমতাবস্থায় বের হলেন যে, তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা পড়ছিল এবং তিনি বলতেছিলেন, যদি আমি আমার উম্মাতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তা হলে এটাই 'ইশার ওয়াক্ত গণ্য হত। **[সহীহ। বুখারী হা. ৭২৩৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৩০]**

٥٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ .

৫৩৩. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামায দেরীতে আদায় করতেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৩৮]**

٥٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

৫৩৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তা হলে আমি 'ইশার নামায বিলম্বে আদায় করার এবং প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার জন্যে আদেশ করতাম। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯০-৬৯১; ইরউয়াউল গালীল ৭০]**

অধ্যায়- ২১: 'ইশার শেষ সময় প্রসঙ্গে ٢١ - بَابُ آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ .

٥٣٥ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ فَنَادَاهُ عُمَرُ رضى الله عنه نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: " مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ " . وَلَمْ يَكُنْ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ: " صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ " . وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِمْيَرَ .

৫৩৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামাযে অনেক বিলম্ব করে ফেললেন। 'উমার (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বললেন, স্ত্রীলোক ও শিশুগণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযের জন্যে) বের হলেন এবং বললেন, তোমাদের ছাড়া আর কেউই এ নামাযের জন্যে অপেক্ষা করছে না। তখন মদীনা ছাড়া কোথায়ও এভাবে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা হত না। তারপর বললেন, তোমরা 'ইশার নামায আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর রাতের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে আদায় করবে। **[সহীহ। ৪৮২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٥٣٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي " .

৫৩৬. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক রাতে 'ইশার নামায এত দেরী করে আদায় করলেন যে, রাতের অনেক অংশ চলে গিয়ে, আর মাসজিদে মুসল্লীগণ ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর তিনি বের হয়ে নামায আদায় করলেন এবং বললেন, যদি আমার উম্মাতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তবে এটাই এর ওয়াক্ত গণ্য হতো। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৩০]**

٥٣٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِعِشَاءِ الآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ " إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى .

৫৩৭. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাতে আমরা 'ইশার নামাযের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। তারপর রাতের এক তৃতীয়াংশ বা আরো বেশি কিছু সময় চলে যাওয়ার পর তিনি আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা এমন একটি নামাযের অপেক্ষা করতেছ যে, তোমাদের ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অনুসারীরা তার অপেক্ষা করে না। তিনি আরো বললেন, আমার উম্মাতের পক্ষে কঠিন না হলে এমন সময়েই আমি তাদেরকে নিয়ে ('ইশার) নামায আদায় করতাম। তারপর মুয়ায্যিনকে আদেশ করলেন, তিনি ইক্বামাত বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৫৭০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৩১]**

٥٣٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ " .

৫৩৮. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারপর অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আবার বের হয়ে 'ইশার নামায পড়লেন এবং বললেন, অন্যান্য লোক নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্যে অপেক্ষা করতেছ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নামাযের মাঝে আছ (বলে গণ্য হবে)। আর মুসল্লীদের মধ্যে যদি দুর্বল ও অসুস্থ লোক না থাকত, তবে আমি এ নামায অর্ধ রাত পর্যন্ত দেরী করে আদায় করবার আদেশ দিতাম। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯৩]**

٥٣٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا" . قَالَ أَنَسٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ . فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ .

৫৩৯. হুমাইদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, নাবী ﷺ কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামায প্রায় অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করলেন এবং নামাযের পরে নাবী ﷺ আমাদের অভিমুখী হয়ে বললেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের মধ্যেই আছ (বলে গণ্য হবে)। আনাস (রা.) বলেন, আমি ঐ সময় তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম। 'আলী ইবনু হুজ্‌র-এর হাদীসে "প্রায় অর্ধেক রাতের" স্থলে অর্ধরাত পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯২; বুখারী হা. ৬৬১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৩৩]**

২২– بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةُ অধ্যায়–২২: 'ইশাকে 'আতামাহ্ বলার অনুমতি প্রদান

٥٤٠ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " .

৫৪০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা যদি আযান দেয়া এবং নামাযে প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফযীলত জানত, আর এ ফযীলত অর্জন করার জন্যে লটারী ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না পেত তা হলে নিশ্চয়ই তারা লটারীর সাহায্য নিত। আর যদি তারা জানত যে, প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার কত বেশি ফযীলত তা হলে তারা ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই নামাযে আসবার ব্যাপারে একজন আরেকজনের অগ্রগামী হত। আর তারা যদি জানত যে, 'ইশা ও ফজরের নামাযের কত বেশি ফযীলত, তা হলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে উপস্থিত হত। [সহীহ। বুখারী হা. ৬১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৭৬]

٢٣ – بَابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ অধ্যায়– ২৩: 'ইশাকে 'আতামাহ্ বলা মাকরূহ

٥٤١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، هُوَ الْحَفَرِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَلَى الإِبِلِ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ " .

৫৪১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বেদুঈনগণ যেন নামাযের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। কারণ তারা উট দোহনের কারণে দেরী করে তাই তারা এ সময়কে 'আতামাহ্ বলে। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে 'ইশা। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭০৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৪০]

٥٤٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ "لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ " .

৫৪২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারের উপরে বলতে শুনেছি যে, বেদুঈনগণ যেন নামাযের নামের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। জেনে রাখ, বেদুঈনগণ যে সময়কে 'আতামাহ্ বলে সেটাই হলো প্রকৃত 'ইশা। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

٢٤ – بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الصُّبْحِ অধ্যায়– ২৪: ফজরের প্রথম ওয়াক্ত

٥٤٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ .

৫৪৩. মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসাইন (রহ.) হতে বর্ণিত, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোর ফর্সা হওয়ার পরে ফজরের নামায আদায় করেন। [সহীহ। এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৭৯]

٥٤٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ " .

৫৪৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, পরবর্তী দিন ভোর হওয়ার পরেই তিনি ফজরের প্রথম ওয়াক্তে ইক্বামাত দেয়ার জন্যে আদেশ করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। পরেরদিন ভোর ফর্সা হওয়ার পর নামাযের ইক্বামাত বলার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন। নামাযের ইক্বামাত বলা হল এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর বললেন, নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? এ দু' ওয়াক্তের মাঝখানেই নামাযের সময়। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ২৫: মুকীম অবস্থায় অন্ধকারে ফজরের নামায পড়া ٢٥ – بَابُ التَّغْلِيسِ فِي الْحَضَرِ

٥٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

৫৪৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, (নামায শেষে) মহিলাগণ চাদর আবৃত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যেতেন অথচ অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৬৯; বুখারী হা. ৮৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৪৪; ইরউয়াউল গালীল– ২৫৭]

٥٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَيَرْجِعْنَ فَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ .

৫৪৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চাদর পরিহিত অবস্থায় ফজরের নামায আদায় করে বাড়ি ফিরতেন আর অন্ধকারের কারণে তাঁদেরকে কেউ চিনতে পারত না। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

অধ্যায়– ২৬: মুসাফির অবস্থায় অন্ধকারে ফজরের নামায পড়া ٢٦ – بَابُ التَّغْلِيسِ فِي السَّفَرِ

٥٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ – مَرَّتَيْنِ – إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " .

৫৪৭. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাইবার দিবসে অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করলেন আর তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) খাইবারবাসীদের নিকটবর্তী ছিলেন। ফজরের পরে তাদের উপর আক্রমণ করলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার, খাইবার ধ্বংস হোক, এভাবে দু'বার বললেন, "যখন আমরা কোন কওমের আঙ্গিনায় অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর মন্দই হয়!" [সহীহ। বুখারী হা. ৪২০০]

অধ্যায়– ২৭: ভোর ফর্সা হওয়ার পরে ফজরের নামায পড়া ٢٧ – بَابُ الإِسْفَارِ

٥٤٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ " .

৫৪৮. রাফি' ইবনু খাদীজ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভোর ফর্সা হওয়ার পরে তোমরা ফজরের নামায আদায় কর। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৭২]

٥٤٩ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالأَجْرِ" .

৫৪৯. মাহমূদ ইবনু লাবীদ (র.)-এর মাধ্যমে তাঁর আনসার কওমের কতিপয় ব্যক্তি হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যতই ভোর ফর্সা হওয়ার পর ফজরের নামায আদায় করবে ততই তোমাদের অধিক নেকীর কারণ হবে। [সানাদ সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস; ইরউয়াউল গালীল ২৫৮]

অধ্যায়– ২৮: যে ব্যক্তি ফজরের এক রাক'আত পায় ٢٨ – بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ

٥٥٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

৫৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের নামাযের এক রাক'আত পেল সে ফজরের নামায পেল এবং যে সূর্যাস্তের আগে 'আস্‌রের নামাযের এক রাক'আত পেল সে 'আস্‌রের নামায পেল। [সহীহ। বুখারী হা. ৫৫৬, ৫৭৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৬২, ১২৬৩ ইরউয়াউল গালীল ২৫২]

٥٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

৫৫১. 'আয়িশাহ্ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের এক রাক'আত পেল সে ফজরের নামায পেল এবং যে সূর্যাস্তের আগে 'আস্‌রের এক রাক'আত পেল সে 'আস্‌রের নামায পেল। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৬২; ইরউয়াউল গালীল ২৫২-২৫৩]

অধ্যায়– ২৯: ফজরের শেষ ওয়াক্ত প্রসঙ্গে ٢٩ – بَابُ آخِرِ وَقْتِ الصُّبْحِ .

٥٥٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي صَدَقَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ بَيْنَ صَلاَتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ - ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ - وَيُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ .

৫৫২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূর্য ঢলে পড়ত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায আদায় করতেন এবং 'আস্‌রের নামায আদায় করতেন তোমাদের যুহর ও 'আস্‌র উভয় নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে। আর সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। আর 'ইশার নামায সূর্যাস্তের পরে আকাশের লালিমা অদৃশ্য হলে আদায় করতেন। এরপর তিনি আবার বললেন, আর যখন চোখের জ্যোতি বিস্তৃত হত তখন পর্যন্ত ফজরের নামায আদায় করতেন। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৩০: যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক'আত পেল ٣٠ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ

٥٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

৫৫৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক'আত পেল সে নামায পেল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১২২; বুখারী হা. ৫৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৫৯]**

٥٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا" .

৫৫৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাক'আত পেল সে নামায পেল। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٥٥٥ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

৫৫৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাক'আত পেল, সে ঐ নামায পেল। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٥٥٦ - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

৫৫৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাক'আত পেল সে ঐ নামায পেল। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٥٥٧ - أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ " .

৫৫৭. সালিম (রা.)-এর পিতা সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আহ্ বা অন্য কোন নামাযের এক রাক'আত পেল, তার নামায পূর্ণ হয়ে গেল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১২৩; ইরউয়াউল গালীল ৬২২]**

٥٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ " .

৫৫৮. সালিম (রহ.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাক'আত পেল সে ঐ নামায পেল। তবে যতটুকু ছুটে গেছে ততটুকু আদায় করবে। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ]**

٣١ - بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاَةِ، فِيهَا অধ্যায়- ৩১: নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত

٥٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا " . وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

৫৫৯. 'আবদুল্লাহ আস্-সুনাবিহী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উঠে যখন সূর্য উপরে উঠে তখন শয়তান তা হতে দূরে সরে যায়। আবার যখন সূর্য মাথার উপর আসে তখন শয়তান এসে মিলিত হয়। আবার ঢলে পড়লে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয় তখন শয়তান মিলিত হয় এবং যখন সূর্য অস্তমিত হয় তখন শয়তান সরে যায়। এজন্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এ তিন সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। **[সূর্য যখন বরাবর হয় তখন শাইতান তার সাথে মিলিত হয়, আর যখন সূর্য ঢলে যায় তখন শাইতান তা হতে দূর হয়। অংশটুকু বাদে হাদীস সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/২৩৮]**

٥٦٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

৫৬০. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায পড়তে ও মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করতে বারণ করেছেন, (১) যখন সূর্য আলোকিত হয়ে উদয় হয়, উর্ধাকাশে না উঠা পর্যন্ত। (২) যখন দ্বিপ্রহর হয়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত। (৩) আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৫১৯; আহকামুল জানায়িয হা. ১৩০; ইরউয়াউল গালীল ৪৮০]**

٣٢ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الصُّبْحِ

অধ্যায়- ৩২: ফজরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ

٥٦١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৫৬১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ 'আস্রের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে বারণ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৪৮; বুখারী হা. ৫৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৯৭]**

٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ، وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ - وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

৫৬২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর একাধিক সাহাবার নিকট শুনেছি, তাঁদের মধ্যে 'উমার (রা.) অন্যতম। তিনি আমার অধিক প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং 'আস্রের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতে বারণ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৫০; বুখারী হা. ৫৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৯৮]**

অধ্যায়- ৩৩: সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ ٣٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

٥٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا " .

৫৬৩. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কে নামায পড়ার জন্যে বেছে না নেয়। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/২৩৭ বুখারী হা. ৫৮৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০১]**

٥٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا .

৫৬৪. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে বারণ করেছেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম]**

অধ্যায়- ৩৪: দ্বি-প্রহরে নামায পড়া নিষিদ্ধ ٣٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ، نِصْفَ النَّهَارِ .

٥٦٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

৫৬৫. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামায আদায় করতে ও মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে নিষেধ করতেন। (১) যখন সূর্য উদয় শুরু হয়, তখন থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত (২) ঠিক দুপুরের সময়, পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত এবং (৩) আর যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয় তখন থেকে সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০৬]**

অধ্যায়- ৩৫: 'আস্‌রের পর নামায আদায় করা নিষিদ্ধ ٣٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ

٥٦٦ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ .

৫৬৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং 'আস্‌রের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে বারণ করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৪৯; বুখারী হা. ৫৮৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০০; ইরউয়াউল গালীল ৪৭৯]**

٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .

৫৬৭. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ফজরের পরে সূর্য উদিত হয়ে পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত এবং 'আস্‌রের পরে সূর্য না ডুবা পর্যন্ত কোন নামায নেই। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৯৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০০; দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٥٦٨ - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৫৬৮. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। [সানাদ সহীহ।]

٥٦٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৬৯. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ 'আস্রের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। [সহীহ।]

٥٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها أَوْهَمَ عُمَرُ رضى الله عنه – إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ" .

৫৭০. ত্বাউস (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, 'উমার (রা.)-এর ভুল হয়ে গেছে ['উমার (রা.) হাদীসের কিছু অংশ ভুলবশত ছেড়ে দিয়েছেন এবং তিনি 'আস্রের দুই রাক'আত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।] অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বারণ করে বলেছেন, তোমরা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময়কে নামায পড়ার জন্যে চয়ন করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উঠে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০২; ইরউয়াউল গালীল ৪৭৯]

٥٧٠م- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْهَمَ عُمَرُ رضى الله عنه – إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبَهَا .

৫৭০/ক. ত্বাউস (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, 'উমার (রা.) ভুলে নিপতিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কে নামায পড়ার জন্যে বেছে নিতে বারণ করেছেন। [সহীহ্।]

٥٧١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تُشْرِقَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغْرُبَ " .

৫৭১/ক. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সূর্যের উপরিভাগ উদয় হয় তখন পূর্ণ আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে না এবং যখন সূর্যের এক পার্শ্ব অস্ত যায় তখন পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। [সহীহ। বুখারী হা. ৫৮৩]

٥٧١م- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ " .

৫৭১/খ. উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রা.) আমাকে অবহিত করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নামায আদায় করার জন্য সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়কে বেছে নিবে না। কেননা তা শাইত্বানের দু' শিং এর মাঝ দিয়ে উদয় হয়। [সহীহ।]

Contents

٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى، سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا قَالَ: " نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلاَةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ ثُمَّ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلاَةُ الْكُفَّارِ " .

৫৭২. 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কোন সময় আছে কি যে সময়ে অন্য সময়ের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা যায়? অথবা এমন কোন সময় আছে কি আল্লাহর যিক্‌রের জন্যে যে সময় বেশী মনোযোগী হওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ! রাতের শেষ ভাগে আল্লাহ তা'আলা বান্দার খুব নিকটবর্তী হন। সম্ভব হলে তুমিও সে সময় আল্লাহর যিক্‌রকারীদের সাথী হবে। কারণ ঐ সময়ের নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন এবং দেখে থাকেন আর এ অবস্থা সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সূর্য শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উঠে আর তা কাফিরদের ইবাদতের সময়। কাজেই ঐ সময় নামায পড়া হতে বিরত থাকবে, যতক্ষণ এক বল্লম বরাবর সূর্য উপরে না ওঠে এবং তার উদয়কালীন আলোকরশ্মি দূর না হয়। পুনরায় ফেরেশতাগণ নামাযে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং প্রত্যক্ষ করেন দ্বি-প্রহরে সূর্য বর্শার মত সোজা না হওয়া পর্যন্ত। কারণ তা এমন একটি সময় যে সময়ে দোযখের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তা আরো প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তখন ছায়া ঝুঁকে না পড়া পর্যন্ত নামায আদায় করবে না। এরপর আবার নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং প্রত্যক্ষ করেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অতঃপর সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে অস্ত যায় আর তা কাফিরদের 'ইবাদতের সময়। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ২/২৩৭; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৫৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮০৭]**

অধ্যায়- ৩৬: 'আস্‌রের পরে নামাযের অনুমতি প্রদান ٣٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

٥٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً .

৫৭৩. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের পরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, তবে হ্যাঁ! যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য উর্ধাকাশে শুভ্র ও উজ্জ্বল থাকে (ততক্ষণ কাযা নামায পড়া যায়)। [সহীহ। **আস-সহীহাহ ২০০; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৫৬]**

٥٧٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ .

৫৭৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকটে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের পরে দুই রাক'আত নামায পড়া কখনো ত্যাগ করেন নি। [সহীহ। **বুখারী হা. ৫৯১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮১২]**

٥٧٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله تعالى عنها مَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلاَّهُمَا .

৫৭৫. আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের পরে যখনই আমার কাছে আসতেন, তখনই দু' রাক'আত নামায আদায় করতেন। [সহীহ্।]

٥٧٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، وَالأَسْوَدَ، قَالاَ نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ صَلاَّهُمَا .

৫৭৬. আবূ ইসহাক্ব (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসরূক ও আসওয়াদ-কে বলতে শুনেছি, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের পরে যখন আমার কাছে আসতেন দু' রাক'আত নামায পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৬০]

٥٧٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৭৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রকাশ্যে ও গোপনে কখনো দু' রাক'আত নামায ত্যাগ করেন নি। (১) ফজরের পূর্বে দু' রাক'আত এবং (২) 'আস্‌রের পরে দু' রাক'আত। [সহীহ্। ইরউয়াউল গালীল (২/১৮৮-১৮৯); আস্-সহীহাহ্ (৩১৭৪); মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮১৩]

٥٧٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا .

৫৭৮. আবূ সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের পরে যে দু' রাক'আত নামায পড়তেন তিনি সে বিষয়ে 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন। তার উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু' রাক'আত 'আস্‌রের আগেই আদায় করতেন। একবার তিনি সে দু' রাক'আত নামায 'আস্‌রের আগে আদায় করতে পারলেন না অতি ব্যস্ততা বা ভুলে যাওয়ার কারণে, তাই তিনি 'আস্‌রের পরে ছুটে যাওয়া দু' রাক'আত পড়লেন। আর তিনি কোন নামায একবার পড়লে তা নিয়মিত আদায় করতেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮১১]

٥٧٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ " .

৫৭৯. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ একবার তাঁর ঘরে 'আস্‌রের পরে দু' রাক'আত নামায পড়লেন, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, এ দু' রাক'আত নামায আমি যুহরের পরে পড়তাম, কিন্তু আমি 'আস্‌রের নামায আদায় করা পর্যন্ত কর্ম ব্যস্ততার জন্যে সে দু' রাক'আত পড়তে পারি নি। [সহীহ্। ইরউয়াউল গালীল ২/১৮৮]

٥٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ .

৫৮০. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ব্যস্ততার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের পূর্বে দু' রাক'আত নামায পড়তে পারেন নি, তাই তিনি তা 'আস্‌রের পরে পড়ে নিয়েছেন। [হাসান সহীহ।]

٣٧ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

অধ্যায়– ৩৭ : সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ার অনুমতি

٥٨١ - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ لاَحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيهِمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَاضْطَرَّ الْحَدِيثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ .

৫৮১. ‘ইমরান ইবনু হুদাইর (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্যাস্তের পূর্বে দুই রাক‘আত নামায পড়া সম্বন্ধে আমি লাহিক্ব ইবনু হুমাইদ সাদূসী (র.)-কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) তা পড়তেন। তখন মু‘আবিয়াহ্ (রা.) ‘আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-এর নিকট পত্র পাঠালেন যে, সূর্যাস্তের পূর্বে এ দু’ রাক‘আত কিসের নামায? ইবনু যুবাইর (রা.) উম্মু সালামাহ্ (রা.)-এর শরণাপন্ন হলেন। উম্মু সালামাহ্ (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু’ রাক‘আত ‘আস্‌রের পূর্বে পড়তেন। একদিন কর্ম ব্যস্ততার কারণে পড়তে পারলেন না বলে সূর্যাস্তের সময় তা পড়লেন, আমি এর পূর্বে বা পরে কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা পড়তে দেখি নি। [সানাদ সহীহ।]

٣٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অধ্যায়– ৩৮: মাগরিবের পূর্বে নামাযের অনুমতি

٥٨٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ انْظُرْ إِلَى هَذَا أَيَّ صَلاَةٍ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَرَآهُ فَقَالَ هَذِهِ صَلاَةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৮২. ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীব (রহ.) হতে বর্ণিত যে, আবুল খাইর তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ তামীম আল-জাইশানী (রা.) একবার মাগরিবের পূর্বে দু’ রাক‘আত নফল নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তখন আমি ‘উক্ববাহ্ ইবনু আমির (রা.)-কে বললাম, দেখুন! ইনি কিসের নামায পড়ছেন? তিনি ফিরে তাঁকে দেখলেন এবং বললেন, আমরা এ নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় পড়তাম। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৮৪]

٣٩ - بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

অধ্যায়– ৩৯: ফজর প্রকাশের পর নামায পড়া

٥٨٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

৫৮৩. হাফসাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পরে সংক্ষেপে (ফরযের পূর্বে) মাত্র দু’ রাক‘আত নামায পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৪৫; বুখারী হা. ১১৭৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৫]

٤٠ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ إِلَى أَنْ يُصَلِّى الصُّبْحُ

অধ্যায়- ৪০: ফজরের পূর্ব পর্যন্ত নফল নামাযের অনুমতি প্রদান

٥٨٤ - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَسَنٌ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ؟ قَالَ: "حُرٌّ وَعَبْدٌ" . قُلْتُ: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُخْرَى؟ قَالَ: " نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ " . وَقَالَ أَيُّوبُ فَمَا دَامَتْ "كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ" .

৫৮৪. 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার সঙ্গে আর কে ইসলাম গ্রহণ করেছে? উত্তরে বললেন, একজন আযাদ পুরুষ আর একজন গোলাম [আবূ বাক্‌র ও বিলাল (রা.)]। প্রশ্ন করলাম, এমন কোন সময় আছে কি যাতে অন্য সময়ের চেয়ে আল্লাহ তা'আলার বেশি নৈকট্য লাভ করা যায়? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! রাতের শেষাংশে ফজর পড়ার পূর্ব পর্যন্ত যা মনে চায়, পড়। তারপর সূর্যোদয় হওয়া এবং লালিমা কেটে আলোকিত হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকবে। (রাবী) আইয়ূব বলেন, যে পর্যন্ত সূর্যকে ঢালের মতো মনে হয় এবং সূর্যের আলো ছড়িয়ে না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত থাকবে। তারপর খুঁটি তার মূল ছায়ার উপর থাকা পর্যন্ত (দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত) যা মনে চায় পড়। তারপর সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত নিবৃত থাক। কেননা দ্বি-প্রহরে দোযখের আগুন অধিক প্রজ্জ্বলিত করা হয়। তার পর 'আস্‌রের নামায আদায় করা পর্যন্ত যা মনে চায় পড়। এরপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাক। কারণ সূর্যের অস্ত এবং উদয় উভয়ই শয়তানের দু' শিংয়ের মাঝখান দিয়ে হয়। [পূর্বে বর্ণিত ৫৭২ নং হাদীসের সানাদ অনুযায়ী সহীহ।]

٤١ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

অধ্যায়- ৪১: মক্কা শরীফে সব সময় নামাযের অনুমতি প্রদান

٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهُ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " .

৫৮৫. জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, হে 'আব্‌দে মানাফের বংশধর! এ ঘরের (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলে এবং এতে রাত বা দিনের যে কোন সময় কেউ নামায আদায় করলে তাঁকে তোমরা বাধা দিবে না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৫৪]

٤٢ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

অধ্যায়- ৪২: যে সময় মুসাফির যুহর ও 'আস্‌রের নামায একসাথে আদায় করবে

٥٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

৫৮৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বি-প্রহরের আগে সফরে রওয়ানা হলে 'আস্‌র পর্যন্ত যুহরের নামাযকে বিলম্ব করতেন। তারপর অবতরণ করে উভয় নামায একসাথে পড়তেন। দ্বি-প্রহরের পরে রওয়ানা হলে যুহরের নামায পড়ে আরোহণ করতেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১০৪; ইরউয়াউল গালীল ৫৭৯; বুখারী হা. ১১১১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫০৪]**

٥٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

৫৮৭. আবূ তুফাইল 'আমির ইবনু ওয়াসিলাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) তাঁকে বলেছেন যে, তাবূকের জিহাদে সাহাবায়ে কিরামগণ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হলেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর এবং 'আস্‌রের নামাযকে একসঙ্গে পড়লেন। আবার মাগরিব ও 'ইশাকে একত্রে পড়লেন। একদিন যুহরের নামাযকে দেরী করে যুহর ও 'আস্‌রকে একসঙ্গে পড়ে নিলেন। তারপর মাগরিবের নামাযকে দেরী করে মাগরিব ও 'ইশাকে একসঙ্গে আদায় করলেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৫৯; ইরউয়াউল গালীল হা. ৫৭৮]**

অধ্যায়– ৪৩: এর বিবরণ প্রসঙ্গে ٤٣ - بَابُ بَيَانِ ذَلِكَ .

٥٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلاَةِ، أَبِيهِ فِي السَّفَرِ وَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ فِي سَفَرِهِ فَذَكَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ . فَرَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلاَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ: أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلاَةَ . فَقَالَ: كَفِعْلِكَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ " .

৫৮৮. কাসীর ইবনু ক্বারাওয়ান্দা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (র.)-কে তাঁর বাবার সফরের নামায সম্পর্কে জানতে চাইলাম এবং তাঁকে প্রশ্ন করলাম তিনি সফরে দু' ওয়াক্তের নামাযকে একসাথে আদায় করতেন কি? তখন সালিম (রহ.) এ ঘটনা উল্লেখ করলেন যে, সফিয়্যাহ বিনতু আবূ 'উবাইদ (রা.) তাঁর ('আবদুল্লাহর) বিবি ছিলেন। সাফিয়্যাহ অসুস্থ হয়ে 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর নিকট চিঠি লিখলেন। তখন 'আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর দূরের জমিনে চাষাবাদ করছিলেন। চিঠিতে লিখলেন যে, আমি মনে করি আমার দুনিয়ার জীবনের শেষদিন এবং পরকালের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি। সংবাদ পেয়েই তিনি অশ্বারোহণ করে দ্রুত গতিতে আসতে লাগলেন। যখন যুহরের নামাযের সময় হল মুয়ায্‌যিন বলল, হে আবূ 'আবদুর রহমান! নামায পড়ুন। তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন দু' নামাযের মধ্যবর্তী সময় উপনীত হলো, (অর্থাৎ যুহরের শেষ ওয়াক্ত ও 'আস্‌রের প্রথম ওয়াক্ত) তখন ঘোড়া হতে নামলেন এবং বললেন, ইক্বামাত দাও। যখন আমি নামায শেষ করি তখন আবার ইক্বামাত দিবে, তারপর নামায আদায় করে আবার ঘোড়ায় চড়লেন। আবার যখন সূর্যাস্ত হয়ে গেল মুয়ায্‌যিন তাঁকে বললেন, নামায পড়ুন। তিনি বললেন, সেরূপ 'আমল কর যেরূপ যুহর ও 'আস্‌রের নামাযে করেছিলে। আবার পথ চললেন। তারপর যখন সমুজ্জ্বল তারকা আকাশে উদ্ভাসিত হল

তখন সওয়ারি হতে অবতরণ করে মুয়ায্যিনকে বললেন, ইক্বামাত বল, যখন নামায শেষ করি তখন আবার ইক্বামাত দিবে। এবার নামায পড়ে তাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কারো সামনে এমন কোন জটিল কাজ দেখা দিবে যা ছুটে যাওয়ার ভয় থাকবে তবে এভাবে দু' ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে আদায় করে নিবে। [হাসান। সহীহাহ ১৩৭০]

٤٤ – بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

অধ্যায়- ৪৪: যে ওয়াক্তে মুক্বীম দু' নামায এক সাথে পড়ে নিতে পারে

٥٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ .

৫৮৯. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনাতে নাবী ﷺ-এর সাথে আট রাক'আত একসাথে এবং সাত রাক'আত একসাথে এভাবে পড়েছি যে, তিনি যুহরকে শেষ ওয়াক্তে ও 'আস্রকে প্রথম ওয়াক্তে আবার মাগরিবকে শেষ ওয়াক্তে ও 'ইশাকে প্রথম ওয়াক্তে পড়লেন। **[যুহর বিলম্ব করেছেন হতে শেষ অংশ ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। ইরউয়াউল গালীল (৩/৩৬); সহীহ আবু দাউদ হা. ১০৯৯; সহীহাহ হা. ২৭৯৫; বুখারী হা. ১১৭৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫০৭, ১৫০৮]**

٥٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانَ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ .

৫৯০. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বাসরাতে যুহর এবং 'আস্র নামাযকে একসাথে আদায় করলেন। তাতে কোন সময়ের ব্যবধান ছিল না। আর মাগরিব ও 'ইশাকেও একত্রে পড়লেন তাতেও কোন ব্যবধান ছিল না। কর্ম ব্যস্ততার কারণেই তিনি এমন করেছিলেন। আর ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন যে, তিনি মদীনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহর ও 'আস্র নামায একত্রে আট রাক'আত পড়েছেন, দু' নামাযের মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান ছিল না। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩/৩৫]**

٤٥ – بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

অধ্যায়- ৪৫: যে ওয়াক্তে মুসাফির মাগরিব ও 'ইশার নামায এক সাথে পড়তে পারে

٥٩١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ - قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ الصَّلاَةَ فَسَارَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى إِثْرِهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

৫৯১. কুরাইশ শাইখ ইসমা'ঈল ইবনু 'আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিমা পর্যন্ত ইবনু 'উমার (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন সূর্য অস্ত গেল, আমি তাঁকে নামাযের কথা মনে করে দিতে সাহস করলাম না। তিনি চলতে চলতে যখন দিগন্তের সাদা রেখা মিলিয়ে গেল এবং সন্ধ্যার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে গেল তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে মাগরিবের তিন রাক'আত এবং তার সাথে আরো দু' রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই নামায আদায় করতে দেখেছি। **[সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১১০৩]**

٥٩٢ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ .

৫৯২. সালিমের পিতা 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, যখন কোন সফরে তাঁর তাড়া থাকত তখন মাগরিবের নামায এভাবে দেরিতে পড়তেন যে, মাগরিব ও 'ইশাকে একত্রিত করে একসঙ্গে আদায় করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৬০; বুখারী হা. ১১৯১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫০৩]

٥٩٣ - أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِسَرِفَ .

৫৯৩. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ডুবে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। তারপর 'সারিফ' নামক জায়গায় তিনি (মাগরিব ও 'ইশা) দু' নামায একসাথে পড়লেন। [সানাদ দুর্বল]

٥٩٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

৫৯৪. আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত। সফরে তাড়া থাকলে তিনি যুহরের নামায 'আস্‌র পর্যন্ত দেরি করতেন। তারপর উভয় নামাযকে একত্রে পড়তেন এবং মাগরিবকে দেরি করে মাগরিব ও 'ইশাকে একত্রে পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১১০৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫০৬]

٥٩٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لِمَا بِهَا فَانْظُرْ أَنْ تُدْرِكَهَا؟. فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ: الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا .

৫৯৫. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের কিছু জমি ছিল। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশে আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর সাথে রওয়ানা হলাম ও সেখানে পৌঁছার পরে হঠাৎ একদিন এক সাংবাদিক এসে বলল যে, আপনার স্ত্রী সফিয়্যাহ্ বিনতু আবূ 'উবাইদ (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়, দেখতে চাইলে যেতে পারেন। তারপর তিনি খুব দ্রুত রওয়ানা হলেন। এক কুরাইশী তার সফরসঙ্গী ছিলেন। সূর্য ডুবে গেলেও কিন্তু মাগরিবের নামায পড়লেন না। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, তিনি সবসময় নামাযের হেফাজত করতেন, এরপরেও যখন দেরী করতেছেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রহম করুন। নামায পড়ুন। তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং চলতে লাগলেন। এ অবস্থায় যখন পশ্চিম আকাশের লালিমা প্রায় অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হল তখন সওয়ারী হতে নেমে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। লালিমা দূর হওয়ার পর 'ইশার নামাযের ইক্বামাত বলে আমাদের সহকারে 'ইশার নামায আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যখন সফরে কোন তাড়া থাকত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৬০; বুখারী ও মুসলিম সংক্ষিপ্তভাবে।]

٥٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلاَةَ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ .

৫৯৬. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবনু 'উমার (রা.)-এর সাথে মক্কা হতে আসছিলাম। যখন ঐ রাত হল (তাঁর স্ত্রীর মুমূর্ষতোর সংবাদ পাওয়ার রাত) আমাদেরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চললেন। যখন সন্ধ্যা হলো, আমরা ধারণা করলাম, তিনি নামাযের কথা ভুলে গেছেন, এজন্যে আমরা তাঁকে বললাম, নামায আদায় করে নিন। তিনি চুপ করে রইলেন এবং আরো সামনে অগ্রসর হলেন। তারপর আকাশের লালিমা অদৃশ্য হওয়ার উপক্রম হলে সওয়ারি হতে নেমে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। আবার যখন লালিমা দূর হয়ে গেল তখন তিনি 'ইশার নামায পড়লেন। তার পর আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যখন সফরে কোন তাড়া থাকত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা এরূপ করতাম। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য]

٥٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا، قَالَ: سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ، فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لاَ إِلاَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ . فَرَكِبَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى حَانَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ: الصَّلاَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ مِنَ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ . فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَقَالَ كَفِعْلِكَ الأَوَّلِ . فَسَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ " .

৫৯৭. কাসীর ইবনু ক্বারাওয়ান্দা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সফরে নামায সম্পর্কে সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম যে, আপনার পিতা 'আবদুল্লাহ (রা.) সফরে একাধিক নামায একত্রে আদায় করেছেন কি? জবাবে বললেন, না, মুযদালিফা ব্যতীত অন্য কোথায়ও একত্রে নামায আদায় করেন নি। পুনরায় (সতর্ক হয়ে ঘটনার উল্লেখ করে) বললেন, সাফিয়্যাহ (রা.) 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন, সাফিয়্যাহ (রা.) তাঁর কাছে খবর পাঠালেন যে, আমি দুনিয়ার জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে উপনীত হয়েছি। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি খুব দ্রুত বেগে চললেন। পরে যখন নামাযের সময় হলো, মুয়ায্‌যিন বললেন, হে 'আবদুর রহমান! নামায পড়ুন। তিনি সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন তিনি দুই নামাযের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছলেন তখন সওয়ারী হতে নেমে মুয়ায্‌যিনকে বললেন, ইক্বামাত দাও। যখন যুহরের নামায শেষ করি তখন আবার সেখানে দাঁড়িয়েই ইক্বামাত বলবে। ইক্বামাত বলা হলে যুহরের দু' রাক'আত আদায় করলেন। আবার সেখানেই ইক্বামাত দিলে 'আস্‌রের দু' রাক'আত নামায আদায় করে আরোহণ করলেন এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দ্রুত চললেন। আবার মুয়ায্‌যিন বললেন, হে 'আবদুর রহমান! নামায পড়ুন। তিনি বললেন, পূর্বের মতোই কাজ কর বলে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। তারপর যখন আকাশে ঘন তারকারাজি দেখা গেল তখন সওয়ারী হতে নেমে ইক্বামাতের আদেশ দিলেন। বললেন, যখন সালাম ফিরাবে আবার ইক্বামাত দিবে। তারপর মাগরিবের তিন রাক'আত আদায় করলেন। আবার ইক্বামাত হলে 'ইশার নামায পড়লেন। তার পর একদিকে সালাম ফিরিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, যখন তোমাদের কারো সম্মুখে এমন কোন জটিল কাজ দেখা দেয়, যা ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে, তখন এভাবেই নামায আদায় করবে। [হাসান। পূর্বের ৫৮৮ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٤٦ – بَابُ الْحَالِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

অধ্যায়– ৪৬: যে অবস্থায় দু' নামায একসাথে পড়া যায়

٥٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৫৯৮. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোথাও সফরে খুব তাড়াতাড়ি চলতে হত তখন মাগরিব ও 'ইশাকে একসাথে আদায় করে নিতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বের ৫৯৬ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٥٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৫৯৯. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখন কোথাও সফরে দ্রুত গতিতে চলতে হত, অথবা তাঁর সম্মুখে কোন জটিল কাজ এসে পড়ত, তখন তিনি মাগরিব ও 'ইশার নামাযকে এক সঙ্গে আদায় করে নিতেন। [সানাদ সহীহ। হাদীসের أَوْحَزَبَهُ أَمْرٌ এ অংশটুকু শায।]

٦٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

৬০০. সালিম (র.)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তাঁকে সফরে তাড়াতাড়ি চলতে হত, তখন তিনি মাগরিব ও 'ইশার নামাযকে একসঙ্গে আদায় করতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১১০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫০২]

অধ্যায়– ৪৭: আবাসে দু' নামায একসাথে আদায় করা ٤٧ – بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

٦٠١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ .

৬০১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আস্‌র (নামায) একসঙ্গে পড়েছেন এবং মাগরিব ও 'ইশা (নামায) একসঙ্গে আদায় করেছেন। তখন সফররত অবস্থায়ও ছিলেন না এবং তাঁর মধ্যে কোন ভয়ভীতিও ছিল না। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩/৫৭৯ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫০৭]

٦٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، وَاسْمُهُ غَزْوَانُ - قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ . قِيلَ لَهُ: لِمَ؟ قَالَ لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أُمَّتِهِ حَرَجٌ .

৬০২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ মদীনাতে যুহর ও 'আস্‌র নামায একত্রে পড়তেন এবং মাগরিব ও 'ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন। তখন কোন ভয়ও ছিল না বৃষ্টিও ছিল না। ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করা হল তিনি কেন এমন করতেন? [ইবনু আববাস (রা.) বললেন], তাঁর উম্মাতের জন্যে যেন অসুবিধা না হয় সেজন্যে। [সহীহ্।]

٦٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا .

৬০৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে একসঙ্গে আট রাক'আত নামায পড়েছি এবং সাত রাক'আতও। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বের ৫৮৯ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٤٨ – بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

অধ্যায়– ৪৮: 'আরাফাতে যুহর ও 'আস্‌র (নামায) একত্রে পড়া

٦٠٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৬০৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর করে যখন 'আরাফাতে আসলেন এবং "নামিরাহ্" নামক স্থানে তাঁর জন্যে একটি তাঁবু খাটানো হয়েছে দেখলেন। তখন তিনি সেখানে নামলেন। যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন তাঁর নির্দেশে "কাসওয়া" নামক উটের পিঠে হাওদা লাগানো হলো। তার পর তিনি যখন "বাত্বনুল ওয়াদী" উপত্যকার মধ্যে পৌঁছলেন, তখন সেখানে সমবেত মানুষদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তারপর বিলাল (রা.) আযান ও ইক্বামাত দিলেন। তারপর যুহরের নামায আদায় করলেন, পুনরায় ইক্বামাত বলার পরে 'আস্‌র নামায আদায় করলেন এবং এ দু' নামাযের মাঝে তিনি আর কোন নামায আদায় করেন নি। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৮১৫ এটি হজ্জ সংক্রান্ত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ।]

٤٩ – بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

অধ্যায়– ৪৯: মুযদালিফাতে মাগরিব ও ইশা (নামায) একত্রে পড়া

٦٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

৬০৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ আইয়ূব আল-আনসারী (রা.) তাঁকে অবহিত করলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'বিদায় হজ্জে' মুযদালিফাতে মাগরিব ও 'ইশা এক সঙ্গে আদায় করেছেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১৬৭৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৭২]

٦٠٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا .

৬০৬. সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রা.) যখন 'আরাফাত হতে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হলেন তখন আমি তাঁর সাথে ছিলাম। মুযদালিফায় এসে তিনি মাগরিব ও 'ইশা (নামাযকে) একত্রে আদায় করলেন। নামায শেষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ স্থানে এমনই করেছেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৬৮৬-১৬৮৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৭৫]

٦٠٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

৬০৭. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ মুযদালিফাতে মাগরিব ও 'ইশার নামাযকে (একত্রে) আদায় করেছেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৭৩]**

٦٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ إِلاَّ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا .

৬০৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুযাদালিফা ছাড়া আর কোথায়ও দু' নামায একত্রে আদায় করতে দেখিনি। [রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফাতে এবং সফরে এমনকি মদীনাতেও যে দু' নামায একত্রে আদায় করেছিলেন, সে সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ (রা.) তখনো জানতেন না] এবং ঐ দিন ফজরের নামায স্বাভাবিক সময়ের আগেই আদায় করেছিলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৯০; বুখারী হা. ১৬৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৭৯]**

অধ্যায়– ৫০: দু' নামায একই ওয়াক্তে কিভাবে আদায় করবে ٥٠ - بَابٌ كَيْفَ الْجَمْعُ؟

٦٠٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا . فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ . فَقَالَ: "الصَّلاَةُ أَمَامَكَ". فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَزَعُوا رِحَالَهُمْ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ .

৬০৯. উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তাঁকে 'আরাফাত হতে উটের পিঠে তাঁর পিছনে বসিয়ে ছিলেন। হাজীদের চলার জন্যে নির্ধারিত রাস্তায় পৌঁছে তিনি নামলেন। তার পর প্রস্রাব করলেন। আমি পাত্র হতে তাঁর ওযূর জন্যে পানি ঢাললাম। তিনি হালকাভাবে ওযূ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, নামায আদায় করুন। তিনি বললেন, নামায সম্মুখে। মুযদালিফায় যাওয়ার পর তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন। এর পর উটের পিঠের হাওদা নামানো হলো। তারপর 'ইশার নামায আদায় করলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০১৯; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৭৭, ১৬৮১; বুখারী হা. ১৬৬৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৬৩]**

অধ্যায়– ৫১: যথাসময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা ٥١ - باب فَضْلِ الصَّلاَةِ لِمَوَاقِيتِهَا

٦١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ، هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ " الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

৬১০. আবূ 'আম্‌র আশ্-শাইবানী (র.) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর ঘরের দিকে ইশারা করে বলেন যে, এ ঘরের মালিক আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, কোন্ 'আমলটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়? তিনি বললেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। **[সহীহাহ্ ১৪৮৯; বুখারী হা. ৫২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০]**

٦١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: " إِقَامُ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

৬১১. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, কোন্ আমলটি আল্লাহ্‌র কাছে খুব প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামায আদায় করা, মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٦١٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ . قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبَعْدَ الإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى .

৬১২. মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির (রহ.) হতে বর্ণিত যে, তিনি একদিন ‘আম্‌র ইবনু শুরাহ্‌বীল (রা.)-এর মাসজিদে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ইক্বামাত দেয়া হলো। নামাঈরা তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরে তিনি বললেন, আমি বিত্‌রের নামায পড়ছিলাম। রাবী বলেন, তখন ‘আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করা হল যে, আযানের পরে কি বিত্‌র পড়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, শুধু আযান কেন ইক্বামাতের পরেও। এ ব্যাপারে তিনি নাবী ﷺ হতে হাদীসও বর্ণনা করলেন যে, একবার নাবী ﷺ ফজরের নামাযের সময় ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হলো। তারপর ঘুম হতে জেগে ফজর নামায আদায় করলেন। [সানাদ সহীহ। যদি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির ইবনু মাস‘উদ (রা.) হতে হাদীস শুনে থাকেন। ঘুমিয়ে যাওয়ার ঘটনা সঠিক সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪৭৩; ইরউয়াউল গালীল ১/২৯৩; বুখারী হা. ৭৪৭১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪০]

অধ্যায়– ৫২: যে লোক নামায ভুলে যায় ٥٢ – بَابٌ فِيمَنْ نَسِيَ صَلاَةً

٦١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

৬১৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায ভুলে যায়, অতঃপর যখন মনে হয় তখন যেন সে তা আদায় করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯৫-৬৯৬; বুখারী হা. ৫৯৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪৬]

অধ্যায়– ৫৩: যে লোক নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় ٥٣ – بَابٌ فِيمَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ

٦١٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ: "كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا" .

৬১৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হল যে, নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যায় বা নামায ভুলে যায়। তিনি বললেন, এর কাফ্‌ফারাহ্ হল যখনই মনে হবে তখনই তা আদায় করে নিবে। [সহীহ। বুখারী হা. ৫৯৭ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪৮]

٦١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

৬১৫. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ (রা.) নিদ্রাবস্থায় নামাযের সময় চলে গেলে কি করতে হবে সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন। তখন তিনি বললেন, নিদ্রাবস্থায় নামাযের সময় চলে গেলে একে ত্রুটি বলে ধরা হয় না। তবে ত্রুটি হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় সঠিক সময়ে নামায না পড়া। সুতরাং যদি তোমাদের কেউ নামায ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে, যখনই মনে হবে তখনই তা পড়ে নিবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪২]**

٦١٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ".

৬১৬. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘুমের মধ্যে কোন দোষ নেই। দোষ তো কেবল সে ব্যক্তির যে ব্যক্তি সচেতন অবস্থায় অথচ নামায পড়ল না, অথচ অন্য নামাযের সময় হাজির হলো। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٥٤ - بَابُ إِعَادَةِ مَا نَامَ عَنْهُ مِنَ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

অধ্যায়- ৫৪: নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লে পরেরদিন সে ওয়াক্তে কাযা আদায় করা

٦١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا ".

৬১৭. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) (ক্লান্তিজনিত কারণে) নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন (আর) এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগামীকাল এ নামায ঠিক সময়ে আদায় করে নিবে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪২; দেখুন পূর্বের হাদীস]**

٦١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا نَسِيتَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي" . قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا بِهِ يَعْلَى مُخْتَصَرًا .

৬১৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন নামায ভুলে যাবে, মনে হওয়া মাত্র আদায় করে নিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي "এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়িম কর"- (২০ ঃ ১৪)। 'আবদুল আ'লা বলেন, এ হাদীসকে ইয়া'লা সংক্ষিপ্ত করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬৯৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪০]**

٦١٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " .

৬১৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে যায়, যখনই মনে হবে তখনই তা পড়ে নিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– أَقِمِ الصَّلَاةَ لِـذِكْرِى "এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়িম কর"– (২০ ঃ ১৪)। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

٦٢٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: "أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى" . قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ هَكَذَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ .

৬২০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হয় তখনই তা আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম কর। মা'মার (রা.) বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই (আয়াত পাঠ করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

٥٥ – بَابٌ كَيْفَ يُقْضَى الْفَائِتُ مِنَ الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৫৫ঃ ছুটে যাওয়া নামায কিভাবে কাযা করা যায়?

٦٢١ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَسْرَيْنَا لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلاَّ بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

৬২১. আবূ মারইয়াম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সারা রাত সফর করলাম। পরে রাতের শেষাংশে ফজরের নামাযের নিকটবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক স্থানে নামলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গীগণও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্যের আলোকরশ্মি স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমরা কেউই জাগ্রত হলাম না। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায্যিনকে আযান দিতে আদেশ দিলেন। মুয়ায্যিন আযান দিলেন, তিনি দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়লেন। আবার আদেশ দিলে মুয়ায্যিন ইক্বামাত বললেন, পরে সাহাবাদেরকে নিয়ে তিনি ফরয আদায় করলেন। তার পর আমাদেরকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বড় বড় ঘটনাবলীর বিবরণ দিলেন। [আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ]

٦٢٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحُبِسْنَا عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلاَلاً فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ: " مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ " .

৬২২. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব ও 'ইশা এ চার ওয়াক্তের নামায পড়া হতে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হলাম। তা আমার

কাছে কষ্টকর মনে হলো। মনে মনে ভাবলাম, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে আল্লাহর পথে জিহাদ করছি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা.)-কে ইক্বামাত দিতে আদেশ দিলেন। ইক্বামাত দেয়া হলে আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করলেন। আবার ইক্বামাত দিলে 'আস্‌রের নামায পড়লেন। আবার ইক্বামাত বললে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। পুনরায় ইক্বামাত দিলে 'ইশার নামায পড়লেন। তার পর আমাদের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, পৃথিবীতে তোমাদের ছাড়া এমন কোন দল নেই যারা আল্লাহ তা'আলাকে মনে করে। **[য'ঈফ। ইরউয়াউল গালীল ১৯৭]**

٦٢٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ". قَالَ: فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

৬২৩. আবূ হুরাইরাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সারা রাত সফর করবার পরে শেষ রাতে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করি এবং ঘুমিয়ে পড়ি। সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কারো ঘুম ভাঙলো না। তার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনের লাগাম ধরে এ জায়গা ত্যাগ কর। কারণ এ স্থানে শয়তান আমাদের কাছে এসেছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, আমরা তাই করলাম। তার পর কিছু দূর গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি এনে ওযূ করলেন। এরপর ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করলেন। তারপর ইক্বামাত হলে ফজরের ফরয নামায আদায় করলেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২৬৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৪১]**

٦٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ " مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لاَ نَرْقُدَ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ؟". قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا. فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ حَتَّى أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَقَالَ " تَوَضَّئُوا " . ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ .

৬২৪. জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, একবার কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আমাদের আজ রাতে পাহারাদারের দায়িত্ব পালন করবে? যেন ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের ফজরের নামাযের সময় ছুটে না যায়। বিলাল (রা.) বললেন, আমি দায়িত্ব পালন করব। এ কথা বলে তিনি সূর্যের উদয়প্রান্ত অভিমুখী হয়ে দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রইলেন। তাঁরা এতো গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন যে, সূর্যের কিরণ তাদেরকে জাগ্রত করল। তখন সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ওযূ কর। পরে বিলাল (রা.) আযান দিলেন। তিনি দু' রাক'আত সুন্নাত পড়লেন এবং অন্যরাও দু' রাক'আত সুন্নাত পড়লেন। তারপর সকলে মিলে ফজরের দু' রাক'আত ফরয নামায আদায় করলেন। **[সানাদ সহীহ।]**

٦٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَدْلَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهِيَ صَلاَةُ الْوُسْطَى

৬২৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সফর করলেন এবং শেষ রাতে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় সূর্যোদয় হলো। অথবা সূর্যের কিয়দংশ উদিত হলো, তারপর পূর্ণরূপে সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়লেন না। এরপর নামায আদায় করলেন। এ নামায ছিল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামায। **[এটাই মধ্যবর্তী নামায এ অতিরিক্ত অংশ মুনকার।]**

بسم الله الرحمن الرحيم

٧–كِتَابُ الْأَذَان

পর্ব–৭: আযান

١ – باب بَدْءِ الأَذَانِ . অধ্যায়–১: আযানের সূচনা

٦٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ . فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ" .

৬২৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, মুসলিমগণ যখন মদীনায় আসলেন, তখন তারা জমায়েত হয়ে নামাযের সময় নির্ধারণ করে নিতেন, কেউ নামাযের জন্যে আহ্বান করতেন না। তাই একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেন, খ্রিস্টানদের মত ঘণ্টা-ব্যবস্থার প্রচলন করুন। আর কেউ কেউ বললেন, বরং ইয়াহূদীদের মত সিঙ্গা ব্যবহার করা হোক। 'উমার (রা.) বললেন, আপনারা কি আহ্বান করবার জন্যে কোন লোক পাঠাবেন না? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বিলাল! উঠ এবং নামাযের আহ্বান জানাও। **[সহীহ। বুখারী হা. ৬০৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৩৬]**

٢ – بَابُ تَثْنِيَةِ الأَذَانِ . অধ্যায়– ২: আযানের বাক্যগুলো দু'বার বলা

٦٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ .

৬২৭. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা.)-কে আযান (এর বাক্যগুলো) দু'বার করে বলার এবং ইক্বামাত (এর বাক্যগুলো) একবার করে বলার নির্দেশ দিলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৩০]**

٦٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ تَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ .

৬২৮. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযান (এর বাক্যগুলো) দু' দু'বার করে এবং ইক্বামাত (এর বাক্যগুলো) একবার করে ছিল। তবে তুমি– قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ দু'বার বলবে। **[হাসান। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫২৭]**

অধ্যায়– ৩: আযানের তরজী'তে স্বর নীচু করা ٣ – باب خَفْضِ الصَّوْتِ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

٦٢٩ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَجَدِّي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْعَدَهُ فَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ مِثْلُ أَذَانِنَا هَذَا . قُلْتُ لَهُ: أَعِدْ عَلَيَّ . قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: بِصَوْتٍ دُونَ ذَلِكَ الصَّوْتِ يُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

৬২৯. আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তাঁকে (সামনে) বসালেন এবং তাঁকে এক একটি শব্দ করে আযান শিখিয়ে দিলেন। ইবরাহীম বলেন, তা আমাদের এ আযানের মতো। আমি তাঁকে বললাম, (আযানের শব্দগুলো) আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করুন।

তিনি তখন শব্দগুলো এভাবে বললেন, اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ দু'বার أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ দু'বার حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ দু'বার حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ দু'বার اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ দু'বার, সবশেষে বললেন– لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ । [মুনকার। এ বর্ণনাটি আবূ মাহযূরাহ্ হতে সহীহ বর্ণনার বিপরীত।]

অধ্যায়– ৪: আযানের মধ্যে বাক্যের সংখ্যা? ٤ – بَابُ كَمِ الأَذَانُ مِنْ كَلِمَةٍ؟

٦٣٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الأَذَانُ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً " . ثُمَّ عَدَّهَا أَبُو مَحْذُورَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ .

৬৩০. আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আযানের ঊনিশটি এবং ইক্বামাতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। এর পর আবূ মাহযূরা (রা.) ঊনিশটি ও সতেরটি বাক্য গুণলেন। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭০৯]

অধ্যায়– ৫: আযান দেয়ার নিয়ম ٥ – باب كَيْفَ الأَذَانُ .

٦٣١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَذَانَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

৬৩১. আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন এবং বললেন:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

তার পর আবার বলেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭০৯]

٦٣٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ، أَخْبَرَهُ - وَكَانَ، يَتِيمًا فِي حَجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حَتَّى جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ - قَالَ قُلْتُ لأَبِي مَحْذُورَةَ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَأَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ لَهُ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ فَظَلَلْنَا نَحْكِيهِ وَنَهْزَأُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا حَتَّى وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ ؟" . فَأَشَارَ الْقَوْمُ إِلَيَّ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَهُمْ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي فَقَالَ: " قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ " . فَقُمْتُ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ قَالَ: " قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَامْدُدْ صَوْتَكَ " . ثُمَّ قَالَ " قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " . ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ . فَقَالَ " أَمَرْتُكَ بِهِ " . فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৬৩২. 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুল মালিক ইবনু আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাইরিয (রা.) তার কাছে বর্ণনা করেন "তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবূ মাহযূরার নিকট লালিত হন এবং তিনি তাঁকে সিরিয়ায় এক সফরে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আবূ মাহযূরাহ্ (রা.)-কে বললাম, আমি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হচ্ছি। আমার আশঙ্কা হয় যে, আপনার আযান দেয়া সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে, রাবী 'আবদুল 'আযীয বলেন, ইবনু মুহাইরিয আমাকে বলেন যে, আবূ মাহযূরাহ্ তখন তাঁকে বললেন, আমি একটি দলের সাথে সফরে বের হলাম। আমরা যাওয়ার পথে হুনাইনের কোন একটি পথে যেয়ে পৌছলাম যা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুনাইন অভিযান হতে ফিরে আসবার সময়। কোন একটি রাস্তায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরা একত্রিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্যিন তাঁর অদূরে নামাযের জন্যে আযান দিলেন। আমরা আযানের আওয়াজ শুনলাম। তখন আমরা তার থেকে দূরে ছিলাম। (অর্থাৎ তখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি) তাই আমরা তার অনুকরণ ও তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলাম। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ আওয়াজ শুনলেন এবং আমাদের কাছে লোক পাঠালেন। অবশেষে আমরা তাঁর সামনে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, আমি যার শব্দ শুনেছিলাম সে কে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করল এবং তারা সত্য কথাই বলল। এরপর তিনি সবাইকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে ছাড়লেন না। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, দাঁড়াও নামাযের আযান দাও। আমি দাঁড়ালে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন, তিনি বললেন, তুমি বল-

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

তারপর বললেন, আবার দীর্ঘস্বরে বল। এরপর তিনি বলেন–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

আমি আযান দেয়া শেষ করলে তিনি আমাকে ডেকে নিকট নিলেন এবং একটি থলে দিলেন। যাতে ছিল কিছু রূপা। তখন আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাকে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্ব দিন। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে মক্কায় আযান দেয়ার দায়িত্ব দিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত মক্কার আমীর 'আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.)-এর সাথে দেখা করি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ অনুযায়ী তাঁর সাথে আযান দিতে থাকি। **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭০৮]**

অধ্যায়– ৬: সফরের আযান প্রসঙ্গে ٦ – بَابُ الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

٦٣٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ نَطْلُبُهُمْ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلاَةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَدْ سَمِعْتُ فِي هَؤُلاَءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنِ الصَّوْتِ " . فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَذَّنَّا رَجُلٌ رَجُلٌ وَكُنْتُ آخِرَهُمْ فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ " تَعَالَ " . فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ " . قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَعَلَّمَنِي كَمَا تُؤَذِّنُونَ الآنَ بِهَا " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ". فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ هَذَا الْخَبَرَ كُلَّهُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ .

৬৩৩. আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হুনাইন হতে বের হলেন আমি মক্কাবাসী দশ জনের অন্যতম হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর দলের সন্ধানে বের হলাম। আমরা তাঁদেরকে নামাযের আযান দিতে শুনলাম। আমরা বিদ্রূপ সহকারে তাঁদের আযানের অনুকরণ করতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আমি তাদের মধ্যে মধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট একজনের শব্দ শুনেছি।" তখন তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারপর আমরা সবাই এক একজন করে আযান দিলাম। সর্বশেষে আমি ছিলাম, আমি আযান দেয়ার পর বললেন, আসো, এরপর আমাকে তাঁর সম্মুখে বসালেন এবং আমার কপালে হাত বুলিয়ে

তিনবার বরকতের দু'আ করলেন। তারপর বললেন, যাও, মাসজিদুল হারামে আযান দাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে দেব? তখন তিনি আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন যেভাবে তোমরা এখন আযান দিচ্ছ–

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

তিনি ফজরের প্রথম আযানে– الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ দু' বার বলা শিক্ষা দেন।

তিনি আমাকে ইক্বামাত শিক্ষা দেন দু' বার করে...... ।

" اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.

ইবনু জুরাইজ বলেন, 'উসমান (রা.) এ পূর্ণ হাদীসটি তাঁর পিতা এবং উম্মু 'আবদুল মালিক ইবনু আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে। আর তাঁরা দু'জনে আবূ মাহযূরাহ্ (রা.) হতে শুনেছেন। [সহীহ্।]

٧ – باب أَذَانِ الْمُنْفَرِدَيْنِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায়– ৭: সফর অবস্থায় একা একা নামায আদায়কারীর আযান

٦٣٤ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ " إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا " .

৬৩৪. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি এবং আমার চাচাত ভাই নাবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা দু'জন যখন ভ্রমণে যাবে, আযান দিবে এবং ইক্বামাত দিবে, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামত করবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৭৯; বুখারী হা. ৬৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪২১]

٨ – بَابُ اجْتِزَاءِ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الْحَضَرِ অধ্যায়–৮: বাড়িতে অন্য লোকের আযান যথেষ্ট হওয়া

٦٣٥ - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَاهُ مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: " ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا عِنْدَهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ " .

৬৩৫. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (কয়েকজন) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলাম, তখন আমরা সবাই ছিলাম বয়সে যুবক ও সমবয়স্ক। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে বিশ দিন থাকি। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও বিনম্র অন্তরের লোক ছিলেন। তাঁর ধারণা হলো যে, আমরা বাড়িতে

যেতে আগ্রহী। তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, বাড়িতে কাদেরকে রেখে এসেছ? আমরা তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের বাড়িতে চলে যাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে থাক। তাদেরকে (দীন) শিক্ষা দাও এবং তাদেরকে (সৎকাজের) আদেশ দাও যখন নামাযের সময় আসে তখন যেন তোমাদের কেউ আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে যেন নামাযের ইমামত করে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস]

٦٣٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ هُوَ حَيٌّ أَفَلاَ تَلْقَاهُ . قَالَ أَيُّوبُ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمَّا كَانَ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ فَذَهَبَ أَبِي بِإِسْلاَمِ أَهْلِ حِوَائِنَا فَلَمَّا قَدِمَ اسْتَقْبَلْنَاهُ فَقَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقًّا فَقَالَ: " صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا " .

৬৩৬. আইয়ূব (রহ.) আবূ ক্বিলাবাহ্ (রা.) হতে, তিনি 'আমর ইবনু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেন। (আইয়ূব বলেন) আবূ ক্বিলাবাহ্ (রা.) আমাকে বললেন যে, 'আম্র ইবনু সালামাহ্ (রা.) এখনও জীবিত আছেন, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন না কেন? আইয়ূব বলেন, আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, মক্কা বিজয়ের পরে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই দ্রুত ইসলাম কবূল করতে শুরু করে। আমাদের সম্প্রদায়ের সবার পক্ষ হতে আমার পিতা ইসলাম কবূলের ঘোষণা দিতে যান। তিনি ফিরে আসার পরে আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই আল্লাহর সত্য রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বললেন, অমুক নামায অমুক সময়ে পড়বে এবং যখন নামাযের সময় হবে তোমাদের মধ্য হতে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যার কুরআন বেশি জানা আছে সে ইমামতি করবে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২১৩, ৩৮৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৯৯, ৬০২; বুখারী হা. ৪৩০২]

অধ্যায়– ৯: এক মাসজিদের জন্যে দু'জন মুয়াযযিন ٩ – بَابُ الْمُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ

٦٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " .

৬৩৭. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দেয়, সুতরাং ইবনু উম্মু মাকতূমের আযান শুনা পর্যন্ত তোমরা (সাহরীর সময়) পানাহার করতে পার। [সহীহ।]

٦٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " .

৬৩৮. সালিম (রহ.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতে আযান দেয়। সুতরাং উম্মু মাকতূমের আযান শুনা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২০৩; বুখারী হা. ২৬৫৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৪০৩]

١٠ – باب هَلْ يُؤَذِّنَانِ جَمِيعًا أَوْ فُرَادَى

অধ্যায়– ১০: দু'জন মুয়াযযিন একই সময়ে আযান দিবে, না পৃথক পৃথক আযান দিবে

٦٣٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا .

৬৩৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন বিলাল (রা.) আযান দেয় তখন হতে ইবনু উম্মু মাকতূমের আযান পর্যন্ত তোমরা পানাহার করবে। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, দু' আযানের মধ্যে খুব বেশি ব্যবধান হত না। একজন আযান দিয়ে নেমে আসত, অন্যজন আযান দিতে উঠত। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ১/২৩৬]**

٦٤٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ، أُنَيْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَّنَ بِلاَلٌ فَلاَ تَأْكُلُوا وَلاَ تَشْرَبُوا " .

৬৪০. উনাইসাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইবনু উম্মু মাকতূম আযান দেয় তখন তোমরা পানাহার কর এবং যখন বিলাল (রা.) আযান দেয় তখন আর পানাহার করবে না। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ১/২৩৬]**

অধ্যায়– ১১: নামাযের ওয়াক্তের আগে আযান দেয়া ١١ – بَابُ الأَذَانِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ

٦٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . يَعْنِي فِي الصُّبْحِ .

৬৪১. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল রাতে তোমাদের নিদ্রিত লোকদের জাগানোর জন্যে এবং নামাযরত লোকদের ফিরিয়ে আনার জন্যে আযান দেন। এ রকম হলে (সুবহে কাযিবের প্রকাশে) ফজর হয় না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৬৯৬; বুখারী হা. ৬২১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৪০৮]**

অধ্যায়– ১২: ফজরের আযানের সময় প্রসঙ্গে ١٢ – بَابُ وَقْتِ أَذَانِ الصُّبْحِ .

٦٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ سَائِلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلاَلاً فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَخَّرَ الْفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ " هَذَا وَقْتُ الصَّلاَةِ " .

৬৪২. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা.)-কে আযান দেয়ার জন্যে আদেশ দেন। বিলাল (রা.) ভোর হওয়ার সাথে সাথে আযান দিলেন। পরবর্তী দিন ফর্সা হওয়া পর্যন্ত তিনি ফজরের নামাযে দেরী করেন। এরপর বিলাল (রা.)-কে ইক্বামাত বলার আদেশ দেন এবং নামায আদায় করেন। তারপর বলেন, এটাই ফজরের নামাযের সময়। [সানাদ সহীহ। **৫৪৪ নং আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১৩: আযান দেয়ার সময় মুয়াযযিন কি করবে? ١٣ – بَابٌ كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ

٦٤٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالاً .

৬৪৩. আবূ জুহাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকটে হাজির হলাম। তখন বিলাল (রা.) বের হলেন এবং আযান দিলেন। তিনি আযান দেয়ার সময় ডান দিকে এবং বাম দিকে এভাবে মুখ ফিরালেন। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ২৩৩; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৩৩]**

١٤ – بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ অধ্যায়– ১৪: উচ্চস্বরে আযান দেয়া

٦٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِك، قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيُّ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৬৪৪. 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ সা'আহ্ আনসারী আল-মাযিনী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁকে বলেন যে, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে দেখি তুমি বকরী চরাতে এবং মাঠে থাকতে ভালবাস, যখন তুমি তোমার বকরীর পালের নিকট মাঠে থাক এবং নামাযের জন্যে আযান দাও তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কারণ মুয়ায্যিনের আওয়াজ যে পর্যন্ত পৌঁছবে কিয়ামতের দিন ঐ স্থানের সকল জিন, মানুষ এবং প্রত্যেকটি বস্তু তার জন্যে সাক্ষী দিবে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি। [সহীহ। বুখারী হা. ৬০৯১]

٦٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ – قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعَهُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ " .

৬৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, মুয়ায্যিনের আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস (অর্থাৎ জীবন্ত ও মৃত) তার (ঈমানের) সাক্ষী দিবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭২৪]

٦٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ " .

৬৪৬. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম কাতারে নামায আদায়কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও তাদের জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। মুয়ায্যিনকে তার আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে সব শুষ্ক ও আর্দ্র জিনিস তার আওয়াজ শুনে তারা তাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয় এবং তাকে তার সঙ্গে নামায আদায়কারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার দেয়া হয়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৯৭]

١٥ – بَابُ التَّثْوِيبِ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ

অধ্যায়– ১৫: ফজরের আযানে 'আস্সালা-তু খাইরুম্ মিনান্নাওম' অতিরিক্ত বলা

٦٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

৬৪৭. আবূ মাহ্যূরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্যিন ছিলাম। আমি ফজরের প্রথম আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পরে বলতাম– الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৫১৬]

٦٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ بِأَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ .

৬৪৮. ইয়াহ্ইয়া ও 'আবদুর রহমান (র.)-এর সূত্রে বর্ণিত যে, সুফ্ইয়ান এ সানাদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, এ সানাদে উল্লিখিত আবূ জা'ফার তিনি আবূ জা'ফার ফাররা নন। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ১৬: আযানের শেষ বাক্য প্রসঙ্গে ١٦ – باب آخِرِ الأَذَانِ

٦٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ آخِرُ الأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

৬৪৯. বিলাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আযানের শেষ বাক্যগুলো এরূপ–.اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ [সহীহ্।]

٦٥٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلاَلٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

৬৫০. আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-এর আযানের শেষ বাক্যগুলো ছিল এরূপ– اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ [সানাদ সহীহ।]

٦٥١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، مِثْلَ ذَلِكَ .

৬৫১. আ'মাশ সূত্রে ইবরাহীম (র.)-এর বরাতে আসওয়াদ (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। [সানাদ সহীহ।]

٦٥٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ آخِرَ الأَذَانِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ .

৬৫২. আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.)-এর আযানের শেষ বাক্য ছিল– لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ [সানাদ সহীহ।]

١٧ – بَابُ الأَذَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ، فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

অধ্যায়– ১৭: বৃষ্টির রাতে জামা'আতে হাজির না হয়ে অন্যত্র সালাত আদায় করলে আযান দেয়া

٦٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا رَجُلٌ، مِنْ ثَقِيفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُنَادِيَ النَّبِيِّ، ﷺ يَعْنِي فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فِي السَّفَرِ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

৬৫৩. 'আমর ইবনু আওস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সাকীফ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, সে সফর অবস্থায় বৃষ্টির এক রাতে নাবী ﷺ-এর ঘোষককে নামাযের জন্যে আসো, কল্যাণের জন্য আসো। এর পরে বলতে শুনেছেন– "সকলেই আপন স্থানে নামায আদায় করে নাও।" [সানাদ সহীহ।]

٦٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ .

৬৫৪. নাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) এক রাতে নামাযের জন্যে আযান দেন। সে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল ও প্রচণ্ড বাতাস বইতে ছিল। তিনি আযানে বলেন, أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ "সকলেই আপন আপন জায়গায় নামায আদায় করে নাও।" কারণ, ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায্যিনকে এ কথা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিতেন যে, সকলেই আপন স্থানে নামায আদায় করে নাও। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ৫৫৩; বুখারী হা. ৬৬৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৭৯]**

١٨ - بَابُ الأَذَانِ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا

অধ্যায়- ১৮: যে ব্যক্তি দু' নামায একত্রে আদায় করবে, প্রথম নামাযের ওয়াক্তে তার আযান

٦٥٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৬৫৫. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর করে 'আরাফায় পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, নামিরাহ্ নামক স্থানে তাঁর জন্যে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। তিনি সেখানে নামলেন। যখন সূর্য ঢলে পড়ল কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে হাওদা স্থাপন করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। তার জন্যে হাওদা স্থাপন করা হলো, এরপর তিনি বাত্নি ওয়াদী নামক জায়গায় পৌঁছার পরে লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তারপর বিলাল (রা.) আযান দিলেন এবং ইক্বামাত বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের নামায আদায় করলেন। আবার বিলাল (রা.) ইক্বামাত বললে তিনি 'আস্রের নামায আদায় করলেন। আর এ দু' নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আর কোন নামায আদায় করলেন না। [সহীহ। **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৮১৫; এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ।]**

١٩ - بَابُ الأَذَانِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الأُولَى مِنْهُمَا .

অধ্যায়- ১৯: যে ব্যক্তি দু' ওয়াক্ত নামায একত্রে, প্রথম নামাযের সময় চলে যাওয়ার পরে পড়বে তার আযান

٦٥٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

৬৫৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পথ চলতে চলতে মুযদালিফায় পৌঁছলেন। সেখানে এক আযান ও দু' ইক্বামাতের সাথে মাগরিব ও 'ইশার নামায আদায় করলেন, এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি আর কোন নামায আদায় করেন নি। [সহীহ। **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৮১৫]**

٦٥٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَهُ بِجَمْعٍ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَالَ: الصَّلاَةَ . فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: هَكَذَا صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ .

৬৫৭. সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর সাথে মুযদালিফায় ছিলাম। যখন আযান ও ইক্বামাত দেয়া হল তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে মাগরিবের নামায আদায় করেন। তারপর তিনি বলেন, (আবার) নামায আদায় কর এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে 'ইশার দু' রাক'আত নামায আদায় করেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা আবার কোন্ নামায? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এ স্থানে এরূপেই নামায আদায় করেছি। [ثم قال ব্যতীত হাদীসটি সহীহ। সঠিক হল ثم أقام সহীহ আবু দাউদ হা. ১৬৮৩]

٢٠ – باب الإِقَامَةِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

অধ্যায়– ২০: যে ব্যক্তি দু' ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করবে তার ইক্বামাত

٦٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৬৫৮. সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মুযদালিফায় এক ইক্বামাতের সাথে মাগরিব ও 'ইশার নামায আদায় করেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনিও এরূপ করেছেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ-ও এরূপ করেছেন। [শায। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৭৭; বুখারীতে আছে كل واحدمنهما بإقامة-এর প্রতিটি নামাযের জন্যে ইক্বামাত দেন। আর এটিই সঠিক। তিরমিযী হা. ৮৯৪]

٦٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

৬৫৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মুযদালিফায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক ইক্বামাতে দু' নামায আদায় করেছেন। [শায। সঠিক হল– لكل صلاة بإقامة]

٦٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلاَ بَعْدُ .

৬৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় দু' নামায একসাথে আদায় করেছেন এবং দু' নামায তিনি পৃথক ইক্বামাতে আদায় করেন এবং দু' নামাযের কোনটিরই আগে বা পরে কোন নফল নামায আদায় করেন নি। [সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১৬৮৪; বুখারী হা. ১৬৭৩]

অধ্যায়– ২১: ক্বাযা নামাযের আযান ٢١ – بَابُ الأَذَانِ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

٦٦١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِصَلاَةِ

الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا.

৬৬১. আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা আমাদেরকে যুহরের নামায হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ব্যস্ত রেখেছিল। তা যুদ্ধের সময় সালাতুল খওফ সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা। তারপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন– وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ "যুদ্ধে মু'মিনদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।" (৩৩ ঃ ২৫)

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা.)-কে ইক্বামাত দেয়ার আদেশ করলেন। তিনি যুহরের নামাযের ইক্বামাত দেন। নাবী ﷺ নামাযের প্রকৃত ওয়াক্তে আদায় করার মতো যুহরের ক্বাযা নামায আদায় করেন। পরে 'আস্‌রের জন্যে ইক্বামাত বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন নামাযের প্রকৃত ওয়াক্তে আদায় করার ন্যায় 'আস্‌রের কাযা নামায আদায় করেন। তারপর মাগরিবের আযান দেয়া হয় এবং তা নির্ধারিত সময়ে আদায় করার ন্যায় আদায় করেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১/২৫৭]**

٢٢ – بَابُ الاجْتِزَاءِ لِذَلِكَ كُلِّهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَالإِقَامَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

অধ্যায়– ২২ঃ নির্ধারিত সময়ের ও ক্বাযা নামাযের জন্যে এক আযান যথেষ্ট তবে প্রত্যেক নামাযের জন্যে পৃথক ইক্বামাত বলা

٦٦٢ - أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

৬৬২. আবূ 'উবাইদাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) বলেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নাবী ﷺ-কে চার ওয়াক্ত নামায হতে ব্যস্ত রেখেছিল। পরে তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন, বিলাল (রা.) আযান দেন, পরে ইক্বামাত দেন। নাবী ﷺ যুহরের নামায আদায় করেন। আবার ইক্বামাত দেন এবং 'আস্‌রের নামায আদায় করেন। আবার ইক্বামাত বলা হয় ও মাগরিবের নামায পড়েন। আবার ইক্বামাত বলা হয় এবং তিনি 'ঈশার নামায পড়েন। **[পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ। ৬২১ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٣ – بَابُ الاكْتِفَاءِ بِالإِقَامَةِ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অধ্যায়– ২৩ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্যে ইক্বামাত বলাই যথেষ্ট

٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا فَأَقَامَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَصَلَّيْنَا وَأَقَامَ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ فَصَلَّيْنَا ثُمَّ طَافَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ" .

৬৬৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলাম, মুশরিকরা আমাদেরকে যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব ও 'ইশার নামায আদায় করার সুযোগ দেয়নি। যখন তারা চলে গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুয়ায্‌যিনকে ইক্বামাত দেয়ার আদেশ দিলেন। তারপর যুহরের নামাযের জন্যে ইক্বামাত বলা হলে আমরা নামায পড়লাম। আবার 'আস্‌রের নামাযের জন্যে ইক্বামাত বলা হলে আমরা নামায পড়লাম। পরে মাগরিবের জন্যে ইক্বামাত বলা হলে আমরা নামায আদায় করলাম। পুনরায় 'ইশার নামাযের ইক্বামাত বলা হল এবং আমরা নামায আদায় করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এখন জমিনের উপর তোমরা ব্যতীত এমন আর কোন দল নেই যারা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতেছে। [যঈফ। ৬২২ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٤ - بَابُ الإِقَامَةِ لِمَنْ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ

অধ্যায়- ২৪: নামাযের কোন রাক'আত ভুলে গেলে ইক্বামাত বলা প্রসঙ্গ

٦٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِي: أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ؟ قُلْتُ: لاَ، إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ . قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

৬৬৪. মু'আবিয়াহ্ ইবনু খুদাইজ (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়েন এবং সালাম ফিরান। কিন্তু এক রাক'আত নামায তাঁর বাকী রয়ে গিয়েছিল। এক ব্যক্তি তা মনে করিয়ে দিলেন এবং বললেন, আপনি এক রাক'আত নামায ভুলে গিয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করেন এবং বিলাল (রা.)-কে ইক্বামাত দিতে বললেন, বিলাল (রা.) ইক্বামাত দিলেন। তিনি লোকেদেরকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করেন। আমি যখন এ ঘটনা লোকের কাছে বর্ণনা করি তখন তারা আমাকে বলল, আপনি কি লোকটিকে চিনেন? আমি বললাম, না, তাঁকে আমি চিনি না। তবে তাঁকে দেখলে চিনতে পারব। সে ব্যক্তি আমার সম্মুখে এলে আমি বললাম, ইনিই সে লোক। লোকেরা বলল, ইনি হলেন- ত্বালহাহ্ ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা.)। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৩৮]

অধ্যায়- ২৫: রাখালের আযান দেয়া প্রসঙ্গে ٢٥ - بَابُ أَذَانِ الرَّاعِي

٦٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رُبَيِّعَةَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُؤَذِّنُ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَرَاعِي غَنَمٍ أَوْ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ . فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي غَنَمٍ .

৬৬৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু রুবাইয়ি'আহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একবার সফরে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির আযানের শব্দ শুনতে পেলেন। নিয়মানুযায়ী তিনি জবাবে মুয়ায্‌যিনের অনুরূপ বাক্য বললেন, তারপর বললেন যে, এ লোক কোন রাখাল বা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হবে। এরপর তাঁরা লক্ষ্য করে দেখলেন যে, সে একজন রাখাল। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়- ২৬: একা নামায আদায়কারীর আযান দেয়া ٢٦ - بَابُ الأَذَانِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ

٦٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " .

৬৬৬. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমার রব সে ব্যক্তির উপরে সন্তুষ্ট হন, যে পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে বকরী চরায় এবং নামাযের জন্যে আযান দেয় ও নামায আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আমার এ বান্দাকে দেখ, সে আযান দিচ্ছে এবং নামায কায়িম করছে ও আমাকে ভয় করছে। আমি আমার এ বান্দাকে মাফ করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।" [সহীহ। সহীহাহ্ হা. ৪১; ইরউয়াউল গালীল ২১৪ সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৮৬]

٢٧ – بَابُ الإِقَامَةِ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ
অধ্যায়– ২৭: একা নামায আদায়কারীর ইক্বামাত দেয়া

٦٦٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ فِي صَفِّ الصَّلاَةِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ......

৬৬৭. রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের কাতারে বসা ছিলেন এমন সময় ....আল হাদীস। এতে আছে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তুমি ওযূ করবে অতঃপর তাশাহ্হুদ (ওযূর দু'আ) পড়বে তারপর ইক্বামাত বলবে। এরপর তাকবীর দিবে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮০৭]

٢٨ – بَابُ كَيْفَ الإِقَامَةُ؟ অধ্যায়– ২৮: ইক্বামাত কিভাবে দিতে হয়?

٦٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَذَانِ، فَقَالَ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ .

৬৬৮. জামে মাসজিদের মুয়ায্যিন আবুল মুসান্না (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে আযান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আযানের শব্দগুলো দু'বার এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো এক একবার বলা হত। কিন্তু তুমি যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ বলবে (তখন দু' বার বলবে)। কারণ নাবী ﷺ-এর মুয়ায্যিন দু' দু'বার বলতেন। আমরা যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ বলার আওয়াজ শুনতাম তখন ওযূ করতাম এবং নামাযের জন্যে বের হতাম। [সহীহ। ৬২৮ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٩ – بَابُ إِقَامَةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ
অধ্যায়– ২৯: প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের জন্যে ইক্বামাত বলা

٦٦٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِصَاحِبٍ لِي " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا " .

৬৬৯. মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং আমার এক সাথীকে বললেন, যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমরা আযান দিবে। পরে ইক্বামাত দিবে এবং যে তোমাদের মাঝে বড় সে ইমামত করবে। [সহীহ। ৬৩৪ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ৩০: আযান দেয়ার ফযীলত ٣٠ - بَابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

٦٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الْمَرْءُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ".

৬৭০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয় তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যেন সে আযানের আওয়াজ না শুনে। আযান শেষ হলে সে আবার আসে। তারপর নামাযের জন্যে ইক্বামাত আরম্ভ হলে সে আবার পালিয়ে যায় ইক্বামাত বলা শেষ হলে পুনরায় আসে এবং মুসল্লীদের মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং যে সকল বিষয় তার মনে ছিল না সে সকল বিষয়ে সে বলতে থাকে অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর। অবশেষে সে ব্যক্তি এমন হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাক'আত নামায আদায় করেছে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫২৯; বুখারী হা. ৬০৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৫৬; কালিমুত তাইয়্যিব ৬৮; সহীহাহ ৫২]

অধ্যায়- ৩১: আযানের জন্যে লটারী করা ٣١ - بَابُ الاسْتِهَامِ عَلَى التَّأْذِينِ

٦٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " .

৬৭১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ যদি জানত যে, আযান দেয়া এবং নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কি মর্যাদা রয়েছে, তবে তা পাবার জন্যে লটারী ছাড়া উপায় না থাকলে তারা এর জন্যে লটারী করত। আর তারা যদি জানত যে, দ্বি-প্রহরের (যুহর ও জুমু'আহ্) নামাযের প্রথম সময়ে গমনে কি রয়েছে তবে তার দিকে তাড়াতাড়ি ধাবিত হত। আর তারা যদি জানত 'ইশা ও ফজরের নামাযে কি রয়েছে তা হলে উভয় নামাযের জন্যে অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে হলেও হাজির হত। [সহীহ। বুখারী হা. ৬১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৭৬]

٣٢ - بَابُ اتِّخَاذِ الْمُؤَذِّنِ الَّذِي لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا
অধ্যায়- ৩২: এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন বানানো, যে আযানের পারিশ্রমিক নেয় না

٦٧٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . فَقَالَ " أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا " .

৬৭২. 'উসমান ইবনু আবুল 'আস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমার কওমের ইমাম বানিয়ে দিন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে যাও) তুমি তাদের ইমাম। তবে তাদের দুর্বল লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে (নামায দীর্ঘ করায় তাদের যেন কষ্ট না হয়) এবং যে ব্যক্তি আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেয় না তাকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করে নিবে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ১৪৯২; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৪১]

٣٣ - بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

অধ্যায়– ৩৩: মুয়ায্‌যিন আযানে যে শব্দ উচ্চারণ করবে শ্রোতারাও অনুরূপ শব্দ বলবে

٦٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .

৬৭৩. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা আযানের শব্দ শুনবে তখন (উত্তরে) মুয়ায্‌যিনের শব্দের অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭২০; বুখারী হা. ৬১১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৪৭]

٣٤– بَابُ ثَوَابِ ذَلِكَ অধ্যায়– ৩৪: আযানের উত্তর দেয়ার সাওয়াব প্রসঙ্গে

٦٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنَ خَالِدٍ الزُّرَقِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِلاَلٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

৬৭৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম। এমন সময় বিলাল (রা.) আযান দেয়ার জন্যে দাঁড়ালেন। তিনি আযান শেষ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে তা বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [হাসান। তা'লীকুর রাগীব ১/১১৩]

٣٥ – بَابُ الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَتَشَهَّدُ الْمُؤَذِّنُ অধ্যায়– ৩৫: মুয়ায্‌যিনের অনুরূপ শাহাদাতের বাক্য বলা

٦٧٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَتَشَهَّدَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي هَكَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৬৭৫. মুজাম্মি' ইবনু ইয়াহ্ইয়া আল-আনসারী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (রা.)-এর নিকটে বসা ছিলাম। এমন সময় মুয়ায্‌যিন আযান দিলেন। তিনি দু'বার اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ বললেন। তিনিও দু'বার বললেন, মুয়ায্‌যিন أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ বললেন, তিনিও দু'বার বললেন, মুয়ায্‌যিন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ বললেন, তিনিও দু'বার বললেন, তারপর তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৯১৪]

٦٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ .

৬৭৬. আবূ উমামাহ্ ইবনু সাহল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুয়ায্‌যিনের আযান শুনতেন তখন তাঁকে মুয়ায্‌যিনের ন্যায় বাক্য বলতে শুনেছি। [এর সানাদ হাসান।]

٣٦ – بَابُ الْقَوْلِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ

অধ্যায়- ৩৬: মুয়াযযিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বলবেন, শ্রোতাগণ কি বলবে?

٦٧٧ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، أَنَّ عِيسَى بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ إِنِّي عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ فَلَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ .

৬৭৭. 'আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ (রা.)-এর নিকটে ছিলাম। যখন তাঁর মুয়াযযিন আযান দিলেন তখন মু'আবিয়াহ্ সে বাক্যগুলো বললেন, যেগুলো মুয়াযযিন বলছিলেন। মুয়াযযিন যখন বললেন, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ তখন তিনি বললেন, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ মুয়াযযিন যখন حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ বললেন, তিনি বললেন, لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ তারপর মুয়াযযিন যে বাক্য বললেন, তিনিও সে বাক্য বললেন। তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি। [হাসান।]

٣٧ – بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الأَذَانِ

অধ্যায়- ৩৭: আযানের পরে নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পড়া

٦٧٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عَلْقَمَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ " .

৬৭৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুন তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বলবে এবং আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ তাঁর উপর দশবার রহমত বর্ষণ করনে। তারপর আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলা চাইবে, কারণ ওয়াসীলা বেহেশতের একটি মনযিল। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য হবে না। আশা করি, আমিই হব সে ব্যক্তি। অতএব, যে ব্যক্তি আমার জন্যে ওয়াসীলা চাইবে, তার জন্যে আমার সুপারিশ অবধারিত হবে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৮৭৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৪৮]

অধ্যায়- ৩৮: আযানের দু'আ প্রসঙ্গে ٣٨ – بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

٦٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ " .

৬৭৯. সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনকে أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ বলতে শুনে এবং তখন বলে–

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً.

"আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি স্বতস্ফূর্তভাবে আল্লাহকে রব, ইসলামকে আমার দীন, মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল মেনে নিয়েছি।" তার সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭২১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৫০]**

٦٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

৬৮০. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শোনার সময় এ দু'আ পড়বে–

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ.

"হে আল্লাহ! এ পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের মালিক। মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওয়াসীলা (জান্নাতের সর্বোত্তম মর্যাদা) এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন। তাঁকে আপনার ওয়াদাকৃত মাকামে মাহমূদে (শাফা'আতের মাকামে) পৌঁছিয়ে দিন।" সে নিশ্চয়ই ক্বিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ পাবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭২২; বুখারী হা. ৬১৪]**

٣٩ – بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

অধ্যায়– ৩৯: আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায প্রসঙ্গে

٦٨١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ كَهْمَسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ " .

৬৮১. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দু' আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে। প্রত্যেক দু' আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে প্রত্যেক দু' আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায রয়েছে। যার ইচ্ছা হয় সে যেন আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে নামায আদায় করে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬২; বুখারী হা. ৬২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮১৭]**

٦٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذَلِكَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ .

৬৮২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়ায্যিন আযান শেষ করলে নাবী ﷺ-এর কোন কোন সাহাবা মাসজিদের খুঁটির কাছে যেতেন এবং নাবী ﷺ (হুজরা হতে) বাইরে আসা পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। মাগরিবের পূর্বেও তাঁরা (নফল) নামায আদায় করতেন। তবে মাগরিবের আযান ও ইক্বামাতের মধ্যে বেশি দেরী করা হত না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬৩; মুসলিম অনুরূপ; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮১৬]**

٤٠ – بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

অধ্যায়– ৪০: আযানের পর মাসজিদ হতে বাইরে যেতে কঠোরতা আরোপ প্রসঙ্গে

٦٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ حَتَّى قَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৬৮৩. আবূ শা'সা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, এক ব্যক্তি আযানের পর মাসজিদ হতে বের হল এবং সেখান হতে চলে গেল। তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসিম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্য হল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৩৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৭৫]**

٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو صَخْرَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৬৮৪. আবূ শা'সা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের জন্যে আযান দেয়ার পর এক ব্যক্তি মাসজিদ হতে বের হয়ে গেল। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি আবুল কাসিম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ হল। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

٤١ – بَابُ إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِينَ الأَئِمَّةَ بِالصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৪১: নামায শুরু করার সময় সম্পর্কে মুয়ায্যিন কর্তৃক ইমামকে জানানো

٦٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ .

৬৮৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ 'ইশার নামাযের পর থেকে ফজরের নামায পর্যন্ত সময়ে এগার রাক'আত নামায আদায় করতেন এবং প্রতি দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন। বিত্‌রের এক রাক'আত নামায আদায় করতেন। তিনি এত দীর্ঘ সাজদাহ্ করতেন যে, সে সময়ে তোমাদের একজন কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে পারে। তারপর মাথা উঠাতেন। মুয়ায্যিন আযান দেয়া শেষ করলে তিনি ফজরের নামাযের সময় জাগ্রত হয়ে দু' রাক'আত সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করতেন এবং ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। মুয়ায্যিন ইক্বামাতের সময় তাঁর কাছে আসত। তিনি তার সাথে বের হয়ে যেতেন। এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন কোন বর্ণনাকারী কোন কোন বর্ণনা করার চেয়ে কিছু বেশি বর্ণনা করেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৫৮; বুখারী হা. ৯৯৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৯৫]**

٦٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَوَصَفَ أَنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَثْقَلَ فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ وَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৬৮৬. কুরাইব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কিভাবে নামায আদায় করতেন সে বিষয় প্রশ্ন করি। বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রসহ এগার রাক'আত নামায আদায় করলেন। তারপর নিদ্রায় গেলেন। এমনকি নিদ্রা গভীর হলো আমি দেখলাম যে তাঁর নাকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এমন সময় বিলাল (রা.) তাঁর কাছে আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের সময় হয়েছে। তিনি উঠেন এবং দুই রাক'আত নামায আদায় করেন। তারপর লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। (তবে) তিনি ওযূ করেন নি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৩৪, ১২৩৭; বুখারী হা. ৬৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৬৮]**

٤٢ - بَابُ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ

অধ্যায়- ৪২: ইমাম বের হওয়ার সময় মুয়ায্‌যিন কর্তৃক ইক্বামাত বলা

٦٨٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ " .

৬৮৭. আবূ ক্বাতাদাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নামাযের ইক্বামাত দেয়া হলে আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৯৭; বুখারী হা. ৬৩৭, ৬৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৫৩, ১২৫৪]**

بسم الله الرحمن الرحيم

٨-كِتَابُ الْمَسَاجِد

পর্ব- ৮: মাসজিদ

١ - بَابُ الْفَضْلِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِد অধ্যায়- ১: মাসজিদ নির্মাণ করার ফযীলত প্রসঙ্গ

٦٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

৬৮৮. 'আম্‌র ইবনু 'আবাসাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি মাসজিদ তৈরি করবে, যাতে আল্লাহকে স্মরণ করা হবে, আল্লাহ তা'আলা বেহেশতে তার জন্যে একখানা ঘর তৈরি করবেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৩৫]

٢ - بَابُ الْمُبَاهَاةِ فِي الْمَسَاجِد অধ্যায়- ২: মাসজিদের ব্যাপারে গর্ব করা

٦٨٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " .

৬৮৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, মাসজিদের ব্যাপারে লোকের অহংকার করা ক্বিয়ামাতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ২৭৫]

٣ - بَابُ ذِكْرِ أَيِّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً অধ্যায়- ৩: প্রথম নির্মিত মাসজিদের আলোচনা

٦٩٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السِّكَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلاً؟ قَالَ: " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " . قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: " الْمَسْجِدُ الأَقْصَى ". قُلْتُ: وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: " أَرْبَعُونَ عَامًا وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ " .

৬৯০. ইবরাহীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাস্তায় বসে আমার পিতার কাছে কুরআন পাঠ করতাম, যখন আমি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করতাম তিনি সাজদাহ্ করতেন, আমি বললাম, আব্বা! আপনি রাস্তায় সাজদাহ্ করেলেন? তিনি বললেন, আমি আবূ যার (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম, কোন্ মাসজিদটি প্রথম তৈরি হয়? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মাসজিদুল আক্বসা। আমি বললাম, এতদুভয়ের মাঝে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর, আর জমিন তোমার জন্যে মাসজিদ। অতএব, যেখানেই নামাযের সময় হবে নামায আদায় করবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৫৩; বুখারী হা. ৩৪২৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৫৩]

অধ্যায়– ৪: মাসজিদে হারামে নামাযের ফযীলত ٤ – بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

٦٩١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " الصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ " .

৬৯১. ইবরাহীম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'বাদ ইবনু 'আব্বাস (র.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ এর বিবি মাইমূনাহ্ (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদে নামায পড়বে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তাতে এক ওয়াক্ত নামায আদায় করা মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মাসজিদে এক হাজার নামায আদায় করার চেয়েও উত্তম। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪/১৪৫]

অধ্যায়– ৫: কা'বায় নামায পড়া ٥ – بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

٦٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

৬৯২. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামাহ্ ইবনু যাইদ (রা.), বিলাল (রা.) এবং 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ (রা.) কা'বায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা খুললেন, তখন প্রথম আমিই প্রবেশ করলাম। বিলাল (রা.)-এর সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি.তার ভেতরে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি ইয়ামানী দুই স্তম্ভের মাঝে নামায পড়েছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩০৬৩; বুখারী হা. ১৫৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩০৯৮]

٦ – بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَالصَّلَاةِ فِيهِ
অধ্যায়– ৬: মাসজিদুল আকসার ভিতরে নামায পড়ার ফযীলত

٦٩٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ﷺ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلاَلاً ثَلاَثَةً، سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لاَ يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

৬৯৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইবনু দাউদ ('আ) যখন বায়তুল মাক্বদিস তৈরি করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনটি জিনিস চাইলেন, তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলেন এমন ফায়সালা যা তাঁর ফায়সালার মতো হয় তাঁকে তা প্রদান করা হল। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইলেন এমন রাজ্য, যার অধিকারী তারপর আর কেউ না হয়। তাও তাঁকে দেয়া হল। আর যখন তিনি মাসজিদ তৈরির কাজ শেষ করলেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে নামাযের জন্যে আসবে তাকে যেন পাপ থেকে মুক্ত করে দেন ঐদিনের মতো যেদিন তাকে তার মা প্রসব করেছিল। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪০৮]

٧ – بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّلاَةِ فِيهِ

অধ্যায়- ৭: নাবী ﷺ-এর মাসজিদে ও এর ভিতরে নামায পড়ার ফযীলত

٦٩٤ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدُهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعَنَا أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلاَوَمْنَا أَنْ لاَ نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ " .

৬৯৪. আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান এবং জুহানীদের মুক্তদাস আবূ 'আবদুল্লাহ আল-আগার (র.) হতে বর্ণিত। যাঁরা আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর ছাত্র ছিলেন, তাঁরা আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, মাসজিদে নবীর এক নামায মাসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মাসজিদের এক হাজার নামায হতে উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ নাবী, আর তাঁর মাসজিদ সর্বশেষ মাসজিদ। আবূ সালামাহ্ এবং আবূ 'আবদুল্লাহ বলেন, আমাদের সন্দেহ ছিল না যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস থেকে এটা বর্ণন করতেন। আব হুরাইরাহ্ (রা.) এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যদি শুনেই থাকতেন তার থেকে বর্ণনা করলেন না কেন? আমরা এ অবস্থায় ছিলাম এমন সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনু ক্বারিয আমাদের কাছে এসে বসলেন তখন আমরা এ হাদীসের ব্যাপারে আলোচনা করলাম এবং আমরা যে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর হাদীসের বর্ণনায় তাঁকে প্রশ্ন করিনি তাও বললাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু ইব্‌রাহীম আমাদেরকে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি সর্বশেষ নাবী, আর এ মাসজিদ সর্বশেষ মাসজিদ। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪০৪; বুখারী হা. ১১৯০; "আমি সর্বশেষ নাবী আর তা সর্বশেষ মাসজিদ" অংশ বাদে। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৩৯]**

٦٩٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ " .

৬৯৫. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু যাইদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার ঘর এবং আমার মিম্বরর মধ্যস্থিত স্থান জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৪১৯১, ৪১৯৪; বুখারী হা. ১১৯৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৩১]**

٦٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ " .

৬৯৬. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, আমার এ মিম্বারের খুঁটিসমূহ জান্নাতের মধ্যেই স্থাপিত। **[সহীহ। আস-সহীহাহ্ হা. ২০৫০]**

٨ - بَابُ ذِكْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

অধ্যায়– ৮: তাক্বওয়ার উপর স্থাপিত মাসজিদ প্রসঙ্গে

٦٩٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ تَمَارَى رَجُلاَنِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَقَالَ الآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هُوَ مَسْجِدِيْ هَذَا " .

৬৯৭. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) দু' ব্যক্তি তাক্বওয়ার উপর নির্মিত প্রথম মাসজিদ সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। এক ব্যক্তি বলল, তা হল মাসজিদে কুবা, অন্যজন বলল, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাসজিদ, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তা হল আমার এ মাসজিদ। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৫০]

অধ্যায়– ৯: মাসজিদে কুবা ও তাতে নামায পড়ার ফযীলত ٩ - بَابُ فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَالصَّلاَةِ فِيهِ

٦٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

৬৯৮. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুবাতে যেতেন সওয়ার হয়ে এবং পায়ে হেঁটে। [সহীহ। বুখারী হা. ৩৭২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৫৪]

٦٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عِدْلُ عُمْرَةٍ " .

৬৯৯. সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বের হয়ে এ মাসজিদে কুবায় আসবে এবং তাতে নামায পড়বে এটা তার জন্যে এক 'উমরার সমান সাওয়াব হবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪১২]

١٠ - باب مَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ

অধ্যায়– ১০: যে মাসজিদের জন্যে সওয়ারী তৈরি করা যায়

٧٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " .

৭০০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন মাসজিদ ছাড়া অন্য কোন মাসজিদের দিকে সফর করা যাবে না। মাসজিদে হারাম, আমার এ মাসজিদ এবং মাসজিদে আক্বসা। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪০৯-১৪১০; বুখারী হা. ১১৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩২৪৭]

অধ্যায়– ১১: গির্জাকে মাসজিদ বানানো ١١ - بَابُ اتِّخَاذِ الْبِيَعِ مَسَاجِدَ

٧٠١ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلاَزِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيعَةً لَنَا فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا فَقَالَ: " اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا

الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا " . قُلْنَا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحَرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءَ يَنْشَفُ؟ . فَقَالَ " مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيبًا " . فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بِيعَتَنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالأَذَانِ . قَالَ: وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ فَلَمَّا سَمِعَ الأَذَانَ قَالَ: دَعْوَةُ حَقٍّ . ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِنْ تِلاَعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ .

৭০১. ত্বাল্‌ক্ব ইবনু 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার উদ্দেশে বের হলাম। পরে তাঁর কাছে বাই'আত হলাম এবং তাঁর সাথে নামায পড়লাম। আমরা তাঁকে অবহিত করলাম যে, আমাদের এলাকায় একটি গির্জা আছে। তারপর আমরা তাঁকে ওযূর অবশিষ্ট পানি দিতে অনুরোধ জানালাম। তিনি কিছু পানি আনিয়ে ওযূ এবং কুলি করলেন, তারপর একটি পাত্রে তা ঢেলে দিলেন। আর আমাদের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা যাও, যখন তোমাদের দেশে হাজির হবে তখন তোমরা তোমাদের ঐ গির্জাটি ভেঙ্গে ফেলবে আর সেখানে এ পানি ঢেলে দিবে। এরপর তাকে মাসজিদরূপে ব্যবহার করবে। আমরা বললাম, আমাদের দেশ অনেক দূরে, গরমও বেশি পানি শুকিয়ে যাবে। তিনি বললেন, এর সাথে আরো পানি মিশিয়ে নিবে। তাতে ঐ পানির সুঘ্রাণ আরও বাড়বে। আমরা তথা হতে বের হয়ে আমাদের দেশে হাজির হয়ে আমাদের গির্জাটি ভেঙ্গে ফেললাম। তারপর তার স্থানে পানি ঢেলে দিলাম আর ওটাকে মাসজিদরূপে রূপান্তর করলাম। আমরা তাতে আযান দিলাম। রাবী বলেন, প্রাদ্রী ছিল ত্বাইয়ী গোত্রের এক ব্যক্তি। সে আযান ধ্বনি শুনে বলল, এ তো সত্যের প্রতি ডাক। তারপর সে এক নিম্নভূমির দিকে চলে গেল, এরপর তাকে আমরা আর দেখিনি। **[সহীহ। তা'লীকাতুল হাস্‌সান ১১১৯; সহীহাহ্ ২৫৮২]**

١٢ - بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ أَرْضِهَا مَسْجِدًا

অধ্যায়- ১২: ক্ববরের জায়গা সমান করে মাসজিদ বানানো

٧٠٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فِي عُرْضِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه رَدِيفُهُ وَمَلأٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا " . قَالُوا وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ أَنَسٌ وَكَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

৭০২. আনাস ইবনু মলিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আসলেন তখন তিনি মদীনার এক পাশে বানূ 'আম্‌র ইবনু 'আওফ নামক এক গোত্রে নামলেন। তিনি তথায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বানূ নাজ্জারের লোকদের নিকট সংবাদ পাঠালে তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের গলায় তলোয়ার ঝুলিয়ে এলো। রাবী বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বাহনের উপর এবং আবূ বাক্‌র (রা.)-কে তাঁর বাহনের পিছনে দেখতে পাচ্ছি। আর বানী নাজ্জারের নেতারা তাঁর চারদিকে চলতে থাকলো। অবশেষে তিনি আবূ আইয়ূব (রা.)-এর ঘরের সম্মুখে নামলেন। তিনি নামাযের সময় যেখানেই থাকতেন

সেখানেই নামায পড়তেন। তারপর তাকে মাসজিদ তৈরি করার আদেশ দেয়া হলে তিনি নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে লোক পাঠালেন। তারা আগমন করলে তিনি বললেন, হে বানূ নাজ্জারের লোক সকল! তোমরা তোমাদের এ বাগানটি আমার কাছে বিক্রয় কর। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা এর মূল্য গ্রহণ করব না। এর মূল্য আমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইব। আনাস (রা.) বলেন, তথায় মুশরিকদের ক্ববর, ভাঙ্গা গৃহ এবং খেজুর গাছ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলে মুশ্‌রিকদের ক্ববরের লাশ (হাড়) স্থানান্তর করা হল আর খেজুর গাছ কেটে ফেলা হল এবং ভাঙ্গা ঘরগুলো ভেঙ্গে সমান করে দেয়া হলো। সাহাবীগণ খেজুর গাছগুলো ক্বা'বার দিকে সারিবদ্ধ করে রাখলেন এবং পাথর স্থাপন করে দরজার চৌকাঠ নির্মাণ করলেন এবং শিলা খণ্ডগুলোকে সরাতে লাগলেন। তাঁরা কাজের উদ্দীপনার (বৃদ্ধির) জন্যে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাদের সাথে ছিলেন তারা বলতে লাগলো, "হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য করুন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪৭৭-৪৭৮; বুখারী হা. ৩৯৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৬৩]**

١٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

অধ্যায়- ১৩: কবরকে মাসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা (ক্ববরে নামায পড়া) নিষেধ

٧٠٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَيُونُسَ، قَالاَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ قَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " .

৭০৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) এবং ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হয়েছিল তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে চাদর রাখতেন আর যখন গরমে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডল হতে তা নামিয়ে ফেলতেন আর ঐ অবস্থায় তিনি বলতেন, ইয়াহূদ এবং খ্রিস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ তারা তাদের নাবীগণের ক্ববরসমূহকে মাসজিদে পরিণত করেছে। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৩৫, ৪৩৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৭৬]**

٧٠٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَتَاهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا تِيكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

৭০৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ্ এবং উম্মু সালামাহ (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁরা হাবশায় একটি গির্জা দেখেছিলেন যাতে অনেক ছবি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাদের মধ্যে যখন কোন নেককার লোক ইন্তিকাল করত, তখন তারা তার ক্ববরের উপর মাসজিদ তৈরি করত এবং ঐ সকল লোকের ছবি তৈরি করে রাখত। ক্বিয়ামাতে তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে বিবেচিত হবে। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৭০]**

অধ্যায়- ১৪: মাসজিদে যাওয়ার ফযীলত ١٤ - بَابُ الْفَضْلِ فِي إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ

٧٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، - هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " حِينَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تُكْتَبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً " .

৭০৫ আবূ হুরাইরাহ্ (রা)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার ঘর থেকে মাসজিদের দিকে বের হয় তখন তার একটি পদক্ষেপে একটি নেকী লেখা হয় আর একটি পদক্ষেপে একটি পাপ মুছে যায়। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব ১/১২৫]

١٥ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ إِتْيَانِهِنَّ الْمَسَاجِدَ

অধ্যায়- ১৫: মহিলাদের মাসজিদে আসতে বারণ করা নিষেধ

٧٠٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا " .

৭০৬. সালিম (রা.)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারও বিবি যদি মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে তবে সে যেন তাকে মানা না করে। [সহীহ। গাইয়াতুল মারাম ২০১; বুখারী হা. ৫২৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৮৩]

١٦ – بَابُ مَنْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِدِ

অধ্যায়- ১৬: মাসজিদে যেতে যাকে নিষেধ করা হবে

٧٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ " . قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ " الثُّومِ " . ثُمَّ قَالَ " الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ " .

৭০৭. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এ গাছ থেকে খায়, প্রথম দিন তিনি বলেছেন, রসুন; তারপর তিনি বলেছেন, রসুন পিয়াজ এবং কুররাছ। সে যেন আমাদের মাসজিদের কাছে না আসে। কারণ ফেরেশতাগণ তা দ্বারা কষ্টানুভব করেন যা দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে থাকে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৫৪৭; রাওযুন নাযীর (২৩৮-২৩৯); বুখারী হা. ৮৫৩; بصل ও الكراث এর উল্লেখ ব্যতীত। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৪১, ১১৪৩]

١٧ – بَابُ مَنْ يُخْرَجُ مِنَ الْمَسْجِدِ

অধ্যায়- ১৭: মাসজিদ থেকে যাকে বের করে দেয়া হবে

٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا .

৭০৮. মা'দান ইবনু আবূ ত্বালহাহ্ (র) হতে বর্ণিত। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দু'প্রকার সব্জি খেয়ে থাক। আমি এদুটোকেই অপবিত্র মনে করে থাকি। তাহলো পিয়াজ এবং রসুন। আমি আল্লাহ্‌র নাবী ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি কারো নিকট থেকে তার গন্ধ পেতেন তখন তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন তারপর তাকে বাকী'র দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব, যে ব্যক্তি তা খেতে চায়, সে যেন তা রান্না করে গন্ধমুক্ত করে ফেলে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৩৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৪৭]

অধ্যায়– ১৮: মাসজিদে তাঁবু টানানো ١٨ - بَابُ ضَرْبِ الْخِبَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ

٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " آلْبِرَّ تُرِدْنَ " . فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .

৭০৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করতেন, তখণ ফজরের নামায আদায় করার পর যে জায়গায় ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন, সেখানে প্রবেশ করতেন। তিনি রামাযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফের ইচ্ছা করলেন আর তাঁবু স্থাপনের নির্দেশ দিলেন এবং তার জন্যে তাঁবু টানানো হলো।

আর হাফ্সাহ্ (রা.) নির্দেশ দিলে তাঁর জন্যেও তাঁবু টানানো হলো, যায়নাব (রা.) তাঁর তাঁবু দেখলেন। তিনিও নির্দেশ দিলে তাঁর জন্যেও পৃথক তাঁবু টানানো হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা কি নেকীর আশা করছো? ফলে তিনি রামাযান মাসে ইতিকাফ করলেন না এবং শাওয়াল মাসের দশদিন ই'তকাফ করলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৭৭১; বুখারী হা. ২০৩৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৬৫১]**

٧١٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ رَمْيَةً فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ .

৭১০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা.) খন্দকের যুদ্ধে আহত হলেন। এক কুরাইশ ব্যক্তি তাঁর কাঁধের শিরাতে তীর নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে তাঁর জন্যে একটি তাঁবু টানালেন যেন তিনি কাছ থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৪৪৮]**

অধ্যায়– ১৯: শিশুদের নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করা ١٩ - بَابُ إِدْخَالِ الصِّبْيَانِ الْمَسَاجِدَ

٧١١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا .

৭১১. 'আমর ইবনু সুলাইমান যুরাক্বী হতে বর্ণিত, তিনি আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা মাসজিদে বসা ছিলাম, হঠাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আবুল 'আস ইবনু রবীর কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন তাঁর মা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা যায়নাব (রা.)। তিনি ছোট শিশু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বহন করেই বেড়াতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন তাঁকে কাঁধে রেখেই। তিনি রুকূ' করার সময় তাঁকে নামিয়ে রেখে দিতেন। দাঁড়ালে আবার কাঁধে তুলে নিতেন। এমনিভাবে তিনি তাঁর নামায পড়লেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৫১-৮৫৩; বুখারী হা. ৫১৬, ৫৯৯৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১০১, ১১০২]**

অধ্যায়– ২০: কয়েদীকে মাসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা ٢٠ – بَابُ رَبْطِ الأَسِيرِ بِسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

٧١٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ . مُخْتَصَرٌ

৭১২. সা'দ ইবনু আবূ সা'ঈদ (রাহ.) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল সৈন্য নাজ্দের দিকে পাঠালেন। তারা ইয়ামামাহ্ বাসীদের সর্দার সুমামাহ্ ইবনু উসাল নামক বানু হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসলেন। তাকে মাসজিদের এক খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো। (সংক্ষিপ্ত) **[সহীহ। পূর্বে উল্লেখিত ১৮৯ হাদীসের অংশবিশেষ]**

অধ্যায়– ২১: মাসজিদে উট প্রবেশ করানো ٢١ – بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ

٧١٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

৭১৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে উটে সওয়ার হয়ে ত্বাওয়াফ করলেন এবং লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করে চুমো দিলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ২৯৪৮; বুখারী হা. ১৬০৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৯৩৭]**

٢٢ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ التَّحَلُّقِ، قَبْلَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ২২: মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও জুমু'আর আগে বৃত্তাকারে বসা নিষেধ

٧١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ .

৭১৪. 'আম্র ইবনু শু'আইব সূত্রে তার বাবার বরাতে তার দাদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ জুমু'আর দিন নামাযের আগে বৃত্তাকারে বসতে এবং মাসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। **[হাসান্। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩৩]**

অধ্যায়– ২৩: মাসজিদে কবিতা পাঠের নিষেধাজ্ঞা ٣٤ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ

৭১৫. 'আম্র ইবনু শু'আইব সূত্রে তার বাবার বরাতে তার দাদা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। [হাসান। **ইবনু মাজাহ হা. ৭৬৬]**

٢٤ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْشَادِ الشِّعْرِ الْحَسَنِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়– ২৪: মাসজিদে উত্তম কবিতা পাঠের অনুমতি প্রদান

٧١٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَنْشَدْتُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "؟. قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ .

৭১৬. সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 'উমার (রা.) হাস্সান ইবনু সাবিত (রা.)-এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে মাসজিদে কবিতা পাঠ করতে দেখলেন। তিনি তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি বললেন, আমি তো মাসজিদে ঐ সময় কবিতা আবৃত্তি করেছি, যখন তাতে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) হাজির ছিলেন। তারপর তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেননি? আমার পক্ষ থেকে উত্তর দাও। "হে আল্লাহ! তাকে রূহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য করুন।" তিনি বললেন, হে আল্লাহ! হ্যাঁ। [সহীহ। **সহীহাহ্ ৯৩৩; বুখারী হা. ৪৫৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬২০৩**]

٢٥ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ، فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়– ২৫: মাসজিদে হারানো জিনিস অন্বেষণ করার নিষেধাজ্ঞা

٧١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ وَجَدْتَ " .

৭১৭. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে এসে হারানো জিনিস খোঁজ করতে লাগল। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যেন না পাও। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব (১/১২৩); **মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৫২; বুরাইদাহ (রা.) হতে।**]

٢٦ – بَابُ إِظْهَارِ السِّلاَحِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়– ২৬: মাসজিদে হাতিয়ার বের করা প্রসঙ্গে

٧١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، - بَصْرِيٌّ - وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خُذْ بِنِصَالِهَا". قَالَ نَعَمْ .

৭১৮. সুফইয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আম্‌র (রহ.)-কে বললাম, আপনি কি জাবিরকে বলতে শুনেছেন যে, এক লোক কতকগুলো তীর নিয়ে মাসজিদে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, এর ধারালো দিক হাতে ধর। তিনি বললেন, হ্যাঁ (শুনেছি)। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৩৭৭৭; বুখারী হা. ৭০৭৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৪৭৩**]

٢٧ – بَابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়– ২৭: মাসজিদে এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতে প্রবেশ করানো

٧١٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هَؤُلاَءِ؟ قُلْنَا لاَ . قَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا . فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ .

৭১৯. আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'আলক্বামাহ্ (রহ.) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-এর কাছে এলে তিনি আমাদের বললেন, এরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, উঠে নামায পড়। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা করলাম। তিনি আমাদের একজনকে তাঁর ডানদিকে এবং অন্যজনকে তাঁর বামদিকে দাঁড় করালেন। তিনি আযান ও ইক্বামাত ব্যতীত নামায পড়লেন। পরে যখন রুকূ'তে

গেলেন, তখন তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকালেন এবং তা দুই হাঁটুর মধ্যস্থলে রাখলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন করতে দেখেছি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮০; এ হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।]**

٧٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৭২০. সুলাইমান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীমকে ‘আলক্বামাহ্ (রহ.) এবং আসওয়াদ (র.)-এর সূত্রে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (র.) হতে বলতে শুনেছি, এরপর তিনি পূর্ববৎ উল্লেখ করলেন। **[সহীহ।]**

অধ্যায়- ২৮: মাসজিদে শয়ন করা ২٨ - بَابُ الاِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٢١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .

৭২১. ‘আববাদ ইবনু তামীম (র.)-এর চাচা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসজিদে চিৎ হয়ে এক পা অন্য পায়ের উপর স্থাপন করে শয়ন করতে দেখেছেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৭৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৩৪৩]**

অধ্যায়- ২৯: মাসজিদে নিদ্রা যাওয়া ٢٩ - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٢٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لاَ أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৭২২. ইবনু ‘উমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় মাসজিদে নববীতে শয়ন করতেন আর তখন তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক, তাঁর বিবি ছিল না। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৪০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬১৮৯, ৬১৯০]**

অধ্যায়- ৩০: মাসজিদে থুথু ফেলা ٣٠ - بَابُ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٢٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .

৭২৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ এবং এর কাফ্ফারাহ্ হলো তা পুঁতে ফেলা। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৭৭; বুখারী হা. ৪১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১২০]**

٣١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَنَخَّمَ الرَّجُلُ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
অধ্যায়- ৩১: মাসজিদের ক্বিবলার দিকে নাক ঝাড়া নিষেধ

٧٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى " .

৭২৪. ইবনু ‘উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের ক্বিবলার দেয়ালে থুথু দেখে তা উঠিয়ে ফেললেন, তারপর লোকদের দিকে মুখ করে বললেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কারণ যখন সে নামায পড়ে তখন আল্লাহ তা‘আলা তার সামনে থাকেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৬৩; বুখারী হা. ৪০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১১২]**

٣٢ - بَابُ ذِكْرِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

অধ্যায়– ৩২: নামাযে সামনে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলার ব্যাপারে নাবী ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা

٧٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ " يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى " .

৭২৫. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ মাসজিদের ক্বিবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে তা পাথরের টুকরা দ্বারা উঠিয়ে ফেললেন এবং তিনি বারণ করলেন যেন কোন ব্যক্তি তার সম্মুখে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে এবং বললেন, সে বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৬১; বুখারী হা. ৪১৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১১৪]**

٣٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِهِ

অধ্যায়– ৩৩: মুসল্লীর জন্যে পেছনে অথবা বাম দিকে থুথু ফেলার অনুমতি প্রদান

٧٢٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلاَّ فَهَكَذَا " . وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ .

৭২৬. ত্বারিক্ব ইবনু 'আবদুল্লাহ আল মুহারিবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি নামায পড়তে থাকবে, তখন তোমার সামনে অথবা তোমার ডান দিকে থুথু ফেলবে না, তোমার পেছনে অথবা বাম দিকে ফেলতে পার যদি সুযোগ থাকে, তা না হলে এমন করবে এ বলে তিনি পায়ের নিচে থুথু ফেললেন এবং তা মলে ফেললেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০২১]**

٣٤ - بَابُ بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاقَهُ

অধ্যায়– ৩৪: কোন পা দ্বারা থুথু মলে শেষ করবে?

٧٢٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى .

৭২৭. আবুল 'আলা ইবনু শিখ্খীর (রহ.)-এর সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি দেখলাম যে, তিনি নাক ঝাড়লেন এবং তা তাঁর বাম পা দ্বারা মলে ফেললেন। **[সহীহ। সহীহ আবু দাঊদ হা. ৫০২-৫০৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১২৪]**

٣٥ - بَابُ تَخْلِيقِ الْمَسَاجِدِ

অধ্যায়– ৩৫: মাসজিদকে সুগন্ধিময় করা

٧٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " .

৭২৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের ক্বিবলার দিকে নাকের ময়লা দেখে এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তখন এক আনসারী নারী দাঁড়িয়ে তা মুছে ফেলে তদস্থলে খলূক্ব নামক সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা কতই না উত্তম কাজ। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৬২]**

٣٦ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ

অধ্যায়- ৩৬: মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ

٧٢٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلاَنِيُّ، بَصْرِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ" .

৭২৯. 'আবদুল মালিক ইবনু সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুমাইদ এবং আবূ উসাইদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "হে আল্লাহ! আমার জন্যে আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।"

আর যখন বের হবে তখন যেন বলে- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার দয়া কামনা করছি।" **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৭২]**

٣٧ - بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ অধ্যায়- ৩৭: মাসজিদে বসার আগে নামাযের নির্দেশ

٧٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ " .

৭৩০. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত নামায আদায় করে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০১৩; বুখারী হা. ৪৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৩১; ইরউয়াউল গালীল ৪৬৭]**

٣٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ بِغَيْرِ صَلاَةٍ

অধ্যায়- ৩৮: নামায ব্যতীত মাসজিদে বসা ও বের হওয়ার অনুমতি প্রদান

٧٣١ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ " تَعَالَ " . فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي: " مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِتَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَىَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ ". فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ . مُخْتَصَرٌ .

৭৩১. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কা'ব ইবনু মালিক (রা.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যখন তিনি তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যোগদান হতে ক্ষান্ত রইলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে তাবূক থেকে আসলেন। তিনি যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মাসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত নামায পড়তেন। তারপর লোকদের সাথে বসতেন। এবার যখন তিনি এমন করলেন, তখন যারা জিহাদে যোগদান করছিলেন না তারা এসে তাঁর নিকট যোগদান না করার কারণ পেশ করতে লাগলেন এবং তাঁর নিকট শপথ করতে লাগলেন। তাঁরা সংখ্যায় আশি জনের অধিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বাহ্যিক কারণগুলো মেনে নিলেন এবং তাঁদের বাই'আত নিলেন এবং তাদের জন্যে ক্ষমা চাইলেন আর তাঁদের ভিতরের ব্যাপার আল্লাহর নিকট অর্পণ করলেন। এমন সময় আমি সেখানে আসলাম। আমি যখন সালাম করলাম তিনি রাগের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, আসো। আমি এসে তাঁর সম্মুখে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, তোমাকে কিসে ফিরিয়ে রাখল? তুমি কি সওয়ারী সংগ্রহ করেছিলে না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আল্লাহর কসম! আমি জানি যে আপনি ছাড়া যদি অন্য কোন দুনিয়াদারের সম্মুখে বসা থাকতাম তা হলে মনে করি যে, আমি তার রাগ হতে বের হয়ে যেতে পারতাম। আমার বিতর্ক করার শক্তি আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি আজ যদি আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলি তাহলে তাতে আপনি খুশি হয়ে যাবেন কিন্তু অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার উপর রাগান্বিত করে দিবেন। আর যদি সত্য কথা বলি, তাহল আপনি হয়ত আমার উপর রাগান্বিত হবেন। তবে আমি আল্লাহর ক্ষমা কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনার সাথে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত ছিলাম তখনকার চাইতে কোন সময় বেশি শক্তিশালী অথবা বেশি সম্পদশালী ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। উঠ, তোমার বিষয়ে আল্লাহ কোন ফায়সালা করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তখন আমি উঠে গেলাম। (সংক্ষিপ্ত) **[সহীহ। সংক্ষেপিত; তিরমিযী হা. ৩৩১৩; বুখারী হা. ৪৪১৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৮১৫]**

অধ্যায়– ৩৯: মাসজিদের নিকট দিয়ে গমন করার নামায ٣٩ – بَابُ صَلَاةِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ

٧٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ .

৭৩২. আবূ সা'ঈদ ইবনুল মু'আল্লা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় আমরা সকালে বাজারের দিকে যেতাম। তখন আমরা মাসজিদের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে নামায পড়তাম। **[য'ঈফ। তা'লীক 'আলাকাশফিল আসতার (১/২১১/৪১৯)]**

٤٠ – بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

অধ্যায়– ৪০: নামাযের অপেক্ষায় মাসজিদে বসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান

٧٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ".

৭৩৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে মুসাল্লায় বসে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওযূ ভঙ্গ না হয় সে পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্যে এ দু'আ করতে থাকে–

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ" .

"হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন, হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া করুন।" [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৯৯; বুখারী হা. ৬৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৯১]

٧٣٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ، حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِيَّ، رضى الله عنه – يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ".

৭৩৪. 'আইয়্যাশ ইবনু 'উক্ববাহ্ হাযরামী (রহ.) হতে বর্ণিত, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাইমূন তাকে বলেছেন যে, তিনি সাহল আস সা'ইদী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মাসজিদে নামাযের প্রতিক্ষায় থাকে, সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব (১/১৬০)]

٤١ – بَابُ ذِكْرِ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ
অধ্যায়– ৪১: উটশালায় নামায আদায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা

٧٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .

৭৩৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের বসার স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৬৮-৭৭০]

অধ্যায়– ৪২: এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান ٤٢ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٧٣٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا أَيْنَمَا أَدْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةَ صَلَّى " .

৭৩৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্যে সমগ্র জমিনকে মাসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি যেখানেই নামায পায়, সেখানেই নামায পড়ে নিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। এটি পূর্বে বর্ণিত ৪৩২ নং হাদীসের অংশবিশেষ।]

অধ্যায়– ৪৩: চাটাইয়ের উপর নামায পড়া ٤٣ – بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ

٧٣٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهَا فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهَا فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَأَتَاهَا فَعَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَنَضَحَتْهُ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّوْا مَعَهُ .

৭৩৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন করলেন, তিনি যেন তার কাছে এসে তাঁর ঘরে নামায পড়েন। তাহলে তিনি ঐ স্থানকে নামাযের স্থান ঠিক করে নিবেন। তিনি তাঁর ঘরে আসলেন, তখন তিনি একটি চাটাইয়ের ব্যবস্থা করলেন এবং পানি দ্বারা তা মুছে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর নামায পড়লেন এবং অন্য লোকেরাও তাঁর সঙ্গে নামায পড়লেন। [সানাদ সহীহ]

অধ্যায়– ৪৪: খেজুর পাতার নির্মিত চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া ٤٤ – بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٧٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

৭৩৮. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ খেজুর পাতার নির্মিত ছোট চাটাই-এর ওপর নামায পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০২৮; বুখারী হা. ৩৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮৯]

অধ্যায়– ৪৫: মিম্বারের ওপর নামায পড়া ٤٥– بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

٧٣٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رِجَالاً، أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ " أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ " . فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَقِيَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي " .

৭৩৯. আবূ হাযিম ইবনু দীনার (রহ.) হতে বর্ণিত, কয়েকজন লোক সাহ্‌ল ইবনু সা'দ আস-সাইদী (রা.)-এর নিকট আসলেন, তাঁরা মিম্বারের বিষয়ে সন্দেহ করতে লাগল যে, তার কাঠ কোথা থেকে আনা হয়েছে। তাঁরা তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি তা কোথা থেকে আনা হয়েছে। প্রথম যেদিন তা স্থাপন করা হয় এবং প্রথম যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে বসেন সেদিন আমি তা দেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন যে, তোমার কাঠমিস্ত্রি চাকরকে আদেশ কর, সে যেন আমার জন্যে একটা কাঠের মিম্বার তৈরি করে দেয়, যখন লোকের সাথে কথা বলবো আমি তার উপর বসবো। ঐ রমণী তাকে আদেশ করলে সে গাবা অরণ্যের ঝাউ বৃক্ষের কাঠ দ্বারা তা তৈরি করলো। তারপর তা নিয়ে সে মিস্ত্রি আসল। সে মহিলা তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তা এখানে স্থাপন করা হয়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাতে আরোহণ করে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি এর উপর থেকেই তাকবীর বললেন ও রুকূ' করলেন। তারপর তিনি পেছনে সরে মিম্বারের মূলে সাজ্‌দাহ্ করলেন। তিনি পুনরায় মিম্বারে ফিরে আসলেন। তারপর তিনি নামায শেষ করে লোকের দিকে মুখ করে বললেন, হে লোক সকল! আমি এমন করলাম যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পার এবং তোমরা আমার নামায তোমরা শিখতে পার। **[সহীহ। সিফাতু সালাতিন নাবী, বুখারী হা. ৯১৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১০৫]**

অধ্যায়– ৪৬: গাধার উপর নামায পড়া ٤٦ – بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحِمَارِ

٧٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ .

৭৪০. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধার উপর খাইবার অভিমুখী হয়ে নামায পড়তে দেখেছি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯২]**

٧٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى قَوْلِهِ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

৭৪১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধার উপর নামায পড়তে **দেখেছেন,** তখন তিনি খাইবার অভিমুখী ছিলেন আর ক্বিবলাহ্ ছিল তাঁর পেছনে। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, **এ হাদীস** বর্ণনায় "রাসূলুল্লাহ ﷺ গাধার উপর নামায পড়েছেন"। কেউ 'আম্‌র ইবনু ইয়াহ্‌ইয়ার অনুসরণ **করেছেন বলে** আমার জানা নেই। আবূ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি **মাওকূফ। আল্লাহ** তা'আলাই ভাল জানেন। **[হাসান সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯৮]**

بسم الله الرحمن الرحيم

٩-كِتَابُ الْقِبْلَةِ

পর্ব-৯: ক্বিব্লাহ্

١ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ অধ্যায়- ১: ক্বিবলার দিকে মুখ করা প্রসঙ্গে

٧٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

৭৪২. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আসার পর ষোল মাস বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তারপর তাঁকে ক্বা'বার দিকে মুখ করার আদেশ দেয়া হলো। এরপর এক ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়েছিলো আনসার কওমের একদল লোকের কাছে গিয়ে বলল যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ ক্বা'বার দিকে ফেরানো হয়েছে, ফলে তাঁরা ক্বা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩৯৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৬৫; ৪৮৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢ - بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়- ২: যে অবস্থায় ক্বিবলাহ্ ছাড়া অন্য দিকে মুখ করা জায়িয

٧٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

৭৪৩. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে তাঁর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে যে কোন দিকেই মুখ করে নামায পড়তেন। মালিক (র.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার বলেছেন, ইবনু 'উমার (রা.) এমন করতেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ১১০৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪১৪; ৪৯২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٧٤٤ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

৭৪৪. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিক মুখ করতো সে দিকে ফিরেই তিনি নামায পড়তেন। সওয়ারীর উপর তিনি বিত্‌র নামাযও পড়তেন কিন্তু তিনি এর উপর ফরয নামায পড়তেন না। **[সহীহ। বুখারী হা. ১০৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯৬]**

অধ্যায়– ৩: ইজতিহাদের পর ভুলের প্রকাশ ٣ - بَابُ اسْتِبَانَةِ الْخَطَإِ بَعْدَ الاجْتِهَادِ

٧٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ . فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

৭৪৫. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, লোকজন কুবায় ফজরের নামায পড়ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে তাঁকে ক্বিবলার (ক্বা'বার) দিকে মুখ করার নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব, তারা ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরালো। তখন তাদের মুখ ছিল সিরিয়ার দিকে, ফলে তারা ক্বা'বার দিকে ঘুরে গেলেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম ৪৯৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৪: মুসল্লীর সুত্‌রাহ্ বা আড়াল ব্যবহার করা ٤ - بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

٧٤٦ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ " مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ " .

৭৪৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায সুত্‌রাহ্ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা হাওদার পেছনের কাঠের মতো। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০০৬]

٧٤٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

৭৪৭. ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বর্শার ফলা পুঁতে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৪১; বুখারী হা. ৪৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০০৮]

অধ্যায়– ৫: সুত্‌রার নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ ٥ - بَابُ الأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

٧٤٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ"

৭৪৮. সাহ্‌ল ইবনু আবূ হাস্‌মাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সুত্‌রার দিকে মুখ করে নামায পড়ে তখন সে যেন তার নিকটবর্তী হয়। তাহলে শয়তান তার নামায বিনষ্ট করতে পারবে না। [সহীহ। মিশকাত হা. ৭৮২; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৯২; সহীহাহ ১৩৭৩]

অধ্যায়– ৬: এর পরিমাণ ٦ - بَابُ مِقْدَارِ ذَلِكَ

٧٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ – وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ – ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ .

৭৪৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামাহ্ ইবনু যাইদ, বিলাল ও 'উসমান ইবনু ত্বালহাহ্ আল-হাজাবী কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং তার দরজা বন্ধ করে দিলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার বলেন, বিলাল যখন বের হলেন তখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করলেন? বিলাল (রা.) বললেন, তিনি একটি খুটি তাঁর বাম দিকে, দু'টি খুঁটি তাঁর ডান দিকে রাখলেন আর তিনটি খুঁটি তাঁর পেছনে রেখে নামায পড়লেন। তাঁর মাঝে ও দেয়ালের মাঝে দূরত্ব ছিল তিন হাত। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১৭৬৪-১৭৬৫; বুখারী হা. ৫০৫, ৫০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩০৯৩]**

٧ – بَابُ ذِكْرِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

অধ্যায়– ৭: নামাযের সামনে সুত্রাহ্ না থাকলে, যাতে নামায নষ্ট হয় আর যাতে নষ্ট হয় না

٧٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِمًا يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ " . قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .

৭৫০. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার জন্যে দাঁড়ায় তখন সে নিজেকে আড়াল করে নিবে যদি তার সামনে হাওদার পেছনের কাঠের মতো কিছু থাকে। যদি তার সামনে হাওদার পেছন দিকের কাঠের মতো কিছু না থাকে তাহলে তার নামায নষ্ট করবে নারী, গাধা এবং কালো কুকুর। আমি বললাম, লাল ও হলদে কুকুরের তুলনায় কালো কুকুরের অবস্থান কি? তিনি বললেন, কালো কুকুর শয়ত্বান। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০২৯]**

٧٥١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ .

৭৫১. ক্বাতাদাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, কোন্ জিনিস নামায নষ্ট করে? তিনি বললেন, ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলতেন, ঋতুমতি (যুবতী) নারী ও কুকুর। ইয়াহ্ইয়া বলেন, শু'বা একে মারফূ' করেছেন (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সনদের ধারা পৌঁছিয়েছেন)। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৪৯]**

٧٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا .

৭৫২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং ফায্ল আমাদের এক গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে আসলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফায় লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তারপর তিনি কিছু বললেন, যার অর্থ হচ্ছে-আমরা কোন এক কাতারের সামনে দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তা হতে নামলাম এবং ওটাকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কিছুই বললেন না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৪৭; বুখারী হা. ৪৯৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০১৭]**

٧٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِد، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرَا .

৭৫৩. ফায্‌ল ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মরুপল্লীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্বাস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমাদের কিছু কুকুর ও গাধা সেখানে ঘাস খাচ্ছিল। নাবী ﷺ 'আস্‌রের নামায আদায় করলেন, আর ওগুলো তাঁর সামনেই ছিল। আর সেগুলোকে তাড়া করা হয়নি কিংবা সরিয়ে দেয়াও হয়নি। **[মুনকার। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১১৩]**

٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ الْحَكَمَ، أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزَلُوا وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلَّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ .

৭৫৪. সুহাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.) কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি এবং বানু হাশিমের এক বালক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে গাধার উপর সওয়ার হয়ে গেলেন তখন তিনি নামায পড়ছিল। তখন তারা নেমে তাঁর সাথে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ না করতেই বানূ 'আব্দুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা দৌড়ে আসল। তারা এসে তাঁর হাঁটুদ্বয় ধরলো। তিনি তাদের উভয়কে আলাদা করে দিলেন। তখনও তিনি নামায শেষ করেন নি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭১০]**

٧٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ - فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ - انْسَلَلْتُ انْسِلاَلاً .

৭৫৫. 'আয়িশাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ছিলাম আর তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি যখন উঠে যেতে চাইলাম, তখন আমি দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়াটাকে খারাপ মনে করে ধীরে ধীরে সরে পড়লাম। **[সহীহ। ইবুখারী হা. ৫০৮, ৫১১]**

٨ - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ

অধ্যায়- ৮: মুসল্লী ও তার সুত্‌রার ভিতর দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে কঠোর বাণী

٧٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

৭৫৬. বুস্‌র ইবনু সা'ঈদ (র.) হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু খালিদ তাঁকে আবূ জুহাইমের কাছে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারী সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি কি বলতে শুনেছেন তা প্রশ্ন করার জন্যে পাঠালেন । তখন আবূ জুহাইম বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি ক্ষতি ও পাপ হবে তাহলে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা সে উত্তম মনে করতো। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৪৫; বুখারী হা. ৫১০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০২৪]**

٧٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ " .

৭৫৭. আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে থাকে তাহলে সে যেন কাউকে তার সম্মুখ দিয়ে যেতে না দেয়, যদি সে (গমনকারী) না মানে তাহলে সে যেন ক্ষমতা প্রয়োগ করে বাধা দেয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৫৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০২০]**

অধ্যায়– ৯: এর অনুমতি প্রদান ٩ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

٧٥٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ .

৭৫৮. কাসীর (রহ.)-এর সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি সাতবার কা'বার ত্বাওয়াফ করলেন। তারপর মাক্বামে ইবরাহীমের কাছে বাইতুল্লাহর বরাবর দু'রাক'আত নামায পড়লেন করলেন। তখন তাঁর ও ত্বাওয়াফকারীদের মাঝে কিছু ছিল না। **[য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ২৯৫৮]**

١٠ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ

অধ্যায়– ১০: ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ার অনুমতি

٧٥٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

৭৫৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তেন, তখন আমি তার ও ক্বিবলার মাঝখানে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর বিছানায় পড়ে থাকতাম। যখন তিনি বিতরের নামায পড়তে ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন, অতঃপর আমি বিতরের নামায পড়তাম। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭০৫; বুখারী হা. ৫১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৩২]**

অধ্যায়– ১১: ক্ববরের দিকে নামায পড়া নিষেধ ١١ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ، إِلَى الْقَبْرِ

٧٦٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا " .

৭৬০. আবূ মারসাদ আল-গানাবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ক্ববরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না এবং তার উপর বসবে না। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২১২৩; আহকামুল জানায়িয ২০৯-২১০]**

অধ্যায়–১২: ছবিওয়ালা কাপড়ের দিকে মুখ করে নামায পড়া ١٢. بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ

٧٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ أَخِّرِيهِ عَنِّي " . فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .

৭৬১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ঘরে একখানা কাপড় ছিল যাতে ছবি ছিল। আমি তা দ্বারা ঘরের তাকে পর্দা বানিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে নামায পড়তেন। তারপর তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ্! ওটা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। আমি তা সরিয়ে নিলাম এবং তা দিয়ে বালিশ বানালাম। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৩৬৭]

অধ্যায়– ১৩: মুসল্লী এবং ইমামের মাঝে আড়াল ١٣ – بَابُ الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ سُتْرَةٌ

٧٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الْحَصِيرَةُ فَقَالَ: " اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ " . ثُمَّ تَرَكَ مُصَلاَّهُ ذَلِكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ .

৭৬২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখানা চাটাই ছিল। তিনি দিনের বেলা তা বিছাতেন এবং রাতের বেলায় তা দ্বারা কুঠুরির মতো বানাতেন এবং তার ভেতর নামায পড়তেন। লোকজন তা জানতে পেরে তাঁর সাথে নামাযে শরীক হলেন, তখন তার মধ্যে এবং তাঁদের মধ্যে ছিল ঐ চাটাই। তিনি বললেন, যতক্ষণ সামর্থ্য হয় খুশী মনে আমল করতে থাক। তোমরা যতক্ষণ ক্লান্ত না হও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ও তোমাদের থেকে দয়ার ধার বন্ধ করেন না। আর আল্লাহর কাছে ঐ আমলই সবচেয়ে বেশী পছন্দীয় যা স্থায়ীভাবে করা হয় যদিও তা কম হয়। তারপর তিনি তার এ নামাযের স্থান ত্যাগ করলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর সেখানে ফিরে আসেন নি। তিনি যখন কোন কাজ শুরু করতেন তা সব সময় আদায় করতেন। [হাসান সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১৪৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭০৪]

অধ্যায়– ১৪: এক বস্ত্রে নামায ١٤ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

٧٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: " أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " .

৭৬৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, এক প্রশ্নকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমাদের সকলের কি দু'খানা কাপড় রয়েছে? [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৪৭; বুখারী হা. ৩৫৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৩৯]

٧٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

৭৬৪. 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উম্মু সালামার গৃহে একটি বস্ত্রে তার দু'দিক তাঁর দুই কাঁধের উপর রেখে নামায পড়তে দেখেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৪৯; বুখারী হা. ৩৫৫, ৩৫৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৪৩]

অধ্যায়– ১৫: এক জামা পড়ে নামায পড়া ١٥ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ

٧٦٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَىَّ إِلاَّ الْقَمِيصُ أَفَأُصَلِّي فِيهِ قَالَ " وَزُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ " .

৭৬৫. সালামাহ ইবনু আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শিকার করতে যাই তখন একটি জামা ব্যতীত আমার আর কিছু থাকে না। আমি কি তাতেই নামায পড়ব? তিনি বললেন, তার বোতাম লাগিয়ে নিবে কাঁটা দ্বারা হলেও। [হাসান। সহীহ আবু দাউদ হা. ৬৪৩; ইরউয়াউল গালীল ২৬৮]

অধ্যায়– ১৬: শুধুমাত্র লুঙ্গি পরিধান করে নামায পড়া ١٦ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي الإِزَارِ

٧٦٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَاقِدِينَ أُزْرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

৭৬৬. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছেলেদের মতো ইযার গিরা দিয়ে নামায পড়তেন। নারীদের বলা হতো, পুরুষেরা সোজা হয়ে বসার আগে তোমরা সাজদাহ্ থেকে তোমাদের মাথা ওঠাবে না। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৪১; বুখারী হা. ৩৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৮২]**

٧٦٧ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا إِنَّهُ قَالَ: " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ " . قَالَ: فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكَانُوا يَقُولُونَ لأَبِي أَلاَ تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ .

৭৬৭. 'আম্‌র ইবনু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে ফিরে আসল তখন তারা বলল ﷺ, তিনি বলছেন, তোমাদের ইমামতি করবে সে-ই যে তোমাদের মধ্যে কুরআন বেশি পড়তে পারে। তিনি আরো বলেন,তখন তারা আমাকে আহ্বান করল এবং আমাকে রুকূ' সাজদাহ্ শিখিয়ে দিল। তারপর আমি তাদের নিয়ে নামায পড়তাম। তখন আমরা গায়ে থাকত একখানা কাটা চাঁদর। তারা আমার পিতাকে বলতো, আপনি কি আমাদের হাতে আপনার ছেলের নিতম্ব ঢাকবেন না? **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৯৯-৬০২; বুখারী অনুরূপ হা. ৪৩০২]**

١٧ – بَابُ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ

অধ্যায়– ১৭: কোন পুরুষের এমন কাপড়ে নামায পড়া যার কিছু অংশ তার স্ত্রীর উপর থাকে

٧٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৬৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নামায পড়তেন তখন আমি থাকতাম তাঁর পাশে ঋতুমতী অবস্থায়। তখন আমার গায়ে একখানা চাঁদর থাকত যার কিয়দংশ থাকত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গায়ে। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৯৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৩৮]**

١٨ – باب صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ

অধ্যায়– ১৮: পুরুষের এমন এক বস্ত্রে নামায পড়া যার কোন অংশ কাঁধের উপর না থাকে

٧٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَىْءٌ " .

৭৬৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে নামায না পড়ে যার কিছু অংশ তার কাঁধে না থাকে। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২৭৫; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৩৭; বুখারী হা. ৩৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৪২]**

অধ্যায়– ১৯: রেশমী বস্ত্রে নামায পড়া ١٩ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْحَرِيرِ

٧٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ "

৭৭০. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি রেশমী কাবা হাদিয়্যাহ্ দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরে নামায পড়লেন। তিনি নামায আদায় করে অতি দ্রুত অপছন্দকারীর ন্যায় তা খুলে ফেললেন। অতঃপর তিনি বলেন, এটা মুত্তাকীদের জন্যে উপযুক্ত নয়। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩৭৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৬৬]**

অধ্যায়– ২০: নকশাযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া ٢٠– بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَةِ فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ

٧٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ثُمَّ قَالَ: "شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ".

৭৭১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নকশা করা কাপড়ে নামায **পড়লেন**। তারপর বললেন, এর নকশা আমাকে অন্য মনস্ক করে দিয়েছে। এটা আবূ জাহ্মের কাছে নিয়ে যাও এবং আমার জন্যে নকশা বিহীন মোটা চাদর আন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৫৫০; বুখারী হা. ৭৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১২৭]**

অধ্যায়– ২১: লাল কাপড়ে নামায পড়া ٢١ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ

٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكَزَ عَنَزَةً فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

৭৭৫. আবূ জুহাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ লাল ডোরাযুক্ত জুব্বা পরে বের হলেন এবং একটি তীর পুঁতে তার দিকে নামায পড়লেন, যার অপর দিক দিয়ে কুকুর, নারী এবং গাধা যাতায়াত করছিল। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩৭৬, ৪৯৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০১২]**

অধ্যায়– ২২: চাঁদরে নামায পড়া ٢٢ – بَابُ الصَّلاَةِ فِي الشِّعَارِ

٧٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو الْقَاسِمِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ، طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ مَعِي فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ .

৭৭৩. খিলাস ইবনু 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি এবং আবুল কাসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ একই চাঁদরে থাকতাম আর তখন আমি বেশী হায়িযগ্রস্ত হতাম। যদি আমা হতে কিছু তাঁর গায়ে লাগত তাহলে তিনি তা ধুইয়ে ফেলতেন, এর অতিরিক্ত ধুতেন না এবং তাতেই নামায পড়তেন। তারপর আবার আমার সঙ্গে অবস্থান করতেন যদি আমা হতে কিছু তাঁর দেহে লাগত তিনি তা-ই ধুতেন, তাছাড়া আর কোন অংশ ধুতেন না। **[সহীহ। ২৮৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ২৩: মোজা পরে নামায পড় ٢٣- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْخُفَّيْنِ

٧٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

৭৭৪. হাম্মাম (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জারীর (রা.)-কে দেখলাম যে, তিনি প্রস্রাব করলেন, তারপর পানি আনিয়ে ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন। পরে উঠে নামায পড়লেন। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৪৩; বুখারী হা. ৩৮৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৯]

٢٤ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي النَّعْلَيْنِ
অধ্যায়- ২৪: উভয় জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায

٧٧٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بَصْرِيٌّ - ثِقَةٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ .

৭৭৫. আবূ সালামাহ্ সা'ঈদ ইবনু ইয়াযীদ বাসরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা পরে নামায পড়তেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪০১; বুখারী হা. ৩৮৬ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১২৫]

٢٥ - بَابُ أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَعْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ
অধ্যায়- ২৫: ইমাম তাঁর জুতা কোথায় রাখবেন?

٧٧٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .

৭৭৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন নামায পড়লেন। তিনি তাঁর জুতা তাঁর বাম দিকে রাখলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪৩১; আবূ দাঊদ হা. ৬৪৮]

بسم الله الرحمن الرحيم

١٠-كِتَابُ الإِمَامَةِ

পর্ব- ১০: ইমামত প্রসঙ্গ

١ - بَابُ ذِكْرِ الإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ

অধ্যায়- ১: জামা'আত ও ইমামত ॥ 'আলিম এবং মর্যাদাবানদের ইমামত

٧٧٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتِ الأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ . فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ .

৭৭৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করলেন, আনসার সম্প্রদায় বললেন, আমাদের মধ্যে হতে একজন 'আমির হবে আর তোমাদের মধ্য থেকে একজন 'আমীর হবে। তাঁদের কাছে 'উমার (রা.) এসে বললেন, তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা.)-কে আদেশ দিয়েছিলেন, লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়তে অতএব তোমাদের মধ্যে কার মন চায় আবূ বাক্‌রের আগে যেতে? তাঁরা বললেন, না'উযুবিল্লাহ! আমরা আবূ বাক্‌রের আগে যেতে চাই না। **[সানাদ হাসান।]**

٢ - بَابُ الصَّلاَةِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ

অধ্যায়- ২: অত্যাচারী শাসকদের সঙ্গে নামায পড়া

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، قَالَ: أَخَّرَ زِيَادٌ الصَّلاَةَ فَأَتَانِي ابْنُ صَامِتٍ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ وَلاَ تَقُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي " .

৭৭৮. আবুল 'আলিয়াহ্ বারা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যিয়াদ দেরীতে নামায পড়লেন। তারপর ইবনু সামিত (রা.) আমার কাছে আসলে আমি তাঁর জন্যে একখান কুরসী পেতে দিলাম। তিনি তার উপর বসলেন, আমি তাঁর কাছে যিয়াদের কাণ্ড বর্ণনা করলাম, তিনি তাঁর ওষ্ঠদ্বয় কামড়ে ধরলেন এবং আমার উরুদেশ চেপে ধরলেন এবং বললেন, আমি আবূ যার (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম যেমন তুমি আমাকে প্রশ্ন করলে। তারপর তিনি আমার উরুতে হাত মারলেন, যেমন আমি তোমার উরুতে হাত মেরেছি। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম যেরূপ তুমি আমাকে প্রশ্ন করলে। এতে তিনি আমার উরুতে হাত মারলেন যেমন আমি তোমার উরুতে হাত মেরেছি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, নামায যথাসময়ে আদায় কর। যদি তাদের

সাথে নামায পাও তবে পড়ে নিবে। কিন্তু এ কথা বলো না যে, আমি নামায পড়ে ফেলেছি। এখন আর পড়ব না। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪৮৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৫৪]**

٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً".

৭৭৯. ‘আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হয়ত তোমরা এমন লোকের দেখা পাবে যারা অসময়ে নামায পড়বে। যদি তোমরা তাদের পাও, তাহলে সময়মত নামায পড়বে এবং তাদের সাথেও নামায পড়বে এবং তা নফল ধরে নিবে। **[হাসান। সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৫৫]**

অধ্যায়– ৩: ইমাম হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কে? ٣ - بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ؟

788 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ ".

৭৮০. আবূ মাস‘ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দলের ইমামত করবে ঐ ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব বেশী ভাল পাঠ করে। যদি তারা সকলেই কিরাআতে সমান-সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে আগে হিজরত করেছে। যদি তারা সকলেই হিজরতে সমান-সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত। যদি তারা সুন্নাহতেও সমান সমান হয়, তাহলে যার বয়স বেশী সে ব্যক্তি। আর তুমি কোন ব্যক্তির ইমামতের স্থানে ইমামত করবে না। আর তুমি কারো জন্যে নির্ধারিত সম্মানের স্থানে উপবেশন করবে না, হ্যাঁ যদি তিনি তোমাকে অনুমতি দেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪১৬, ১৪১৭]**

অধ্যায়– ৪: যে বয়সে বড় তাকে ইমাম মনোনীত করা ٤ - بَابُ تَقْدِيمِ ذَوِي السِّنِّ

٧٨١ - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي - وَقَالَ مَرَّةً أَنَا وَصَاحِبٌ لِي - فَقَالَ " إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".

৭৮১. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। অন্য এক সময় বলেছেন, আমি এবং আমার এক সাথী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম তিনি বললেন, যখন তোমরা সফর করবে, তখন তোমরা আযান দিবে এবং ইক্বামাত বলবে আর তোমাদের ইমামত করবে তোমাদের মাঝে যে বয়সে বড়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৬৩৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]**

٥ - بَابُ اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ فِي مَوْضِعٍ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

অধ্যায়– ৫: একদল লোকের এমন স্থানে একত্রিত হওয়া যেখানে সকলেই সমান

٧٨٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ ".

৭৮২. আবূ সা'ঈদ (রা.)-এর সূত্রে নবী করীম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন তাদের একজন ইমামত করবেন আর তাদের মধ্যে ইমামতের বেশী উপযুক্ত ব্যক্তি হলো তিনি যার কিরাআত সবচেয়ে উত্তম। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪১৩]

٦ – بَابُ اجْتِمَاعِ الْقَوْمِ وَفِيهِمُ الْوَالِي অধ্যায়– ৬: যদি দলে সর্দার শাসক থাকেন

٧٨٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

৭৮৩. আবূ মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তির অধিকারে ইমামত করা যাবে না এবং তার বসার জায়গায় বসা যাবে না। তবে হ্যাঁ তার অনুমতি পেলে। [সহীহ। মুসলিম ৭৮০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٧ – بَابٌ: إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي هَلْ يَتَأَخَّرُ

অধ্যায়– ৭: প্রজার ইমামতের সময় শাসক আসলে

٧٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَانَتِ الأُولَى فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ . فَأَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ بِالنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلاَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟". قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৭৮৪. সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট খবর পৌছল যে, বানূ 'আম্র ইবনু 'আওফ-এর মাঝে কোন বিরোধ দেখা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোকসহ তাদের মাঝে মীমাংসা করার জন্যে বের হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে কাজে আটকা পড়লেন ইত্যবসরে যুহরের সময় হলো। বিলাল (রা.) আবূ বাক্র (রা.)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ বাক্র (রা.)! রাসূলুল্লাহ ﷺ তো আটকা পড়েছেন, আর এদিকে নামাযের সময় হয়েছে আপনি কি লোকদের ইমাম হবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ যদি তুমি ইচ্ছা কর! তখন বিলাল (রা.) ইক্বামাত বললেন, আর আবূ বাক্র (রা.) সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি লোকদের নিয়ে নামাযের তাকবীর বললেন, এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেঁটে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। আর লোক হাত তালি দিতে লাগলেন। আবূ বাক্র (রা.) নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকাতে না। যখন লোকেরা বারবার এরূপ করতে লাগলেন তখন তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজির। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইশারায় নামায পড়তে আদেশ করলেন। আবূ বাক্র (রা.) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং পেছনে সরে এসে কাতারে

শামিল হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের কি হলো যে, নামাযে কোন সমস্যা দেখা দিলে তোমরা হাত তালি দিতে শুরু কর? হাত তালি দেয়া তো নারীদের জন্যে। নামাযে কারো কোন সমস্যা দেখা দিলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কেননা সুবহানাল্লাহ বলতে শুনলেন সকলেই তার দিকে তাকাবে। (তারপর তিনি বললেন) হে আবূ বাক্‌র! আমি যখন তোমার প্রতি ইশারা করলাম তখন নামায পড়া থেকে তোমাকে কোন বস্তু ক্ষান্ত রাখলো? আবূ বাক্‌র (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে আবূ কুহাফার পুত্রের ইমামত করা শোভা পায় না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৩৫; বুখারী হা. ১২৩৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৪৪]**

অধ্যায়– ৮: অধীনস্থের পেছনে শাসকের নামায পড়া ٨ – بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ رَعِيَّتِهِ

٧٨٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ آخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .

৭৮৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ যে নামায লোকের সঙ্গে জামা'আতে আদায় করলেন তা ছিল আবূ বাক্‌র (রা.)-এর পেছনে। তিনি এক কাপড়ে নামায পড়েছিলেন এবং বিপরীত দিক হতে কাঁধের ওপর কাপড় পরে বুকের ওপর এর দু'প্রান্তে গিট দিয়ে নিয়েছিলেন। **[সানাদ সহীহ]**

٧٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ - قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، صَلَّى لِلنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ .

৭৮৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ বাক্‌র (রা.) লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তার পেছনের কাতারে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৩২-১২৩৩]**

অধ্যায়– ৯: সাক্ষাৎকারীর ইমামত ٩ – بَابُ إِمَامَةِ الزَّائِرِ

٧٨٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَطِيَّةَ، مَوْلًى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ" .

৭৮৭. মালিক ইবনু হুয়ায়রিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যখন তোমাদের কেউ কোন দলের সাক্ষাতের জন্যে যায় তখন সে যেন তাদের ইমামত না করে। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৫৬]**

অধ্যায়– ১০: অন্ধের ইমামত ١٠ – بَابُ إِمَامَةِ الأَعْمَى

٧٨٨ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، . أَنَّ عِتْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذْهُ مُصَلًّى . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ ؟" . فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৭৮৮. মাহমূদ ইবনু রবী' (র) হতে বর্ণিত আছে যে, 'ইত্বান ইবনু মালিক (রা) তার দলের লোকের ইমামত করতেন আর তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি এবং বন্যা হয়, আর আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি। অতএব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার বাড়িতে একজায়গায় একবার নামায পড়ুন। আমি ঐ জায়গায় নামাযের জন্যে ঠিক করে নিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করলেন,আমার কোথায় নামায পড়াকে তুমি পছন্দ কর? তখন তিনি তার ঘরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে নামায পড়লেন। [সহীহ।]

অধ্যায়– ১১: বালেগ হওয়ার পূবে ইমামত ١١ – بَابُ إِمَامَةِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

٧٨٩ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ فَأَتَى أَبِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا ". فَجَاءَ أَبِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا". فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ .

৭৮৯. 'আম্‌র ইবনু সালামাহ্ আল-জারমী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কাছে আরোহী যাত্রীগণ আসতেন, আমরা তাঁদের কাছে কুরআন শিক্ষা করতাম। আমার পিতা নাবী ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কুরআন অধিক জানে সেই ইমামতি করবে। আমার পিতা এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে অধিক কুরআন জানে সে ইমামত করবে। অতঃপর তারা লক্ষ্য করল যে, আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানি তাই আমি তাদের ইমামত করতাম আর তখন আমি ছিলাম আট বছরের বালক। [সহীহ। বুখারী; ৬৩৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ১২: ইমামকে দেখলে দাঁড়ানো ١٢ – بَابُ قِيَامِ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ

٧٩٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي" .

৭৯০. আবূ ক্বাতাদাহ্ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন নামাযের ইক্বামাত দেয়া হয় তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৬৮৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٣ – بَابُ الإِمَامِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ بَعْدَ الإِقَامَةِ
অধ্যায়– ১৩: ইক্বামাতের পর ইমামের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে

٧٩١ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

৭৯১. আনাস (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের ইক্বামাত বলা হলো আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির সঙ্গে একান্তে কথা বলছিলেন। অতঃপর তিনি সালাতের জন্যে দাঁড়ালেন এমন সময় যে তখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৮২৩; বুখারী হা. ৬৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৩২]

١٤ – بَابُ الإِمَامِ يَذْكُرُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِي مُصَلاَّهُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

অধ্যায়– ১৪: মুসাল্লায় দাঁড়ানোর পর ইমামের স্মরণ হলো যে তিনি পবিত্র নন

٧٩٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ " مَكَانَكُمْ " . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ فَاغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ .

৭৯২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের ইক্বামাত বলা হলো, লোকেরা তাদের কাতার ঠিক করল। রাসূলুল্লাহু ﷺ বের হলেন, যখন তিনি তাঁর মুসাল্লায় দাঁড়ালেন, তখন তার স্মরণ হলো, তিনি গোসল করেন নি। তখন তিনি লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে থাক। তারপর তিনি ঘরে গেলেন। পরে বের হলেন, তখন তাঁর মাথা হতে পানি বেয়ে পড়ছিল। তিনি গোসল করলেন, তখনো আমরা কাতারেই ছিলাম।
[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৩২-২৩৩; বুখারী হা. ২৭৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৫৫-১২৫৬]

অধ্যায়– ১৫: ইমাম অনুপস্থিত থাকলে ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত করা ١٥ – بَابُ اسْتِخْلاَفِ الإِمَامِ إِذَا غَابَ

٧٩٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ " يَا بِلاَلُ إِذَا حَضَرَ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . فَلَمَّا حَضَرَتْ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه تَقَدَّمْ . فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى أَبُو بَكْرٍ التَّصْفِيحَ لاَ يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُ امْضِهْ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبَيْهِ فَتَأَخَّرَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ؟" . فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَقَالَ لِلنَّاسِ "إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ " .

৭৯৩. সাহল ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, বানু 'আম্‌র ইবনু 'আওফ এর মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি যুহরের নামায পড়ে তাদের মধ্যে আপোস করে দেবার জন্যে তাদের কাছে গেলেন। তারপর তিনি বিলাল (রা.)-কে বলেন, বিলাল! যখন 'আস্‌রের নামাযের সময় হয় আর আমি আসতে না পারি তখন আবূ বাক্‌র (রা.)-কে বলবে, সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে। যখন নামাযের সময় হলো তখন বিলাল (রা.) আযান দিলেন। তারপর ইক্বামাত বললেন এবং আবূ বাক্‌র (রা.)-কে বললেন, সামনে যান, তখন আবূ বাক্‌র (রা.) সামনে গিয়ে নামায শুরু করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহু ﷺ আসলেন এবং লোকদের কাতারের মধ্যে দিয়ে এসে আবূ বকরের পেছনে দাঁড়ালেন। লোক হাততালি দিয়ে ইশারা করলেন। আর আবূ বাক্‌র (রা.) সালাতে দাঁড়ালে কোন দিকে লক্ষ্য করতেন না। যখন তিনি দেখলেন তাদের হাততালি বন্ধ হচ্ছে না তখন তিনি লক্ষ্য করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত চালিয়ে যাওয়া ইশারার জন্যে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। তারপর আবূ বাক্‌র (রা.) পেছেন সরে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখে সামনে অগ্রসর হলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। যখন নামায শেষ করলেন তখন তিনি বললেন, হে আবূ বাক্‌র! আমি যখন

তোমাকে ইঙ্গিত করলাম তখন তুমি পিছে সরে আসা থেকে কেন ক্ষান্ত থাকলে না! তিনি বললেন, আবূ কুহাফার পুত্রের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইমামত করা শোভা পায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের বললেন, যখন তোমাদের কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন পুরুষরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে আর নারীরা 'হাততালি' দিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৭৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ১৬: ইমামের পেছনে ইকতিদা করা ١٦ – بَابُ الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ

٧٩٤ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " .

৭৯৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়া থেকে ডান দিকে পড়ে গেলেন। লোকেরা তাঁকে দেখতে (তার ঘরে) প্রবেশ করল। ইতোমধ্যে নামাযের সময় হলো। তিনি নামায পড়ে বললেন, ইমাম বানানো হয়, তাঁর অনুসরণ করার জন্যে। যখন তিনি রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর যখন মাথা উঠান তখন তোমরা মাথা উঠাবে, আর যখন সাজদাহ্ করেন তখন তোমরাও সাজদাহ্ করবে, আর যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলেন, তখন তোমরা বলবে, 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ'। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪৩৮ ইরউয়াউল গালীল ৩৯৪; বুখারী হা. ৮০৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮১৬]

অধ্যায়– ১৭: যে ইমামের ইকতিদা করেছে তার ইকতিদা করা ١٧ – بَابُ الائْتِمَامِ بِمَنْ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ

٧٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ " تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

৭৯৫ আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে লক্ষ্য করলেন সম্মুখের সারি থেকে পেছনে সরে থাকা। তিনি বললেন, তোমরা সম্মুখে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ কর। আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসরণ করবে। যে সম্প্রদায় সর্বদা সম্মুখের কাতার থেকে পেছনে থাকতে চাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের পেছনে করে দিবেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৭৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৭৭]

٧٩٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، نَحْوَهُ .

৭৯৬. আবূ নায্‌রাহ্ সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। [সহীহ]

٧٩٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَىْ أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى قَاعِدًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ .

৭৯৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা.)-কে আদেশ করলেন লোকদের নিয়ে নামায পড়তে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আবূ বাক্‌র (রা.)-এর সম্মুখে। তিনি (ﷺ) বসে নামায পড়লেন আর আবূ বাক্‌র (রা.) লোকদের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। তখন লোকজন ছিল আবূ বাক্‌র (রা.)-এর পেছনে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৩২; বুখারী হা. ৬৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৩৮]

٧٩٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا .

৭৯৮. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইমাম হয়ে যুহরের নামায পড়লেন তখন আবূ বাক্‌র (রা.) ছিলেন তাঁর পেছনে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন তখন আবূ বাক্‌র (রা.)-ও তকবীর বললেন আমাদের শুনাবার জন্যে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৩৭; ১২০০ নং হাদীসে আরো বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।]**

١٨ - بَابُ مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً وَالاخْتِلاَفِ فِي ذَلِكَ

অধ্যায়- ১৮: তিনজন মুসল্লী হলে ইমামের স্থান এবং এ ব্যাপারে মতপার্থক্য

٧٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالاَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ نِصْفَ النَّهَارِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يَشْتَغِلُونَ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلُّوا لِوَقْتِهَا . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ .

৭৯৯. আসওয়াদ এবং 'আলক্বামাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, আমরা দ্বিপ্রহরে 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, শীঘ্রই এমন নেতা আবির্ভূত হবেন যাঁরা নামাযের আসল সময় নামায পড়া থেকে ক্ষান্ত থাকবেন। অতএব তোমরা যথাসময়ে নামায পড়বে। তারপর তিনি আমার এবং তাঁর ('আলক্বামাহ্) মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন করতে দেখেছি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮০, ১০৮২]**

٨٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ غُلاَمٍ لِجَدِّهِ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ فَقَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ يَا مَسْعُودُ ائْتِ أَبَا تَمِيمٍ - يَعْنِي مَوْلاَهُ - فَقُلْ لَهُ يَحْمِلْنَا عَلَى بَعِيرٍ وَيَبْعَثْ إِلَيْنَا بِزَادٍ وَدَلِيلٍ يَدُلُّنَا . فَجِئْتُ إِلَى مَوْلاَىَ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ مَعِي بِبَعِيرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَبَنٍ فَجَعَلْتُ آخُذُ بِهِمْ فِي إِخْفَاءِ الطَّرِيقِ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ عَرَفْتُ الإِسْلاَمَ وَأَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ فَقُمْنَا خَلْفَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُرَيْدَةُ هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

৮০০. বুরাইদাহ ইবনু সুফইয়ান ইবনু ফারওয়াতুল আসলামী তাঁর দাদার এক গোলাম হতে বর্ণনা করেন। যার নাম ছিল মাসঊদ। তিনি বলেন, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাক্‌র (রা.) আসলেন। আবূ বাক্‌র (রা.) আমাকে বললেন, হে মাস'ঊদ! আবূ তামীরের কাছে যাও অর্থাৎ তাঁর মনিব-এর কছে এবং তাকে বল, সে যেন আমাদের জন্যে উটের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে, আমাদের জন্যে কিছু সামান ও একজন পথপ্রদর্শক পাঠায় যে আমাদের পথ দেখাবে। আমি আমার মালিকের কাছে গিয়ে এ খবর দিলাম। অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে একটি উট, এক মশক দুধ পাঠিয়ে দিলেন। আমি তাদের নিরিবিলি স্থানে নিয়ে গেলাম। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন আর আবূ বাক্‌র (রা.) তাঁর ডান দিকে দাঁড়ালেন। আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতাম। আমি ও তাঁদের সঙ্গে নামাযে শরীক হলাম। অতএব, আমি তাঁদের পেছনে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা.)-এর বুকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে ঠেলে দিলে আমরা দু'জনই তাঁর পিছে দাঁড়ালাম। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ বুরাইদাহ্ হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। **[সানাদ য'ঈফ]**

অধ্যায়- ১৯: তিনজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক হলে ١٩ – بَابُ: إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً وَامْرَأَةً

٨٠١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ قَدْ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ " قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ " . قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৮০১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁর দাদী মুলাইকাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে খানা তৈরি করে তাঁকে দা'ওয়াত করলেন। তিনি তা খেয়ে বললেন, তোমরা উঠ। আমি তোমাদের ইমাম হয়ে নামায পড়ব। আনাস (রা.) বলেন, অতএব আমি আমাদের একখানা চাটাই আনতে গেলাম। যা অনেক ব্যবহারে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি তাতে পানি ছিটালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম আর বয়স্ক স্ত্রীলোকটি আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়ে (ঘরে) ফিরে গেলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬২১-৬২২; বুখারী হা. ৩৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮৪]**

অধ্যায়- ২০: দু'জন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক হলে ٢٠ – بَابُ: إِذَا كَانُوا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ

٨٠٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا هُوَ إِلاَّ أَنَا وَأُمِّي وَالْيَتِيمُ وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ " قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ " . قَالَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ - قَالَ - فَصَلَّى بِنَا .

৮০২. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন আর তখন আমি, আমার মা, ইয়াতীম এবং আমার খালা উম্মু হারাম ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি বললেন, তোমরা দাঁড়াও আমি তোমাদের নিয়ে নামায পড়ব। আনাস (রা.) বলেন, তখন নামাযের সময় ছিল না। তিনি বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮৬]**

٨٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُخْتَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا .

৮০৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মা এবং খালা এক জাগায় ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ালেন, আনাস (রা.)-কে তাঁর ডানদিকে রাখলেন। আর তাঁর মা ও খালাকে তাদের দু'জনের পেছনে দাঁড় করালেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬২২; তা'লীক 'আলা ইবনি খুযাইমাহ ১৫৪৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮৭]**

٢١ – بَابُ مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

অধ্যায়- ২১: ইমামের সাথে একজন বাচ্চা এবং একজন মহিলা থাকলে ইমামের স্থান

٨٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ قَزَعَةَ، مَوْلًى لِعَبْدِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أُصَلِّي مَعَهُ .

৮০৪. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি। তখন 'আয়িশাহ্ (রা.) আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে নামায পড়েন। আর আমি নাবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নামায পড়ি। [সহীহ]

٨٠٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا .

৮০৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং আমার পরিবারের এক নারীকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়েন। তিনি আমাকে দাঁড় করালেন তাঁর ডান দিকে আর নারী ছিলেন আমাদের পেছনে। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ২২: মুকতাদী বাচ্চা হলে ইমামের স্থান ٢٢ - بَابُ مَوْقِفِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ صَبِيٌّ

٨٠٦ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৮০৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমূনাহ্ (রা.)-এর কাছে রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের নামায পড়তে উঠলেন। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, এভাবে এবং আমার মাথা ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৭৩; বুখারী হা. ৬৯৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৭৮]

٢٣- بَابُ مَنْ يَلِي الإِمَامَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

অধ্যায়– ২৩: ইমামের সঙ্গে কে মিলে দাঁড়াবে এবং তার সঙ্গে কে মিলে দাঁড়াবে

٨٠٧ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ". قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ .

৮০৭. আবূ মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের হৃদয় এলোমেলো হয়ে যাবে। তোমাদের মাঝে যারা জ্ঞানী তারা আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে। তারপর যারা তারা তাদের সাথে মিলিত হবে তারপর যারা তারা তাদের সাথে মিলিত হবে। আবূ মাস'উদ বলেন, তোমাদের মাঝে এখন বেশ মতবিরোধ রয়েছে। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, আবূ মা'মারের নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ্। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৭৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬৭; ইবনু খুযাইমাহ ৩/৩৩; ইবনু হিব্বান হা. ৩৯৮]

٨٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ، فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ

مَقَامِي فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلاَتِي فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: يَا فَتَى لاَ يَسُوْكَ اللَّهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا . قُلْتُ يَا أَبَا يَعْقُوبَ مَا يَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقَدِ قَالَ الأُمَرَاءُ .

৮০৮. ক্বাইস ইবনু 'আব্বাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সময় মাসজিদে প্রথম কাতারে ছিলাম, হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার পেছন থেকে আমাকে টেনে পেছনে হটিয়ে আমার জায়গায় দাঁড়ালেন। আল্লাহর কসম! আমি আমার নামাযই ভুলে যেতে লাগলাম। যখন সে ব্যক্তি নামায শেষ করল দেখা গেল তিনি ছিলেন উবাই ইবনু কা'ব (রা.)। তিনি আমাকে বললেন, হে যুবক! আল্লাহ যেন তোমার মন্দ না করেন, এটা আমাদের ওপর আল্লাহর নাবী ﷺ-এর আদেশ যেন আমরা তার সঙ্গে মিশে দাঁড়াই। তারপর তিনি ক্বিবলার দিকে মুখ করে তিনবার বললেন কা'বার প্রভুর কসম! আহলে 'উক্বাদ ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম আমি তাদের জন্যে আফসোস করি না, বরং আফসোস করি ঐ সকল লোকের জন্যে যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে। আমি বললাম, হে আবূ ইয়া'কূব! আহলে 'উক্বাদ-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, প্রশাসকগণ। **[সহীহ। মিশকাত হা. ১১১৬]**

অধ্যায়- ২৪: ইমামের বের হওয়ার আগেই কাতার ঠিক করা ٢٤. بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ

٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ فَقَالَ لَنَا " مَكَانَكُمْ ". فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ وَصَلَّى .

৮০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নামাযের ইক্বামাত বলা হলে আমরা দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে আসার আগেই কাতার ঠিক করা হলো তিনি এসে মুসাল্লাতে দাঁড়ালেন, তারপর তাকবীর বলার পূর্বে বলেন, তোমাদের নিজ নিজ জায়গায় স্থির থাক। আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি গোসল করে আমাদের কাছে আসলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছিল। তখন তিনি তাকবীর বললেন এবং নামায পড়লেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৭৯২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ২৫: ইমাম কিভাবে কাতার সোজা করবেন? ٢٥ - بَابُ كَيْفَ يُقَوِّمُ الإِمَامُ الصُّفُوفَ

٨١٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ فَأَبْصَرَ رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: " لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ".

৮১০. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতার সোজা করতেন যেমন তীর সোজা করা হয়। একদিন তিনি দেখলেন এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে গেছে, তখন আমি নাবী ﷺ-কে দেখলাম তিনি বলছেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর, তা না হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুখমণ্ডল পরিবর্তন করে দিবেন। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৬৮; বুখারী হা. ৭১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৭৩]**

٨١١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ". وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ " .

৮১১. বারা ইবনু আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাতারের একদিক থেকে অন্য দিকে ঢুকে আমাদের কাঁধ এবং বক্ষ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা কাতারে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের হৃদয়ের অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তিনি বলতেন, আল্লাহ প্রথম কাতারের প্রতি দয়া করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও প্রথম কাতারের জন্যে দয়া কামনা করেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৯৭]**

٢٦ – بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا تَقَدَّمَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

অধ্যায়– ২৬: ইমাম কাতার ঠিক করতে কি বলবেন?

٨١٢ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِد الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: " اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَلْيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " .

৮১২. আবূ মাসা'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাঁধে স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও। তোমরা এলো-মেলো হয়ো না, তাহলে তোমাদের হৃদয়ে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। আর তোমাদের মাঝে জ্ঞানীগণ আমার সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে, তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী তারপর যারা তাদের নিকটবর্তী (এভাবে দাঁড়াবে)। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬৭]**

٢٧ – بَابُ كَمْ مَرَّةً يَقُولُ اسْتَوُوا؟

অধ্যায়– ২৭: সোজা হয়ে দাঁড়াও কতবার বলবেন?

٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: " اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ " .

৮১৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলতেন, তোমরা বরাবর হয়ে দাঁড়াও বরাবর হয়ে দাঁড়াও সোজা হয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! আমি তোমাদের দেখছি পেছন হতে যেভাবে আমি তোমাদের দেখছি আমার সামনে হতে। **[সহীহ। মিশকাত হা. ১০০]**

٢٨ – بَابُ حَثِّ الإِمَامِ عَلَى رَصِّ الصُّفُوفِ وَالْمُقَارَبَةِ بَيْنَهَا

অধ্যায়– ২৮: কাতার ঠিক করতে এবং কাছাকাছি দাঁড়াতে ইমামের উৎসাহ দেয়া

٨١٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه – قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ: " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي" .

৮১৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বলার আগে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক কর এবং পরস্পর মিলে দাঁড়াও। আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখে থাকি। **[সহীহ। সহীহাহ হা. ৩১; বুখারী হা. ৭১৯]**

٨١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ " .

৮১৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতারে পরস্পর মিলে দাঁড়াও। কাতারগুলোকে কাছাকাছি করে নাও অর্থাৎ দু' কাতারের মাঝে কিছু ফাঁক রাখ এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! আমি শয়তানকে দেখছি ছোট ছোট বকরীর মত কাতারের মাঝে প্রবেশ করছে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৩৭]**

٨١٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ " . قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: " يُتِمُّونَ الصَّفَّ الأَوَّلَ ثُمَّ يَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ " .

৮১৬. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন, তোমরা কি কাতার সোজা করবে না যেমন ফেরেশতাগণ তাঁদের প্রভুর সম্মুখে কাতার সোজা করে দাঁড়ায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেশতাগণ তাদের রবের সম্মুখে কিভাবে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন, তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে তারপর কাতারে পরস্পরে মিলে দাঁড়ায়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৯২ মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬৩]**

অধ্যায়– ২৯: দ্বিতীয় কাতারের উপর প্রথম কাতারের মর্যাদা ٢٩. بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي

٨١٧ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ ثَلاَثًا وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً .

৮১৭. 'ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রা.)-এর সূত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি প্রথম কাতারের জন্যে তিনবার দু'আা করতেন তারপর দ্বিতীয় কাতারের জন্যে একবার। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৯৬]**

অধ্যায়– ৩০: শেষের কাতার ٣٠ – بَابُ الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

٨١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَتِمُّوا الصَّفَّ الأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ " .

৮১৮. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম কাতার পুরো কর, তারপর পরবর্তী কাতার যদি খালি থাকে তবে তা থাকবে শেষ কাতারে। **[সহীহ। মিশকাত হা. ১০৯৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৭৫]**

অধ্যায়– ৩১: যে ব্যক্তি কাতার মিলায় ٣١ – بَابُ مَنْ وَصَلَ صَفًّا

٨١٩ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَثْرُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

৮১৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক রাখে, আর যে ব্যক্তি কাতার বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। **[সহীহ। মিশকাত হা. ১১০২; তা'লীকুর রাগীব হা. ১/১৭৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৭২]**

٣٢ – بَابُ ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ وَشَرِّ صُفُوفِ الرِّجَالِ

অধ্যায়– ৩২: মহিলাদের উত্তম কাতার, পুরুষের নিকৃষ্ট কাতার প্রসঙ্গে আলোচনা

٨٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " .

৮২০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার আর নিকৃষ্ট কাতার হলো শেষ কাতার। আর মহিলাদের কাতারের মধ্যে উত্তম হলো শেষের কাতার এবং নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৮০]

অধ্যায়- ৩৩: দু' খুঁটির মাঝে কাতার করা প্রসঙ্গে ٣٣ – بَابُ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

٨٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَنَسٍ فَصَلَّيْنَا مَعَ أَمِيرٍ مِنَ الأُمَرَاءِ فَدَفَعُونَا حَتَّى قُمْنَا وَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَجَعَلَ أَنَسٌ يَتَأَخَّرُ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৮২১. 'আবদুল হামীদ ইবনু মাহমূদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা আমীরদের মধ্য থেকে কোন এক আমীরের সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। তারা আমাদের পেছনে হটিয়ে দিল তারপর আমরা দু' খুঁটির মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। আনাস (রা.) পেছনে সরে যেতে লাগলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমরা তা থেকে বিরত থাকতাম। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০০২]

অধ্যায়- ৩৪: কাতারের মাঝে যে স্থান মুস্তাহাব ٣٤ – بَابُ الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّفِّ

٨٢٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ .

৮২২. বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমি তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫২১]

অধ্যায়- ৩৫: ইমামের সালাত সংক্ষেপ করা ٣٥ – بَابُ مَا عَلَى الإِمَامِ مِنَ التَّخْفِيفِ

٨٢٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " .

৮২৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ লোকদের নিয়ে নামায পড়বে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত করে, কারণ তাদের মধ্যে অসুস্থ দুর্বল এবং বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একা একা নামায পড়বে তখন সে যত ইচ্ছা নামায দীর্ঘ করতে পারে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৫১২; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৫৯-৭৬০; বুখারী হা. ৭০৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৪০]

٨٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ .

৮২৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ সবচাইতে পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্তভাবে নামায আদায়কারী ছিলেন। [সহীহাহ হা. ২০৫৬; বুখারী হা. ৭০৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৫৪]

٨٢٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُوجِزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ " .

৮২৫. আবূ ক্বাতাদাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি নামাযে দাঁড়ালে শিশুর কান্না শুনতে পাই। তখন তার মাতার উপর কষ্টকর হয় মনে করে আমি নামায সংক্ষেপ করি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৯১]

অধ্যায়– ৩৬: ইমামের জন্যে লম্বা করার অনুমতি ٣٦ – بَابُ الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي التَّطْوِيلِ

٨٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالتَّخْفِيفِ وَيَؤُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ .

৮২৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায সংক্ষিপ্ত করতে বলতেন, আর তিনি আমাদের ইমামত করতেন, 'সূরা সাফ্ফাত' দিয়ে। [সহীহ। সিফাতুস সালাত]

অধ্যায়– ৩৭: ইমামের জন্যে নামাযে যা বৈধ ٣٧ – باب مَا يَجُوزُ لِلإِمَامِ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

٨٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا .

৮২৭. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি লোকের ইমামত করছেন, আর তখন তিনি উমামাহ্ বিনতু আবুল 'আসকে তাঁর কাঁধে উঠিয়ে রাখছেন। যখন তিনি রুকূ' করছেন তাঁকে রেখে দিচ্ছেন আর যখন সাজদাহ্ হতে উঠছেন, তাকে আবার তুলে নিচ্ছেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৭১১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৩৮: ইমামের আগে কোন কাজ করা ٣٨ – بَابُ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ

٨٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ " أَلاَ يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ " .

৮২৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বেই মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তর করে দিবেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৬১; বুখারী হা. ৬৯১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৫৮]

٨٢٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ يَزِيدَ، يَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، وَكَانَ، غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا .

৮২৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ভাষণ দান-কালে বলেন, বারা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আর তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়তেন তখন তিনি রুকূ' হতে মাথা উঠালে তাঁরা দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাজদাহ্ করতে দেখে সাজদাহ্ করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪৮১; বুখারী হা. ৭৪৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৫৭]

٨٣٠ - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى فَلَمَّا كَانَ فِي الْقَعْدَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ . فَلَمَّا سَلَّمَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ . قَالَ يَا حِطَّانُ لَعَلَّكَ قُلْتَهَا؟ قَالَ: لاَ

وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا صَلاَتَنَا وَسُنَّتَنَا فَقَالَ: " إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ " .

৮৩০. হিত্তান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা.) আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন যখন তিনি বৈঠকে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে বলল, "নামায নেকী এবং যাকাত-এর সাথে মিলিত হয়েছে," আবূ মূসা (রা.) যখন সালাম ফিরালেন তখন তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ কথা বলেছে? তখন লোক নীরব হয়ে গেল; তিনি বললেন, হে হিত্তান! হয়ত তুমি এটা বলে থাকবে। তিনি বলেন, না আমি ভয় করেছিলাম, আপনি এর জন্যে আমাকে দোষারোপ করবেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামাযেও তার নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম এজন্যে যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। যখন তিনি তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলবে, আর যখন তিনি- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলেন, তখন তোমরা آمِينَ বলবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের দু'আ গ্রহণ করবেন। আর যখন তিনি রুকূ' করবেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর যখন তিনি মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবেন, তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। আর যখন ইমাম সাজদাহ্ করেন, তোমরাও সাজদাহ্ করবে, যখন সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠাবে তোমরাও মাথা উঠাবে। কারণ ইমাম তোমাদের আগে সাজদাহ্ করবেন এবং তোমাদের আগে মাথা উঠাবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এটা তার সমান হয়ে যাবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৯৯]**

٣٩ - بَابُ خُرُوجِ الرَّجُلِ مِنْ صَلاَةِ الإِمَامِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلاَتِهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

অধ্যায়-৩৯: ইমামের নামায থেকে বের হয়ে মাসজিদের কোণে মুসল্লীর পৃথক নামায পড়া

٨٣١ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلاَةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلاَنًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ مُعَاذٌ: لَئِنْ أَصْبَحْتُ لأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَأَتَى مُعَاذٌ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ ؟". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحِي مِنَ النَّهَارِ فَجِئْتُ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَقَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَطَوَّلَ فَانْصَرَفْتُ فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟".

৮৩১. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের ইক্বামাত বলার পরে এক আনসারী ব্যক্তি আসলো। সে মাসজিদে প্রবেশ করে মু'আয (রা.)-এর পিছনে নামাযে দাঁড়াল। তিনি কিরা'আত দীর্ঘ করলেন। লোকটি তখন নামায থেকে বের হয়ে মাসজিদের এক কোণে নামায পড়ে চলে গেল। মু'আয (রা.) যখন নামায শেষ করলেন তাঁকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ করেছে। মু'আয (রা.) বললেন, আমি ভোরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ সম্পর্কে অবশ্যই জানাব। মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ

লোকটির নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি যা করেছ তা করতে তোমাকে কিসে উৎসাহিত করেছে? সে লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দিনের বেলায় আমার উটের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এরপর আমি আসলাম এবং পূর্বেই নামাযের ইক্বামাত বলা হয়েছিল। আমি মাসজিদে প্রবেশ করে তাঁর সাথে নামাযে শরীক হলাম। কিন্তু তিনি নামাযে অমুক অমুক সূরা শুরু করে নামায দীর্ঘ করে দিলেন। এজন্যে আমি নামায থেকে বের হয়ে মাসজিদের এক কোণে নামায পড়ি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিত্‌নাহ্ ও কষ্টের মধ্যে ফেলবে? হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিত্‌নাহ্ ও কষ্টের মধ্যে ফেলবে? হে মু'আয! তুমি কি ফিত্‌নাহ্ সৃষ্টিকারী? **[সহীহ। সিফাতুস সালাত; সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৭৫৬; বুখারী হা. ৭০৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৩৪]**

অধ্যায়-৪০: বসে নামায আদায়কারী ইমামের ইকতিদা করা ٤٠ - بَابُ الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ يُصَلِّي قَاعِدًا

٨٣٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ".

৮৩২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ঘোড়ায় চড়লেন এবং তা হতে পড়ে তাঁর ডান পাঁজরে আঘাত পেলেন। এরপর এক ওয়াক্ত নামায বসে পড়লেন, আমরা ও তাঁর পেছনে বসে নামায পড়ি। নামায শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম নিযুক্ত হয় তার অনুসরণ করার জন্যে। ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়েন, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তিনি যখন রুকূ' করেন তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর তিনি ইমাম যখন- سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলেন তখন তোমরা বলবে- رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ আর যখন ইমাম বসে নামায পড়েন তখন তোমরা সকলেই বসে নামায পড়বে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৭৯৪ হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٨٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُومُ فِي مَقَامِكَ لاَ يُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ فَقَالَتْ لَهُ. فَقَالَ " إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً - قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاَهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ فَذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قُمْ كَمَا أَنْتَ قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ جَالِسًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه .

৮৩৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন বিলাল (রা.) তাঁকে নামাযের খবর দিতে আসলেন। তিনি বললেন, আবূ বাক্‌র (রা.)-কে বল সে যেন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আলাহর রাসূল ﷺ! আবূ বাক্‌র একজন কোমল-হৃদয় লোক। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন তিনি লোকদের কিরাআত শুনাতে পারবেন না। অতএব, যদি আপনি 'উমার (রা.)-কে আদেশ করতেন তবে ভাল হত। তিনি বললেন, আবূ বকর (রা.)-কে বল তিনি যেন

লোকদের নিয়ে নামায আদায় করে। তারপর আমি হাফসাহ্ (রা.)-কে আমার কথা বলার জন্যে বললাম। তিনিও তাঁকে তা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা ঐ সকল মেয়েদের ন্যায় যারা ইউসুফ ('আ)-এর ব্যাপারে জড়িত ছিল। আবূ বাক্র (রা.)-কে বল লোকদের নিয়ে নামায পড়তে। তিনি ['আয়িশাহ্ (রা.)] বলেন, তাঁকে নির্দেশ দেয়ার পর নবী ﷺ কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলে দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে চললেন আর তাঁর পদদ্বয় মাটিতে হেঁচড়াচ্ছিল। যখন তিনি মাসজিদে ঢুকলেন, আবূ বাক্র (রা.) তাঁর আগমন বুঝে পিছনে হটতে চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইশারায় নিজ অবস্থায় থাকতে বললেন। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আবূ বাক্র (রা.)-এর বাম দিকে দাঁড়ালেন এবং লোকদের সাথে বসে নামায পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন বসে বসে, আবূ বাক্র (রা.) ছিলেন দাঁড়ানো। আবূ বাক্র (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করছিলেন আর অন্যান্য লোক অনুসরণ করছিল আবূ বকর (রা.)-এর নামাযের। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৩২; বুখারী হা. ৭১৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৩৬]**

٨٣٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ ؟" . فَقُلْنَا: لاَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ " . فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ " أَصَلَّى النَّاسُ ؟" . قُلْنَا: لاَ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ: " ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" . فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ " أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ " . فَجَاءَهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً رَقِيقًا فَقَالَ يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ . فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَجَاءَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ وَأَمَرَهُمَا فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا . فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ . فَحَدَّثْتُهُ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ . قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ .

৮৩৪. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ সম্পর্কে জানাবেন না? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন, লোকেরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, না, তারা আপনার প্রতিক্ষা করছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, আমার জন্যে পাত্রে কিছু পানি রাখ। আমরা তা রাখলে তিনি গোসল করলেন এবং মাসজিদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। ইত্যবসরে তিনি সংজ্ঞাহীন হন। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে বললেন, লোকেরা কি নামায পড়েছো? আমরা বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা আপনার প্রতিক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্যে পাত্রে কিছু পানি রাখ। আমরা যখন পানি রাখলাম তখন তিনি গোসল করলেন। তারপর দাঁড়াবার ইচ্ছা করলেন আবার তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এরপর তৃতীয়বারও তিনি ঐরূপ বললেন। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, তখন লোকেরা মাসজিদে 'ইশার নামাযের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিক্ষা করছিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র (রা.)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বললেন। সে লোক এসে তাঁকে খবর দিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে বলেছেন। আবূ বাক্‌র (রা.) ছিলেন কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি 'উমার (রা.)-কে বললেন, হে 'উমার! লোকদের নিয়ে নামায পড়ুন। তিনি বললেন, এ কাজের জন্যে আপনিই উপযুক্ত। তারপর আবূ বাক্‌র (রা.) এ কয়দিন লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা সুস্থ অনুভব করলেন এবং তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর করে যুহরের নামাযের জন্যে আসলেন। তাঁদের একজন ছিলেন 'আব্বাস (রা.)। যখন আবূ বাক্‌র (রা.) তাঁকে দেখলেন তখন তিনি পিছে হটতে চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ইশারায় পিছে হটতে নিষেধ করলেন এবং এ দুই ব্যক্তিকে আদেশ করলে তাঁরা তাঁকে আবূ বাক্‌রের পাশে বসিয়ে দিলেন। তখন আবূ বাক্‌র (রা.) দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আর লোকেরা আবূ বকরের অনুসরণ করছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে নামায পড়ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'আয়িশাহ্ (রা.) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা কি আপনার কাছে বর্ণনা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তাঁর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি তার কোন কিছুই অস্বীকার করলেন না। তবে তিনি বললেন, তিনি তোমার কাছে ঐ ব্যক্তির নাম বলছেন কি? যিনি 'আব্বাসের সঙ্গে ছিলেন? আমি বললাম, না। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বললেন, তিনি ছিলেন 'আলী (রা.)। [সহীহ। বুখারী হা. ৬৮৭]

অধ্যায়- ৪১: ইমাম ও মুকতাদির নিয়্যাতের ভিন্নতা ٤١ - بَابُ اخْتِلاَفِ نِيَّةِ الإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

٨٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ فَأَخَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الصَّلاَةَ وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ يَؤُمُّهُمْ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَأَخَّرَ فَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا نَافَقْتُ وَلآتِيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأُخْبِرُهُ . فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَأْتِينَا فَيَؤُمُّنَا وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلاَةَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا ".

৮৩৫. 'আম্‌র (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে নামায পড়ে তারপর স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে তাদের ইমাম হয়ে নামায পড়তেন। একদা নাবী ﷺ-এর সাথে তিনি বিলম্বে নামায পড়ে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এসে নামায পড়েন এবং সূরা বাক্বারাহ্ পাঠ করলেন। সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এমন কিরাআত শুনে নামায থেকে সরে পড়ল এবং একা একা নামায পড়ে বেরিয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক্ব হয়ে গেছ? সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি মুনাফিক্ব হইনি। আমি নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টি বলব। তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আলাহর রাসূল ﷺ! মু'আয আপনার সঙ্গে নামায পড়েন। আপনি গত রাতে 'ইশার নামায পড়তে বিলম্ব করেন। তিনি আপনার সঙ্গে নামায পড়ার পর আমাদের ইমামত করতে যান এবং তিনি সূরা বাক্বারাহ্ আরম্ভ করে দেন। আমি তা শুনে পিছনে হটে যাই এবং একাকী নামায পড়ি। আমরা উটের রাখাল, আমরা নিজ হাতে কাজ করি। তখন নাবী ﷺ বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিৎনাহ্ ও কষ্টে ফেলতে চাও? তুমি ঐ ঐ সূরা পাঠ কর। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৮৩১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٨٣٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَبِالَّذِينَ جَاءُوا رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعًا وَلِهَؤُلاَءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

৮৩৬. আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, একবার তিনি ভয়কালীন নামায পড়লেন। তিনি প্রথমে তাঁর পিছনের লোকদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। আর যারা পরে আসল তাদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায চার রাক'আত হলো আর অন্যদের হলো দু' দু' রাক'আত। [সহীহ। আবূ দাউদ হা. ১১৩৫; ১৫৫১ নং হাদীস আরো বিস্তারিত বর্ণনা আসবে।]

অধ্যায়- ৪২: জাম'আতের মর্যাদা ٤٢ - بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

٨٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ".

৮৩৭. ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামা'আতের নামায তোমাদের একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ মর্যাদাপূর্ণ। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৮৬; বুখারী হা. ৬৪৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৬২]

٨٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا ".

৮৩৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, জামা'আতের নামায তোমাদের কারো একাকী নামাযের চাইতে পঁচিশ গুণ মর্যাদাসম্পন্ন। [সহীহ। ৪৮৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٨٣٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

৮৩৯. 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, জামা'আতের নামায একাকী নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ মর্যাদাশালী। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়- ৪৩: তিনজনের জামা'আত ٤٣ - بَابُ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً

٨٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ ".

৮৪০. আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তিনজন লোক হবে তখন তাদের একজন ইমামত করবে, আর তাদের মধ্যে ইমামতের সব চেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি তিনি যিনি ভাল কিরাআত জানেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪১৩]

٤٤ - بَابٌ: اَلْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً رَجُلٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ

অধ্যায়- ৪৪: একজন পুরুষ একজন বালক এবং একজন মহিলা এরকম তিনজনের জামা'আত

٨٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ قَزَعَةَ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ أُصَلِّي مَعَهُ .

৮৪১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে নামায পড়েছি। তখন 'আয়িশাহ্ (রা.) আমাদের পেছনে থেকে আমাদের সাথে নামায পড়লেন আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে থেকে তাঁর সঙ্গে নামায পড়লাম। [সহীহ। ৮০৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৪৫: দু'জনের জামা'আত ٤٥ – بَابُ الْجَمَاعَةُ إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ

٨٤٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

৮৪২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আমি নামায পড়ি। আমি তার বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর বাম হাতে ধরে তার ডান পাশে দাঁড় করান। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৮০৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٨٤٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، وَمِنْ أَبِيهِ - قَالَ سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَالَ " أَشَهِدَ فُلاَنٌ الصَّلاَةَ ؟". قَالُوا: لاَ. قَالَ: " فَفُلاَنٌ؟". قَالُوا: لاَ. قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَالصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانُوا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

৮৪৩. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়লেন। পরে তিনি বললেন, অমুক নামাযে উপস্থিত হয়েছে? উপস্থিত মুসল্লীগণ বললেন, না। তিনি বললেন, অমুক ব্যক্তি? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, এ দু'টি নামায ('ইশা ও ফজর) মুনাফিক্বদের উপর খুবই কঠিন। তাতে কি ফযীলত রয়েছে তারা যদি তা জানতো তাহলে নিশ্চয়ই তারা তাতে উপস্থিত হতো হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। আর প্রথম সারি হলো ফেরেশতাদের সারির মতো। যদি তোমরা তার ফযীলত জানতে তাহলে তোমরা তাতে উপস্থিত হওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা করতে। একজন লোকের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়া থেকে উত্তম। আর দু'জন লোকের সাথে কোন ব্যক্তির নামায পড়া এক ব্যক্তির সাথে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাবে ততই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় হবে। [হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ৭৯০; তা'লীকুর রাগীব ১/১৫২]

অধ্যায়– ৪৬: নফল নামাযের জামা'আত ٤٦ – بَابُ الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ

٨٤٤ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ السُّيُولَ لَتَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " سَنَفْعَلُ " . فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أَيْنَ تُرِيدُ ؟". فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ .

৮৪৪. 'ইত্বান ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্প্রদায়ের মাসজিদ এবং আমার মাঝে পানির স্রোত বাধা সৃষ্টি করে। অতএব আমি পছন্দ করি যে আপনি আমার বাড়ি এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায পড়েন এবং আমি তা মাসজিদ বানিয়ে নিব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তাই করব,

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন, কোথায় নামায পড়া তুমি পছন্দ কর? আমি ঘরের একদিকে ইশারা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় দাঁড়ালেন। আমরা তাঁর পেছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়লেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৮৪০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮১]**

٤٧ – بَابُ الْجَمَاعَةُ لِلْفَائِتِ مِنَ الصَّلاَةِ অধ্যায়– ৪৭: ক্বাযা নামাযের জামা'আত

٨٤٥ - أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي " .

৮৪৫. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার আগে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং পরস্পর মিলে দাঁড়াও। কারণ আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছন দিক থেকেও দেখে থাকি। **[সহীহ। ৮১৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٨٤٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ، وَاسْمُهُ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ " . قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أَحْفَظُكُمْ . فَاضْطَجَعُوا فَنَامُوا وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ: " يَا بِلاَلُ أَيْنَ مَا قُلْتَ ؟" . قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَى نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ فَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ قُمْ يَا بِلاَلُ فَآذِنِ النَّاسَ بِالصَّلاَةِ " . فَقَامَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَتَوَضَّئُوا - يَعْنِي حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ .

৮৪৬. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম হঠাৎ দলের একজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি বিশ্রামের জন্য শেষ রাতে আমাদের নিয়ে অবতরণ করতেন। তিনি বললেন, আমি ভয় করি তোমরা নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়বে। বিলাল (রা.) বললেন, আমি আপনাদের দেখাশুনা করব। তারপর সকলেই শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। বিলাল (রা.) তাঁর সওয়ারীর সঙ্গে হেলান দিয়ে পিঠ লাগিয়ে রইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হয়ে দেখলেন সূর্য উদিত হচ্ছে। তিনি বললেন, হে বিলাল! তুমি যা বলেছিলে তা কোথায়? তিনি বললেন, আমাকে এত গভীর ঘুমে আর কখনো পায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করলেন তখন তোমাদের রূহ্ কবয করে নিলেন। আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দিলেন। হে বিলাল! উঠ লোকদের নামাযের জন্যে আহ্বান কর। তারপর বিলাল (রা.) উঠে আযান দিলেন, এরপর সকলে ওযূ করলেন অর্থাৎ যখন সূর্য বেশ উপরে উঠলো। পরে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪৬৫-৪৬৬; বুখারী হা. ৫৯৫]**

٤٨ – بَابُ التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

অধ্যায়– ৪৮: জামা'আত ছেড়ে দেয়ার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلاَعِيُّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُوَيْنَ حِمْصَ . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ " . قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةَ فِي الصَّلاَةِ .

৮৪৭. মা'দান ইবনু আবূ ত্বালহাহ্ ইয়া'মুরী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুদদারদা (রা.) আমাকে বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়? আমি বললাম, আমার বাড়ি হিমসের নিকটবর্তী এক গ্রামে। তখন আবুদ্দারদা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কোন গ্রামে অথবা অনাবাদী জায়গায় তিনজন লোক থাকাবস্থায় সেখানে নামায কায়িম না হলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। অতএব, তোমরা জামা'আতকে অত্যাবশ্যকীয়রূপে গ্রহণ করবে। কারণ, বাঘ বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে। সায়িব (রা.) বলেন, জামা'আত অর্থ নামাযের জামা'আত। **[হাসান। মিশকাত হা. ১০৬৭; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৫৬; তা'লীকুর রাগবীব ১/১৫৬]**

٤٩ – بَابُ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

অধ্যায়– ৪৯: জামা'আত হতে পিছনে থাকার পারিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি

٨٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ"

৮৪৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাঁর হাতে আমার জীবণ তাঁর শপথ করে বলছি আমি ইচ্ছা করেছি যে, কিছু জ্বালানি কাঠ আনতে আদেশ করবো, তা সংগ্রহ হলে নামাযের আদেশ করব। তারপর তার জন্যে আযান দেয়া হবে। পরে এক ব্যক্তিকে আদেশ দিব সে লোকের ইমামত করবে। আর আমি লোকদের পেছন থেকে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিব (যারা জামা'আতে আসে না) যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ যদি তাদের কেউ জানত যে একখানা মাংসল হাড় অথবা দুই টুকরা বকরীর সুন্দর খুর পাবে তাহলে তারা 'ইশার নামাযে অবশ্যই হাজির হতো। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৯১; বুখারী হা. ৬৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৬৬]**

٥٠ – بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

অধ্যায়– ৫০: নামাযের আযান দিলে তার হিফাযত করা

٨٤٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنِّي لاَ أَحْسَبُ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلاَّ لَهُ مَسْجِدٌ يُصَلِّي فِيهِ فِي بَيْتِهِ فَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَمْشِي إِلَى صَلاَةٍ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً أَوْ يَرْفَعُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ يُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نُقَارِبُ بَيْنَ الْخُطَا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ .

৮৪৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কাল আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে একজন মুসলিম হিসেবে দেখা করার আশা রাখে সে যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিফাযত করে, যখন তার আযান দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল ﷺ কে হিদায়াতের নিয়মাবলী বর্ণনা করেছেন, আর ঐগুলো হিদায়াতের নিয়মের অন্তর্গত। আর আমি ধারণা করি, তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে একটা নামাযের স্থান রয়েছে। অতএব, যদি তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড় আর তোমাদের মাসজিদ পরিত্যাগ কর তাহলে

তোমরা তোমাদের নাবী ﷺ-এর তরীকা ছেড়ে দিলে। আর যদি তোমরা নাবী ﷺ-এর তরীকাই ছেড়ে দিলে তাহলে তোমরা বিপথগামী হলে। আর কোন মুসলিম এমন নেই যে, উত্তমরূপে ওযূ করে, পরে সে নামাযের জন্যে পায়ে হেঁটে যায় কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি নেকী লেখেন না। অথবা তার জন্যে তার মর্যাদা উন্নত করে দেন না। অথবা তদ্বারা তার একটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন না। আমি দেখেছি আমরা সবসময় কাছাকাছি পা ফেলে চলতাম আর তা থেকে বিরত থাকে না কেউ ঐ মুনাফিক্ব ব্যতীত যার নিফাক্ব প্রকাশ্য। পক্ষান্তরে আমি দেখেছি, কোন ব্যক্তি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে চলত। অবশেষে তাকে দাঁড় করানো হত কাতারে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৭৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৭৩]**

٨٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلاَةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَهُ: "أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟". قَالَ: نَعَمْ . قَالَ "فَأَجِبْ".

৮৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমার এমন কোন পথপ্রদর্শক নেই যে, আমাকে নামাযে নিয়ে যায়। সে ব্যক্তি তাঁর কাছে নিজ ঘরে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি চলে যেতে উদ্যত হলেন তখন তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তার উত্তর দাও (অর্থাৎ জামা'আতে হাজির হও।) **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৭৯৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৭১]**

٨٥١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . قَالَ: " هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟" . قَالَ: نَعَمْ . قَالَ " فَحَيَّ هَلاً " . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ .

৮৫১. ইবনু উম্মু মাকতূম হতে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! মদীনায় বহু সরীসৃপ জন্তু এবং হিংস্র প্রাণী রয়েছে। তিনি বললেন, তুমি কি নামাযের "দিকে আস, মঙ্গলের দিকে আস" এ শব্দ শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি আসবে। তিনি তাঁকে না আসার অনুমতি দিলেন না। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৬২]**

অধ্যায়- ৫১: জামা'আত ত্যাগের কারণ ٥١ - بَابُ الْعُذْرِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

٨٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَمَ، كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ".

৮৫২. 'উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু আরক্বাম (রা.) তাঁর সঙ্গীদের ইমামত করতেন। একদিন নামাযের সময় হলে তিনি তাঁর প্রয়োজনে চলে গেলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কারও পায়খানার প্রয়োজন হয় তখন সে যেন নামাযের আগেই তা সেরে নেয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৬১৬]**

٨٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " .

৮৫৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন রাতের খানা হাজির হয় আর নামাযেরও ইক্বামাত দেয়া হয়, তখন প্রথমে খেয়ে নেবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৩৩; বুখারী হা. ৫৪৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৩০]**

٨٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحُنَيْنٍ فَأَصَابَنَا مَطَرٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

৮৫৪. আবুল মালীহ (র.)-এর সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হুনাইনে ছিলাম, এমন সময়ে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়ায্যিন ঘোষণা করলেন, আপনারা নিজ নিজ বাসস্থানে নামায পড়ুন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৩৬]**

অধ্যায়– ৫২: জামা'আত প্রাপ্তির সীমা ٥٢ – بَابُ حَدِّ إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ

٨٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَحْلاَءَ، عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ الْفِهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ حَضَرَهَا وَلاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا " .

৮৫৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করল তারপর মাসজিদের উদ্দেশে বের হয়ে দেখল লোকেরা নামায সমাপ্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে নামাযে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান নেকী লিখে দিবেন এবং তাদের নেকী থেকে কিছুই কমানো হবে না। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৭৩]**

٨٥٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحُكَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ " .

৮৫৬. 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.) হতে বর্ণিত, যে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সালাতের জন্যে ওযূ করল পূর্ণরূপে তারপর ফরয নামাযের উদ্দেশে বের হলো এবং ঐ নামায পড়ল লোকদের সাথে। অথবা তিনি বলেছেন, জামা'আতে অথবা বলেছেন, মাসজিদে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। **[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব ১/১৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৫৬]**

٥٣ – بَابُ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ

অধ্যায়– ৫৩: একাকী নামায আদায় করলে পুনরায় জামা'আতে নামায আদায় করা

٨٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ عَنْ مِحْجَنٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ – فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ – فَقَالَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟" . قَالَ: بَلَى وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ " .

৮৫৭. মিহজান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক মাজলিসে ছিলেন, তখন নামাযের আযান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, তারপর নামায পড়ে এসে দেখলেন মিহজান (রা.) সে মাজলিসেই রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমাকে নামায পড়া থেকে কোন জিনিস বাধা দিল? তুমি কি মুসলিম নও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! কিন্তু আমি আমার ঘরে নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যখন মাসজিদে আসবে তখন লোকদের সঙ্গে নামায পড়ে নিবে যদিও আগে নামায পড়ে থাক। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৫৯০-৫৯১]

٥٤ – بَابُ إِعَادَةِ الْفَجْرِ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

অধ্যায়– ৫৪: একাকী ফজরের নামায আদায় করলে পুনরায় জমা'আতে আদায় করা

٨٥٨ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ " عَلَيَّ بِهِمَا " . فَأُتِيَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا " . قَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . قَالَ " فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ " .

৮৫৮. ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-'আমিরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসজিদে খায়ফে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের নামায পড়লাম। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, দেখতে পেলেন দু'জন ব্যক্তি লোকদের পেছনে রয়েছে যারা তাঁর সাথে নামায পড়েনি। তিনি বললেন, ঐ দু' ব্যক্তিকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাদেরকে আনা হলো। ভয়ে তাদের কাঁধ ও পার্শ্বদেশ কাঁপছিল। তিনি বললেন, কি কারণে তোমরা আমাদের সঙ্গে নামায পড়লে না। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা আমাদের ঘরে নামায পড়েছি। তিনি বললেন, আর এমন করবে না। যখন তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ে জামা'আতের মাসজিদে আসবে তখন তাদের সঙ্গে নামায পড়বে। আর তা তোমারে জন্যে নফল (বলে গণ্য) হবে। [সহীহ। প্রাগুক্ত]

٥٥ – بَابُ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ

অধ্যায়– ৫৫: সময় চলে গেলে জামা'আতে পুনঃ নামায পড়া

٨٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضَرَبَ فَخِذِي "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا؟". قَالَ مَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ".

৮৫৯. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার উরুদেশে হাত রেখে বললেন, যদি তুমি এমন লোকের মধ্যে বেঁচে থাক যারা ঠিক সময় হতে নামাযকে পিছিয়ে দিবে, তখন তুমি কি করবে? তিনি বললেন, আপনি কি করতে নির্দেশ দেন। তিনি বললেন, তুমি সময় মতো নামায পড়ে নিবে। তারপর তোমার প্রয়োজনে যাবে যদি নামায শুরু হয় আর তুমি মাসজিদে থাক তাহলে নামায পড়ে নিবে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪৮৩; *মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৫৩]*

٥٦ - بَابُ سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً

অধ্যায়-৫৬: মাসজিদে ইমামের সঙ্গে জামা'আত নামায পড়লে পুনরায় নামায না পড়া

٨٦٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا عَلَى الْبَلاَطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا لَكَ لاَ تُصَلِّي؟ قَالَ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " .

৮৬০. মইমূনাহ্ (রা.)-এর মুক্ত গোলাম সুলাইমান (রহ.)-হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা.)-কে মাসজিদের আঙ্গিনায় উপবিষ্ট দেখলাম আর লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, হে আবূ 'আব্দুর রহমান! আপনার কি হয়েছে যে নামায পড়ছেন না? তিনি বললেন, আমি নামায পড়ে ফেলেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, একদিনে এক নামায দু'বার পড়া যায় না। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৫৯২]**

অধ্যায়- ৫৭: নামাযের জন্যে দৌড়ানো ٥٧ - بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

٨٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا " .

৮৬১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যখন তোমরা নামাযে আসবে তখন তোমরা দৌড়ে আসবে না, বরং হেঁটে আসবে, যেন তোমাদের মাঝে স্বস্তি বজায় থাকে। ইমামের সাথে যতটুকু পাবে তা আদায় করবে আর যা ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নিবে। **[সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ১১৯৮; বুখারী হা. ৯০৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪৭]**

অধ্যায়- ৫৮: নামাযের জন্যে না দৌড়ে দ্রুত গমন করা ٥٨. بَابُ الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ

٨٦٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: " أُفٍّ لَكَ أُفٍّ لَكَ " . قَالَ فَكَبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي فَقَالَ: " مَا لَكَ؟ امْشِ". فَقُلْتُ: أَحْدَثْتَ حَدَثًا . قَالَ: " مَا ذَاكَ؟". قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي. قَالَ: " لاَ، وَلَكِنْ هَذَا فُلاَنٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلاَنٍ فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ " .

৮৬২. আবূ রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের নামায পড়ে বানূ 'আব্দুল আশহালের কাছে যেতেন এবং তাদের সাথে কিছু কথাবার্তা বলতেন আর মাগরিবের নামাযের জন্যে দ্রুত চলে আসতেন। আবূ রাফি' বলেন, একবার নাবী ﷺ মাগরিবের নামাযের জন্যে দ্রুত আসছিলেন। তখন আমরা বাকী' নামক স্থানের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমার জন্যে আফসোস! তোমার জন্যে আফসোস!" তিনি বলেন, এটা আমার সামর্থ্যে কষ্টকর ছিল, অতএব আমি পেছনে রয়ে গেলাম, আর আমি ধারণা করলাম, তিনি আমাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তিনি বললেন, তোমার কি হলো, চলো। আমি বললাম, আপনি যে একটি ঘটনা

ঘটিয়েছেন? তিনি বললেন, তা কি? আমি বললাম, আপনি বললেন, তোমার জন্যে আফসোস। তিনি বললেন, না, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে আমি অমুক সম্প্রদায়ের নিকট যাকাত আদায়কারী করে পাঠিয়েছিলাম। সে একখানা চাদর আত্মসাৎ করেছিল এখন তাকে ঐরূপ আগুনের একখানা চাদর পরিয়ে দেয়া হয়েছে। [সানাদ হাসান।]

٨٦٣ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ، رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، نَحْوَهُ .

৮৬৩. আবূ ইসহাক্ব (রহ.)-এর সূত্রেও আবূ রাফি‘ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। [সানাদ হাসান]

অধ্যায়– ৫৯: আগে ভাগে নামাযে উপস্থিত হওয়া ٥٩ – بَابُ التَّهْجِيرِ إِلَى الصَّلاَةِ

٨٦٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الصَّلاَةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَقَرَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّجَاجَةَ ثُمَّ الَّذِي عَلَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ ".

৮৬৪. যুহরী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সালামাহ্ ইবনু ‘আব্দুর রহমান এবং আবূ ‘আব্দুল্লাহ আগার আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) তাঁদের কাছে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বাগ্রে নামাযে যে ব্যক্তি হাজির হয় সে ঐ ব্যক্তির মতো যে একটি উট কুরবানী করে, তারপর যে ব্যক্তি আসে ঐ লেকের মতো যে একটি গরু কুরবানী করে, তারপর যে ব্যক্তি আসে সে ঐ লোকের মতো যে একটি দুম্বা কুরবানী করে। পরে যে ব্যক্তি আসে সে ঐ ব্যক্তির মতো যে একটি মুরগী আল্লাহর রাস্তায় দান করে। তারপর যে ব্যক্তি আগমন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ডিম আল্লাহর রাস্তায় দান করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৯৪; বুখারী হা. ৮৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৪১]

অধ্যায়– ৬০: ইক্বামাতের সময় যে নামায মাকরূহ ٦٠ – بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ

٨٦٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ " .

৮৬৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইক্বামাত বলা হয় তখন ফরয নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫২৩]

٨٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ".

৮৬৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইক্বামাত বলা হয় তখন ফরয নামায ছাড়া আর কোন নামায নেই। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব ।]

٨٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَقَالَ " أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا " .

৮৬৭. ইবনু বুহাইনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফজর নামাযের ইক্বামাত বলা শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে নামায পড়ছে আর মুয়ায্যিন ইক্বামাত বলছে। তিনি তখন বললেন, তুমি কি ফজরের নামায চার রাক'আত পড়ছো? [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫২৭]

٦١ – بَابٌ: فِيمَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَالإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৬১: ইমাম নামাযরত থাকাবস্থায় যে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায পড়ে

٨٦٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ: " يَا فُلاَنُ أَيُّهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ " .

৮৬৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু সারাজিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আগমন করল রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ফজরের নামায পড়ছিলেন। সে ব্যক্তি দুই রাক'আত নামায পড়ে নামাযে শরীক হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামায সমাপ্ত করে বললেন, হে অমুক! তোমার নামায কোন্‌টি? তুমি যে নামায আমাদের সঙ্গে পড়েছো সেটি না যে নামায একা পড়েছো? [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫২৮]

٦٢ - بَابُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ

অধ্যায়– ৬২: কাতারের পেছনে একাকী নামায আদায়কারী

٨٦٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، رضى الله عنه – قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَهُ وَصَلَّتْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .

৮৬৯. ইসহাক্ব ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন। আমি এবং আমাদের এক ইয়াতীম তাঁর পেছনে নামায পড়লাম। আর উম্মু সুলাইম আমাদের পেছনে নামায পড়লেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৮৭১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮৪]

٨٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحٌ، يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنِ ابْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ عَمْرٌو - عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ - قَالَ - فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ".

৮৭০. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অতি সুন্দরী এক নারী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে নামায পড়তেন। তিনি বলেন, তখন গোত্রের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রথম কাতারে এগিয়ে যেত, যেন তাকে দেখতে না পায়। আর তাদের কেউ কেউ পেছনে থেকে যেত। যখন রুকূ' করত তখন তারা বগলের নীচে থেকে তার দিকে তাকাত। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন–

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.

অর্থাৎ, "তোমাদের মাঝে যারা আগে অগ্রসর হয়ে গেছে তাদেরকেও আমি জানি আর যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদেরকেও জানি।" (১৫:২৪) [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৪৬]

অধ্যায়- ৬৩: কাতারের বাইরে রুকূ' করা ٦٣ - بَابُ الرُّكُوعِ دُونَ الصَّفِّ

٨٧١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ " .

৮৭১. হাসান (রহ.) হতে বর্ণিত, আবূ বাক্‌রহ্ (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন সময় মাসজিদে প্রবেশ করলেন যখন নাবী ﷺ রুকূ'তে চলে গেছেন। তিনি (তাড়াতড়ি) কাতারের বাইরেই রুকূ' করে ফেললেন। পরে নাবী ﷺ তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিন। কিন্তু আর কখনো এমন করবে না। **[সহীহ। রাওযুন্ নাযীর ৯২৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬৮৪-৬৮৫; বুখারী হা. ৭৮৩]**

٨٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: " يَا فُلاَنُ أَلاَ تُحَسِّنُ صَلاَتَكَ؟ أَلاَ يَنْظُرُ الْمُصَلِّي كَيْفَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ؟ إِنِّي أُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ بَيْنَ يَدَىَّ " .

৮৭২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায আদায় করলেন। নামায শেষে বললেন, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি তোমার নামায সঠিকভাবে আদায় করো না কেন? নামায আদায়কারী কি দেখে না সে নিজের জন্য কেমন করে নামায পড়ে? আমি (তোমাদেরকে) পেছন থেকেও সেরূপ দেখি যেরূপ দেখি সামনে থেকে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৫২]**

অধ্যায়- ৬৪: যুহরের পরে নামায ٦٤ - بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الظُّهْرِ

٨٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

৮৭৩. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের আগে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। আর তারপরেও দুই রাক'আত আর মাগরিবের পরও নিজ ঘরে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। তিনি ইশার পরেও দুই রাক'আত নামায পড়তেন। আর তিনি জুমু'আর পর কোন নামায পড়তেন না ঘরে না ফেরা পর্যন্ত অতঃপর তিনি দুই রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৬১৭; বুখারী হা. ৯৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৭৫]**

٦٥ - بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

অধ্যায়- ৬৫: আসরের নামাযের পূর্বে নামায এবং হাদীস বর্ণনায় আবূ ইসহাকের উপর মতানৈক্য

٨٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا . قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ .

৮৭৪. 'আসিম ইবনু যামরাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের কার এরূপ ক্ষমতা আছে? আমি বললাম, আমি তার ক্ষমতা না রাখলেও শুনতে ইচ্ছা করি। তিনি বললেন, যখন সূর্য 'আস্‌রের সময় তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে হতো তখন তিনি দুই রাক'আত নামায পড়তেন। আর যখন তার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে হাজির হতো যুহরের সময় তখন তিনি চার রাক'আত নামায পড়তেন। আর তিনি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং তারপর দুই রাক'আত নামায পড়তেন। আর 'আসরের পূর্বেও চার রাক'আত নামায পড়তেন। প্রতি দুই রাক'আত সালামের মাধ্যমে পৃথক করতেন। তাঁর এ সালাম ছিল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, নবীগণ আর তাঁদের অনুগামী মুসলিম এবং মু'মিনদের প্রতি। **[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬১]**

٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّهَارِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ مَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ثُمَّ أَخْبَرَنَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ .

৮৭৫. 'আসিম **ইবনু** যামরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী **ইবনু আবী** ত্বালিব (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দিনের ফরযের পূর্বের নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। তিনি বললেন, কে এর **যোগ্যতা** রাখে? তারপর আমাদের জানাতে গিয়ে তিনি বললেন, যখন সূর্য ঢলে যেত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ **দুই রাক'আত** নামায পড়তেন। আর দুপুরের পূর্বে চার রাকাআত পড়ে তার শেষে সালাম ফিরাতেন। **[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬১]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١١-كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ

পর্ব- ১১: নামায শুরু করা

অধ্যায়- ১: নামাযের প্রারম্ভিক কাজ ١ - بَابُ الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

٨٧٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ، ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ الزُّهْرِيُّ - قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ .

৮৭৬. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন নামাযে তাকবীর শুরু করতেন তখন তাকবীরের সময় তাঁর দু'হাত উঠাতেন এবং হাত দু'খানাকে উভয় কাঁধ বরাবর করতেন। আর যখন রুকূ' করার জন্যে তাকবীর বলতেন তখনো এরূপ করতেন। এরপর যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলতেন তখনো এমন করতেন এবং বলতেন- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু"। আর যখন তিনি সাজদাহ্ করতেন তখন এবং যখন সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠাতেন তখন এমন করতেন না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৫৮; বুখারী হা. ৭৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৫৮-৭৫৯]**

অধ্যায়- ২: তাকবীর বলার পূর্বে উভয় হাত উঠানো ٢ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ

٨٧٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ - قَالَ - وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৮৭৭. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি নামাযের জন্যে দাঁড়াতেন দু' হাত উঠাতেন। এমনকি তাঁর দু' হাত দু' কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। এরপর তিনি তাকবীর বলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এমন করতেন যখন তিনি রুকূ'র জন্যে তাকবীর বলতেন। আর যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনো এমন করতেন আর বলতেন- سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ আর তিনি সাজদায় এমন করতেন না। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ৩: উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত তোলা ٣ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

٨٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

৮৭৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন দু'কাঁধ পর্যন্ত তার দু'হাত তুলতেন। আর যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখনো দু'হাত এভাবে তুলতেন এবং বলতেন– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হামদু।) আর তিনি সাজদার সময় এমন করতেন না। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ৪: কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো ٤ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حِيَالَ الأُذُنَيْنِ

٨٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ " آمِينَ " . يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

৮৭৯. 'আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল সূত্রে তার পিতা ওয়ায়িল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে নামায পড়েছি। যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত দু'কান পর্যন্ত তুলতেন। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর তা সমাপ্ত করে "আমীন" বলতেন এবং তা বলার সময় তাঁর স্বর উচ্চ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৫৫; য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১২২]

٨٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حِيَالَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

৮৮০. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন নাবী ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আদায় করতেন তখন তাকবীর বলার সময় তাঁর দু'হাত কান পর্যন্ত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন (তখনো এরূপ করতেন)। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৬২]

٨٨١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحِينَ رَكَعَ وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى حَاذَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

৮৮১. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দু'হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ' হতে তাঁর মাথা তুলতেন তখন হাতদ্বয় উভয় কানের নিম্নভাগ (লতি) বরাবর হয়ে যেত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৩০; ইরউয়াউল গালীল ২/৬৭; সিফাতুস্ সালাত। বুখারী হা. ৭৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৬২-৭৬৩]

অধ্যায়– ৫: হাত উঠানোর সময় বৃদ্ধাঙ্গুলির অবস্থান ٥ – بَابُ مَوْضِعِ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ

٨٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادَ إِبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ .

৮৮২. 'আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল সূত্রে তার পিতা ওয়াইল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-কে দেখেছেন, যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তখন বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় তাঁর দু'কানের লতি বরাবর হতো। **[য'ঈফ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১২২]**

অধ্যায়– ৬: লম্বা করে উভয় হাত তোলা ٦ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَدًّا

٨٨٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَمْعَانَ قَالَ: جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقَالَ: ثَلاَثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ مَدًّا وَيَسْكُتُ هُنَيْهَةً وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ .

৮৮৩. সা'ঈদ ইবনু সাম'আন (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বানী যুরাইকের মাসজিদে এসে বললেন, তিনটি কাজ এমন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন। কিন্তু লোকেরা তা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি নামাযে হাত উঠাতেন দীর্ঘ করে, আর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন, আর তিনি যখন সাজদাহ্ করতেন এবং সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন। **[সহীহ। তা'লীক'আলা ইবনু খুযাইমাহ্ ৪৫৯; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৩৫]**

অধ্যায়– ৭: প্রথম তাকবীর ফরয ٧ – بَابُ فَرْضِ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى

٨٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا ".

৮৮৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করলেন। পরে এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল, তারপর এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ফিরে যাও, আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। সে ফিরে গিয়ে পূর্বের ন্যায় নামায পড়ে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিল রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, ওয়া 'আলাইকুমুস্ সালাম। ফিরে যাও, নামায পড় কেননা তুমি নামায পড়নি। তিনি তিনবার এমন করলেন। তারপর সে ব্যক্তি বলল, ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন। আমি এর চেয়ে বেশী ভাল নামায পড়তে জানি না। অতএব, আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন– যখন নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পাঠ করবে। তারপর রুকূ' করবে ধীর-স্থিরভাবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা

হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সাজদাহ্ করবে ধীর-স্থিরভাবে, তারপর মাথা উঠিয়ে ধীর-স্থিরভাবে বসে পড়বে। অতঃপর এমনিভাবে তোমার নামায পূর্ণ করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬০; ইরউয়াউল গালীল ২৮৯; বুখারী হা. ৭৫৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৮০]**

অধ্যায়– ৮: যে বাক্য দ্বারা নামায শুরু করা হয় ٨ – بَابُ الْقَوْلِ الَّذِي يُفْتَتَحُ بِهِ الصَّلاَةُ

٨٨٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ خَلْفَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ "مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ . فَقَالَ " لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا ".

৮৮৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পেছনে দাঁড়িয়ে বলল:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً .

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে এ কালিমা বলেছে? ঐ ব্যক্তি বলল– আমি, হে আল্লাহর নবী! তখন তিনি বললেন, বারোজন ফেরেশতা এ কালিমা দ্রুত তুলে নিলেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪৬]**

٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " عَجِبْتُ لَهَا ". وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا " فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ .

৮৮৬. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এমন সময় উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠল–

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً .

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন এমন শব্দগুলো কে বলেছে? তখন ঐ ব্যক্তি বললো, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করলাম। তারপর তিনি যা বললেন, এর অর্থ হল, এর কারণে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছে। ইবনু 'উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শোনার পর হতে আমি কখনো তা পড়া বাদ দেই নি। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪৬]**

অধ্যায়– ৯: নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ٩– بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

٨٨٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .

৮৮৭. 'আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়ায়িল সূত্রে তার পিতা ওয়ায়িল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়ানো থাকতেন তখন আমি তাঁকে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরে রাখতে দেখেছি। **[সানাদ সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৯১]**

١٠ – بَابٌ: فِي الإِمَامِ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

অধ্যায়- ১০: ইমাম কাউকে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতে দেখলে

٨٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي .

৮৮৮. ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে দেখলেন যে, আমি নামাযে ডান হাতের উপর বাম হাত রেখেছি। তিনি আমার ডান হাত ধরে তা বাম হাতের উপর রাখলেন। [হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ৮১১]

١١ – بَابُ مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ১১: নামাযে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখার স্থান

٨٨٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا - قَالَ -وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا .

৮৮৯. ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি, তিনি কিরূপে নামায পড়েন। আমি তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং তাঁর দু'হাত তুললেন। আর দু'হাত কর্ণদ্বয়ের বরাবর হল তারপর তিনি তাঁর ডান হাত রাখলেন বাম হাতের উপর অর্থাৎ বাম হাতের কব্জি ও বাহুর ওপর রাখলেন। যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছা করলেন তখন দু'হাত পূর্বের মতো উঠালেন। রাবী বলেন, রুকূ'তে তিনি তাঁর দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখলেন। তার পর যখন মাথা উঠালেন তখন পূর্বের মতো দু'হাত উঠালেন। তারপর তিনি সাজদাহ্ করলেন, তিনি তাঁর হাতের তালুদ্বয় স্থাপন করলেন তাঁর দু'কান বরাবর। তারপর তিনি বসলেন, তিনি বিছিয়ে দিলেন তাঁর বাম পা। আর তাঁর বাম হাতের তালু রাখলেন তাঁর বাম হাঁটু ও রানের উপর। আর ডান কনুইয়ের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ডান রানের উপর রাখলেন। পরে তাঁর দু'টি অঙ্গুলি (বৃদ্ধ ও মধ্যমা) টেনে তা দিয়ে গোলাকার বানালেন এবং তারপর একটি অঙ্গুলি উঠালেন। আমি দেখলাম, তিনি তা নাড়ছেন এবং তা দ্বারা দু'আ করছেন। [সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ৭১৭; ইরউয়াউল গালীল ২/৬৮-৬৯]

١٢ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَصُّرِ، فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ১২: নামাযে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

٨٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا .

৮৯০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ কোমরে হাত রেখে কোন ব্যক্তিকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৮৪; বুখারী হা. ১২১৯-১২২০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১০৭]

٨٩١ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَصْرِي فَقَالَ لِي هَكَذَا ضَرْبَةً بِيَدِهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ . قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنْهُ .

৮৯১. যিয়াদ ইবনু সুবাইহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমারের পাশে নামায পড়লাম, তখন আমি আমার কোমরে হাত রাখলাম। তিনি আমাকে তাঁর হাত মেরে বললেন, এরূপ কর। যখন আমি নামায সমাপ্ত করলাম, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, কে এ ব্যক্তি? সে বলল, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার। আমি বললাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! আমার কোন কাজে আপনার সন্দেহ জাগলো? তিনি বললেন, এটা শূলের ন্যায় হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা থেকে আমাদের নিষেধ করেছেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৩৮; ইরউয়াউল গালীল ২/৯৪]**

١٣ - بَابُ الصَّفِّ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়– ১৩: দু'পা মিলিয়ে নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে

٨٩٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ .

৮৯২. আবূ 'উবাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) এক ব্যক্তিকে দু'পা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বলেন, এ ব্যক্তি সুন্নাতের বিরোধিতা করল। যদি এ ব্যক্তি পদদ্বয়ের মাঝখানে ব্যবধান বা ফাঁক রেখে দাঁড়াত তাহলে তা উত্তম হতো। **[সানাদ য'ঈফ]**

٨٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيَّ .

৮৯৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামায পড়ছে দু'পা মিলিয়ে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি সুন্নাতের খেলাফ করেছে। যদি সে দু'পায়ের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়াত তা হলে তা আমার কাছে বেশী পছন্দীয় হতো। **[সানাদ য'ঈফ]**

١٤ - بَابُ سُكُوتِ الْإِمَامِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ

অধ্যায়– ১৪: নামায শুরু করার পর ইমামের চুপ থাকা

٨٩٤ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

৮৯৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। (এ সময় দু'আ পড়তেন।) **[সহীহ। বুখারী হা. ৭৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪২; এটি পরবর্তী হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ।]**

১৫ – بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ অধ্যায়– ১৫: তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে দু'আ

٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: " أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ " .

৮৯৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থেকে কি বলেন? তিনি বললেন, আমি বলি–

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

(অর্থাৎ,) হে আল্লাহ! আমার ও আমার পাপরাশির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যেমন পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ, আমাকে আমার পাপরাশি হতে পবিত্র করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। হে আল্লাহ! আমাকে পানি, বরফ, শিলা বৃষ্টির সাহায্যে ধৌত কর। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ৮০৫; ইরউয়াউল গালীল ৮; বুখারী ও মুসলিম; দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٦ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

অধ্যায়– ১৬: কিরাআত ও তাকবীরের মধ্যে অন্য দু'আা

٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الأَخْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ " .

৮৯৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন–

إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَقِنِي سَيِّئَ الأَعْمَالِ وَسَيِّئَ الأَخْلاَقِ لاَ يَقِي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ.

[সহীহ। সিফাতুস সালাত; মিশকাত হা. ৮২০]

١٧ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ

অধ্যায়– ১৭: তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যে অন্য প্রকার দু'আ ও যিক্র

٨٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " .

৮৯৭. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর বলতেন–

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

অর্থাৎ, আমি আন্তরিকভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায আমার 'ইবাদত (কুরবানী ও হাজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ সারা দুনিয়ার প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশে। তাঁর কোন অংশী নেই। আর এরই জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্গত। আল্লাহ তুমিই বাদশাহ, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ব্যতীত আর কেউ অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে চালিত কর উত্তম চরিত্রের পথে তুমি ব্যতীত অপর কেউ চালিত করতে পারে না উত্তম চরিত্রের পথে এবং দূরে রাখ আমা থেকে মন্দ আচরণকে, তুমি ব্যতীত আমা থেকে তা অপর কেউ দূরে রাখতে পারে না। আল্লাহ! উপস্থিত আছি আমি। সকল কল্যাণ তোমারই হাতে, আর অকল্যাণ তোমার প্রতি বর্তায় না। আমি তোমার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত আছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। তুমি বরকতময়, তুমি সুমহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার দিকেই ফিরছি। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৬৬১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৯-১৬৯০]**

٨٩٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ " . ثُمَّ يَقْرَأُ .

৮৯৮. মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন বলতেন–

اللّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ.

তারপর তিনি কুরআন পাঠ করতেন। [সহীহ। সিফাতুস সালাত; মিশকাত (তাহক্বীক্ব আলবানী) হা. ৮২১]

١٨ — بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ

অধ্যায়– ১৮: নামায শুরু ও কিরাআতের মাঝখানে অন্য দু'আ

٨٩٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ".

৮৯৯. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন–

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার প্রশংসার সাথে তোমার নাম বরকতময়, উচ্চ, তোমার মহিমা এবং তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮০৪]

٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ ".

৯০০. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন–

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]]

١٩ — بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

অধ্যায়– ১৯: তাকবীরের পর অন্য প্রকার দু'আ

٩٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ " أَيُّكُمُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ" فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا". قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا " .

৯০১. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে মাসজিদে প্রবেশ করল, নামাযের জন্যে দ্রুত আসার কারণে তার শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল–

اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ .

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায সমাপ্ত করে বললেন– তোমাদের মাঝে কে এ বাক্যগুলো উচ্চারণ করল? এতে উপস্থিত সকলে চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন, সে কোন ক্ষতিকর কথা বলেনি। সে ব্যক্তি বলল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলেছি। আমি এসে পড়লাম আর আমার তখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল তখন আমি তা বলেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– আমি বারোজন ফেরেশতাকে দেখলাম, তারা প্রতিযোগিতা করছে, কে তা তুলে নিবে। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৪৫]

অধ্যায়– ২০: অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া ٢٠ – بَابُ الْبَدَاءَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّورَةِ

٩٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

৯০২. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (রা.) কিরাআত শুরু করতেন– "আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন" দ্বারা। [সহীহ।]

٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - فَافْتَتَحُوا بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৯০৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এবং আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা নামায শুরু করতেন, "আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন" দ্বারা। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮১৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৮৩]

অধ্যায়– ২১: 'বিসমিল্লাহির রামহানির রাহীম' পাঠ করা ٢١ – بَابُ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩٠٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا - يُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ" . ثُمَّ قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ؟". قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ آنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ تَرِدُهُ عَلَيَّ أُمَّتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيَقُولُ لِي: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ ".

৯০৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন অর্থাৎ নাবী ﷺ। হঠাৎ ওয়াহীর অবস্থা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি পবিত্র হাসি দিতে দিতে মাথা উঠালেন। আমরা তাকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এখন আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হলো–

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ.

তারপর তিনি বলেন, তোমরা জান কি কাওসার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা একটি নহর। আমার রব! আমাকে তা জান্নাতে দান করবেন বলে ওয়া'দা করেছেন। তার পেয়ালাসমূহ তারকার সংখ্যা অপেক্ষা বেশী আমার উম্মাত তার কাছে আমার নিকট আসবে। তারপর তাদের মধ্য হতে কাউকে হটিয়ে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! সে তো আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। তখন তিনি আমাকে বলবেন, নিশ্চয় আপনি জানেন না, সে আপনার পরে (শরীয়তের পরিপন্থী) কি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছিল। [সহীহ। যিলালুল জান্নাত ৭৬৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৮৯]

٩٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ . فَقَالَ النَّاسُ آمِينَ . وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الاِثْنَتَيْنِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৯০৫. নু'আইম আল-মুজমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) এর পেছনে নামায পড়লাম। তিনি প্রথমে পড়লেন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। তার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, যখন তিনি–

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন 'আমীন' বললেন, তারপর সকল লোক বলল, 'আমীন'। যখনই তিনি সাজদাহ্ করতেন তখন বলতেন, 'আল্লাহু আকবার', আর যখন তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে বসা থেকে দাঁড়াতেন তখনো 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম নামায পড়ায় তোমাদের মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। **[সানাদ য'ঈফ]**

٢٢ – باب تَرْكِ الْجَهْرِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায়– ২২: 'বিসমিল্লা-হির রাহমানির রাহীম' বলতে উচ্চস্বর পরিত্যাগ করা

٩٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا .

৯০৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন কিন্তু তিনি আমাদেরকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-এর কিরাআত শুনিনি। আর আবূ বাক্র এবং 'উমার (রা.) ও আমাদের নিয়ে নামায পড়েছেন। তাঁদের থেকেও আমরা তা শুনিনি। **[সানাদ সহীহ]**

٩٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ – رضى الله عنهم – فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৯০৭. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উসমান (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পাঠ করতে শুনিনি। [সহীহ। **তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ৪৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৮৫]**

٩٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَامَةَ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ إِذَا سَمِعَ أَحَدَنَا، يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ رضى الله عنهما فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَرَأَ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

৯০৮. ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রা.) আমাদের কাউকে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে শুনলে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি এবং আবূ বাক্‌রও 'উমার (রা)-এর পিছনেও। তাঁদের কাউকেও 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পাঠ করতে শুনিনি। [য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ৮১৫]

٢٣ – بَابُ تَرْكِ قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অধ্যায়– ২৩: সূরা ফাতিহায় 'বিসমিল্লাহ' না পড়া

٩٠٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ " . غَيْرُ تَمَامٍ . فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ ؟ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي . يَقُولُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . يَقُولُ الْعَبْدُ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " .

৯০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নামায পড়ে আর তাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে তা অসম্পূর্ণ, তা অসম্পূর্ণ, পূর্ণ হয় না। তখন আমি বলালাম, হে আবূ হুরাইরাহ্! অনেক সময় ইমামের পেছনে নামায পড়ে থাকি? তিনি আমার বাহুটান দিয়ে বললেন, হে পারসিক! তুমি তা মনে মনে পড়বে। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত আধাআধি ভাগ করেছি। অতএব, এর অর্ধেক আমার জন্যে আর অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্যে তা-ই রয়েছে যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পাঠ কর বান্দা যখন বলে, আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল। আর যখন বান্দা বলে, আর রাহমা-নির রাহীম, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল। আর বান্দা যখন বলে "মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন" তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল। আর বান্দা যখন বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ আয়াতটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে। আর আমার বান্দার জন্যে তা-ই রয়েছে, যা সে চায়। বান্দা বলে, "ইহ্‌দিনাস্ সিরা-তাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন্ 'আম্‌তা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্‌যা-ল্লীন", (তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন) এসবই আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দার জন্যে তাই রয়েছে যা সে চায়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা: ৮৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৭৪-৭৭৫]

অধ্যায়– ২৪: নামাযে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব ٢٤ – بَابُ إِيجَابِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاَةِ

٩١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .

৯১০. ‘উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৭১]

٩١١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " .

৯১১. ‘উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহাও-এর পর বেশি (অন্য সূরা) পড়ল না, তার নামায হয়নি। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩০২; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮০; মুসলিম (আহলে হাদীস লাইব্রেরী) হা. ৩৯৪]

অধ্যায়– ২৫: সূরা ফাতিহার ফযীলত ٢٥ – بَابُ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

٩١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا فَوْقَهُ فَرَفَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُّ . قَالَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقْرَأْ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ .

৯১২. ইবনু ‘আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে ছিলেন আর তাঁর কাছে ছিলেন জিবরীল (‘আ.)। হঠাৎ জিবরীল (‘আ.) তাঁর মাথার উপর এক বিকট শব্দ শুনলেন, তখন তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখলেন অতঃপর বললেন, আকাশের একটি দরজা খুলে দেয়া হয়েছে, যা কখনও খোলা হয়নি। তিনি বলেন, এরপর একজন ফেরেশতা নাযিল হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আপনি এমন দু’টি নূরের সু-খবর গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকেই প্রদান করা হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে তা দান করা হয়নি। একটি হলো, সূরা ফাতিহা এবং অন্যটি হলো, সূরা বাকারার শেষাংশ। এতদুভয়ের একটি অক্ষর পাঠ করলেও তা (তার প্রতিদান) আপনাকে দেয়া হবে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৫৪]

٢٦ – بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

অধ্যায়– ২৬: “আপনাকে সাব‘আ মাসানী ও কুরআন ‘আযীম দিয়েছি”-এর ব্যাখ্যা

٩١٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ – قَالَ: فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟ " قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي . قَالَ: " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟" . قَالَ: فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَكَ؟ . قَالَ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّذِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ " .

৯১৩. আবূ সা'ঈদ ইবনু মু'আল্লা (রা) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে ডাকলেন, তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নামায শেষ করে তাঁর নিকট আসলে তিনি বললেন, আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তিনি বললেন, আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি, (হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে।) (সূরাঃ ৮, আয়াতঃ ২৮) মাসজিদ হতে বের হওয়ার আগে আমি কি তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দিব না? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (ﷺ) মাসজিদ হতে বের হবার উপক্রম হলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কথা কি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন, "আল্‌হামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন" অর্থাৎ সূরা ফাতিহা, এ সাত আয়াত যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে, যা আমাকে দান করা হয়েছে এবং মহান কুরআন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩১১; বুখারী হা. ৪৭০৩]

٩١٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْث، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "

৯১৪. উবাই ইবনু কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মতো তাওরাত অথবা ইঞ্জীলে কোন কিছু নাযিল করেন নি। তা সাত আয়াত যা বারবার পাঠ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন এটি আমার এবং বান্দার মাঝে ভাগ করা। আর আমার বান্দার জন্যে তা-ই রয়েছে, সে যা চায়। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৩৪৪]

٩١٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُوتِيَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي السَّبْعَ الطُّوَلَ .

৯১৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে দান করা হয়েছে কুরআন মাজীদের সাতটি বড় সূরা। তিনি অত্র হাদীসে সাব'আম মিনাল মাসানী, বলতে সাতটি বড় সূরার কথা বুঝিয়েছেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩১২]

٩١٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي قَالَ السَّبْعُ الطُّوَلُ .

৯১৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে আল্লাহর বাণী "সাব'আম মিনাল মাসানী" সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তা কুরআন মাজীদের সাতটি বড় সূরা। [য'ঈফ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩১২]

٢٧ - بَابُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ

অধ্যায়– ২৭: যে নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা হয় সে নামাযে ইমামের পশ্চাতে কিরাআত ত্যাগ করা

٩١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَنْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى. قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا".

৯১৭. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুহরের নামায পড়লেন। তাঁর পেছনে এক ব্যক্তি সূরা আ'লা পাঠ করলো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, কে সূরা আ'লা পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল, আমি! তিনি (ﷺ) বললেন, আমি নিশ্চিত জানতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ আমার কিরাআতে খটকা লাগিয়েছে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৮২-৭৮৩]**

٩١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا".

৯১৮. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ যুহর অথবা 'আস্‌রের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কে সূরা আ'লা পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি। আর আমি তা দ্বারা কল্যাণ ব্যতীত আর কিছু ইচ্ছা করিনি। নাবী ﷺ বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ আমার কিরাআতের সাথে খটকা লাগিয়েছে। **[সহীহ। প্রাগুক্ত]**

٢٨ – بَابُ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ

অধ্যায়– ২৮: ইমাম স্বরবে কুরআন পাঠ করলে তার পেছনে কিরাআত না করা

٩١٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: " هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا ". قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ " . قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلاَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ .

৯১৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করে নামায শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মাঝে কেউ কি আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বললো, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি বললেন, তাই তো আমি বলি আমার কি হলো যে, কুরআন পাঠে আমার ঝামেলা হয়? রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এ কথা শুনার পর থেকে তিনি যে নামাযে স্বরবে কিরাআত পড়তেন তাতে লোকজন কুরআন পড়া ছেড়ে দিলো। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮১-৭৮২; সিফাতুস সালাত; মিশকাত হা. ৮৫৫]**

٢٩ – بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الإِمَامُ

অধ্যায়– ২৯: যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করে সে নামাযে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা

٩٢٠ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ " لاَ يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ".

৯২০. 'উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে এমন এক নামায পড়লেন যাতে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা হয়। অতঃপর তিনি বললেন, আমি যখন স্বরবে কিরাআত পাঠ করি তখন তোমাদের কেউ যেন সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু না পড়ে। **[য'ঈফ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৪৭; তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ১৫৮১; মিশকাত হা. ৮৫৪]**

٣٠ – بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অধ্যায়– ৩০: আল্লাহ তা'আলার বাণী: "যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপ থাকবে। আশা করা যায় এতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে"-এর ব্যাখ্যা

٩٢١ - أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " .

৯২১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাঁহার অনুসরণ করার জন্যে। অতএব, যখন তিনি তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল, আর যখন তিনি কুরআন পড়ে তখন তোমরা চুপ থাকবে, আর যখন তিনি বলেন, "সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ" তখন তোমরা বলবে "রব্বানা লাকাল হাম্‌দু"। **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৪৬-৮৪৭]**

٩٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ الْمُخَرِّمِيُّ يَقُولُ هُوَ ثِقَةٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ .

৯২২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম তো এজন্যে নিয়োগ করা হয়েছে যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। অতএব, যখন ইমাম তাকবীর বলে তখন তোমরাও তাকবীর বল। আর যখন ইমাম কুরআন পাঠ করে তখন তোমরা চুপ থাক। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, মুখারিমী বলতেন, তিনি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ আনসারী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। **[হাসান সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩৪৪; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٣١ – بَابُ اكْتِفَاءِ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَةِ الإِمَامِ

অধ্যায়– ৩১: মুক্তাদির জন্যে ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট

٩٢٣ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ " . قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ . فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ مَا أَرَى الإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَفَاهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يَقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ .

৯২৩. আবূ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। এক আনসার ব্যক্তি বলল, তা ওয়াজিব। তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ্য করলেন, আমি সকলের মাঝে তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, ইমাম যখন দলের ইমামত করেন, তখন আমি মনে করি, ইমামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। আবূ 'আবদুর রহমান (র.) বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বলা ভুল। এ হলো আবূ দারদারই কথা। **[সানাদ সহীহ।]**

٣٢ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ لِمَنْ لاَ يُحْسِنُ الْقُرْآنَ

অধ্যায়- ৩২: যে ভালভাবে কুরআন পাঠ করতে জানে না, তার জন্যে যা পাঠ করা যথেষ্ট

٩٢٤ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ . فَقَالَ " قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " .

৯২৪. ইবনু আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে আবেদন করল, আমি কুরআন পাঠ করতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআন পাঠের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। তিনি বলেন, তুমি বল–

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

[হাসান। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮৫; ইরউয়াউল গালীল ৩০৩]

অধ্যায়- ৩৩: ইমামের উচ্চস্বরে আমীন বলা ٣٣ - بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِآمِينَ

٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৯২৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিলাওয়াতকারী যখন 'আমীন' বলেন তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। কারণ ফেরেশতাগণ ও আমীন বলে থাকেন। সুতরাং যার আমীন বলা ফেরেশতার 'আমীন' বলার সাথে মিলে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের পাপ মার্জনা করবেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ্ হা. ৮৫১; বুখারী হা. ৬৪০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮১০]**

٩٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৯২৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন তিলাওয়াতকারী (ইমাম) আমীন বলেন তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকেন। আর যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পূর্ববর্তী পাপ মার্জনা করে দেয়া হয়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٩٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا " قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৯২৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম যখন "গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্ যা-ল্লীন" বলেন তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ ফেরেশতাগণও 'আমীন' বলে থাকেন, আর ইমামও 'আমীন' বলেন। যার 'আমীন' বলা ফেরেশতার 'আমীন' বলার সাথে মিলে যায়, তার পূর্বের পাপ মাফ করে দেয়া হয়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٩٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيد، وَأَبِي، سَلَمَةَ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৯২৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'আমীন' বলে তখন তোমরাও 'আমীন' বল। যার 'আমীন' বলা ফেরেশতাদের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যায় তার আগের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। [সহীহ।]

অধ্যায়– ৩৪: ইমামের পেছনে 'আমীন' বলার নির্দেশ ٣٤ – بَابُ الأَمْرِ بِالتَّأْمِينِ خَلْفَ الإِمَامِ

٩٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

৯২৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম "গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্যা-ল্লীন" বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। কারণ যার কথা ফেরেশতাগণের কথার সাথে মিলে যাবে, তার আগের গুনাহ মার্জনা করা হবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য]

অধ্যায়– ৩৫: 'আমীন' বলার ফযীলত ٣٥ – بَابُ فَضْلِ التَّأْمِينِ

٩٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

৯৩০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ 'আমীন' বলে, আর ফেরেশতারাও আকাশে 'আমীন' বলেন, তখন যদি একটির সাথে অপরটির মিল হয় তবে তার আগের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। [সহীহ। বুখারী হা. ৭৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮১২]

٣٦ – بَابُ قَوْلِ الْمَأْمُومِ إِذَا عَطَسَ خَلْفَ الإِمَامِ

অধ্যায়– ৩৬: মুকতাদির ইমামের পেছনে হাঁচি দিয়ে 'আলহাম্দু লিল্লাহ' বলা

٩٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ، أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ: " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ ؟" . فَلَمْ يُكَلِّمْهُ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ ؟". فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: " كَيْفَ قُلْتَ ؟" . قَالَ: قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلاَثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا " .

৯৩১. রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়লাম তখন আমি হাঁচি দিলাম এবং বললাম–

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

রাসূল ﷺ নামায শেষ করে ফিরে বললেন, নামাযে কে কথা বলেছে? তখন কেউই জবাব দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার বললেন, কে নামাযে কথা বলছে? তখন রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' ইবনু 'আফ্রা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলেছি। তিনি বললেন, তুমি কি বলেছ? তিনি বললেন, আমি বলেছি–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

তখন নাবী ﷺ বললেন: যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ ! ত্রিশজনের অধিক ফেরেশতা তা নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, কে তা নিয়ে উপরে উঠবে। [হাসান। তিরমিযী হা. ৪০৫]

٩٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ أَسْفَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ قَالَ: "آمِينَ". فَسَمِعْتُهُ وَأَنَا خَلْفَهُ . قَالَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: "مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَةِ فِي الصَّلاَةِ ؟" . فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا أَرَدْتُ بِهَا بَأْسًا . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَقَدِ ابْتَدَرَهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا فَمَا نَهْنَهَهَا شَىْءٌ دُونَ الْعَرْشِ " .

৯৩২. 'আব্দুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল সূত্রে তার পিতা ওয়ায়িল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। যখন তিনি তাকবীর বললেন, তাঁর কর্ণদ্বয়ের নিম্ন পর্যন্ত দু'হাত তুললেন যখন তিনি "গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহি ওয়ালায্ যাল্লীন" বললেন, তখন 'আমীন' বললেন, রাবী বলেন, আমি তাঁর পিছনে থেকে তা শ্রবণ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন তখন বললেন, নামাযে বাক্যটি কে বলেছে? তখন ঐ ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বলেছি। আর আমি এ দ্বারা খারাপ কিছু ইচ্ছা করিনি। নাবী ﷺ বললেন, বারোজন ফেরেশতা তা তাড়াতাড়ি 'আর্শে তুলে নিয়ে গেল এবং তাতে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। [فَمَا نَهْنَهَهَا.... অংশ বাদে হাদীসটি পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

অধ্যায়– ৩৭: কুরআন সম্বন্ধীয় বিবিধ রিওয়ায়াত ٣٧ – بَابُ جَامِعِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ

٩٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ؟ قَالَ: " فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ وَأَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صُورَةِ الْفَتَى فَيَنْبِذُهُ إِلَىَّ " .

৯৩৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারিস ইবনু হিশাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে কীভাবে ওয়াহী আসে? তিনি বললেন, ঘন্টার শব্দের মত। তারপর তা শেষ হলে দেখা যায় আমি তা মুখস্থ করে ফেলেছি। এটা আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর কোন কোন সময় আমার কাছে (ওয়াহীর ফেরেশতা) মানুষের বেশে এসে তা আমাকে বলে যান। [সহীহ। বুখারী হা. ২/৩২১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮৮৬]

٩٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ

الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ " . قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا .

৯৩৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, হারিস ইবনু হিশাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে কীভাবে ওয়াহী আসে? তিনি বললেন, কোন কোন সময় আমার কাছে ওয়াহী আসে ঘণ্টা ধ্বনির মতো, আর এটিই আমার উপর অধিক কষ্টদায়ক। আর আমার থেকে তা সমাপ্ত হলে দেখা যায় আমি তা মুখস্থ করে ফেলেছি, যা বলা হয়েছে। আর কোন কোন সময় ফেরেশতা মানুষের বেশ ধরে আমার কাছে এসে কথাবার্তা বলেন। তখন তিনি যা বলেন, তা আমি মুখস্থ করে নেই। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি প্রচণ্ড শীতের দিনে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হতো এবং যখন তা সমাপ্ত হতো তখন তাঁর ললাট থেকে ঘাম দরদর করে পড়তে। [সহীহ। বুখারী হা. ২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৮৮৫]

٩٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ قَالَ جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأَهُ ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ قَرَأَهُ كَمَا أَقْرَأَهُ .

৯৩৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে আল্লাহর বাণী–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ ওয়াহী নাযিল হওয়ার সময় কষ্ট অনুভব করতেন; আর তিনি তার ওষ্ঠদ্বয় নাড়তেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্যে আপনি আপনার জিহ্বা চালনা করবেন না। কারণ তা আপনার অন্তরে সংরক্ষণ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.

আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। অর্থাৎ মানোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন ও চুপ থাকুন। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন জিবরীল ('আ.) আসতেন তখন তিনি শুনতে থাকতেন। আর যখন চলে যেতেন তখন তিনি ঐরূপই পাঠ করতেন যেরূপ তাঁকে পাঠ করানো হতো। [সহীহ। বুখারী হা. ৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯০০]

٩٣٦ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فَقَرَأَ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا قُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قُلْتُ كَذَبْتَ مَا هَكَذَا أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ وَإِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ فِيهَا حُرُوفًا لَمْ تَكُنْ أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَأْ يَا هِشَامُ " . فَقَرَأَ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَكَذَا

أُنْزِلَتْ ". ثُمَّ قَالَ: " اقْرَأْ يَا عُمَرُ " . فَقَرَأْتُ فَقَالَ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ".

৯৩৬. ইবনু মাখরামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.) বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযাম (রা.) কে সূরা ফুরক্বান পাঠ করতে শুনলাম। তিনি তাতে এমন কতগুলো অক্ষর পাঠ করলেন যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পাঠ করান নি। আমি বললাম, আপনাকে এ সূরা কে পড়িয়েছে? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ পড়ান নি। আমি তাঁকে তাঁর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে সূরা ফুরক্বান পাঠ করিয়েছেন। আমি এ ব্যক্তিকে তা পাঠ করতে শুনলাম, সে এমন কতগুলো অক্ষর তাতে পাঠ করেছে যা আপনি আমাকে পাঠ করাননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হিশাম! তুমি পাঠ করে শুনাও তো; তিনি ঐরূপ পড়লেন যেরূপ পূর্বে পড়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর বললেন, হে 'উমার! তুমি পড়। তখন আমি পড়লাম, আবারও তিনি বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কুরআন সাত লুগাতে অবতীর্ণ হয়েছে। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩১২৫; বুখারী হা. ৪৯৯২, ৫০৪১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৭৬]**

٩٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اقْرَأْ ". فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ لِي: " اقْرَأْ " . فَقَرَأْتُ فَقَالَ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ" .

৯৩৭. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল ক্বারী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীমকে সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনলাম আমি যেভাবে পড়ি সেভাবে না পড়ে অন্যভাবে। আর আমাকে তা পড়িয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি তো তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলাম। অতঃপর আমি তাকে সুযোগ দিলাম তিনি পড়া শেষ করা পর্যন্ত। এরপর আমি তার চাদর দ্বারা পেঁচিয়ে তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একে সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনলাম যেভাবে আপনি আমাকে সূরা ফুরক্বান পড়িয়েছেন। তাছাড়া অন্যভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, পড়। আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি তিনি সেভাবেই পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি আমাকে বললেন, পাঠ কর; আমি পাঠ করার পর বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সাত লুগাতে (উপ-ভাষায়) অতএব, তোমরা তা পাঠ কর যেভাবে তোমাদের পক্ষে সহজ হয়। **[সহীহ। প্রাগুক্ত]**

٩٣٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا، سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا؟ فَقَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقُلْتُ: كَذَبْتَ . فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُورَةَ الْفُرْقَانِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ ". فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اقْرَأْ يَا عُمَرُ ". فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ".

৯৩৮. 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইবনু হাকীমকে সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনেছি। আমি তার কিরাআত লক্ষ্য করে শুনলাম। শুনলাম, তিনি তা পড়ছেন এমন কতগুলো অক্ষরসহ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে পড়ান নি। নামাযের মধ্যেই আমি তাঁকে আক্রমণ করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু আমি তাঁর সালাম ফিরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন আমি তাঁকে তাঁর চাঁদর দ্বারা পেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনাকে এ সূরাটি কে শিখিয়েছে? যা আপনাকে পড়তে শুনলাম। তিনি বললেন, আমাকে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, আপনি মিথ্যা বলছেন। আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ সূরাটি শিখিয়েছেন। যা আপনাকে পড়তে শুনলাম। অতঃপর তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁকে সূরা ফুরক্বান পড়তে শুনেছি এমন কতগুলো অক্ষরসহ যা আপনি আমাকে পড়ান নি অথচ আপনিই আমাকে তা শিখিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'উমার! তাকে ছেড়ে দাও। হে হিশাম! পড়। তখন তিনি এ কিরাআত পড়লেন যা আমি তাকে পড়তে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি পড় হে 'উমার! তখন আমি তাঁকে পড়ে শুনালাম যেভাবে তিনি আমাকে পড়িয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কুরআন নাযিল হয়েছে সাত ভাষায়। অতএব, তোমাদের যেরূপ সহজ হয় সেরূপ পড়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٩٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . قَالَ " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ " . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ قَالَ: " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ". ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ. قَالَ: " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ ". ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خُولِفَ فِيهِ الْحَكَمُ خَالَفَهُ مَنْصُورُ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلاً .

Contents

৯৩৯. উবাই ইবনু কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ গিফারের কুয়ার কাছে ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে জিবরীল ('আ.) আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে এক উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর ক্ষমা কামনা করি, আমার উম্মাত এর শক্তি রাখে না। তারপর তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে দু'হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার উম্মাত এরও শক্তি রাখে না। তারপর জিবরীল তার কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে তিন হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। তিনি বললেন, আমি, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করি আমার উম্মাত এরও শক্তি রাখে না। এরপর জিবরীল তার কাছে চতুর্থবার এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন, আপনি যেন আপনার উম্মাতকে সাত হরফ বা উপভাষায় কুরআন পড়ান। যে গুলোতেই পড়ুক না কেন তা-ই সঠিক হবে। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ হাদীস বর্ণনায় হাকামের বিরোধিতা করা হয়েছে। মানসূর ইবনু মু'তামির এটি মুজাহিদ সূত্রে 'উবাইদ ইবনু 'উমাইর হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৮৩]

٩٤٠ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُورَةً فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ جَالِسٌ إِذْ سَمِعْتُ رَجُلاً يَقْرَؤُهَا يُخَالِفُ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَلَّمَكَ هَذِهِ السُّورَةَ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ: لاَ تُفَارِقْنِي حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا خَالَفَ قِرَاءَتِي فِي السُّورَةِ الَّتِي عَلَّمْتَنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اقْرَأْ يَا أُبَيُّ ". فَقَرَأْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَحْسَنْتَ ". ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ " اقْرَأْ " . فَقَرَأَ فَخَالَفَ قِرَاءَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَحْسَنْتَ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا أُبَيُّ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهُنَّ شَافٍ كَافٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ .

৯৪০. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি সূরা পড়িয়েছে। আমি মাসজিদে বসা থাকতেই শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি তা আমার কিরাআতের বিপরীত পাঠ করছে। আমি তাকে বললাম, তোমাকে এ সূরা কে শিখিয়েছে? সে ব্যক্তি বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ। আমি বললাম, আমার কাছ থেকে আলাদা হবে না, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যাই। আমি তার কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে এ সূরাটি যেভাবে শিখিয়েছেন। ঐ ব্যক্তি তা উল্টোভাবে পাঠ করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উবাই! তুমি তা পাঠ কর। আমি তা পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি ঠিক পাঠ করেছ। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি পড়। সে আমার পড়ার বিপরীতরূপে পড়ল তাকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি ঠিকই পড়েছ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উবাই! ব্যাপার এই যে, কুরআন সাত প্রকার লুগাতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রত্যেক প্রকারই রোগ মুক্তি এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথেষ্ট। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, মা'কিল ইবনু 'উবাইদুল্লাহ হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নয়। [হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩২৭; আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন– মা'কিল ইবনু 'উবাইদুল্লাহ শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন।]

٩٤١ - أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُبَيٍّ، قَالَ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلاَّ أَنِّي قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأَهَا آخَرُ غَيْرَ قِرَاءَتِي فَقُلْتُ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَقَالَ الآخَرُ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَقْرَأْتَنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: " نَعَمْ ". وَقَالَ الآخَرُ أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَانِي فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ . قَالَ مِيكَائِيلُ اسْتَزِدْهُ اسْتَزِدْهُ حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ " .

৯৪১. উবাই (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার অন্তরে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়নি। কিন্তু আমি একটি আয়াত পাঠ করলাম, আর তা অন্য একজন আমার কিরাআতের উল্টোটা পাঠ করল। আমি বললাম, আমাকে এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। ঐ ব্যক্তিও বলল, আমাকেও এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখিয়েছেন। তারপর আমি নবী ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে অমুক অমুক আয়াত শিখান নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন লোকটিও বললো, আপনি আমাকে অমুক অমুক আয়াত শিখান নি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরীল ('আ.) আমার নিকট এসে জিবরীল ('আ.) আমার ডান পাশে আর মীকায়ীল ('আ.) আমার বাম পাশে বসলেন। অতঃপর জিবরীল ('আ.) বললেন, আপনি কুরআন এক উপভাষায় পাঠ করুন আর মীকাইল ('আ.) বললেন, তা আরও বাড়িয়ে দিন, তা আরও বাড়িয়ে দিন। এরূপে তা সাত উপভাষায় পৌঁছলো। আর প্রতিটি উপভাষাই রোগ মুক্তি এবং উদ্দেশ্য অনুধাবনে যথেষ্ট। [সহীহ। প্রাগুক্ত]

٩٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ " .

৯৪২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন ওয়ালার উদাহরণ এক বাঁধা উটের মালিকের ন্যায়। যখন সে তার যত্ন করে তখন তাকে ধরে রাখে। আর যখন তাকে ছেড়ে দেয় তখন তা চলে যায়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৭৮৩; বুখারী হা. ৫০৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭১৬]

٩٤٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ " .

৯৪৩. 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, কত মন্দ পরিণতি ঐ ব্যক্তির জন্য, যে বলে আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন মনে রেখ। কারণ তা মানুষের হৃদয় থেকে উট তার রশি থেকে পালাবার চেয়েও দ্রুত দূর হয়ে পড়ে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩১১৪; বুখারী হা. ৫০৩২, ৫০৩৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭১৮]

অধ্যায়– ৩৮: ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আতে কিরাআত ٣٨ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

٩٤٤ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا الآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَفِي الأُخْرَى آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ .

৯৪৪. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আতের প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারার-

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا.

এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে– آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ আয়াতখানা পাঠ করতেন। (সূরা আলে-'ইমরান) [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৬৮]

٣٩ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

অধ্যায়- ৩৯: ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আতে সূরা কাফিরূন ও ইখলাস পড়া

٩٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

৯৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আতে قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ এবং قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ পাঠ করেছেন। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৬৭]

٤٠-بَابُ تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অধ্যায়-৪০: ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আত হালকাভাবে আদায় করা

٩٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ

৯৪৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখতাম, তিনি ফজরের সুন্নাত দু'রাক'আত আদায় করতেন এবং উক্ত দু'রাক'আত এত দ্রুত আদায় করতেন যে, আমি বলতাম তিনি কি ঐ রাক'আতদ্বয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৪১; বুখারী হা. ১১৭১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৬১]

٤١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِالرُّومِ

অধ্যায়- ৪১: ফজরের নামাযে সূরা রূম পাঠ করা

٩٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شَبِيبِ أَبِي رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطُّهُورَ فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ " .

৯৪৭. নবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের নামায পড়লেন এবং তাতে সূরা রূম পাঠ করলেন। এতে তাঁর কিরাআত এলোমেলো হয়ে গেল। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন তখন বললেন, ঐ সকল লোকের কি হলো, তারা আমাদের সঙ্গে নামায পড়ে অথচ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে না। তারাই আমাদের কিরাআত এলোমেলো করে দেয়। [হাসান। মিশকাত তাহক্বীক্ব ছানী হা. ২৯৫]

٤٢ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

অধ্যায়- ৪২: ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশত আয়াত পড়া

٩٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ، يَعْنِي ابْنَ سَلاَمَةَ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

৯৪৮. আবূ বারযাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশত আয়াত পাঠ করতেন। [সহীহ। সিফাতুস সালাত; বুখারী হা. ৫৪১, ৫৪৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯২৫]

٤٣ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِـ { ق } অধ্যায়– ৪৩: ফজরের নামাযে সূরা ক্বাফ পাঠ করা

٩٤٩ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِهَا فِي الصُّبْحِ .

৯৪৯. উম্মু হিশাম বিনতু হারিসাহ ইবনু নু'মান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামাযে শরীক হয়ে সূরা ক্বাফ মুখস্থ করেছি। তিনি ঐ সালাতে তা পাঠ করতেন। **[শায। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০১২; তবে সঠিক কথা হল– এটি জুমু'আর খুত্বার ঘটনা। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৯০]**

٩٥٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي، يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيتُهُ فِي السُّوقِ فِي الزِّحَامِ فَقَالَ { ق } .

৯৫০. যিয়াদ ইবনু 'ইলাক্বাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার চাচাকে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের নামায পড়েছি। তিনি এর এক রাক'আতে–

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.

পাঠ করলেন। (হাদীসের অন্যতম রাবী শু'বাহ্ বলেন) তারপর বাজারে ভিড়ের মধ্যে তাঁর সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, সূরা ক্বাফ পাঠ করেছিলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯২০]**

٤٤ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِـ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

অধ্যায়– ৪৪: ফজরের নামাযের সূরা ইযাশ্ শাম্‌সু কুব্বিরাত পাঠ করা

٩٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُرَيْعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ .

৯৫১. 'আম্‌র ইবনু হুরাইছ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে ফজরের নামাযে– إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ পাঠ করতে শুনেছি। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮১৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯১৭]**

٤٥ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ অধ্যায়– ৪৫: ফজরের নামাযে মু'আব্বিযাতাইন পড়া

٩٥٢ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ .

৯৫২. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-কে মু'আব্বিযাতাইন (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। 'উক্ববাহ্ (রা.) বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ সূরা দু'টি দিয়ে আমাদের ফজরের নামাযে ইমামত করলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩১৫-১৩১৬; মিশকাত হা. ৮৪৮]**

٤٦ – بَابُ الْفَضْلِ فِي قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ অধ্যায়– ৪৬: মু'আব্বিযাতাইন পড়ার ফযীলত

٩٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: اتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ سُورَةَ هُودٍ وَسُورَةَ يُوسُفَ . فَقَالَ " لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" .

৯৫৩. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিছনে পিছনে চললাম। তখন তিনি ছিলেন আরোহী। আমি তাঁর পায়ে হাত রেখে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমাকে সূরা হূদ এবং সূরা ইউসুফ পড়িয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাশীল কোন কিছু পাঠ করতে পারবে না। [সহীহ। মিশকাত হা. ২১৬৪]

٩٥٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " آيَاتٌ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ { وَ } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ " .

৯৫৪. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার মতো আর কোনো আয়াতই দেখা যায়নি। তা হলো সূরা ফালাক্ব এবং সূরা নাস। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৬৮, ১৭৬৯]

٤٧ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ অধ্যায়- ৪৭: জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে কিরাআত

٩٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم * تَنْزِيلُ { وَ } هَلْ أَتَى.

৯৫৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে ফজরের নামাযে– الم * تَنْزِيلُ (সূরা সাজদাহ্) এবং هَلْ أَتَى (সূরা দাহ্‌র) পাঠ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮২৩; বুখারী হা. ৮৯১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯১১]

٩٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ الْمُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ} وَ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} .

৯৫৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে ফজরের নামাযে تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ (সূরা সাজদাহ্) এবং هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ (সূরা দাহ্‌র) পাঠ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮২১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯০৮]

٤٨ – بَابُ سُجُودِ الْقُرْآنِ السُّجُودِ فِي ص

অধ্যায়- ৪৮: কুরআনের সাজদাহ্‌সমূহ ॥ সূরা সোয়াদ-এ সাজদাহ্

٩٥٧ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي { ص } وَقَالَ " سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا " .

৯৫৭. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ সূরা সোয়াদে সাজদাহ্ করেছেন এবং বলেছেন, দাউদ ('আ.) তওবাহ্ করার জন্যে এ সাজদাহ্ করেছেন, আর আমরা শোকর আদায়ের জন্যে সাজদাহ্ করি। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৪৭০; মিশকাত হা. ১০৩৮]

٤٩ – بَابُ السُّجُودِ فِي { وَالنَّجْمِ } অধ্যায়– ৪৯: ওয়ান নাজ্‌মি সূরায় সাজদার বর্ণনা

٩٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ الْمُطَّلِبُ .

৯৫৮. মুত্ত্বালিব ইবনু আবূ ওয়াদা'আহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে সাজদাহ্ করলেন। তখন তাঁর কাছে যারা ছিলেন তাঁরা ও সাজদাহ্ করলেন, আমি তখন আমার মাথা উঠিয়ে রাখলাম এবং সাজদাহ্ করতে অস্বীকার করলাম। আর তখন (আবূ ওয়াদা'আর পুত্র) মুত্ত্বালিব ইসলাম গ্রহণ করেনি। [সানাদ হাসান]

٩٥٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ النَّجْمَ فَسَجَدَ فِيهَا .

৯৫৯. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাজম পাঠ করে তাতে সাজদাহ্ করলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৪৬৭; বুখারী হা. ১০৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৮৫]

٥٠ – بَابُ تَرْكِ السُّجُودِ فِي النَّجْمِ অধ্যায়– ৫০: সূরা নাজ্‌ম-এ সাজদাহ্ না করা

٩٦٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ، مَعَ الإِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدْ .

৯৬০. 'আতা ইবনু ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি যাইদ ইবনু সাবিত (রা.)-কে ইমামের সাথে কিরাআত পাঠ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বললেন, ইমামের সাথে কোন নামাযে কিরাআত নেই। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তিনি সূরা নাজম পাঠ করেছেন কিন্তু তিনি সাজদাহ্ করেন নি। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৬৬; বুখারী শেষাংশ হা. ১০৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৮৬]

٥١ – بَابُ السُّجُودِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অধ্যায়– ৫১: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ-এ সাজদাহ্ করা

٩٦١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَرَأَ بِهِمْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

৯৬১. আবূ সালমাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) তাঁদের নিয়ে– إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করলেন। আর তাতে সাজদাহ্ করলেন। সাজদাহ্ সমাপ্ত করে তাঁদের সংবাদ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সাজদাহ্ করেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৫৯; বুখারী হা. ১০৭৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৮৭]

٩٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ، وَهُوَ مُحَمَّدٌ - عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

৯৬২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরায় সাজদাহ্ করেছেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٩٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ { وَ } اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

৯৬৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরায় সাজদাহ্ করেছি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৫৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৯০]

٩٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ .

৯৬৪. কুতাইবাহ্ (রহ.)-এর সূত্রে ও আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। [সহীহ।]

٩٦٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما — فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا .

৯৬৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র (রা.) এবং 'উমার (রা.) إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরায় সাজদাহ্ করেছেন এবং তাঁদের হতে যিনি উত্তম তিনিও। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৬৮]

٥٢ – بَابُ السُّجُودِ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

অধ্যায়- ৫২: ইক্বরা বিস্মি রাব্বিকাতে সাজদাহ্ করা

٩٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما - وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ { وَ } اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৬৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাক্র (র.), 'উমার (রা.) এবং তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ এবং إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ সূরাদ্বয়ে সাজদাহ্ করেছেন। [সহীহ। ৯৬৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٩٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ { وَ } اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

৯৬৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাদ্বয়ে সাজদাহ্ করেছি। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ৫৩: ফরয নামাযে সাজদাহ্ করা ٥٣ – بَابُ السُّجُودِ فِي الْفَرِيضَةِ

٩٦٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمٍ، وَهُوَ ابْنُ أَخْضَرَ - عَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ - يَعْنِي الْعَتَمَةَ - فَقَرَأَ سُورَةَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذِهِ - يَعْنِي سَجْدَةً - مَا كُنَّا نَسْجُدُهَا . قَالَ: سَجَدَ بِهَا أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ وَأَنَا خَلْفَهُ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৯৬৮. আবূ রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর পশ্চাতে 'ইশার নামায পড়েছি। তিনি সূরা– إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ পাঠ করে তাতে সাজদাহ্ করলেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন, আমি বললাম, হে আবূ হুরাইরাহ্! আমরা তো এ সাজদাহ্ করতাম না। তিনি বললেন, এ সাজদাহ্ করেছেন আবুল ক্বাসিম ﷺ। তখন আমি তাঁর পশ্চাতে ছিলাম। অতএব, আমি সবসময় এ সাজদাহ্ করতে থাকব, যতদিন না আমি আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হব। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৬৯; বুখারী হা. ৭৬৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৯২]**

অধ্যায়– ৫৪: দিনের কিরাআত ٥٤ – بَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُلُّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَاهَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

৯৬৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত রয়েছে। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাতে আমাদের শুনিয়ে পাঠ করতেন আমরা তাতে তোমাদের শুনিয়ে পাঠ করবো, আর তিনি যাতে আমাদের থেকে চুপে চুপে পাঠ করতেন আমরাও তাতে তোমাদের থেকে চুপে চুপে পাঠ করবো। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬২; বুখারী হা. ৭৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৭৮]**

٩٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَاهَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ .

৯৭০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রত্যেক নামাযে কিরাআত রয়েছে। অতএব, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শুনিয়ে পাঠ করতেন তা আমরা তোমাদের শুনিয়ে পাঠ করবো, আর যা তিনি আমাদের থেকে নীরবে পড়েছেন আমরাও তা তোমাদের থেকে নীরবে পাঠ করব। [সহীহ। **সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬২; বুখারী হা. ৭৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৭৯]**

অধ্যায়– ৫৫: যুহরের কিরাআত ٥٥ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

٩٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

৯৭১. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর পশ্চাতে যুহরের নামায পড়তাম। তখন আমরা সূরা লুক্বমান এবং যারিয়াতে কয়েক আয়াতের পর তা থেকে একটি আয়াত শুনতাম। [য'ঈফ। **ইবনু মাজাহ হা. ৮৩০; য'ঈফাহ ৪১২০]**

٩٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ النَّضْرِ، قَالَ: كُنَّا بِالطَّفِّ عِنْدَ أَنَسٍ فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ فَقَرَأَ لَنَا بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى { وَ } هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ.

৯৭২. আবূ বাক্‌র ইবনু নায্‌র (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তফ নামক স্থানে আনাস (রা.)-এর কাছে ছিলাম। তিনি তাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। নামায সমাপ্ত করে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের নামায পড়েছি। তিনি দু'রাক'আতে সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা এবং হাল আতা-কা হাদীসুল গা-শিয়া পাঠ করলেন। [সানাদ য'ঈফ।]

٥٦ – بَابُ تَطْوِيلِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ

অধ্যায়– ৫৬: যুহরের নামাযের প্রথম রাক'আতে কিয়াম লম্বা করা

٩٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَجِيءُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى يُطَوِّلُهَا .

৯৭৩. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুহরের নামায শুরু হত। এরপর কোন ব্যক্তি বাকী'-এর দিকে গিয়ে তার প্রয়োজন শেষ করত। তারপর ওযূ করে এসে দেখতে পেত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাক'আতে রয়েছেন। তিনি তা এত লম্বা করতেন। [সহীহ। সিফাতুস্‌ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯১৪]

٩٧٤ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الْقَنَّادُ - قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ يُسْمِعُنَا الآيَةَ كَذَلِكَ وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالرَّكْعَةَ الأُولَى يَعْنِي فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ .

৯৭৪. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়তেন। তিনি এর প্রথম দু'রাক'আতে সূরা পাঠ করতেন এবং আমাদের এক/আধ আয়াত শুনাতেন। তিনি যুহর নামাযের (প্রথম) রাক'আত এবং ফজর নামাযের প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন। [সহীহ। সিফাতুস্‌ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬৩; বুখারী হা. ৭৫৯, ৭৭৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯০৬]

٥٧ – بَابُ إِسْمَاعِ الإِمَامِ الآيَةَ فِي الظُّهْرِ

অধ্যায়– ৫৭: যুহরের নামাযে ইমামের কোন আয়াত শুনিয়ে পাঠ করা

٩٧٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسْلِمٍ، يُعْرَفُ بِابْنِ أَبِي جَمِيلٍ الدِّمَشْقِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى .

৯৭৫. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর এবং 'আস্রের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর কোনো কোনো সময় আমাদের আয়াত শুনাতেন। আর তিনি প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٥٨ – بَابُ تَقْصِيرِ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الظُّهْرِ

অধ্যায়– ৫৮: যুহরের দ্বিতীয় রাক'আতে কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা

٩٧٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ يُطَوِّلُ الأُولَى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ .

৯৭৬. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহরের নামায পড়তেন। প্রথম দু'রাক'আত কোন কোন সময় আয়াত শুনাতেন। তিনি পথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন আর দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এমন করতেন। প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর তিনি 'আস্রের নামাযের প্রথম দু'রাক'আত আমাদের সাথে নিয়ে এমনভাবে আদায় করতেন যে, প্রথম রাক'আত লম্বা করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٥٩ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ

অধ্যায়– ৫৯: যুহরের নামাযে প্রথম দু'রাক'আতে কিরাআত

٩٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَكَانَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ.

৯৭৭. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর এবং আসরের নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য দু'টি সূরা আর শেষের দু' রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর কোনো কোনো সময় আমাদের আয়াত শুনাতেন। তিনি যুহরের প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٦٠ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ

অধ্যায়– ৬০: 'আস্রের প্রথম দু'রাক'আতের কিরাআত

٩٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى فِي الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.

৯৭৮. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর এবং 'আস্‌রের নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর কোনো কোনো সময় আমাদের আয়াত শুনাতেন। তিনি জোরের প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন আর দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি এমন করতেন ফজরের নামাযেও। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٩٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا .

৯৭৯. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যুহর এবং 'আস্‌রের নামাযে ওয়াস্‌সামা-য়ি যাতিল বুরূজ' এবং ওয়াস্‌সামা-য়ি ওয়াত্ ত্বারিক এবং এতদুভয়ের মতো সূরা পাঠ করতেন। [হাসান সহীহ। তিরমিযী হা. ৩০৭]

٩٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

৯৮০. জাবির ইবনু সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুহর নামাযে ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা এবং 'আস্‌র নামাযে এর মতো সূরা এবং ফজরের নামাযে এর চেয়েও দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯২৩]

অধ্যায়- ৬১: কিয়াম এবং কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা ٦١ - بَابُ تَخْفِيفِ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ

٩٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ: صَلَّيْتُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ . قَالَ يَا جَارِيَةُ هَلُمِّي لِي وَضُوءًا مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِمَامِكُمْ هَذَا . قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُخَفِّفُ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ .

৯৮১. যাইদ ইবনু আসলাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনু মালিক (রা.)-এর নিকট পৌঁছলাম। তিনি বললেন, তোমরা নামায পড়েছ কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে বালিকা! আমার জন্যে ওযুর পানি আন। আমি অন্য কোন ইমামের পশ্চাতে নামায পড়িনি, যার নামায তোমাদের এ ইমাম ('উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয)-এর চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। যাইদ বলেন, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (র.) রুকূ' ও সাজদাহ্ পূর্ণভাবে আদায় করতেন। আর দাঁড়ানো এবং বসায় অপেক্ষাকৃত কম বিলম্ব করতেন। [পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

٩٨٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ . قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ .

৯৮২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অমুকের চেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামায আর কারও পশ্চাতে আদায় করিনি। সুলাইমান (রা.) বলেন, তিনি যুহরের প্রথম দু' রাক'আত দীর্ঘ করতেন, শেষের দু' রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন। আর 'আস্‌রের নামায সংক্ষিপ্ত করতেন। আর মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্‌সাল পাঠ করতেন। আর 'ইশার নামাযে আওসাতে মুফাসসাল পাঠ করতেন। আর সকালের নামায অর্থাৎ ফজরে তিওয়ালে মুফাস্‌সাল পাঠ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮২৭]

٦٢ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ

অধ্যায়– ৬২: মাগরিবের নামাযে কিসারে মুফাস্‌সাল পড়া

٩٨٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلاَنٍ . فَصَلَّيْنَا وَرَاءَ ذَلِكَ الإِنْسَانِ وَكَانَ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ فِي الْعَصْرِ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ .

৯৮৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন কোন ব্যক্তির পশ্চাতে নামায পড়িনি যার নামায অমুক ব্যক্তির নামাযের চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর আমরা ঐ ব্যক্তির পশ্চাতে নামায পড়লাম। তিনি যুহরের প্রথম দু' রাক'আত লম্বা করতেন, পরের দু' রাক'আত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। 'আস্‌রের নামাযও সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। আর মাগরিবে কিসারে মুফাস্‌সাল পাঠ করতেন। আর 'ইশার নামায পড়তেন ওয়াশ্‌ শাম্‌সি ওয়াযুহা-হা- এবং এর মত সূরা দ্বারা। আর ফজরের নামাযে দু'টি দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٦٣ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى

অধ্যায়– ৬৩: মাগরিবে– سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى পড়া

٩٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِنَاضِحَيْنِ عَلَى مُعَاذٍ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَصَلَّى الرَّجُلُ ثُمَّ ذَهَبَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ أَلاَ قَرَأْتَ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا " ..

৯৮৪. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি দু'টি উট নিয়ে মু'আয (রা.)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। তিনি সূরা বাক্বারাহ্ শুরু করলেন। ঐ ব্যক্তি (পৃথকভাবে) নামায পড়ে চলে গেল। এ কথা নাবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিতনা ও কষ্টে ফেলতে চাও? হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিতনা ও কষ্টে ফেলতে চাও? তুমি কেন– سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" অথবা وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا "ওয়াশ্‌শামসি ওয়াযুহাহা" অথবা এ জাতীয় সূরা পাঠ করলে না? [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৮৩১ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٦٤ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ

অধ্যায়– ৬৪: মাগরিবে সূরা মুরসালাত পাঠ করা

٩٨٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ الْمُرْسَلاَتِ مَا صَلَّى بَعْدَهَا صَلاَةً حَتَّى قُبِضَ ﷺ .

৯৮৫. উম্মুল ফায্‌ল বিনতু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে তাঁর গৃহে মাগরিবের নামায পড়লেন। তিনি তাতে সূরা ওয়াল মুরসালাত পড়লেন। এরপর তিনি লোকদের নিয়ে তাঁর ইন্তিকালের আগে আর কোন নামায পড়েন নি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৩১; বুখারী হা. ৪৪২৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯২৭; ৯২৮]

٩٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ .

৯৮৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নাবী ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে সূরা মুরসালাত পাঠ করতে শুনেছেন। [সহীহ]

٦٥ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ
অধ্যায়- ৬৫: মাগরিবে সূরা তূর পাঠ করা

٩٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

৯৮৭. জুবাইর ইবনু মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাগরিবের নামাযে নাবী ﷺ-কে আমি সূরা তূর পড়তে শুনেছি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৩৪; বুখারী হা. ৭৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯২৯]

٦٦ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ حم الدُّخَانِ
অধ্যায়- ৬৬: মাগরিবের নামাযে সূরা হা-মীম, দুখান পাঠ করা

٩٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِـــ حم الدُّخَانِ .

৯৮৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্‌বাহ্ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযে সূরা, হা-মীম, দুখান তিলাওয়াত করেছেন। [সানাদ য'ঈফ]

٦٧ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ المص
অধ্যায়- ৬৭: মাগরিবে 'আলিফ লাম মীম সোয়াদ' পাঠ করা

٩٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ أَتَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـــ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَمَحْلُوفَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ المص .

৯৮৯. যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মারওয়ানকে বললেন, হে আবূ 'আবদুল মালিক! আপনি কি মাগরিবের নামাযে- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ এবং إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ পড়ে থাকেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি দীর্ঘ সূরার মধ্যে বড় সূরা আলিফ লাম মীম সোয়াদ পাঠ করেছেন। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৭৭৩; বুখারী সংক্ষিপ্তভাবে হা. ৭৬৪]

٩٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ السُّوَرِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا أَطْوَلُ الطُّولَيَيْنِ قَالَ الأَعْرَافُ .

৯৯০. মারওয়ান ইবনু হাকাম (রহ.) হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) বললেন, আমার কি হলো আমি দেখেছি আপনি মাগরিবের নামাযে ছোট ছোট সূরা পড়লেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি তাতে দু'টি

দীর্ঘ সূরার মধ্য হতে যে সূরা বেশি দীর্ঘ তা তিলাওয়াত করতেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, ঐ দীর্ঘ সূরাটি কি? তিনি বললেন, তা হলো সূরা আ'রাফ। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٩٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَأَبُو حَيْوَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ .

৯৯১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ তিলাওয়াত করলেন। আর তিনি তা দু' রাক'আতে ভাগ করলেন। [সহীহ্]

٦٨ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
অধ্যায়- ৬৮: মাগরিবের পরে দু' রাক'আতে কিরাআত

٩٩٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ مَرَّةً يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

৯৯২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ বার লক্ষ্য করেছি যে, তিনি মাগরিবের পরের দু' রাক'আতে এবং ফজরের আগে (সুন্নাত) দু' রাক'আতে 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করেছেন। [হাসান]

٦٩ - بَابُ الْفَضْلِ فِي قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
অধ্যায়- ৬৯: 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়ার ফযীলত

٩٩٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ، مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ، عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " سَلُوهُ لأَىِّ شَىْءٍ فَعَلَ ذَلِكَ " . فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّهُ " .

৯৯৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে যুদ্ধের নেতা করে পাঠালেন। তিনি তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর তিনি 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দ্বারা শেষ করতেন। সঙ্গী লোকেরা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা তাঁকে প্রশ্ন কর, সে কেন এরূপ করেছে? তারা তাঁকে প্রশ্ন করলে, তিনি বললেন, কেননা, তা মহামহিমান্বিত দয়াময়ের গুণ। তাই আমি উহা তা পছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ভালবাসেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৭৩৭৫]

٩٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " وَجَبَتْ " . فَسَأَلْتُهُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الْجَنَّةُ " .

৯৯৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসলাম। তিনি শুনলেন যে, এক ব্যক্তি পড়ছে (বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবধারিত হয়ে গেছে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! কী অবধারিত হয়ে গেছে? তিনি বললেন, জান্নাত। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ২/২২৪]

٩٩٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ" .

৯৯৫. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু' আহাদ পড়তে শুনল, সে তা বারবার পড়তেছিল। সকাল বেলা সে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য (মর্যাদা দিক হতে)। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩১৪; সিফাতুস্ সালাত; বুখারী হা. ৫০১৩]

٩٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا .

৯৯৬. আবূ আইয়ূব (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ সানাদের চেয়ে কোন দীর্ঘ সানাদ আমার জানা নেই। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ২/২২৫]

٧٠ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى

অধ্যায়- ৭০: 'ইশার নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" পাঠ করা

٩٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَامَ مُعَاذٌ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَطَوَّلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَالضُّحَى وَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ؟".

৯৯৭. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রা.) দাঁড়িয়ে 'ইশার নামায পড়লেন এবং তা দীর্ঘায়িত করলেন। নাবী ﷺ বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের) ফিৎনা ও বিপদে ফেলবে? তুমি কি (লোকদের) ফিৎনা ও কষ্টে ফেলবে? তুমি 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকা', 'ওয়াযযুহা' এবং 'ইযাস্‌সামা- উন্ ফাত্বারাত' তিলাওয়াত কর নি কেন? [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৫৬; বুখারী হা.]

٧١ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

অধ্যায়- ৭১: 'ইশার নামাযে 'ওয়াশ্‌শামসি ওয়াযুহাহা' পাঠ করা

٩٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ . فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ

مُعَاذٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ".

৯৯৮. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) তাঁর সাথীদের নিয়ে 'ইশার নামায পড়ছিলেন। তিনি নামায দীর্ঘ করলে আমাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি চলে গেল। মু'আয (রা.)-কে এ সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বললেন, সে ব্যক্তি মুনাফিক্ব। ঐ ব্যক্তির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে গেল এবং মু'আয (রা.) যা বলেছিলেন তা তাঁকে অবহিত করল। নাবী ﷺ তাঁকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি (লোকদের মধ্যে) ফিৎনা সৃষ্টি করতে চাও? যখন তুমি লোকের ইমামত করবে তখন ওয়াশ্‌শাম্‌সি ওয়াযুহাহা; সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা, ওয়াল লাইলি ইযা- ইয়াগ্‌শা এবং ইক্বরা বিস্‌মি রাব্বিকা পাঠ করবে। [সহীহ। **বুখারী হা. ৬১০৬; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٩٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَأَشْبَاهِهَا مِنَ السُّوَرِ .

৯৯৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামাযে ওয়াশ্‌শামসি ওয়াযুহাহা বা এ জাতীয় অন্যান্য সূরা পাঠ করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩০৯]

অধ্যায়– ৭২: 'ইশার নামাযে সূরা তীন পাঠ করা ٧٢ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

١٠٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

১০০০. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'ইশার নামায পড়েছি। তিনি তাতে ওয়াত্ তীনি ওয়ায্ যাইতূন পড়েছেন। [সহীহ। **সিফাতুস্ সালাত; বুখারী হা. ৭৫৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৩২]**

٧٣ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ
অধ্যায়– ৭৩: 'ইশার প্রথম রাক'আতে কিরাআত

١٠٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

১০০১. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি 'ইশার প্রথম রাক'আতে ওয়াত্ তীনি ওয়ায্ যায়তূন পড়লেন। [সহীহ। **বুখারী হা. ৭৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৩১]**

অধ্যায়– ৭৪: প্রথম দু' রাক'আত লম্বা করা ٧٤ – بَابُ الرُّكُودِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ

١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ . فَقَالَ سَعْدٌ أَتَّئِدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০২. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, 'উমার (রা.) সা'দ (রা.)-কে বললেন, লোক প্রত্যেক কাজে তোমার বিপক্ষে অভিযোগ করে। এমন কি নামায সম্পর্কেও। তখন (সা'দ) বললেন, আমি প্রথম দু' রাক'আত

দীর্ঘ করি আর শেষের দু' রাক'আত সংক্ষিপ্ত করি। আর আমি যে সকল নামায রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইকতিদা করে পড়েছি সে সকল নামাযে তাঁর অনুকরণ করতে ভুল করি না। তিনি ('উমার) বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণাও তাই। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৬৫; বুখারী হা. ৭৭০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯১২]

١٠٠٣ - أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: وَقَعَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي سَعْدٍ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يُحْسِنُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ أَخْرِمُ عَنْهَا أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

১০০৩. জাবির ইবনু সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফার কিছু লোক 'উমার (রা.)-এর নিকট সা'দ (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলো। তারা বলল, আল্লাহর কসম! তিনি নামায উত্তমরূপে পড়েন না। তিনি (সা'দ) বললেন, আমি তো তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের ন্যায় নামায আদায় করে থাকি। তা হতে কোন রকম কম করি না। আমি প্রথম দু' রাক'আত লম্বা করি আর শেষের দু' রাক'আত সংক্ষিপ্ত করি। তিনি ('উমার) বললেন, তোমার প্রতি আমার ধারণাও তাই। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ৭৫: এক রাক'আতে দু' সূরা পাঠ করা ٧٥ – بَابُ قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلْقَمَةَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَأَخْبَرَنَا بِهِنَّ .

১০০৪. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যেসব সূরা রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠ করতেন, আমি সেসব সূরার সাথে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ রাক'আতে অনুরূপ বিশটি সূরা পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি 'আলক্বামার হাত ধরে ভিতরে প্রবেশ করলেন। পরে 'আলক্বামাহ্ আমাদের কাছে বের হয়ে আসলেন। আমরা তাকে প্রশ্ন করলাম, তিনি আমাদেরকে সে সকল সূরা অবহিত করলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৬৪; সিফাতুস্ সালাত; বুখারী হা. ৪৯৯৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৮৫]

١٠٠٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . قَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ . فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ .

১০০৫. 'আম্র ইবনু মুর্রাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িলকে বলতে শুনেছি, 'আবদুল্লাহর নিকট এক ব্যক্তি বলল, আমি এক রাক'আতে মুফাস্সাল (সূরাসমূহ) পড়েছি। তিনি বললেন, কবিতার ন্যায় তাড়াতাড়ি পড়া? রাসূলুল্লাহ ﷺ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যে সূরাগুলো মিলাইয়া পাঠ করতেন তা আমি জানি। এরপর তিনি মুফাস্সালের বিশটি সূরার উল্লেখ করলেন এক রাক'আতে দু' দুই সূরা করে। [সহীহ। বুখারী হা. ৭৭৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭৯০]

١٠٠٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ؟ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ مِنْ آلِ حم .

১০০৬. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি এ রাতে এক রাক'আতে মুফাস্‌সাল (সূরাসমূহ) পাঠ করেছি। তিনি বলেন, তাড়াতাড়ি কবিতা আবৃত্তির মত? কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ মুফাস্‌সালের বিশটি সূরা তিলাওয়াত করতেন, যেগুলো আরম্ভ হয়েছে- حم দ্বারা। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়- ৭৬: এক সূরার কিয়দংশ পাঠ করা ٧٦ - بَابُ قِرَاءَةِ بَعْضِ السُّورَةِ

١٠٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى أَوْ عِيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

১০০৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি ক্বা'বার সামনে নামায পড়লেন। তিনি তাঁর পাদুকাদ্বয় খুলে তাঁর বাম পাশে রাখলেন। অতঃপর তিনি সূরা মু'মীনুন শুরু করলেন। যখন তিনি মূসা বা 'ঈসা ('আ.)-এর ঘটনায় পৌঁছলেন, তাঁর কাশির উদ্রেক হলে তিনি রুকূ' করলেন। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯১৬]

٧٧ - بَابُ تَعَوُّذِ الْقَارِئِ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ

অধ্যায়- ৭৭: 'আযাবের আয়াতে পৌঁছলে পাঠকের আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া

١٠٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَرَأَ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " .

১০০৮. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক রাতে নাবী ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন। তিনি কিরাআত পাঠ করতে করতে যখন 'আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন থেমে যেতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন রাহমাতের আয়াত পাঠ করতেন তখনো থেমে যেতেন এবং দু'আ করতেন। আর তিনি রুকূ'তে বলতেন, সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম, আর সাজদায় বলতেন, সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯১]

٧٨ - بَابُ مَسْأَلَةِ الْقَارِئِ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ

অধ্যায়- ৭৮: রাহমাতের আয়াতে পৌঁছে পাঠকের আবেদন করা

١٠٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ فِي رَكْعَةٍ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ سَأَلَ وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ اسْتَجَارَ.

১০০৯. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ এক রাক'আতে সূরা বাক্বারা, আলি-'ইমরান এবং নিসা পাঠ করলেন। তিনি যখনই রাহমাতের আয়াতে পৌঁছতেন দু'আ করতেন। আর 'আযাবের আয়াতে পৌঁছলে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৯৭]

অধ্যায়- ৭৯: বারবার এক আয়াত পাঠ করা ٧٩ - بَابُ تَرْدِيدِ الآيَةِ

١٠١٠ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةٍ وَالآيَةُ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

১০১০. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ভোর পর্যন্ত একটি আয়াত দ্বারাই নামায পড়লেন। আর সে আয়াতখানা হলো- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [হাসান। সিফাতুস্ সালাত]

٨٠ - بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا

অধ্যায়- ৮০: মহান আল্লাহর বাণী- وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا -এর ব্যাখ্যা

١٠١١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ - وَهُوَ ابْنُ إِيَاسٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ - يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ أَىْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ يَسْمَعُوا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً .

১০১১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় চুপে চুপে কুরআন পড়তেন। কিন্তু যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন তাঁর আওয়াজ উঁচু করে উচ্চস্বরে কুরআন পড়তেন। আর মুশরিকরা যখন তার শব্দ শুনত তারা কুরআনকে, কুরআন অবতরণকারীকে এবং যিনি এ কুরআন নিয়ে এসেছেন তাকে গালি দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন, নামাযে আপনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করবেন না। মুশরিকরা কুরআন শুনতে পেলে তারা কুরআনকে গালি দিবে। আর আপনার সাথীদের হতে তা চুপেও পড়বেন না। তা হলে তারা শুনতে পাবে না। এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। [সহীহ। বুখারী হা. ৪৭২২; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৯৬]

١٠١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ مَا كَانَ يَسْمَعُهُ أَصْحَابُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً " .

১০১২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। আর মুশরিকরা যখন তাঁর আওয়াজ শুনতে পেত তখন তারা কুরআনকে এবং যিনি তা এনেছেন তাঁকে গালি দিত। তখন নাবী ﷺ নিম্নস্বরে কুরআন পড়তে শুরু করলেন যা সাহাবায়ে কিরাম শুনতে পেতেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, আপনি আপনার নামায উচ্চস্বরে পড়বেন না, আবার একেবারে নীরবেও পড়বেন না, বরং এ দু'য়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। [সহীহ। বুখারী হা. ৪৭২২]

অধ্যায়- ৮১: উচ্চস্বরে কুরআন পড়া ٨١ - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

١٠١٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي .

১০১৩. উম্মু হানী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কুরআন পাঠ **শুনতাম আর তখন** আমি আমার ঘরের উপর তলে অবস্থান করতাম। [হাসান। সিফাতুস্ সালাত; মুখতাসার শামায়িল হা. ২৭৪]

অধ্যায়– ৮২: কিরাআতে স্বর লম্বা করা ٨٢ – بَابُ مَدِّ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ

١٠١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا .

১০১৪. ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তিনি তাঁর স্বর লম্বা করে পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৫৩; বুখারী হা. ৫০৪৫-৫০৪৬]

অধ্যায়– ৮৩: সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা ٨٣ – بَابُ تَزْيِينِ الْقُرْآنِ بِالصَّوْتِ

١٠١٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ " .

১০১৫. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৪২]**

١٠١٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ " . قَالَ ابْنُ عَوْسَجَةَ كُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ " . حَتَّى ذَكَّرَنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ .

১০১৬. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সুন্দর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করবে। ইবনু 'আওসাজাহ্ বলেন, আমি 'কুরআন পাঠ সুন্দর করিও' এ কথাটি ভুলে গিয়েছিলাম। যাহ্হাক ইবনু মুযাহিম আমাকে তা স্মরণ করে দিয়েছেন। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٠١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ " .

১০১৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসকে (এমন মহব্বত ও গুরুত্বের সাথে) শোনেন না যেমন তিনি কুরআন শোনেন ঐ নবীর মুখে যিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ও সুললিত কণ্ঠে উচ্চঃস্বরে করআন পাঠ করেন। **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ্ আবূ দাউদ হা. ১৩২৪; বুখারী হা. ৭৫৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭২৪]**

١٠١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ يَعْنِي أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ " .

১০১৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিসকে ঐরূপ শোনেন না যেরূপ তিনি শোনেন, নাবী ﷺ থেকে যিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٠١٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ " لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " .

১০১৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মূসার কুরআন পাঠ শুনে বললেন, তাঁকে দাঊদ ('আ.)-এর সুললিত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে। [সহীহ। তা'লীকাতুল হাসসান হা. ৭১৫২]

١٠٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: " لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ " .

১০২০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আবূ মূসা (রা.)-এর কুরআন পাঠ শুনে বললেন, তাঁকে দাঊদ (আ.)-এর সুন্দর স্বর দান করা হয়েছে। [সানাদ সহীহ]

١٠٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ " لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ " .

১০২১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ মূসা (রা.)-এর কুরআন পাঠ শুনে বললেন, একে দাঊদ ('আ.)-এর সুন্দর স্বর দান করা হয়েছে। [সানাদ সহীহ। তা'লীকাতুল হাস্সান হা. ৭১৫১]

١٠٢٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَاتِهِ قَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ثُمَّ نَعَتَتْ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১০২২. ইয়া'লা ইবনু মাম্লাক (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি উম্মু সালামাহ্ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ এবং তাঁর নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, তোমাদের তাঁর নামাযের সাথে কি সম্পর্ক? অতঃপর তিনি তাঁর কুরআন পাঠের বর্ণনা দিলেন, তা ছিল এমন কুরআন পাঠ যার প্রতিটি বর্ণ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বুঝা যেত। [য'ঈফ। তিরমিযী হা. ৩১০৩]

অধ্যায়– ৮৪: রুকূ'র জন্যে তাকবীর বলা ٨٤ – بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ

١٠٢٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১০২৩. আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান হতে বর্ণিত, যখন মারওয়ান আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে মদীনার প্রতিনিধি করে পাঠালেন, তখন তিনি ফরয নামাযে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলতেন। এরপর যখন রুকূ' করতেন তখন তাকবীর দিতেন, অতঃপর রুকূ' হতে যখন তাঁর মাথা উত্তোলন করতেন তখন বলতেন– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ। আবার যখন সাজদার জন্যে নিচু হতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন তাশাহ্হুদ পড়ে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে উঠতেন তখন তাকবীর বলতেন, এভাবে তিনি নামায শেষ করতেন। যখন তিনি নামায শেষ করে সালাম ফিরাতেন তখন মাসজিদের লোকদের প্রতি মুখ করতেন এবং বলতেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে আমার নামায অধিক সামঞ্জস্যশীল। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮৭; বুখারী হা. ৭৮৫, ৭৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৭]

٨٥ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ

অধ্যায়– ৮৫: রুকূ'র জন্যে কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো

١٠٢٤ – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

১০২৪. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন, আর যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ' হতে মাথা তুলতেন তখন স্বীয় দু' হাত উঠাতেন যা তাঁর কানের নিম্ন ভাগ (লতি) পর্যন্ত পৌঁছত। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৮৮১ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٨٦– بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ

অধ্যায়– ৮৬: রুকূ'র জন্যে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো

١٠٢٥.– أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ .

১০২৫. সালিম ইবনু 'আব্দুল্লাহ্ সূত্রে তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যখন তিনি নামায আরম্ভ করতেন স্বীয় দু' হাত তুলতেন কাঁধ পর্যন্ত। এ রকম হাত তুলতেন যখন তিনি রুকূ' করতেন আর যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৮৭৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৮৭: তা পরিত্যাগ করা ٨٧ – بَابُ تَرْكِ ذَلِكَ

١٠٢٦ – أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ .

১০২৬. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে সংবাদ দিব না? রাবী বলেন, এরপর তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে প্রথমবার তাঁর দু' হাত উঠালেন। এরপর আর উঠালেন না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৫৭]

অধ্যায়– ৮৮: রুকু'তে পিঠ সোজা করা ٨٨ – بَابُ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٢٧ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

১০২৭. আবূ মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকূ' এবং সাজদায় তাঁর পিঠ সোজা করে না তার নামায হয় না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৭০]

অধ্যায়– ৮৯: রুকু'তে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা ٨٩ – بَابُ الاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٢٨ – أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ " .

১০২৮. আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা রুকূ' এবং সাজদাহ্ ঠিকঠাকভাবে করিও। আর তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মতো উভয় হাত (জমিনে) না বিছিয়ে দেয়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৯২; বুখারী হা. ৫৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৯৪]

بسم الله الرحمن الرحيم

١٢ - كتاب التطبيق

পর্ব– ১২: তাত্বীক্ব (রুকূ'তে দু'হাত হাঁটুদ্বয়ের মাঝে স্থাপন) করা

অধ্যায়– ১: তাত্বীক্ব প্রসঙ্গে ١ - بَابُ الطبيق

١٠٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلاَءِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ . فَأَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ . قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১০২৯. 'আলক্বামাহ্ এবং আসওয়াদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সাথে তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি নামায পড়েছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি তাদের দু'জনকে নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাঁদের দু' জনের মাঝে দাঁড়ালেন, আযান ও ইক্বামাত ব্যতীত। তিনি বললেন, তোমরা যখন তিনজন হবে তখন এরূপ করবে। আর যখন এর চেয়ে বেশি লোক হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন ইমাম হবে এবং উভয় হাত রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। আমি যেন এখনও দেখছি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের আঙ্গুলের মধ্যস্থিত ফাঁক। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬২৬, ৮১৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮০]

١٠٣٠ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرٌو، وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالاَ صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَنَزَعَهَا فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১০৩০. আসওয়াদ এবং 'আলক্বামাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.)-এর ঘরে তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। আমরা আমাদের হাত হাঁটুর উপর রাখলাম। তিনি তা টেনে নিলেন এবং আমাদের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ফাঁক করে দিলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮২]

١٠٣١ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَكَعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ .

১০৩১. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকূ' করতে ইচ্ছা করলেন, উভয় হাত হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলেন এবং

রুকূ' করলেন। এ সংবাদ সা'দ (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, আমার ভাই সত্যই বলেছেন। আমরা এরূপ করতাম। এরপর আমরা এরূপ করতে আদিষ্ট হয়েছি অর্থাৎ হাঁটু ধরে রাখতে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮৩]

অধ্যায়– ২/ক: তা (তাত্বীক্ব) রহিত হওয়া ٢ – بَابُ نَسْخِ ذَلِكَ

١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَقَالَ لِي اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ . قَالَ ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ .

১০৩২. মুস'আব ইবনু সা'দ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আমার পিতার পাশে নামায পড়লাম, আর আমি আমার উভয় হাত আমার হাঁটুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রাখলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার উভয় হাতের তালু তোমার হাঁটুদ্বয়ের উপরে রাখ। তিনি বলেন, এরপর আমি তা পুনরায় করলাম, অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি হাঁটুর উপর হাত রাখতে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮১৩; বুখারী হা. ৭৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮৩]

١٠٣٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ فَقَالَ أَبِي إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ .

১০৩৩. মুস'আব ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রুকূ' করলাম এবং তাতে হাত দু' হাঁটুর মাঝে রাখলাম। আমার পিতা বললেন, আমরা পূর্বে এরূপ করতাম। এরপর আমরা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি হাঁটুতে হাত রাখতে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮৬]

অধ্যায়– ২/খ: রুকূ'তে হাঁটু জড়িয়ে ধরা ٢م – بَابُ الإِمْسَاكِ بِالرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ .

১০৩৪. 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাঁটু জড়িয়ে ধরা তোমাদের জন্যে সুন্নাত করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হাঁটু জড়িয়ে ধরবে। [সানাদ সহীহ।]

١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ إِنَّمَا السُّنَّةُ الأَخْذُ بِالرُّكَبِ .

১০৩৫. আবূ 'আবদুর রহমান আস-সুলামী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার (রা.) বলেছেন, সুন্নাত হলো হাঁটু জড়িয়ে ধরা। [সানাদ সহীহ]

অধ্যায়– ৩: রুকূ'তে হাতের তালু রাখার স্থান ٣ – بَابُ مَوَاضِعِ الرَّاحَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ .

১০৩৬. সালিম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মাস'ঊদ (রা.)-এর নিকট আসলাম। তাঁকে বললাম, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তখন তিনি আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। যখন তিনি রুকূ' করলেন তখন তাঁর উভয় হাতের তালু হাঁটুদ্বয়ের উপর স্থাপন করলেন। আর তাঁর আঙ্গুলগুলো তার নিচে রাখলেন এবং তাঁর উভয় কনুই পার্শ্বদেশ হতে দূরে রাখলেন। যাতে তাঁর সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। এরপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِـــدَهُ বলে দাঁড়ালেন এমনকি তার সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। **[ওয়া জা'আলা আসাবে'আহু..... অংশ বাদে হাদীসটি সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৭০৯; ইরউয়াউল গালীল ৩৫৬; তা'লীক 'আলা ইবনু খুযাইমাহ্ হা. ৫৯৮]**

অধ্যায়- ৪: রুকূ'তে হাতের আঙ্গুল রাখার স্থান ٤ – بَابُ مَوَاضِعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٣٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: أَلاَ أُصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي؟ فَقُلْنَا: بَلَى . فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَـــى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا .

১০৩৭. 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের জন্যে ঐরূপ নামায পড়ব না যেরূপ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়ালেন। যখন তিনি রুকূ' করলেন তখন তাঁর দু'হাত তাঁর উভয় হাঁটুর উপর রাখলেন। আর আঙ্গুলসমূহ রাখলেন তাঁর হাঁটুর নিচের দিকে। আর তাঁর বগল (পার্শ্বদেশ হতে) পৃথক রাখলেন। তখন তাঁর সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। এরপর তিনি তাঁর মাথা উঠালেন এবং দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁর সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। অতঃপর সাজদাহ্ করলেন এবং তাঁর বগল (পার্শ্বদেশ হতে) পৃথক রাখলেন এবং তাঁর সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। এরপর বসলেন এবং সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল, অতঃপর আবার সাজদাহ্ করলেন এবং সমস্ত অঙ্গ সোজা হয়ে গেল। এরূপে চার রাক'আত আদায় করলেন। এরপর বললেন, এরূপেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি। আর তিনি এভাবেই আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করতেন। **[পূর্বোক্ত হাদীসের অংশটুকু বাদে হাদীসটি সহীহ।]**

অধ্যায়- ৫: রুকূ'তে বগল পৃথক করে রাখা ٥ – بَابُ التَّجَافِي فِي الرُّكُوعِ

١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ: قَالَ أَبُو مَـــسْعُودٍ: أَلاَ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي؟ قُلْنَا: بَلَى. فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي .

১০৩৮. সালিম আল-বার্‌রাদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মাস'ঊদ (রা.) বললেন, আমি কি তোমাদের দেখাব না- রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে নামায পড়তেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ! তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, যখন তিনি রুকূ' করলেন, তাঁর উভয় বগল পৃথক করে রাখলেন। যখন সকল অঙ্গ সোজা হয়ে গেল, তিনি তার মাথা উঠালেন। এভাবে তিনি চার রাক'আত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায আদায় করতে দেখেছি। **[সহীহ্ লিগাইরিহী। তিরমিযী হা. ২৬০]**

অধ্যায়– ৬: রুকূ'তে সর্বাঙ্গ যথাযথভাবে রাখা ٦ – بَابُ الاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٣٩ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ .

১০৩৯. আবূ হুমাইদ সা'ইদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন রুকূ' করতেন, তখন তিনি সোজা হয়ে যেতেন। তিনি তাঁর মাথা উঁচু করে রাখতেন না আবার ঝুঁকিয়েও রাখতেন না। আর তাঁর দু' হাত হাঁটুর উপর রাখতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৬২, ১০৬১]**

অধ্যায়– ৭: রুকূ'তে কিরাআত পড়ার নিষেধাজ্ঞা ٧ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٤٠ – أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا .

১০৪০. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, রেশম মিশ্রিত কাপড়, রেশমী কাপড় এবং সোনার আংটি পরিধান করতে, আর রুকূ' অবস্থায় কিরাআত করতে। **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬৯]**

١٠٤١ – أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ .

১০৪১. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রুকূ' অবস্থায় কিরাআত, রেশম মিশ্রিত কাপড় এবং কুসুম রংয়ের কাপড় হতে নিষেধ করেছেন। **[সানাদ হাসান সহীহ।]**

١٠٤٢ – أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .

১০৪২. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আর আমি বলবো না যে, তোমাদের নিষেধ করেছেন– সোনার আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড়, গাঢ় লাল রংয়ের কাপড় এবং কুসুম রং-এর কাপড় পরতে এবং রুকূ' অবস্থায় কিরাআত করতে। **[সহীহ। আস্-সহীহাহ্ ২৩৯৫]**

١٠٤٣ – أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ .

১০৪৩. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সোনার আংটি, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রং-এর কাপড় পড়তে এবং রুকূ' অবস্থায় কিরাআত করতে নিষেধ করেছেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৭৭]**

١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ .

১০৪৪. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রং-এর কাপড়, সোনার আংটি পরতে এবং রুকূ'তে কিরাআত করতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৭৬]

অধ্যায়– ৮: রুকূ'তে প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা করা ٨– بَابُ تَعْظِيمِ الرَّبِّ فِي الرُّكُوعِ

١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ – رضى الله عنه – فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ – ثُمَّ قَالَ – أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " .

১০৪৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ পর্দা উন্মোচন করলেন, তখন লোকজন আবূ বাক্‌র (রা.)-এর পিছনের কাতারে দাঁড়ানো ছিলেন। নাবী বললেন, হে লোক সকল! নুবুওয়াতের সুসংবাদ আর অবশিষ্ট নেই, নেক স্বপ্ন ব্যতীত যা মুসলিম দেখবে অথবা তাকে তা দেখানো হবে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা শুনে রাখ! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে রুকূ' এবং সাজদাহ্ অবস্থায় কিরাআত করতে। রুকূ'তে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বর্ণনা কর। আর সাজদায় তোমরা দু'আ করতে চেষ্টা কর। তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময় এটাই। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৮৯৯, মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬৭]

অধ্যায়– ৯: রুকূ'র দু'আ ٩ – بَابُ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " .

১০৪৬. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি রুকূ'তে বললেন, 'সুবহা-না রাব্বিয়াল 'আযীম' আর সাজদাতে বললেন, 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা।' [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯১]

অধ্যায়– ১০: রুকূ'র অন্য প্রকার দু'আ ١٠ – بَابُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَيَزِيدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " .

১০৪৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ সময় রুকূ' এবং সাজদায় বলতেন– سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৮৯; বুখারী হা. ৮১৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৭৮]

অধ্যায়– ১১: এর অন্য প্রকার দু'আ ١١ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ

١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنِي قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ " .

১০৪৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকূ'তে বলতেন– سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৮৪]

অধ্যায়– ১২: রুকূ'তে অন্য প্রকার দু'আ ١٢ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ

١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي النَّسَائِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، - وَهُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ ابْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " .

১০৪৯. 'আওফ ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযে দাঁড়ালাম, যখন তিনি রুকূ' করলেন, সূরা বাক্বারাহ পড়া পরিমাণ সময় তিনি রুকূ'তে থেকে বলেছিলেন– سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮১৭]

অধ্যায়– ১৩: এর অন্য প্রকার দু'আ ١٣ – بَابٌ نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ

١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي " .

১০৫০. 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ' করতেন তখন বলতেন–

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي.

[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৯; এটি ৮৯৭ নং হাদীসের পূর্ণরূপ।]

অধ্যায়– ১৪: অন্য প্রকার দু'আ ١٤ – بَابٌ نَوْعٌ آخَرُ

١٠٥١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " .

১০৫১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত যে, তিনি যখন রুকূ' করতেন তখন বলতেন– اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৯]

١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا يَقُولُ: إِذَا رَكَعَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " .

১০৫২. মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নফল নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন রুকূ' করে বলতেন–

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত]

١٥ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي الرُّكُوعِ
অধ্যায়– ১৫: রুকূ'তে কিছু না পড়ার অনুমতি

١٠٥٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلاَ يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . قَالَ لاَ أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي . قَالَ " إِذَا أَرَدْتَ الصَّلاَةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلاَتِكَ " .

১০৫৩. রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' বদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করল এবং নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখছিলেন। কিন্তু সে তা টের পায়নি। সে নামায সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি তাঁর সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও পুনরায় নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। তিনি (রাবী) বলেন, আমার স্মরণ নেই, দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয়বারে সে ব্যক্তি বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আমি তো খুব চেষ্টা করলাম। অতএব আমাকে শিখিয়ে দিন এবং দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি নামায পড়তে ইচ্ছা করবে তখন উত্তমরূপে ওযূ করবে। এরপর দাঁড়িয়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করবে। এরপর তাকবীর বলবে, অতঃপর কুরআন পড়বে, এরপর রুকূ' করবে ধীরস্থিরভাবে। অতঃপর মাথা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সাজদাহ্ করবে স্থিরভাবে, অতঃপর মাথা তুলে স্থিরভাবে বসে পড়বে। আবার সাজদাহ্ করবে স্থিরভাবে। যখন তুমি এমন করবে তখন তুমি তোমার নামায পূর্ণ করলে। তা হতে যতটুকু কম করলে, ততটুকু তোমার নামায হতে কম করলে। [হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮০৪]

١٦ - بَابُ الأَمْرِ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ অধ্যায়- ১৬: রুকূ' পূর্ণ করার আদেশ

١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " .

১০৫৪. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন রুকূ' করবে এবং সাজদাহ্ করবে তখন রুকূ' এবং সাজদাহ্ পূর্ণরূপে আদায় করবে। [সহীহ। বুখারী হা. ৭৪২, ৬৬৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৫৫]

١٧ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ অধ্যায়- ১৭: রুকূ' হতে উঠার সময় হাত উঠানো

١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . هَكَذَا وَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الأُذُنَيْنِ .

১০৫৫. 'আলক্বামাহ্ ইবনু ওয়ায়িল সূত্রে তার পিতা ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। আমি তাঁকে দেখেছি তিনি হাত উঠাতেন যখন নামায শুরু করতেন আর যখন রুকূ' করতেন এবং যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, এরূপে। (এ বলে হাদীসের অন্যতম রাবী) ক্বাইস ইঙ্গিত করলেন দু' কানের দিকে। [সানাদ সহীহ। অনুরূপ হাদীস ৮৮৭ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٨ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

অধ্যায়- ১৮: রুকূ' হতে উঠার সময় কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠানো

١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ " .

১০৫৬. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন। যখন তিনি রুকূ' করলেন আর যখন তিনি রুকূ' হতে মাথা উঠালেন। এ সময় দু'হাত তাঁর কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৬১, ৭৬২]

١٩ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

অধ্যায়- ১৯: রুকূ' হতে উঠার সময় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো

١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১০৫৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন তিনি রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও এমন করতেন। যখন তিনি "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখন "রাব্বানা লাকাল হাম্‌দু" বলতেন। আর তিনি দু' সাজদার মাঝে হাত উঠাতেন না। [সহীহ। বুখারী হা. ৭৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৫৮]

٢٠ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ ذَلِكَ অধ্যায়– ২০: তা পরিত্যাগের অনুমতি

١٠٥٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً .

১০৫৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের ন্যায় নামায পড়ব না? এরপর তিনি নামায পড়লেন, তখন তিনি একবারের অধিক হাত উঠান নি। [সহীহ। ১০২৬ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢١ – بَابُ مَا يَقُولُ الإِمَامُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

অধ্যায়– ২১: রুকূ' হতে মাথা উঠানোর সময় ইমাম কি বলবেন?

١٠٥٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

১০৫৯. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাঁর দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। আর যখন রুকূ'র জন্যে তাকবীর বলতেন এবং রুকূ' হতে তাঁর মাথা উঠাতেন, তখন দু'হাত এরূপ উঠাতেন এবং বলতেন– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দু" আর সাজদায় এরূপ করতেন না। [সহীহ। ৮৭৬ নং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٠٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

১০৬০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ [সহীহ। বুখারী হা. ৭৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৬৫; এটি ১০২৩ নং হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ।]

٢٢– بَابُ مَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ অধ্যায়– ২২: মুকতাদী যা বলবে

١٠٦١ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

১০৬১. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ঘোড়া হতে ডান কাতে পড়ে গেলেন। তখন লোকজন তাঁকে দেখবার জন্যে আসলেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় এজন্য যে তাঁর অনুসরণ করা হবে। যখন সে রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর যখন সে উঠবে তখন তোমরাও উঠবে। আর যখন ইমাম "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে তখন তোমরা "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দু" বলবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৭৯৪ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٠٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ ". فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلاً ".

১০৬২. রিফা'আহ ইবনু রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন রুকূ' হতে মাথা উঠালেন, তখন বললেন, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি বলে উঠল– رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করে বললেন, এখন কে কথা বলল? সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি ত্রিশের উর্ধ্বে ফেরেশতাকে দেখেছি তা নিয়ে তাড়াহুড়া করছে, কে তা সর্বাগ্রে লিখবে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৭৪৪; বুখারী হা. ৭৯৯]**

অধ্যায়– ২৩: মুকতাদীর "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলা ٢٣ – بَابُ قَوْلِهِ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "

١٠٦٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

১০৬৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ **বলেন, যখন ইমাম** "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন, তখন তোমরা "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দু" বলবে। কেননা, যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে যাবে, তাঁর পূর্বকৃত গুনাহ্ মার্জনা করা হবে। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ২৬৭; বুখারী হা. ৭৯৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮০৮]**

١٠٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا مُوسَى، قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلاَةِ " .

১০৬৪. আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং আমাদেরকে আমাদের কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিলেন, নামায শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা নামায পড়বে, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করবে। অতঃপর তোমাদের একজন ইমামত করবে। যখন ইমাম তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর **ইমাম** যখন– غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ বলবে তখন

তোমরা 'আমীন' বলবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করবেন। আর ইমাম যখন ইমাম তাকবীর বলে রুকূ' করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ' করবে। আর ইমাম যখন রুকূ' করবে তোমাদের পূর্বে এবং রুকূ' হতে উঠবে তোমাদের পূর্বে। নাবী ﷺ বললেন, এটা তার পরিপূরক হবে। আর যখন ইমাম বলবে, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" তখন তোমরা বলবে "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কথা শুনবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবীর ভাষায় বলেন, যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে আল্লাহ তা শ্রবণ করেন। অতঃপর ইমাম যখন তাকবীর বলে সাজদায় যাবে তোমরাও তখন তাকবীর বলে সাজদায় যাবে। কারণ, ইমাম তোমাদের পূর্বে সাজদাহ্ করে আর তোমাদের পূর্বে মাথা উঠায় নাবী ﷺ বলেছেন, এইটা তার পরিপূরক। আর যখন বৈঠকের নিকটবর্তী হবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে–

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

–এ সাতটি বাক্য হচ্ছে নামাযের পরিপূরক। [সহীহ। মুসলিম .....سبع كلمات অংশ ব্যতীত হা. ৭৯৯]

٢٤ – بَابُ قَدْرِ الْقِيَامِ بَيْنَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অধ্যায়– ২৪: রুকূ' হতে মাথা উঠানো ও সাজদাহ্ করার মাঝে কি পরিমাণ সময় নেয়া হত তার বর্ণনা

١٠٦٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ رُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

১০৬৫. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকূ', রুকূ' হতে মাথা উঠানো এবং সাজদাহ্ ও সাজদার মধ্যে বসার সময় প্রায় এক সমান হত। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৭৯; বুখারী হা. ৭৯২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৫২]

অধ্যায়– ২৫: রুকূ' হতে দাঁড়িয়ে যা বলবে ٢٥ – بَابُ مَا يَقُولُ فِي قِيَامِهِ ذَلِكَ

١٠٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ".

১০৬৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখন তিনি বলতেন– اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬৬]

١٠٦٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مِينَاسٍ الْعَدَنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " .

১০৬৭. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ রুকূ'র পরে যখন সাজদাহ্ করতে ইচ্ছা করতেন তখন বলতেন– اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬৫]

١٠٦٨ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ أَبُو أُمَيَّةَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

১০৬৮. আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখন বলতেন–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ خَيْرُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬৪]

١٠٦٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ: " اللَّهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي " . وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ . وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

১০৬৯. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েন। তিনি যখন তাকবীর বললেন, তখন তাঁকে বলতে শুনলেন– اللَّهُ أَكْبَرُ ذَا الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ আর তিনি রুকূ'তে বলতেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ আর যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখন বলতেন– لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ আর তিনি সাজদায় গিয়ে বলতেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى আর দু' সাজদার মধ্যে বলতেন– رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي আর তাঁর কিয়াম আর রুকূ' হতে যখন মাথা উঠাতেন সে সময়, আর তাঁর সাজদাহ্ আর দু' সাজদার মধ্যবর্তী সময় প্রায় সমান সমান হত। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৯৭]

অধ্যায়– ২৬: রুকূ'র পরে কুনূত ٢٦ - بَابُ الْقُنُوتِ بَعْدَ الرُّكُوعِ

١٠٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

১০৭০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস পর্যন্ত রুকূ' করার পর কুনূত পাঠ করেছেন, যাতে তিনি বদ-দু'আ করেছেন, রি'ল, যাক্ওয়ান এবং 'উসাইয়্যাহ্ গোত্রের ওপর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নাফরমানী করেছে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/১৬১]

অধ্যায়– ২৭: ফজরের নামাযে কুনূত ٢٧ – بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

١٠٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ .

১০৭১. ইবনু সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি ফজরের নামাযে কুনূত পাঠ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে বলা হলো, তা কি রুকূ'র পূর্বে না পরে? তিনি বললেন, রুকূ'র পরে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/১৬০; বুখারী হা. ১০০১/১০০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪২৭]

١٠٧٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ، مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيْهَةً .

১০৭২. ইবনু সীরীন (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়তেন তাদের কেউ আমার কাছে রিওয়ায়াত করেছেন যে, যখন তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩০০]

١٠٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " .

১০৭৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাক'আত হতে যখন মাথা উঠালেন তখন বললেন, ইয়া আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদ এবং সালামাহ্ ইবনু হিশাম, 'আইয়্যাশ ইবনু আবূ রাবীআহ্ এবং মক্কার দুর্বল মুসলিমদেরকে মুক্তি দাও। আর তুমি মুযার গোত্রের উপর তোমার কঠিন 'আযাব নাযিল কর। তাদের বছরগুলোকে ইউসুফ ('আ)-এর বছরগুলোর ন্যায় করে দাও। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; বুখারী হা. ১০০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪২৩]

١٠٧٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ يَقُولُ: وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ " اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ " . ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةُ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

১০৭৪. সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব এবং আবূ সালমাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে যখন– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখন দু'আ করতেন। এরপর সাজদার পূর্বে তিনি দাঁড়িয়ে বলতেন, ইয়া আল্লাহ! ওয়ালীদ ইবনু ওয়ালীদ, সালামাহ্ ইবনু হিশাম, 'আইয়্যাশ ইবনু আবূ রবী'আহ্ এবং অসহায় মু'মিনদের নাযাত দাও। ইয়া আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর তোমার শাস্তি কঠিন কর। আর তাদের বছরগুলোকে তাদের জন্যে ইউসুফ ('আ.)-এর বছরগুলোর ন্যায় করে দাও। অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদাহ্ করতেন। [সহীহ। প্রাগুক্ত।]

অধ্যায়– ২৮: যুহরের নামাযে কুনূত পাঠ করা ٢٨ – بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ

١٠٧٥ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ لَكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ . وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ .

১০৭৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযকে নিকটবর্তী করে দিব। রাবী বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) কুনূত পাঠ করতেন যুহর, 'ইশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পরে। তিনি মু'মিনদের জন্যে দু'আ করতেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত করতেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৯৪; বুখারী হা. ৭৯৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪২৫]**

অধ্যায়– ২৯: মাগরিবের নামাযে কুনূত পাঠ করা ٢٩ – بَابُ الْقُنُوتِ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

١٠٧٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، ح وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

১০৭৬. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ কুনূত পাঠ করতেন ফজর এবং মাগরিবের নামাযে। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৪০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৩৬, ১৪৩৭]**

অধ্যায়– ৩০: কুনূতে অভিসম্পাত করা ٣٠ – بَابُ اللَّعْنِ فِي الْقُنُوتِ

١٠٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا - قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ رِجَالاً وَقَالَ هِشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ - ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ . هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ.

১০৭৭. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস পর্যন্ত কুনূত পাঠ করেন। শু'বাহ্ বলেন, এতে তিনি কয়েকজন লোকের প্রতি অভিসম্পাত করেন আর হিশাম বলেন, এতে তিনি আরবের কতিপয় সম্প্রদায়ের উপর বদ-দু'আ করেন। আর তিনি এ কুনূত রুকূ'র পরে পাঠ করেন। অতঃপর তা ত্যাগ করেন। আর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নাবী ﷺ এক মাস যাবত কুনূত পাঠ করেন যাতে তিনি রিল, যাক্ওয়ান ও লিহ্ইয়ান সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৮৪; বুখারী হা. ১০০৩, ৩০৬৪, ৪০৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৩৩, ১৪৩৫]**

অধ্যায়– ৩১: কুনূতে মুনাফিকদের উপর অভিসম্পাত ٣١ – بَابُ لَعْنِ الْمُنَافِقِينَ فِي الْقُنُوتِ

١٠٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا " . يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ .

১০৭৮. সালিম সূত্রে তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন ফজরের নামাযে শেষ রাক'আতের রুকূ' হতে মাথা উঠালেন তখন তিনি তাঁকে ইয়া আল্লাহ! অমুক অমুক ব্যক্তির উপর অভিসম্পাত কর বলে কতিপয় মুনাফিক্বের উপর বদ-দু'আ করতে শুনেছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন– لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَـالِمُونَ (তিনি তাদের উপর ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দিবেন– এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই; কারণ তারা অত্যাচারী- (সূরাঃ আলি-'ইমরান– ১২৮)। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪৫৫৯]**

অধ্যায়– ৩২: কুনূত পাঠ না করা ٣٢ – بَابُ تَرْكِ الْقُنُوتِ

١٠٧٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ .

১০৭৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনূত পড়েছেন একমাস, যাতে তিনি আরবের সম্প্রদায়গুলো হতে কোন সম্প্রদায়ের উপর বদ-দু'আ করেছিলেন। অতঃপর তা পরিত্যাগ করেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪/১৬১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৩৫]**

١٠٨٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ خَلَفٍ، وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ .

১০৮০. আবূ মালিক আশজা'ঈ (রহ.)-এর সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি কুনূত পড়েন নি। আর আবূ বাক্র (রা.)-এর পিছনেও নামায পড়েছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। আর 'উমার (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। 'উসমান (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। আর 'আলী (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি, তিনিও কুনূত পড়েন নি। এরপর বললেন, হে বৎস! এটা বিদ'আত (নতুন আবিষ্কৃত)। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৪১]**

অধ্যায়– ৩৩: সাজদার জন্যে পাথরের টুকরা ঠাণ্ডা করা ٣٣ – بَابُ تَبْرِيدِ الْحَصَى لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ

١٠٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الآخَرِ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي .

১০৮১. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের নামায পড়লাম। আমি এক মুষ্টি পাথর-টুকরা শীতল করার জন্যে হাতে নিলাম। অতঃপর আমি তা আমার অন্য হাতে নড়াচাড়া করতে লাগলাম। যখন আমি সাজদাহ্ করলাম তখন তা আমার কপাল রাখার জায়গায় রেখে দিলাম। **[হাসান। মিশকাত হা. ১০১১; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৪২৭]**

অধ্যায়– ৩৪: সাজদার জন্যে তাকবীর বলা ٣٤ – بَابُ التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ

١٠٨٢ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا - قَالَ كَلِمَةً يَعْنِي - صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৮২. মুতার্‌রিফ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং 'ইমরান ইবনু হুসাইন, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা.)-এর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি যখন সাজদাহ্ করলেন, তখন তাকবীর বললেন, আর যখন তিনি সাজদাহ্ হতে মাথা তুললেন, তখন তাকবীর বললেন। যখন দু' রাক'আতের পরে দাঁড়ালেন তখনও তাকবীর বললেন। নামায শেষ হওয়ার পরে 'ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, তিনি ['আলী (রা.)] আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি এমন একটি বাক্য বললেন, যার অর্থ হলো– মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামায। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮৬]

١٠٨٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَيَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضى الله عنهما - يَفْعَلاَنِهِ .

১০৮৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং ওপরে উঠার সময় তাকবীর বলতেন এবং তাঁর ডানে ও বামে সালাম করতেন। আর আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (রা.) তা করতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৫৩]

অধ্যায়– ৩৫: কিরূপে সাজদায় ঝুঁকবে? ٣٥ - بَابُ كَيْفَ يَخِرُّ لِلسُّجُودِ

١٠٨٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ، وَهُوَ ابْنُ مَاهِكَ - يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ لاَ أَخِرَّ إِلاَّ قَائِمًا .

১০৮৪. হাকীম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছি এ কথার উপরে যে, আমি সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থা ছাড়া সাজদার জন্যে নীচু হব না। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৩৬: সাজদার জন্যে হাত উঠানো ٣٦ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلسُّجُودِ

١٠٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

১০৮৫. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-কে নামাযে উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন। যখন তিনি রুকূ' করতেন, যখন রুকূ' হতে তাঁর মাথা তুলতেন আর যখন সাজদাহ্ করতেন এবং সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাতেন তাঁর দু'হাত তাঁর উভয় কানের লতি বরাবর হত। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/৬৭]

١٠٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

১০৮৬. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-কে নামাযে উভয় হাত উঠাইতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি পূর্ববৎ উল্লেখ করলেন। [সহীহ্।]

١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

১০৮৭. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন নামাজ আরম্ভ করতেন, এর পর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, তাতে অতিরিক্ত বাড়িয়েছেন- আর যখন তিনি রুকূ' করলেন, এরূপ করলেন। আর যখন রুকূ' হতে তাঁর মাথা উঠালেন, এরূপ করলেন, আর যখন তিনি সাজদাহ্ হতে স্বীয় মাথা তুললেন, অনুরূপ করলেন। [প্রাগুক্ত।]

অধ্যায়- ৩৭: সাজদায় যাবার সময় হাত না উঠানো ٣٧ – بَابُ تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ

١٠٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكُوفِيُّ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ .

১০৮৮. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন তাঁর দু'হাত উঠাতেন। আর যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ' হতে (মাথা) উঠাতেন। আর তিনি সাজদায় এমন করতেন না। [সহীহ। ৮৭৬ নং হাদীসে আরো বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।]

٣٨ – بَابُ أَوَّلِ مَا يَصِلُ إِلَى الأَرْضِ مِنَ الإِنْسَانِ فِي سُجُودِهِ
অধ্যায়- ৩৮: সাজদায় সর্বাগ্রে যে অঙ্গ জমিনে পৌঁছবে

١٠٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

১০৮৯. ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি সাজদাহ্ করতেন তখন তাঁর দু'হাতের পূর্বে তাঁর দু' হাঁটু (জমিনে) স্থাপন করতেন। আর যখন উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে উভয় হাত উঠাতেন। [য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৮২]

١٠٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَبْرُكَ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ " .

১০৯০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ নামাযে বসতে চায় তখন সে এভাবে বসে, যেভাবে উট বসে। [সিফাতুস্ সালাত। মিশকাত হা. ৮৯৯; ইরউয়াউল গালীল ৩৫৭; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮৯]

١٠٩١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ " .

১০৯১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সাজদাহ্ করে তখন সে যেন হাঁটু স্থাপনের পূর্বে তার উভয় হাত স্থাপন করে। আর সে যেন উটের বসার মতো না বসে। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٤٠ - بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ فِي السُّجُودِ

অধ্যায়– ৪০: সাজদায় মুখমণ্ডলের সাথে উভয় হাত স্থাপন করা

١٠٩٢ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، دَلُّويَهْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا " .

১০৯২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উভয় হাতও সাজদাহ্ করে যেরূপ মুখমণ্ডল সাজদাহ্ করে। অতএব, যখন তোমাদের কেউ তার মুখমণ্ডল স্থাপন করে তখন সে যেন তার উভয় হাত স্থাপন করে। আর যখন তা উঠাবে তখন উভয় হাতকেও উঠাবে। **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মিশকাত হা. ৫০৯; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৩১; ইরউয়াউল গালীল ৩১৩]**

অধ্যায়– ৪০: কত অঙ্গের উপর সাজদাহ্? ٤٠ - بَابٌ: عَلَى كَمِ السُّجُودُ؟

١٠٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ .

১০৯৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে। আর তাঁর কাপড় ও চুল না গোটাতে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৮৩-৮৮৪; বুখারী হা. ৮০৯, ৮১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৮৮]**

অধ্যায়– ৪১: (সাত অঙ্গ) এর ব্যাখ্যা ٤١ - بَابُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ

١٠٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مِنْهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

১০৯৪. 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বান্দা সাজদাহ্ করে তখন তার সপ্ত অঙ্গ সাজদাহ্ করে। তার মুখমণ্ডল, দু' হাতের তালু উভয় হাঁটু এবং তার দু' পা। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৮৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৯২/ক]**

অধ্যায়– ৪২: ললাটের উপর সাজদাহ্ করা ٤٢ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْجَبِينِ

١٠٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ . مُخْتَصَرٌ.

১০৯৫. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দু' চোখ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ললাটে এবং নাকের উপর পানি এবং কাদা মাটির চিহ্ন দেখেছে একুশ তারিখের সকালে। (সংক্ষিপ্ত) **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৭৬৬; বুখারী হা. ২০২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৬৩৭]**

অধ্যায়– ৪৩: নাকের উপর সাজদা ٤٣ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

١٠٩٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ - لاَ أَكُفُّ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ - الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ " .

১০৯৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে। আর যেন আমি চুল ও কাপড় না গোটাই (সে সাত অঙ্গ হচ্ছে) ললাট নাকসহ, উভয় হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পা। [সহীহ। বুখারী হা. ৮১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৯২]

অধ্যায়- ৪৪: দু' হাতের উপর সাজদা ٤٤ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْيَدَيْنِ

١٠٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النَّسَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى الأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ " .

১০৯৭. ইবনু 'আব্বাস (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে আদিষ্ট হয়েছি। ললাটের উপর, এ বলে তিনি নাকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। দু' হাঁটু, দু' হাত এবং দু' পায়ের প্রান্তের উপরে। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য। ইরউয়াউল গালীল ৩১০]

অধ্যায়- ৪৫: হাঁটুর উপর সাজদা ٤٥ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

١٠٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ - وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ - عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ . قَالَ هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

১০৯৮. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ সাত অঙ্গের উপরে সাজদাহ্ করতে আদিষ্ট হয়েছেন এবং চুল ও কাপড় গোটাতে নিষেধ করা হয়েছে। ঐ সাত সঙ্গ হলো- দু'হাত, উভয় হাঁটু এবং পায়ের আঙ্গুলের কিনারা। সুফইয়ান বলেন, ইবনু তাউস তাঁর দু'হাত তাঁর ললাটের উপরে রাখলেন এবং তা তাঁর নাকের উপর ঘুরালেন এবং আমাদের বললেন, তা হলো একটা। তবে এ হাদীসের শব্দমালা মুহাম্মদ ইবনু মানসূরের। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়- ৪৬: উভয় পায়ের উপর সাজদাহ্ করা ٤٦ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

١٠٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

১০৯৯. 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন কোন বান্দা সাজদাহ্ করে তখন তার সাথে সাত অঙ্গ সাজদাহ্ করে, তার চেহারা, তার দু' হাতের তালু, দু' হাঁটু এবং দু' পা। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৯৪ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٤٧ - بَابُ نَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ
অধ্যায়- ৪৭: সাজদায় উভয় পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা

١١٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ

مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ".

১১০০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না পেয়ে তাঁর নিকট পৌঁছে দেখি তিনি সাজদায় আছেন আর তাঁর পায়ের পাতাদ্বয় খাড়া অবস্থায় আছে। আর তিনি বলতেছেন–
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮২৩]

٤٨ – بَابُ فَتْخِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ فِي السُّجُودِ

অধ্যায়– ৪৮: সাজদায় উভয় পায়ের আঙ্গুল খাড়া করে রাখা

١١٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَهْوَى إِلَى الأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ . مُخْتَصَرٌ .

১১০১. আবূ হুমাইদ আস-সা'ইদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন সাজদার জন্যে জমিনের দিকে ঝুঁকতেন, তখন তিনি তাঁর দু' বাহু উভয় বগল হতে পৃথক রাখতেন এবং তাঁর পায়ের আঙ্গুল খাড়া করে রাখতেন। (সংক্ষিপ্ত) [সহীহ। এটি ১০৩৯ নং হাদীসের অংশবিশেষ।]

٤٩ – بَابُ مَكَانِ الْيَدَيْنِ مِنَ السُّجُودِ
অধ্যায়– ৪৯: সাজদায় হাতের স্থান

١١٠٢ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلاَةَ .

১১০২. ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায অবশ্যই প্রত্যক্ষ করব। তিনি তাকবীর বললেন এবং তাঁর দু'হাত তুললেন যাতে দেখলাম তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় প্রায় তাঁর কানের নিকটে। যখন তিনি রুকূ' করতে ইচ্ছা করলেন তখন তাকবীর বললেন এবং তাঁর দু'হাত তুললেন। অতঃপর তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"। এরপর তাকবীর বললেন এবং সাজদাহ্ করলেন। তখন (সাজদাহ্তে) তাঁর দু'হাত কানের ঐ জায়গায় ছিল যেখানে নামায শুরু করার সময় ছিল। [সহীহ। ৮৮৭ ও ১০৫৫ নং হাদীসে পূর্বে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।]

٥٠ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَسْطِ الذِّرَاعَيْنِ، فِي السُّجُودِ

অধ্যায়– ৫০: সাজদায় দু'বাহু বিছিয়ে দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা

١١٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ، -وَاسْمُهُ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ" .

১১০৩. আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সাজদায় তার দু'বাহু বিছিয়ে না দেয়, যেমন কুকুর বিছিয়ে দিয়ে থাকে। [হাসান সহীহ।]

অধ্যায়– ৫১: সাজদাহ্ করার নিয়ম ٥١ – بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ

١١٠٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُودَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১১০৪. আবূ ইসহাক্ব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা (রা.) আমাদেরকে সাজদার নিয়ম বর্ণনা করতে যেয়ে তাঁর দু'হাত মাটিতে স্থাপন করলেন এবং তাঁর নিতম্ব উঠিয়ে রাখলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। **[য'ঈফ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৫৯]**

١١٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، هُوَ النَّضْرُ - قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّى .

১১০৫. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন প্রত্যেক অঙ্গ পৃথক পৃথক রাখতেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৩৬]**

١١٠٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

১১০৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুহাইনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায পড়তেন তখন তাঁর দু'হাত এভাবে পৃথক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। **[ইরউয়াউল গালীল ৩৫৯; বুখারী হা. ৩৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৯৭]**

١١٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ بَشِيرِ ابْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لأَبْصَرْتُ إِبْطَيْهِ. قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ فِي صَلاَةٍ .

১১০৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকতাম (যখন তিনি সাজদায় থাকতেন) তা হলে তাঁর বগল দেখতে পেতাম। (এই পরিমাণ তিনি দু'বাহুকে খোলা রাখতেন)। আবূ মিজলায বলেন, (আবূ হুরাইরাহ্) এ কথা বলার কারণ হলো, তিনি নামাযে ছিলেন (তাই দেখতে পাননি)। **[সহীহ। আবূ দাউদ হা. ৭৩১]**

١١٠٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ .

১১০৮. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্দুল্লাহ সূত্রে তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু আক্বরাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি। তিনি যখন সাজদাহ্ করতেন তখন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেতাম। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৮১]**

অধ্যায়– ৫২: সাজদায় অঙ্গ পৃথক করে রাখা ٥٢ – بَابُ التَّجَافِي فِي السُّجُودِ

١١٠٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ - عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ الأَصَمِّ - عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .

১১০৯. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন সাজদাহ্ করতেন তখন তাঁর দু'হাত পৃথক রাখতেন। এমনকি যদি একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর দু'হাতের নীচ দিয়ে যেতে চাইতো, যেতে পারত। **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৯৯]**

অধ্যায়– ৫৩: সাজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা ٥٣ – بَابُ الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

١١١٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ". اللَّفْظُ لإِسْحَاقَ .

১১১০. আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা সাজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমাদের কেউ যেন, তার দু'বাহু কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে না রাখে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১১০৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৫৪: সাজদায় পিঠ সোজা রাখা ٥٤ – بَابُ إِقَامَةِ الصُّلْبِ فِي السُّجُودِ

١١١١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".

১১১১. আবূ মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ নামায যথেষ্ট হবে না, যে নামাযে কোন ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদায় তার পিঠ সোজা রাখে না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৭০]**

অধ্যায়– ৫৫: কাকের ন্যায় ঠোকর মারার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ٥٥ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ

١١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَلاَثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمُقَامَ لِلصَّلاَةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ .

১১১২. 'আবদুর রহমান ইবনু শিব্‌ল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ হতে বারণ করেছেন। কাকের ন্যায় ঠোকর মারা হতে, চতুষ্পদ পশুর ন্যায় হাত বিছিয়ে দেয়া হতে এবং কোন ব্যক্তির একস্থানকে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করা হতে যেমন উট কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। **[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১৪২৯]**

٥٦ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ

অধ্যায়– ৫৬: সাজদায় চুল গোটানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা

١١١٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَرَوْحٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا " .

১১১৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি সাত অঙ্গে সাজদাহ্ করতে এবং নামাযে চুল অথবা কাপড় না গোটাতে আদিষ্ট হয়েছি। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১০৯৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]**

٥٧ – بَابُ مَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ

অধ্যায়– ৫৭: চুলে বেণী করে নামায আদায়কারীর উদাহরণ

١١١٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو السَّرْحِيُّ، - مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ - قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ " .

১১১৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিসকে নামায পড়তে দেখলেন। তখন তাঁর মাথা পশ্চাৎ দিক হতে বেণী করা ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। নামায শেষ করে তিনি ('আব্দুল্লাহ ইবনু হারিস) ইবনু 'আব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, আমার মাথার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নামায পড়ে আর তার দু' হাত কাঁধের সাথে বাঁধা থাকে। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৬৫৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৯৩]

٥٨ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الثِّيَابِ، فِي السُّجُودِ
অধ্যায়– ৫৮: সাজদায় কাপড় গোটানোর উপর নিষেধাজ্ঞা

١١١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ .

১১১৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের উপর সাজদাহ্ করতে এবং তাঁকে নিষেধ করা হয়েছে চুল ও কাপড় গোটাতে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১০৯৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٥٩ – بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ অধ্যায়– ৫৯: কাপড়ের উপর সাজদাহ্ করা

١١١٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ السُّلَمِيُّ - قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ .

১১১৬. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমরা উত্তাপ হতে রক্ষা পাবার জন্যে আমাদের কাপড়ের উপরে সাজদাহ্ করতাম। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৩৩; বুখারী হা. ৫৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৯৪]

٦٠ – بَابُ الأَمْرِ بِإِتْمَامِ السُّجُودِ অধ্যায়– ৬০: সাজদাহ্ পূর্ণ করার আদেশ

١١١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ " .

১১১৭. আনাস (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা রুকূ' এবং সাজদাহ্ পূর্ণভাবে আদায় কর। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে আমার পিছন হতে তোমাদের রুকূ'তে এবং তোমাদের সাজদায় দেখে থাকি। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১০৫৪ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٦١ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَاءَةِ، فِي السُّجُودِ
অধ্যায়– ৬১: সাজদায় কুরআন পাঠ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা

١١١٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ، عُثْمَانُ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

رضى الله عنه – قَالَ نَهَانِي حِبِّي ﷺ عَنْ ثَلاَثٍ – لاَ أَقُولُ نَهَى النَّاسَ – نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلاَ رَاكِعًا " .

১১১৮. 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু আমাকে তিনটি কাজ হতে বারণ করেছেন। আমি বলি না যে, লোকদের নিষেধ করেছেন। তিনি আমাকে নিষেধ করেছেন সোনার আংটি পরিধান করতে, রেশম মিশ্রিত কাপড়, কুসুম রংয়ের কাপড় এবং গাঢ় লাল রংয়ের কাপড় পরিধান করতে। আর আমি যেন রুকূ' এবং সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত না করি। [সহীহ। ১০৪২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١١١٩ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

১১১৯. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, রুকূ' এবং সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৬৯]

٦٢ – بَابُ الأَمْرِ بِالاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

অধ্যায়– ৬২: সাজদায় বেশি বেশি দু'আ করার নির্দেশ

١١٢٠ – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ – قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ السِّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ قَدْ بَلَّغْتُ – ثَلاَثَ مَرَّاتٍ – إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا رَبَّكُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ " .

১১২০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে অসুখে ইন্তিকাল করেন, সে অসুস্থ অবস্থায় তিনি পর্দা উঠালেন, তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি পৌঁছে দিয়েছি, এ কথা তিনবার বললেন। বস্তুত যথার্থ স্বপ্ন ছাড়া নুবূওয়াতের সুসংবাদ হতে আর কিছুই বাকি রইল না। বান্দা তা দেখে থাকে অথবা তাকে তা দেখানো হয়। তোমরা শুনে রাখ, আমাকে রুকূ' এবং সাজদায় কিরাআত হতে বারণ করা হয়েছে। অতএব, যখন তোমরা রুকূ' করবে তখন তোমাদের রবের মহাত্ম্য বর্ণনা করবে। আর যখন তোমরা সাজদাহ্ করবে তখন তোমরা বেশি পরিমাণে দু'আ করার চেষ্টা করবে। কারণ, এটাই তোমাদের দু'আ কবূলের উপযুক্ত সময়। [সহীহ। মুসলিম ১০৪৫ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৬৩: সাজদায় দু'আ করা ٦٣ – بَابُ الدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

١١٢١ – أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ، وَهُوَ كُرَيْبٌ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " . ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلاَةِ .

১১২১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমূনাহ্ বিনতু হারিসের নিকট রাত যাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺও তাঁর নিকট রাত যাপন করলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি তাঁর প্রয়োজনে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি পানির পাত্রের নিকট এসে তার ঢাকনা খুললেন। এরপর তিনি ওযূ করলেন। পরে তিনি তাঁর বিছানায় এসে নিদ্রা গেলেন। এরপর তিনি আবার ঘুম হতে জাগ্রত হলেন এবং পানির পাত্রের কাছে এসে তার ঢাকনা খুলে পূর্ণ ওযূ করলেন (নামাযের উযূর ন্যায়)। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন এবং তিনি সাজদায় বলেছিলেন–

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " . ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلاَةِ.

অতঃপর তিনি নিদ্রা গেলেন, এমন কি তিনি নাকের শব্দ করলেন। পরে বিলাল (রা.) এসে তাঁকে নামাযের জন্যে জাগালেন। **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৭১, ১৬৭৩]**

অধ্যায়– ৬৪: সাজদায় অন্য প্রকার দু'আ ٦٤ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

১১২২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' এবং সাজদায় বলতেন– سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي-এর দ্বারা তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৮৯; বুখারী হা. ৭৯৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৭৮]**

অধ্যায়– ৬৫: সাজদায় অন্য প্রকার দু'আ ٦٥ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي". يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

১১২৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' এবং সাজদায় বলতেন– سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي-এর মাধ্যমে তিনি কুরআনের মর্ম বর্ণনা করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ৬৬: সাজদায় অন্য প্রকার দু'আ ٦٦ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ " .

Contents

১১২৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, (একরাতে) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর বিছানায় না পেয়ে হাতড়িয়ে সন্ধান করতে লাগলাম। আমি মনে করেছিলাম তিনি তাঁর কোন দাসীর কাছে গিয়ে থাকবেন। এমতাবস্থায় আমার হাত তাঁর উপর পড়ল, তখন তিনি সাজদায় থেকে বলেছিলেন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত]

١١٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَطَلَبْتُهُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ " رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ " .

১১২৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না পেয়ে মনে করলাম তিনি হয়ত তাঁর কোন দাসীর কাছে গিয়ে থাকবেন। তাঁকে খুঁজে দেখলাম, তিনি সাজদারত অবস্থায় বলছেন– رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ৬৭: সাজদায় অন্য প্রকার দু'আ ٦٧ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ – قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " .

১১২৬. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদাহ্ করতেন, তখন বলতেন–
اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৯]

অধ্যায়– ৬৮: সাজদায় অন্য প্রকার দু'আ ٦٨ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو حَيْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ".

১১২৭. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি সাজদায় বলতেন–
اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৬৯: অন্য প্রকার দু'আ ٦٩ – بَابُ نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " .

১১২৮. মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামাযে দাঁড়াতেন। তখন সাজদায় বলতেন–

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়- ৭০: অন্য প্রকার দু'আ ٧٠ - بَابُ نَوْعٌ آخَرُ

١١٢٩ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ " .

১১২৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ রাতে কুরআন তিলাওয়াতের সাজদায় বলতেন– *سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.* [সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৭৩]

অধ্যায়- ৭১: অন্য প্রকার দু'আ ٧١- بَابُ نَوْعٌ آخَرُ

١١٣٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

১১৩০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হারিয়ে ফেললাম। পরে তাঁকে সাজদারত অবস্থায় পেলাম; তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলো ছিল ক্বিবলার দিকে। তাঁকে বলতে শুনলাম–

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

[মুসলিম। ১১০০ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ৭২: অন্য প্রকার দু'আ ٧٢ - بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٣١ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " . فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ .

১১৩১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না পেয়ে মনে করলাম তিনি তাঁর অন্য কোন বিবির নিকট গিয়ে থাকবেন। হাতড়িয়ে দেখলাম তিনি রুকূ' অথবা সাজদাহ্ অবস্থায় বলছেন– سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ তখন আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমি এক এক ধরনের ধারণা করছি আর আপনি আছেন অন্য অবস্থায়। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৮২]

অধ্যায়– ৭৩: সাজদায় অন্য প্রকার দু'আ ٧٣ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٣٢ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ حُمَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ". ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ". ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً ثُمَّ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

১১৩২. 'আওফ ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে উঠলাম। তিনি মিসওয়াক করতে আরম্ভ করলেন। এরপর ওযূ করে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি শুরুতেই সূরা বাকারা শুরু করলেন। তিনি কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছলে তাতে দু'আ না করে ছাড়তেন না। আর কোন 'আযাবের আয়াতে পৌঁছলে সেখান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। অতঃপর তিনি রুকূ' করলেন, রুকূ'তে তিনি কিয়ামের সময় পরিমাণ অবস্থান করলেন। তিনি রুকূ'তে বলেছিলেন– سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ অতঃপর তিনি রুকূ'র সমপরিমাণ সময় সাজদাহ্ করলেন। আর তিনি সাজদায় বলছিলেন, سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ অতঃপর তিনি (অন্য রাক'আতে) আলি-'ইমরান তিলাওয়াত করলেন। এরপর এক সূরা অতঃপর আর এক সূরা এরূপ করলেন। **[সহীহ। ১০৪৯ নং হাদীসে এর আংশিক বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৭৪: অন্য প্রকার দু'আ ٧٤ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ ذَكَرَهُ .

১১৩৩. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ্ শুরু করলেন এবং একশত আয়াত পড়লেন। তিনি রুকূ' না করে সামনে চললেন। আমি মনে করলাম, তা দু' রাক'আতে সমাপ্ত করবেন, অতঃপর রুকূ' করবেন। তিনি চলতে থাকলেন, এমনকি সূরা নিসা সমাপ্ত করলেন। অতঃপর সূরা আলি-'ইমরান। অতঃপর তিনি রুকূ' করলেন তাঁর কিয়ামের কাছাকাছি সময় নিয়ে। তিনি রুকূ'তে বলছিলেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পরে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ এরপর বেশ কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর সাজদাহ্ করলেন এবং সাজদাহ্ লম্বা করলেন। আর তিনি সাজদায় বলছিলেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى। তিনি আল্লাহর ভয় অথবা তা'যীমের আয়াতে পৌঁছলেই তাঁকে স্মরণ করতেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯১]**

অধ্যায়– ৭৫: অন্য প্রকার দু'আ ٧٥ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١١٣٤ - أَخْبَرَنَا بُنْدَارٌ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ ".

১১৩৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' এবং সাজদায় বলতেন– سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১০৪৮ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৭৬: সাজদায় তাসবীহের সংখ্যা ٧٦ – بَابُ عَدَدِ التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ

١١٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى – يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ – فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ .

১১৩৫. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যশীল নামায পড়তে আর কোন যুবককে দেখিনি অর্থাৎ, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীযের মতো আর কাউকেও দেখি নি। আমরা তাঁর রুকূ'তে দশ তাসবীহ অনুমান করেছি। আর তাঁর সাজদায়ও দশ তাসবীহ। [য'ঈফ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৫৭; মিশকাত হা. ৮৮৩]

٧٧ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الذِّكْرِ فِي السُّجُودِ
অধ্যায়– ৭৭: সাজদায় তাসবীহ্ পরিত্যাগ করার অনুমতি

١١٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ أَبُو يَحْيَى، بِمَكَّةَ – وَهُوَ بَصْرِيٌّ – قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَأَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَذَهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلاَتَهُ وَلاَ يَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِبْتَ مِنْ صَلاَتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ " . قَالَ هَمَّامٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " وَيَحْمَدَ اللَّهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ " . قَالَ فَكِلاَهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ " وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ " . وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلاَتُهُ " .

১১৩৬. রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন আর আমরা তাঁর আশেপাশে বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি মাসজিদে ঢুকে ক্বিবলার দিকে এসে নামায পড়ল। সে নামায শেষ করে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করল এবং দলের অন্যদেরকেও। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, যাও, নামায পড়। কেননা, তুমি নামায পড়নি। সে ব্যক্তি যেয়ে আবার নামায পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। সে ব্যক্তি বুঝতে পারল না, রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে কী ভুল ধরেছেন। সে এবারও নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে এবং দলের অন্যদেরকে সালাম করল। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, যাও, নামায আদায় কর। কারণ, তুমি নামায পড়নি। সে ব্যক্তি এভাবে দু'বার কি তিনবার নামায পুনঃ আদায় করল। অতঃপর সে ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার নামাযে কী ভুল পেলেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কারও নামায পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলা যেরূপে ওযূ করতে আদেশ করেছেন সেরূপে ওযূ না করে। অর্থাৎ সে তার চেহারা এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে এবং তার মাথা মাসেহ করে এবং তার উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করে। অতঃপর আল্লাহর তাকবীর না বলে এবং তার তাহমীদ ও তামজীদ না করে। অতঃপর কুরআনের যতটুকু সম্ভব পড়বে, আল্লাহ তাকে যতটুকু শিক্ষাদান করেছেন এবং অনুমতি দান করেছেন। এরপর তাকবীর বলে রুকূ' করবে যেন তার সকল অঙ্গ স্থির হয়ে যায়। অতঃপর বলবে– سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে যেন তার পিঠ সোজা হয়। পরে তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবে যেন তার চেহারা ঠিকভাবে স্থাপিত হয়। আর তার পুরো অঙ্গ সোজা হয়ে স্থির হয়ে যায়। অতঃপর তাকবীর বলবে এবং মাথা তুলে সোজা হয়ে বসবে বসার অঙ্গের উপরে। আর পিঠ সোজা রাখবে। এরপর তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবে যেন তার মুখমণ্ডল ঠিকভাবে স্থাপিত হয় এবং স্থির হয়ে যায়। যখন এমন না করবে তার নামায পূর্ণ হবে না। [সহীহ। ১০৫৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٧٨ – بَابُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

অধ্যায়– ৭৮: বান্দা যে অবস্থায় আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়

١١٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " .

১১৩৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা আল্লাহ তা'আলার বেশি নিকটবর্তী হয়, যে অবস্থায় সে সাজদারত থাকে। অতএব, তখন তোমরা বেশি দু'আ করতে থাক। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮১৯; ইরউয়াউল গালীল ৪৫৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৭৬]

অধ্যায়– ৭৯: সাজদার ফযীলত ٧٩ – بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

١١٣٨ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ آتِي رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ: " سَلْنِي ". قُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ: " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ ؟". قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ " .

১১৩৮. রাবি'আহ্ ইবনু কা'ব আল-আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর ওযূর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করি। তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু কি চাও? আমি বললাম, না, এটাই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি পরিমাণে বেশি সাজদাহ্ দ্বারা তোমার এ কাজে আমাকে সহায়তা কর। **[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ১/১৪৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৮৭]**

٨٠ – بَابُ ثَوَابِ مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَجْدَةً

অধ্যায়- ৮০: যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে একটি সাজদাহ্ করল তার সাওয়াব

١١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " . قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " .

১১৩৯. মা'দান ইবনু ত্বালহা আল-ইয়া'মারী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আযাদকৃত দাস সাওবানের সাথে আমি সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমার উপকারে আসবে অথবা আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। তিনি আমার উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। অতঃপর আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনি সাজদাহ্ করতে থাকুন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে একটা সাজদাহ্ করবে, আল্লাহ তা'আলা বিনিময়ে তার একটি সম্মান বৃদ্ধি করবেন। আর এর দ্বারা তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন। মা'দান (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি আবূ দারদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকেও ঐ প্রশ্ন করলাম যা আমি সাওবান (রা.)-কে করেছিলাম তিনিও আমাকে বললেন, আপনি সাজদাকে অবশ্য করণীয়রূপে গ্রহণ করুন। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কোন বান্দা আল্লাহর উদ্দেশে একটি সাজদাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা তার একটি সম্মান বৃদ্ধি করেন এবং তার দ্বারা তার একটি গুনাহ মার্জনা করেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪২৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৮৬]**

٨١ – بَابُ مَوْضِعِ السُّجُودِ অধ্যায়- ৮১: সাজদার স্থান

١١٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، لُوَيْنٌ بِالْمَصِّيصَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا، حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ وَالآخَرُ مُنْصِتٌ قَالَ فَتَأْتِي الْمَلاَئِكَةُ فَتَشْفَعُ وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ وَذَكَرَ الصِّرَاطَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَئِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرَفُونَ بِعَلاَمَاتِهِمْ إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَىْءٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " .

১১৪০. 'আতা ইবনু ইয়াযীদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) এবং আবূ সা'ঈদ (রা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তাঁদের একজন শাফা'আতের হাদীস বর্ণনা করলেন, আর অন্যজন ছিলেন নিশ্চুপ। তিনি বলেন, অতঃপর ফেরেশতা এসে সুপারিশ করবেন এবং রাসূলগণ সুপারিশ করবেন, অতঃপর তিনি পুলসিরাতের উল্লেখ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে তাঁদের মাঝে আমি-ই হব প্রথম। এরপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির বিচারকার্য হতে অবসর গ্রহণ করবেন এবং দোযখ হতে যাকে বের করতে ইচ্ছা করবেন তাকে বের করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা ও রাসূলগণকে আদেশ করবেন সুপারিশ করার জন্যে। তখন তাঁরা তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনে নিবেন যে, আদম সন্তানের সাজদার স্থান ব্যতীত আর সব কিছুই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। অতঃপর তাদের উপর আবে হায়াত ঢেলে দেয়া হবে। তখন তারা নবজীবন লাভ করবে যেরূপ নালার ধারে বীজ গজিয়ে উঠে। **[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ৪/২০৩-২০৪; বুখারী হা. ৭৪৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩৫৯]**

٨٢ – بَابٌ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَة

অধ্যায়– ৮২: এক সাজদাহ্ অন্য সাজদাহ্ হতে দীর্ঘ হওয়া

١١٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا . قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ . قَالَ " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ".

১১৪১. শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক 'ইশার নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে বের হয়ে আসলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসাইন (রা.)-কে বহন করে আনছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রেখে দিলেন। এর পর নামাযের জন্যে তাকবীর বললেন ও নামাযে রত হলেন। নামাযের মধ্যে একটি সাজদাহ্ দীর্ঘ করলেন। (হাদীসের অন্যতম রাবী 'আবদুল্লাহ্ বলেন), আমার পিতা (শাদ্দাদ) বলেন, আমি আমার মাথা তুললাম এবং দেখলাম, ঐ ছেলেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠের উপর রয়েছেন। আর তিনি সাজদারত। অতঃপর আমি আমার সাজদায় গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার নামাযের মধ্যে একটি সাজদাহ্ এত দীর্ঘ করলেন যাতে আমরা মনে করলাম, হয়ত কোন ব্যাপার ঘটে থাকবে। অথবা আপনার উপর ওয়াহী নাযিল হচ্ছে। তিনি বললেন, এর কোনটাই ঘটেনি বরং আমার ঐ সন্তান আমাকে সওয়ারী বানিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠতে অপছন্দ করলাম, যাতে সে তার কাজ সমাধা করতে পারে। **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত]**

٨٣ – بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُود

অধ্যায়– ৮৩: সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলা

١١٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ

وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ". حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ . قَالَ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ .

১১৪২. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি (নামাযের মধ্যে) প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং মাথা উত্তোলনের সময় আর প্রত্যেক দাঁড়ানো এবং বসার সময় তাকবীর বলতেন এবং তিনি ডান ও বাম দিকে "আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম করতেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্রতা দেখা যেত। রাবী বলেন, আর আমি আবূ বাক্র (রা.) এবং 'উমার (রা.)-কেও এমন দেখেছি। [সহীহ। ১০৮৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٨٤ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى

অধ্যায়- ৮৪: প্রথম সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর সময় দু'হাত উঠানো

١١٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْنِي رَفْعَ يَدَيْهِ .

১১৪৩. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর দু'হাত উঠাতেন যখন রুকূ' করতেন ঐরূপ করতেন, আর যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও ঐরূপ করতেন। আর যখন সাজদাহ্ হতে তাঁর মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন অর্থাৎ তাঁর দু'হাত উঠাতেন। [সহীহ। ১০৮৫ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ৮৫: দু' সাজদার মাঝে হাত না উঠানো ٨٥ - بَابُ تَرْكِ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

١١٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

১১৪৪. সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন, আর যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ'র পরেও (এরূপ করতেন)। আর তিনি হাত উঠাতেন না দু' সাজদার মাঝে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১০৮৮ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ৮৬: দু' সাজদার মধ্যে দু'আ ٨٦ - بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

١١٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ". ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" . وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ "لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ". وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي " .

১১৪৫. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন- اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ অতঃপর তিনি সূরা বাকারাহ্ পড়তে শুরু করলেন, পরে তিনি

রুকূ' করলেন। তাঁর রুকূ' প্রায় তাঁর কিয়ামের বরাবর ছিল। তিনি রুকূ'তে বললেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ আর যখন তিনি মাথা উঠালেন, তখন বললেন, لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ আর তিনি তাঁর সাজদায় বলতেন– سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى আর তিনি তাঁর দু' সাজদার মধ্যে বলতেন– رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي [সহীহ। ১০৬৯ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٨٧ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ الْوَجْهِ

অধ্যায়– ৮৭: দু' সাজদার মধ্যে চেহারা বরাবর হাত উঠানো

١١٤٦ – أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو سَهْلٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ إِنَّ هَذَا يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ . فَقَالَ لَهُ وُهَيْبٌ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ نَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ .

১১৪৬. নায্‌র ইবনু কাসীর আবূ সাহল আল-আয্‌দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু তাউস (র.) মিনায় মাসজিদে খাইফে আমার পাশে নামায পড়লেন। যখন তিনি প্রথম সাজদাহ্ করলেন এবং সাজদাহ্ হতে মাথা উঠালেন, তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডল বরাবর তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তা আমার না-পছন্দ হওয়ায় আমি উহাইব ইবনু খালিদকে বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিছু করেছে যা আমি কাউকে করতে দেখি নি। তখন উহাইব তাঁকে বললেন, আপনি এমন কিছু করেছেন যা আমরা কাউকে করতে দেখি নি, তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু তাউস বললেন, আমি আমার পিতাকে তা করতে দেখেছি। আর আমার পিতা বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে এমন করতে দেখেছি। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন করতে দেখেছি। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭২৫]

٨٨ – بَابٌ: كَيْفَ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অধ্যায়– ৮৮: দু' সাজদার মধ্যে কিভাবে বসবে?

١١٤٧ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

১১৪৭. মাইমূনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদাহ্ করতেন তখন তাঁর হাত দু'খানা এত দূরে রাখতেন যে, তাঁর পশ্চাতের দিক হতে তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন তিনি বসতেন তখন তিনি তাঁর বাম উরুর উপর স্থির হয়ে বসতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৩৫]

٨٩ – بَابُ قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ অধ্যায়– ৮৯: দু' সাজদার মধ্যে বসার পরিমাণ

١١٤٨ – أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

১১৪৮. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযে তাঁর রুকূ-সাজদাহ্ এবং রুকূ' হতে মাথা উঠানোর পরে দাঁড়ানো এবং দু' সাজদার মাঝে বসার সময় প্রায় বরাবর হত। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৭৯; বুখারী হা. ৭৯২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৫২]

অধ্যায়– ৯০: সাজদার জন্যে তাকবীর বলা ٩٠ – بَابُ التَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ

١١٤٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضي الله عنهم .

১১৪৯. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উসমান (রা.) (মাথা) উঠানোর সময়, সাজদার সময়, দাঁড়ানোর সময় এবং বসার সময় তাকবীর বলতেন। [সহীহ। ১১৪২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١١٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى - قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ .

১১৫০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন রুকূ' করতেন তখনও তাকবীর বলতেন। যখন তিনি রুকূ' হতে স্বীয় পিঠ উঠাতেন তখন দাঁড়িয়ে বলতেন– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এরপর যখন তিনি সাজদার জন্যে নীচু হতেন, তখনও তাকবীর বলতেন। অতঃপর যখন তিনি মাথা তুলতেন তখন তাকবীর বলতেন। এরপর তিনি সম্পূর্ণ নামাযে এমন করতেন এবং নামায শেষ করতেন। আর তিনি দু' রাক'আতের পরে বসা হতে যখন দাঁড়াতেন তখনো তাকবীর বলতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১০২৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٩١ – بَابُ الاسْتِوَاءِ لِلْجُلُوسِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ

অধ্যায়– ৯১: দু' সাজদার পরে উঠার সময় সোজা হয়ে বসা

١١٥١ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي . قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ .

১১৫১. আবূ ক্বিলাবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের মাসজিদে এসে বললেন, আমি তোমাদেরকে দেখাতে ইচ্ছা করি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি কিরূপে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি যখন প্রথম রাক'আতে শেষ সাজদাহ্ হতে মাথা তুললেন তখন বসে পড়লেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৯০; বুখারী হা. ৬৭৭]

١١٥٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

১১৫২. মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি যখন তাঁর নামাযে বে-জোড় রাক'আত আদায় করতেন তখন সোজা হয়ে না বসে উঠতেন না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৮৭; বুখারী হা. ৮২৩]

অধ্যায়- ৯২: উঠার সময় মাটিতে ভর দেয়া ٩٢ - بَابُ الاعْتِمَادِ عَلَى الأَرْضِ عِنْدَ النُّهُوضِ

١١٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ .

১১৫৩. আবূ ক্বিলাবাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রা.) আমাদের নিকট এসে বলতেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্বন্ধে বর্ণনা করব না? এরপর তিনি নামাযের সময় ছাড়াই (নফল) নামায পড়তেন। যখন তিনি প্রথম রাক'আতে দ্বিতীয় সাজদাহ্ হতে মাথা উঠাতেন, তখন সোজা হয়ে বসতেন। অতঃপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/৮২; বুখারী অনুরূপ হা. ৮২৪]**

অধ্যায়- ৯৩: হাঁটু উঠানোর পূর্বে হাত উঠানো ٩٣ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنِ الأَرْضِ، قَبْلَ الرُّكْبَتَيْنِ

١١٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَقُلْ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১১৫৪. ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি সাজদাহ্ করতেন তখন তাঁর হাঁটুদ্বয় উভয় হাতের আগে রাখতেন। আর যখন তিনি (সাজদাহ হতে) উঠতেন তখন উভয় হাঁটু উঠানোর আগে উভয় হাত উঠাতেন। আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, ইয়াযীদ ইবনু হারূন ছাড়া আর কেউ এ হাদীসটি শারীক্ (জনৈক রাবী) হতে রিওয়ায়াত করেন নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। **[য'ঈফ। ১০৮৯ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ৯৪: উঠার জন্যে তাকবীর বলা ٩٤ - بَابُ التَّكْبِيرِ لِلنُّهُوضِ

١١٥٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৫৫. আবূ সালামাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) তাঁদেরকে (সাহাবীদের) নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি যখনই উঠতেন বা নীচু হতেন তখনই তাকবীর বলতেন। নামায সমাপ্ত করে তিনি বলতেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের সাথে আমার নামায অধিক সামঞ্জস্যশীল। **[সহীহ। বুখারী হা. ৭৮৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮৩]**

١١٥٦ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا صَلَّيَا خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا . وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ .

১১৫৬. আবূ বাক্‌র ইবনু 'আবদুর রহমান এবং আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর পিছনে নামায পড়লেন। যখন তিনি রুকূ' করলেন তখন তাকবীর বললেন। যখন

মাথা উঠালেন তখন বললেন– سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অতঃপর সাজদাহ্ দিতে তাকবীর বললেন এবং যখন (সাজদাহ্ হতে) তাঁর মাথা উঠালেন তখনও তাকবীর বললেন। অতঃপর এক রাক'আতের পরে যখন দাঁড়ালেন তখন তাকবীর বললেন। পরে বললেন, যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম! আমি তোমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল। পৃথিবী ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁর নামায এরূপই ছিল। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٩٥– بَابٌ: كَيْفَ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

অধ্যায়– ৯৫: প্রথম তাশাহ্হুদের জন্যে কিভাবে বসবে?

١١٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى *

১১৫৭. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাতের মধ্যে এটাও যে, তুমি তোমার বাম পা বিছিয়ে রাখবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩১৭; বুখারী হা. ৮২৭]**

٩٦ – بَابُ الاِسْتِقْبَالِ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ

অধ্যায়– ৯৬: তাশাহ্হুদে বসার সময় পায়ের আঙ্গুল ক্বিবলার দিকে রাখা

١١٥٨ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّ الْقَاسِمَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ، الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى .

১১৫৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাতের মধ্যে এটাও যে, ডান পা খাড়া রাখা আর তার আঙ্গুলসমূহ ক্বিবলার দিকে রাখা এবং বাম পায়ের উপর বসা। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٩٧ – بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

অধ্যায়– ৯৭: প্রথম তাশাহ্হুদে বসার সময় উভয় হাতের অবস্থান

١١٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ أُصْبُعَهُ لِلدُّعَاءِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى . قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ .

১১৫৯. ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আসলাম। দেখলাম, তিনি যখন নামায শুরু করলেন তাঁর দু' হাত উঠালেন, তা তাঁর স্কন্ধ বরাবর হলো। আর যখন তিনি রুকূ' করতে ইচ্ছা করলেন তখনও এরূপ করলেন। তিনি যখন দু' রাক'আতের পরে বসলেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন। আর ডান পা খাড়া রাখলেন। আর তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপরে রাখলেন। আর দু'আর জন্যে তাঁর আঙ্গুল উঠালেন। আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপরে রাখলেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি পরবর্তী বৎসর তাদের কাছে আসলাম, তাদেরকে দেখলাম, তারা কাপড়ের মাঝে হাত উঠাচ্ছেন। **[সানাদ সহীহ। ৮৮৯ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৯৮: তাশাহ্হুদের সময় চোখের দৃষ্টির স্থান ٩٨– بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ فِي التَّشَهُّدِ

١١٦٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لاَ تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ . قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ .

১১৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাযে থাকা অবস্থায় তার হাত দ্বারা পাথরের টুকরা নাড়ছে। তার নামায সমাপ্ত হলে তাকে 'আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, তুমি নামাযে থাকা অবস্থায় পাথরের টুকরা নাড়াবে না। কেননা, তা শয়তানের কাজ, বরং তুমি ঐরূপ কর যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। সে ব্যক্তি বলল, তিনি কি করতেন? 'আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপরে রাখলেন। আর তার ঐ আঙ্গুল দ্বারা ক্বিবলার দিকে ইঙ্গিত করলেন যা বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্তী আর তার দৃষ্টি এর প্রতি রাখলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই করতে দেখেছি। [হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৯০৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৯৫, ১১৯৬]

٩٩ – بَابُ الإِشَارَةِ بِالأُصْبُعِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

অধ্যায়– ৯৯: প্রথম তাশাহ্হুদে আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করা

١١٦١ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ، -يُعْرَفُ بِخَيَّاطِ السُّنَّةِ نَزَلَ بِدِمَشْقَ أَحَدُ الثِّقَاتِ - قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ .

১১৬১. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দু' অথবা চার রাক'আতে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপরে রাখতেন। অতঃপর তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৯০৮-৯১০]

অধ্যায়– ১০০: প্রথম তাশাহ্হুদ কিভাবে করবে? ١٠٠ – بَابُ كَيْفَ التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ

١١٦٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১১৬২. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা যখন দু' রাক'আতে বসি তখন আমরা যেন বলি–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৮৯০]

١١٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ " إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " .

১১৬৩. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা জানতাম না, আমরা প্রত্যেক দু' রাক'আতে কি বলব এ ব্যতীত যে, আমরা তাসবীহ পড়তাম, তাকবীর বলতাম, আর আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করতাম এবং বলতাম যে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে এমন কথা শিক্ষা দেয়া হয়েছে যার শুরু ও শেষ কল্যাণময়। তখন তিনি বললেন, দু' রাক'আতের পরে তোমরা বসে বলবে–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আর যার যে দু'আ ভাল লাগে সে সেই দু'আ (পড়ার জন্যে) নির্বাচন করবে, এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবে। **[সহীহ। ইরওয়াউল গালীল ৩৩৬]**

١١٦٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ فَأَمَّا التَّشَهُّدُ فِي الصَّلاَةِ" التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ". إِلَى آخِرِ التَّشَهُّدِ .

১১৬৪. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্‌হুদ এবং প্রয়োজনের সময় পড়ার তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়াছেন। নামাযের তাশাহ্‌হুদ হলো–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. **[সহীহ। খুত্বাতুল হাজাত ২০-২১]**

١١٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَتَشَهَّدُ بِهَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ وَيَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১১৬৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আদাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সুফ্‌ইয়ানকে ফরয ও নফল নামাযে এ তাশাহ্‌হুদ পড়তে দেখেছি আর তাঁকে বলতে শুনেছি– আমি আবূ ইসহাক্বের কাছে এ তাশাহ্‌হুদ শুনেছি। তিনি শুনেছেন আবুল আহ্‌ওয়াসের কাছে এবং তিনি শুনেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর নিকট এবং তিনি নাবী ﷺ হতে শুনেছেন। **[সহীহ।]**

١١٦٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قُولُوا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ:

১১৬৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমরা কিছুই জানতাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেন, তোমরা প্রত্যেক বৈঠকে বলবে–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . [সহীহ। ১১৬২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١١٦٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلِمِ فَقَالَ لَنَا " قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ زَيْدٌ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ .

১১৬৭. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নামায পড়তাম তখন কি বলব তা আমরা জানতাম না। এরপর আল্লাহর নাবী ﷺ আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ দু'আ শিক্ষা দিলেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা বলো–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

'আলক্বামা (র.) বলেন, ইবনু মাস'ঊদ (রা.) এ বাক্যগুলো আমাদের এমনিভাবে শিক্ষা দিতেন যেমনিভাবে তিনি আমাদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। [হাসান সহীহ।]

١١٦٨ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَارِثُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَكَانَ مِنْ زُهَّادِ النَّاسِ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১১৬৮. ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম তখন আমরা বলতাম, "আস্‌সালা-মু 'আলাল্লাহি আস্‌সালা-মু 'আলা জিবরীলা, আস্‌সালা-মু 'আলা মীকায়ীল"। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা "আসসালা-মু 'আলাল্লাহ" বলিও না, কারণ আল্লাহ তা'আলা-ই সালাম। বরং তোমরা বল–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [সহীহ।]

١١٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ - عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ

وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১১৬৯. ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম ও বলতাম– السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ বলো না। কেননা, আল্লাহই সালাম বরং তোমরা বল–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/৪৩-৪৪; বুখারী হা. ৮৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৯২]

١١٧٠ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، وَأَبِي، هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو هَاشِمٍ غَرِيبٌ .

১১৭০. 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি তাশাহ্‌হুদে পড়েছেন–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আবূ 'আবদুর রহমান বলেন, আবূ হাশিম বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত নন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৮৯৯; বুখারী ও মুসলিম পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١١٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ الْمَكِّيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১১৭১. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যেরূপ তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। আর তখন আমার হাত তাঁর হস্ত মুবারকদ্বয়ের মধ্যে থাকত। (আর তা হচ্ছে)–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ১০১: তাশাহ্‌হুদের অন্য প্রকার ١٠١ - بَابُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

١١٧٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْخَسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا

Contents

وَبَيَّنَ لَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ" . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ" . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১১৭২. হিত্ত্বান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন, আমাদের সুন্নাত শিখালেন। আমাদের নামাযের ব্যাপারে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করবে। এরপর তোমাদের একজন ইমাম হবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আর যখন সে وَلاَ الضَّالِّينَ বলবে, তখন তোমরা آمِينَ বলবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দু'আ কবূল করবেন। আর যখন ইমাম তাকবীর বলবে এবং রুকূ' করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ' করবে। কারণ ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকূ' করবে আর তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবে। আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, এটা তার পরিবর্তে হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা বলবে– رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন"। কেননা, আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর ভাষায় বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কথা শুনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে। এরপর যখন ইমাম তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবে। কারণ, ইমাম তোমাদের পূর্বে সাজদাহ্ করবে আর তোমাদের পূর্বে মাথা উঠাবে। আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন, এটা তার পরিবর্তে। আর যখন বৈঠকে পৌঁছবে, তখন তোমরা সর্বপ্রথম বলবে–

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৯৯]

অধ্যায়– ১০২: তাশাহ্হুদের অন্য প্রকার ١٠٢ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

١١٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، وَهُوَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ - عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ".

১১৭৩. হিত্তান ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তারা (কিছু সংখ্যক লোক) আবূ মূসা (রা.)-এর সাথে নামায পড়লেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের প্রথম কথাই হবে–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [সহীহ। মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়- ১০৩: তাশাহহুদের আরেক প্রকার ١٠٣ - بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

١١٧٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১১৭৪. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঐরূপেই তাশাহহুদ শিখাতেন যেভাবে আমাদের কুরআন শিখাতেন, তিনি বলতেন-

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৯৭]

অধ্যায়- ১০৪: তাশাহহুদের আরেক প্রকার ١٠٤ - بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ

١١٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَيْمَنَ، وَهُوَ ابْنُ نَابِلٍ - يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ " .

১১৭৫. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহহুদ শিখাতেন যেভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিখাতেন। (তিনি বলতেন,)

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

[য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ৯০২]

অধ্যায়- ১০৫: প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত করা ١٠٥ - بَابُ التَّخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

١١٧٦ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ . قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ ذَلِكَ يُرِيدُ .

১১৭৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'স'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের দু' রাক'আতের পরে এমন অবস্থায় হতেন, যেন তিনি গরম পাথরের উপরে রয়েছেন। (রাবী বলেন,) আমি ('আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদকে) এমন প্রশ্ন করলাম বৈঠক হতে উঠা পর্যন্ত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটা তিনি ইচ্ছা করতেন। [য'ঈফ। তিরমিযী হা. ৩৬৬]

١٠٦ – بَابُ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ

অধ্যায়– ১০৬: (ভুলবশতঃ) প্রথম বৈঠক পরিত্যাগ করা

١١٧٧ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৭৭. ইবনু বুহাইনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ দু'রাক'আত নামায পড়লেন। যেখানে তিনি বসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ভুলবশতঃ (না বসে) নামায চালিয়ে গেলেন। নামায শেষে সালাম ফিরাবার আগে দু'টো সাজদাহ্ করার পর সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২০৬-১২০৭; বুখারী হা. ৮২৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৬০]**

١١٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১১৭৮. ইবনু বুহাইনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ নামাযে দু' রাক'আতের পরে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠলেন। কিন্তু তিনি নামায চালিয়ে গেলেন। এরপর যখন তিনি নামাযের শেষ অবস্থায় পৌঁছলেন, তখন দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন।

[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

بسم الله الرحمن الرحيم

١٣-كتاب السهو

পর্ব– ১৩: সাহু (ভুল)

١ - بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ অধ্যায়– ১: দ্বিতীয় রাক'আত হতে দাঁড়াতে তাকবীর বলা

١١٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. فَقَالَ حُطَيْمٌ عَمَّنْ تَحْفَظُ هَذَا؟ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما - ثُمَّ سَكَتَ . فَقَالَ لَهُ حُطَيْمٌ وَعُثْمَانُ؟ قَالَ وَعُثْمَانُ.

১১৭৯. 'আবদুর রহমান ইবনু আসাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক (রা.) নামাযে তাকবীর বলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, (মুসল্লী) তাকবীর বলবে, যখন সে রুকূ'তে যাবে, সাজদায় যাবে, সাজদাহ্ হতে তাঁর মাথা উঠাবে এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত হতে দাঁড়াবে। হুত্বাইম (র.) [আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে] প্রশ্ন করলেন, কার কাছ হতে আপনি এগুলো শুনেছেন? তিনি বললেন, নাবী ﷺ আবূ বাক্র (রা) এবং 'উমার (রা.) হতে। তখন হুত্বাইম (র.) তাঁকে বললেন, আর 'উসমান (রা.)? তিনি বললেন, 'উসমান (রা.) হতেও। [সানাদ সহীহ]

١١٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ . فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১১৮০. মুতার্‌রিফ ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা.) একবার নামায পড়ছিলেন। তিনি প্রতিবার মাথা নীচু করার সময় এবং মাথা উঠানোর সময় পরিপূর্ণভাবে তাকবীর বলতেছিলেন। তখন 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) বললেন, এ ব্যক্তি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। [সহীহ। ১০৮২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ

অধ্যায়– ২: শেষ দু' রাক'আতের জন্যে দাঁড়ানোর সময় দু' হাত উত্তোলন করা

١١٨١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ .

১১৮১. আবূ হুমাইদ সা'ইদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন দু' সাজদার পরে দাঁড়াতেন, তাকবীর বলতেন এবং দু' হাত তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন নামায শুরু করার সময় তিনি করতেন। [সহীহ। এটি পূর্বে বর্ণিত ১০৩৯ নং হাদীসের সম্পূরক হাদীস।]

٣ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ

অধ্যায়– ৩: শেষ দু' রাক'আতের জন্যে দাঁড়ানোর সময় উভয় কাঁধ পর্যন্ত দু' হাত উঠানো

١١٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، – وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ – عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ .

১১৮২. ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি যখন নামায আরম্ভ করতেন, তখন তাঁর হস্তদ্বয় তুলতেন। আর যখন রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন এবং যখন দ্বিতীয় রাক'আত হতে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপভাবে উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর দু' হাত উঠাতেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭২৬, ৭২৮; বুখারী হা. ৭৩৯]

٤ – بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৪: নামাযে উভয় হাত উঠানো এবং হাম্‌দ (আলহাম্‌দুলিল্লাহ) ও সানা পাঠ করা

١١٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، – وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ – عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَىْ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ." مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ " مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ ". ثُمَّ قَالَ " إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ فَسَبِّحُوا ".

১১৮৩. সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ 'আমর ইবনু 'আওফে (কোন সংকট) মীমাংসা করার জন্যে গেলেন। এরপর নামাযের সময় হলে মুয়ায্‌যিন আবূ বাক্‌র (রা.)-এর নিকট এসে সাহাবীগণকে একত্র করে তাঁদের ইমামত করতে অনুরোধ করলেন। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে কাতার ফাঁক করে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাহাবীগণ আবূ বক্‌র (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন সম্পর্কে জানানোর জন্যে হাতে তালি দিলেন। আবূ বাক্‌র (রা.) নামাযে (একাগ্রচিত্ততার কারণে) অন্যদিকে লক্ষ্য করতেন না। যখন হাত তালির মাত্রা বেড়ে গেল তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের নামাযে কোন কিছু ঘটেছে। তিনি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসা সম্বন্ধে অবহিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে ইশারা করলেন যে, তুমি নিজ অবস্থায় থাক। তখন আবূ বাক্‌র (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার জন্যে তাঁর দু' হাত উত্তোলন পূর্বক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করলেন এবং পিছু হটে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন।

নামায সমাপ্ত করেব তিনি আবূ বাক্র (রা.)-কে বললেন, আমি যখন তোমার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম তখন তোমাকে নামায পড়তে কিসে নিষেধ করেছিল? তিনি বললেন, ইবনু আবূ কুহাফার (আবূ বাক্র) জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ইমামত করা সমীচীন ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তোমাদের কি হয়েছিল? তোমরা হাতে তালি দিচ্ছিলে কেন? হাতে তালি দেয়া তো মহিলাদের জন্যে। অতঃপর বললেন, যদি তোমাদের নামাযে কিছু ঘটে যায় তবে তোমরা তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৭৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٥ – بَابُ السَّلَامِ بِالأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়- ৫: নামাযের শেষে হাত উত্তোলন করে সালাম ফিরানো

١١٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ " مَا بَالُهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ " .

১১৮৪. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা অর্থাৎ নামায শেষে সালাম ফেরানোর সময় স্বীয় হস্ত তুলে রেখেছিলাম। তখন তিনি বললেন, তাদের কি হলো যে, তারা নামাযে স্বীয় হস্ত তুলে রেখেছে? যেন এগুলো অবাধ্য ঘোড়ার লেজ। তোমরা নামাযে স্থির থাকবে। **[সহীহ]**

١١٨٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ " مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ " .

১১৮৫. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তেছিলাম। এরপর আমরা হাত দ্বারা সালাম ফিরিয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, তাদের কি হলো যে, তারা স্বীয় হস্ত দ্বারা সালাম ফিরাচ্ছে? যেন তাদের হাতগুলো অবাধ্য অস্থির ঘোড়ার লেজ। এদের প্রত্যেকের জন্যে কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, সে উরুর উপরে হাত রেখে বলে, "আস্সালা-মু 'আলাইকুম, আসসালা-মু আলাইকুম"। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬৫]**

٦ – بَابُ رَدِّ السَّلَامِ بِالإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়- ৬: নামায আদায়কালীন 'ইশারায় সালামের জবাব দেয়া

١١٨٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ .

১১৮৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী সুহাইব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে (একবার) যাচ্ছিলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি ইঙ্গিতে আমার সালামের জবাব দিলেন। আমি এর চেয়ে বেশি কিছুই জানি না যে, তিনি [সুহাইব (রা.)] বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করেছিলেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৬৭]**

١١٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ .

১১৮৭. যাইদ ইবনু আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (রা.) বলেছেন, নাবী ﷺ নামায পড়ার জন্যে একবার মাসজিদে কুবায় প্রবেশ করলেন। এরপর কয়েকজন সাহাবী তাঁকে সালাম করার জন্যে তাঁর কাছে আসলেন। সুহাইব (রা.)ও তাঁদের সাথে ছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, যখন নাবী ﷺ-কে সালাম করা হলো, তখন তিনি কি করলেন? তিনি বললেন, তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০১৭]

١١٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ .

১১৮৮. 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নামায আদায়কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলেন, তিনি তাঁর সালামের জবাব দিলেন। [সানাদ সহীহ]

١١٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: " إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي". وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجَّهٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ.

১১৮৯. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (কোথাও) কোন প্রয়োজনে পাঠালেন, এরপর আমি এসে তাঁকে নামায আদায়রত পেলাম। তখন আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি আমার দিকে ইশারা করলেন। যখন নামায শেষ করলেন, আমাকে ডেকে বললেন যে, তুমি কি এখন আমাকে নামায আদায়রত অবস্থায় সালাম করেছিলে? [জাবির (রা.) বলেন] তখন তিনি পূর্ব দিকে মুখ করেছিলেন (কারণ তখন তিনি বাহনের উপরে ছিলেন)। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০১৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৯৪]

١١٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِي " يَا جَابِرُ " . فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ . فَقَالَ " إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي " .

১১৯০. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাকে (কোনো প্রয়োজনে কোথাও) পাঠালেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি তখন পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে সফর করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে সালাম করলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করলেন। আমি চলে যেতে থাকলে তিনি ডাকলেন, হে জাবির! অতঃপর সাহাবীগণও ডাকলেন, হে জাবির! আমি এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমি আপনাকে সালাম করলে আপনি তার উত্তর দেন নি (শব্দের মাধ্যমে)। তখন তিনি বললেন, আমি তখন নামায পড়ছিলাম। [পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ]

٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فِي الصَّلاَةِ
অধ্যায়- ৭: নামাযে কংকর স্পর্শ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

١١٩١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ".

১১৯১. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় তখন সে যেন কংকর স্পর্শ না করে। কারণ, তখন তাঁর সম্মুখে (আল্লাহর) রহমত আসতে থাকে। [য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ১০২৭]

٨ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِيهِ مَرَّةً অধ্যায়- ৮: নামাযে একবার কংকর স্পর্শ করার অনুমতি

١١٩٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَمَرَّةً " .

১১৯২. মু'আইকীব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমার তা (কংকর স্পর্শ) করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে একবার (করতে পার)। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০২৬]

٩ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ৯: নামাযে আকাশের দিকে তাকানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

١١٩٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ ؟" . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: " لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

১১৯৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের কি হলো যে, তারা নামাযে আকাশের দিকে তাকায়? এ ব্যাপারে তাঁর কথা এত কঠোর হলো যে, তিনি বললেন, হয় তারা এটা হতে ক্ষান্ত থাকবে, না হয় অতি দ্রুত তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬২]

١١٩٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ " .

১১৯৪. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর একজন সাহাবী তাঁকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমাদের কেউ নামাযে থাকবে তখন সে যেন আকাশের দিকে না তাকায়। যাতে (অতি দ্রুত) তার দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে না নেয়া হয়। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ১/১৮৯]

١٠ – بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ১০: নামাযে (কোনো দিকে) দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে কঠোরতা

١١٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ " .

১১৯৫. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি তার নামাযে দাঁড়ানো থাকাকালীন পর্যন্ত রহমতের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত না করে। যখন সে অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার দিক হতে রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। [য'ঈফ]

١١٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها – قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: " اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ " .

১১৯৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তা হলো ছোঁ মারা। যা দ্বারা শয়তান নামাযের একাগ্রতা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। **[সহীহ্। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৪৪; ইরউয়াউল গালীল ৩৭০; বুখারী হা. ৭৫১]**

١١٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১১৯৭. আবুল আহ্‌ওয়াসের বরাতে ও 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। **[সহীহ মাওকূফ]**

١١٩٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১১৯৮. ইস্‌রায়ীল এর বরাতেও 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। **[সহীহ্]**

١١٩٩ - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَهُوَ ابْنُ مَعْنٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ.

১১৯৯. আবূ 'আতিয়্যাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, নামাযে এদিক সেদিক দেখা ছোঁ মারা। যা দ্বারা শয়তান নামাযে মনোযোগ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। **[ইরউয়াউল গালীল]**

١١ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً

অধ্যায়- ১১: নামাযে ডানে-বামে তাকানোর অনুমতি

١٢٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: " إِنْ كُنْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " .

১২০০. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) অসুস্থ হলেন। আমরা তখন তাঁর পশ্চাতে নামায পড়তেছিলাম। তিনি তখন বসা অবস্থায় ছিলেন আর আবূ বাক্‌র (রা.) তাকবীর বলে মুসল্লীদেরকে তাঁর তাকবীর শুনাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করলে আমরা বসে গেলাম এবং তাঁর সাথে বসে বসে নামায পড়লাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন বললেন এখন তোমরা পারস্য এবং রোমানদের মতো কাজ করলে। তাঁরা তাঁদের বাদশাহদের সামনে দাঁড়ানো থাকত আর বাদশাহরা থাকত বসা। অতএব, তোমরা সে রকম করবে না, তোমরা স্বীয় ইমামের অনুসরণ করবে। ইমাম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়েন, তবে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, আর ইমাম যদি বসে নামায পড়েন তবে তোমরাও বসে নামায পড়বে। **[সহীহ্। মুসলিম ৭৯৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে]**

١٢٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

১২০১. ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে ডানে এবং বামে তাকাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিঠের পিছনে ফিরাতেন না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৯২]

অধ্যায়- ১২: নামাযে সাপ এবং বিচ্ছু মারা ١٢ - بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ

١٢٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَيَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .

১২০২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’ কালো প্রাণী (সাপ এবং বিচ্ছু)-কে নামাযে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৪৫]

١٢٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ .

১২০৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু’ কালো প্রাণী-কে নামাযে হত্যা করার আদেশ করেছেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٣ - بَابُ حَمْلِ الصَّبَايَا فِي الصَّلاَةِ وَوَضْعِهِنَّ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ১৩: নামাযে শিশুদেরকে ‘বহন’ করা এবং তাদের নামিয়ে রাখা

١٢٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا .

১২০৪. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়াকালীন সময়ে (তাঁর দৌহিত্রী) উমামাহ্ (রা.)-কে কাঁধে তুলে নিতেন এবং যখন সাজদায় যেতেন তাকে (নিচে) রেখে দিতেন। আবার যখন দাঁড়াতেন তখন কোলে তুলে নিতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন ৭১১ নং হাদীস।]

١٢٠٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا .

১২০৫. আবূ ক্বাতাদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি সাহাবীদেরকে নিয়ে ইমামত করছেন এবং উমামাহ্ বিনতু আবুল ‘আস (রা.)-কে তাঁর কাঁধে তুলে রেখেছেন। যখন তিনি রুকূ‘তে যেতেন তাঁকে (নিচে) রেখে দিতেন এবং যখন সাজদাহ্ সমাপন করতেন তাঁকে পুনরায় কাঁধে তুলে নিতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤ – بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْقِبْلَةِ خُطًى يَسِيرَةً

অধ্যায়– ১৪: নামায আদায়কালীন ক্বিবলার দিকে কয়েক কদম হাঁটা

١٢٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ أَبُو الْعَلاَءِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتِ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ .

১২০৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) আমি দরজা খুলতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল নামায পড়ছিলেন আর দরজা ছিল ক্বিবলার দিকে। তখন তিনি বাম দিকে অথবা ডান দিকে কয়েক কদম হেটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন এবং পুনরায় নামাযের স্থানে ফিরে আসলেন। **[হাসান। তিরমিযী হা. ৬০৬; ইরউয়াউল গালীল ৩৮৬]**

অধ্যায়– ১৫: নামাযে হাতে তালি দেয়া ١٥ – بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ

١٢٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لَهُ – قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ ". زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى " فِي الصَّلاَةِ " .

১২০৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (নামাযে) তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া পুরুষদের জন্যে আর হাতে তালি দেয়া মহিলাদের জন্যে, (মুহাম্মদ) ইবনুল মুসান্না (র.) 'নামাযে' এ শব্দটি বেশি বলেছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ্ হা. ১০৩৪-১০৩৬; বুখারী হা. ১২০৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৪৯]**

١٢٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " .

১২০৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়া পুরুষদের জন্যে আর হাতে তালি দেয়া মহিলাদের জন্যে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ১৬: নামাযে 'সুবহানাল্লাহ' বলা ١٦ – بَابُ التَّسْبِيحِ فِي الصَّلاَةِ

١٢٠٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " .

১২০৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাসবীহ পুরুষদের জন্যে আর হাতে তালি দেয়া মহিলার জন্যে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٢١٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " .

১২১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাসবীহ পুরুষদের জন্যে আর হাতে তালি দেয়া নারীদের জন্যে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়- ১৭: নামাযে গলা খাঁকার দেয়া ١٧ - بَابُ التَّنَحْنُحِ فِي الصَّلاَةِ

١٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَىٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَاعَةٌ آتِيهِ فِيهَا فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِي .

১২১১. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল, তখন আমি তাঁর কাছে আসতাম। আমি যখন তাঁর কাছে আসতাম অনুমতি চাইতাম। যদি তাঁকে নামাযরত পেতাম তবে তিনি গলা খাঁকার দিলে আমি প্রবেশ করতাম, আর অবসর থাকলে আমাকে অনুমতি দিতেন। [সানাদ য'ঈফ।]

١٢١٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنِ ابْنِ نُجَىٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدْخَلاَنِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي .

১২১২. ইবনু নুজাই (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে আমার জন্যে প্রবেশের দু'টি নির্দিষ্ট সময় ছিল। একটি রাতে অপরটি দিনে। যখন রাতে প্রবেশ করতাম তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে গলা খাঁকার দিতেন। [সানাদ য'ঈফ।]

١٢١٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ، يَعْنِي ابْنَ مُدْرِكٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَىٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ مِنَ الْخَلاَئِقِ فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ .

১২১৩. নুজাই (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলী (রা.) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার একটা বিশেষ মর্যাদা ছিল যা সৃষ্টি জগতের মধ্যে অন্য কারও জন্যে ছিল না। আমি তাঁর কাছে প্রতি রাতের শেষের দিকে আসতাম এবং "আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম ইয়া নাবীয়াল্লাহ!" বলতাম। তখন যদি তিনি গলা খাঁকার দিতেন তাহলে আমি ঘরে ফিরে যেতাম আর তা না হলে তাঁর কাছে যেতাম। [সানাদ য'ঈফ।]

অধ্যায়- ১৮: নামাযে ক্রন্দন করা ١٨- بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاَةِ

١٢١٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي .

১২১৪. মুতাররিফ সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ﷺ-এর কাছে আসলাম তখন তিনি নামায পড়েছিলেন। আর তাঁর ভিতরে ডেকচির শব্দের ন্যায় শব্দ হচ্ছিল। অর্থাৎ, তিনি কাঁদতেছিলেন। [সহীহ। মিশকাত হা. ১০০০; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৪০]

١٩ - بَابُ لَعْنِ إِبْلِيسَ وَالتَّعَوُّذِ بِاللَّهِ مِنْهُ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ১৯: নামাযে ইবলীসকে লা'নাত দেয়া এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া

١٢١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ " . ثُمَّ قَالَ " أَلْعَنُكَ

بِلَعْنَةِ اللَّهِ" . ثَلاَثًا وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؟ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ؟. قَالَ: " إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " .

১২১৫. আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) নামাযে দাঁড়ালে আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম, আমি তোর (ইবলীস) হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহর অভিশাপ দ্বারা তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। (এ বাক্যটি তিনি) তিনবার (বললেন) এবং স্বীয় হাত প্রসারিত করলেন যেন কোন কিছু ধরতে চাইছেন। যখন তিনি নামায সমাপ্ত করলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! (আজ) আমরা নামাযে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ইতঃপূর্বে আর কখনও শুনি নি। আর আপনাকে হাতও প্রসারিত করতে দেখেছি। তিনি বললেন, আল্লাহর দুশমন শয়তান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিয়ে এসেছিল আমার চেহারায় নিক্ষেপ করার জন্যে তখন আমি তিনবার বললাম আমি তোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। এরপর আমি তিনবার বললাম– আল্লাহর লা'নাত দ্বারা আমি তোকে লা'নাত দিচ্ছি। এতেও সে যখন পিছনে সরে গেল না, তখন আমি তাকে ধরতে ইচ্ছা করেছিলাম। আল্লাহর কসম! যদি আমার ভাই সুলাইমান ('আ.)-এর দু'আ না থাকত তাহলে সে ভোর পর্যন্ত খুঁটির সাথে বাঁধা থাকত; তার সাথে মদীনার শিশু কিশোররা খেলা করত। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ৩১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১০০]**

অধ্যায়– ২০: নামাযে কথা বলা ٢٠ - بَابُ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

١٢١٦ - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " . يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১২১৬. আবূ সালামাহ সূত্রে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) নামাযে দাঁড়ালেন আমরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়ালাম, তখন এক বেদুঈন নামাযরত অবস্থায় বলে উঠল "ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর রহম কর, আর আমাদের সঙ্গে আর কারো উপর রহম করো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরায়ে ঐ বেদুঈনকে বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে সংকুচিত করে দিলে। এর দ্বারা তিনি আল্লাহর রহমতকে বুঝিয়েছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫২৯; বুখারী হা. ৬০১০]**

١٢١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَحْفَظُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " .

১২১৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, এক বেদুঈন (একদা) মাসজিদে প্রবেশ করল এবং দু' রাক'আত নামায পড়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারও উপর রহম করিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একটি প্রশস্ত বস্তুকে সংকুচিত করে দিলে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٢١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ رِجَالاً مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ: " ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ " . وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ " فَلاَ تَأْتُوهُمْ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ . قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ " . قَالَ وَبَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ؟ قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَلاَ سَبَّنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ قَالَ: " إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنِ " . قَالَ: ثُمَّ اطَّلَعْتُ إِلَى غُنَيْمَةٍ لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلِ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ وَإِنِّي اطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَىَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ " ادْعُهَا " . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟". قَالَتْ فِي السَّمَاءِ . قَالَ: " فَمَنْ أَنَا ؟". قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ " إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاعْتِقْهَا ".

১২১৮. মু'আবিয়াহ্ ইবনু হাকাম আস্-সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা নিকট-অতীতে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম, এরপর আল্লাহ তা'আলা ইসলাম পাঠালেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক ভাল-মন্দ লক্ষণ মানে। তিনি বললেন, তা এক প্রকার কুসংস্কার, যা তাদের মনে উদ্রেক হয়ে থাকে, এটা যেন তাদের কোন কাজ হতে বিরত না রাখে। আমি আরও বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকদের কাছে যায়। তিনি বললেন, তোমরা গণকদের কাছে যেয়ো না। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কিছু লোক রেখা টেনে থাকে, তিনি বললেন, নাবীদের মধ্যে একজন নাবী রেখা টানতেন। [ইদ্রীস ('আ.) অথবা দানিয়াল ('আ.)] অতএব, যার রেখা তাঁর রেখার সাথে মিলে যায় তা সঠিক বলে প্রতিপন্ন হবে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামাযে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি– يَرْحَمُكَ اللَّهُ বললাম, তখন উপস্থিত লোকজন আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে আমি বললাম, তোমাদের মাতারা তোমাদের হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কি হলো তোমরা আমার দিকে এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন লোকজন (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) তাদের উরুদেশে তাদের হাত মারতে শুরু করল, আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে আমি (রাগান্বিত না হয়ে) চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায সমাপ্ত করলেন আমাকে ডাকলেন। তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। তিনি আমাকে তিরস্কারও করলেন না এবং কটু কথাও বললেন না। আমি তার পূর্বে বা পরে তাঁর চাইতে উত্তম কোন শিক্ষক দেখি নি। তিনি বললেন, আমাদের এ নামাযে কারও কথা বলা সমীচীন নয়। এতো হলো তাসবীহ, তাকবীর এবং তিলাওয়াতে কুরআনের সমষ্টি। রাবী বলেন, এরপর আমার একটি বকরীর পাল দেখতে পেলাম যা আমার দাসী উহুদ এবং জাওওয়ানিয়্যাহ্-এর নিকট চরাইতেছিল। আমি দেখলাম যে, বাঘে পাল হতে একটি বকরী নিয়ে গেছে। আমিও তো এক আদম সন্তান তাই আমি (দাসীর উপর) রাগান্বিত হলাম, যেমন অন্যরাও রাগান্বিত হয়ে থাকে। অতএব, আমি দাসীকে একটা চড় মারলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। তিনি চড় মারাকে খুবই অন্যায় কাজ মনে করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাঁকে (এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) আযাদ

করে দিব? তিনি বললেন, তাকে ডাকো, তিনি দাসীকে প্রশ্ন করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে মু'মিন, অতএব তাকে আযাদ করে দাও। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩৯০; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৬২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৮৮]**

١٢١٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلاَةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ .

১২১৯. যাইদ ইবনু আরক্বাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় লোকজন নামাযে তাঁর সঙ্গীর সাথে কোন প্রয়োজনে কথা বলতো, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো–

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

অর্থাৎ, তোমরা নামাযের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের এবং আল্লাহর উদ্দেশে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে **(সূরাঃ আল-বাক্বারাহ্– ২৩৮)**। তখন আমাদের (নামাযে) চুপ থাকতে আদেশ করা হলো। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৪০৬; বুখারী হা. ১২০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০৯২; ইরউয়াউল গালীল ৩৯৩]**

١٢٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَالْقَاسِمُ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ كُلْثُومٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، -وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ - قَالَ كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - يَعْنِي - أَحْدَثَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ".

১২২০. 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর কাছে তাঁর নামাযরত অবস্থায় আসতাম, আমি তাঁকে সালাম করতাম, তিনি জবাব দিতেন। একদিন আমি তাঁর কাছে এসে তাঁকে সালাম করলাম, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। যখন তিনি সালাম ফিরালেন মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা নামাযের ব্যাপারে একটি নতুন হুকুম নাযিল করেছেন যে, তোমরা (এতে) আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অন্য কোন কথা বলবে না। আর তা তোমাদের জন্যে সমীচীনও নয়। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিনীতভাবে দাঁড়াবে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৫৭]**

١٢٢١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلاَمَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ " .

১২২১. ('আবদুল্লাহ) ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-কে সালাম দিলে তিনি জবাব দিতেন (কিন্তু) আমরা হাবাশাহ্ (ইথিওপিয়া) হতে ফিরে এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি জবাব দিলেন না। তখন আমি নিকট-অতীত এবং দূর-অতীতের স্বীয় ঘটিত কোন অপরাধের কথা চিন্তা করতে লাগলাম ও বসে গেলাম। এরপর তিনি নামায সমাপ্ত করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখনই ইচ্ছা করেন নতুন নতুন হুকুম অবতীর্ণ করেন। তিনি একটি (নতুন) হুকুম নাযিল করেছেন যে, নামাযে কথা বলা যাবে না। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯২৪; মিশকাত হা. ৯৮৯]**

٢١ – بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ نَاسِيًا وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

অধ্যায়– ২১: দ্বিতীয় রাক‘আতে তাশাহ্হুদ না পড়ে যে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় সে কি করবে?

١٢٢٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২২২. ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে দু’ রাক‘আত নামায পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন না। মুসল্লীরাও তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল। যখন তিনি তাঁর নামায সমাপ্ত করলেন এবং আমরা সবাই তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষায় ছিলাম, তিনি তাকবীর বললেন এবং বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাজদাহ্ করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১১৭৭ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٢٢٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .

১২২৩. ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নামাযে (এমন সময়) দাঁড়িয়ে গেলেন যখন তাঁর উপর বসা প্রয়োজন ছিল, অতঃপর বসা অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে দু’টি সাজদাহ্ করলেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٢٢ – بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ نَاسِيًا وَتَكَلَّمَ

অধ্যায়– ২২: যে দু’ রাক‘আতের পরে ভুলে সালাম ফিরায়ে ফেলল এবং কথা বলে ফেলল সে কি করবে?

١٢٢٤ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ . قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ - قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضى الله عنهما - فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ قَالَ: كَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلاَةُ " . قَالَ وَقَالَ " أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ"؟. قَالُوا: نَعَمْ . فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ .

১২২৪. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেছেন, নাবী ﷺ আমাদের সাথে নিয়ে অপরাহ্নে (যুহর ও ‘আস্‌র) দু’ নামাযের এক নামায পড়লেন। রাবী বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেছেন যে, তবে কোন্ নামায তা আমি ভুলে গিয়েছি। এরপর তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদেরসহ দু’ রাক‘আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। অতঃপর মাসজিদের প্রস্থে রাখা একটি কাঠ খণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়ে তাতে এমনভাবে ঠেস দিলেন যেন তিনি রাগান্বিত, আর সব কাজে আগে থাকা সাহাবীগণ মাসজিদের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তাঁদের মধ্যে আবূ বাক্‌র এবং

'উমার (রা.)ও ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে সংকোচবোধ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও একজন সাহাবী ছিলেন যাঁর হাত কিছুটা লম্বা ছিল। (রাবী বলেন) তাঁকে যুল ইয়াদাইন! (দু' হাত বিশিষ্ট) বলা হত। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, না নামায সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ভুলেও যাইনি এবং নামায সংক্ষিপ্তও হয় নি। রাবী বলেন, এরপর নবী ﷺ সমবেত সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, যুল ইয়াদাইন যা বলেছে তা কি ঠিক? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি মুসাল্লাতে ফিরে আসলেন এবং যা ছুটে গিয়েছিল তা আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মতো বা তার চেয়েও লম্বা সাজদাহ্ করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন আবার তাকবীর বলে পূর্বের মতো বা তার চেয়েও দীর্ঘ আরও একটা সাজদাহ্ করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২১৪; বুখারী হা. ৪৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৭৬; ইরউয়াউল গালীল ২/১৩০]**

١٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِك، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟". فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ.

১২২৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাক'আত নামাযের পর সালাম ফিরালেন। তখন তাঁকে যুল ইয়াদাইন (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদাইন কি ঠিক বলেছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সাজদার মতো বা তার চেয়েও দীর্ঘ একটা সাজদাহ্ করলেন। পরে মাথা উঠালেন এবং পূর্বের সাজদার মতো বা তার চেয়েও দীর্ঘ আরও একটা সাজদাহ্ করে মাথা উঠালেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٢٢٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِك، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ". فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟". فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

১২২৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমাদের নিয়ে 'আস্‌রের নামায পড়লেন। তিনি দু' রাক'আতের পর সালাম ফিরালে যুল ইয়াদাইন (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, এর কোনটাই নয়। যুল ইয়াদাইন (রা.) বললেন, নিশ্চয় এতদুভয়ের কোন একটা হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের দিকে মুখ ফিরায়ে প্রশ্ন করলেন, যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন এবং সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৩০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৭৮]**

١٢٢٧ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوا أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَامَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

১২২৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের দু' রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরায়ে দু'টি সাজদাহ্ করলেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১২২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৭৯]

١٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: " لَمْ تُنْقَصِ الصَّلاَةُ وَلَمْ أَنْسَ ". قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟" . قَالُوا: نَعَمْ . فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ .

১২২৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন নামায আদায়কালে দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালেন। নামায শেষ করে ফেরার পর যুল ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন, নামায সংক্ষিপ্তও করা হয় নি আর আমিও ভুলি নি। যুল ইয়াদাইন (রা.) বললেন, আপনাকে যিনি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম! (নিশ্চয় এতদুভয়ের কোন একটা হয়েছে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদাইন (রা.) কি সত্য বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। অতএব তিনি তাঁদের নিয়ে (আরও) দু' রাক'আত নামায পড়লেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯২৮]

١٢٢٩ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ . فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟" . قَالُوا: نَعَمْ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ .

১২২৯. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুল করে (একদা) দু' রাক'আতের পরই সালাম ফিরালেন, তখন তাঁকে যুল ইয়াদাইন (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পূর্ণ করে নিলেন। [সানাদ সহীহ।]

١٢٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي، بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ . فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو أَنُقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟". فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ .

১২৩০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর অথবা 'আসরের নামায আদায়কালে দু' রাক'আতের পর সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করলেন। তখন তাঁকে যুল ইয়াদাইন ইবনু 'আম্র (রা.) বললেন, নামায কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? নাবী ﷺ বললেন, যুল ইয়াদাইন কি বলছে? সাহাবীগণ বললেন, হে নবী ﷺ! সে সত্যই বলেছে। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে যে দু' রাক'আত কম হয়েছিল তা পড়ে নিলেন। [সানাদ সহীহ]

١٢٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

১২৩১. আবূ বাক্‌র ইবনু সুলায়মান ইবনু আবূ হাস্‌মাহ্ (র.) বলেন, তাঁর কাছে খবর পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাক'আত নামায পড়লে যুল ইয়াদাইন (রা.) তাঁকে অনুরূপ বলেছিলেন। ইবনু শিহাব বলেন, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব আমাকে এ সংবাদ অবহিত করেছেন আবূ হুরাইরাহ্ হতে। তিনি বলেন, এটি আমাকে আরো অবহিত করেছেন আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আব্দুর রহমান আবূ বাক্‌র ইবনুল হারিস এবং 'উবাইদুল্লাহ। [সানাদ সহীহ]

٢٣ - بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي السَّجْدَتَيْنِ

অধ্যায়– ২৩: দু' সাজদাহ্ সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য

١٢٣٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلاَمِ وَلاَ بَعْدَهُ .

১২৩২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সালামের পূর্বে বা পরে সাজদাহ্ করেন নি। [শায। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯২৭; য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৮৫]

١٢٣٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ .

১২৩৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল ইয়াদাইন (রা.)-এর দিন সালামের পর দু' সাজদাহ্ করেছিলেন। [সানাদ সহীহ]

١٢٣٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

১২৩৪. আবূ হুরাইরাহ্ (র.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। [সানাদ সহীহ।]

١٢٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ، وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي وَهْمِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

১২৩৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ স্বীয় সন্দেহের কারণে সালামের পর সাজদাহ্ করেছিলেন। [সহীহ]

١٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৩৬. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তাঁদের নিয়ে নামায আদায়কালে ভুল করে ফেললেন এবং দু' সাজদাহ্ করে সালাম ফিরালেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২১৫; ইরউয়াউল গালীল ৪০০]

١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ

فَقَالَ يَعْنِي نَقَصَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: " أَصَدَقَ؟" . قَالُوا نَعَمْ . فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৩৭. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের নামাযের তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন খিরবাক্ব (রা.) নামক এক সাহাবী তাঁর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে? তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে চাদর সামলাতে সামলাতে বের হয়ে বললেন, এ কি সত্য বলেছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে সে রাক'আত আদায় করলেন এবং সালাম ফিরায়ে ভুলের জন্যে দু' সাজদাহ্ করলেন ও সালাম ফিরালেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٢٤ - بَابُ إِتْمَامِ الْمُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ

অধ্যায়- ২৪: মুসল্লীর সন্দেহ হলে যা স্মরণ আছে তার উপর নামায শেষ করা

١٢٣٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " .

১২৩৮. আবূ সা'ঈদ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহ করে তখন সে যেন সন্দেহ ত্যাগ করে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যখন সমাপ্তি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় তখন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করবে। যদি সে পাঁচ রাক'আত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু' সাজদাহ্ তার নামাযকে জোড় (দুই রাক'আত) বানিয়ে দিবে। আর যদি সে চার রাক'আত আদায় করে থাকে, তা হলে এ দু' সাজদাহ্ শয়তানের জন্যে অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২১০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৬১; ইরওয়াউল গালীল ৪১১]

١٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " .

১২৩৯. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) -এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ বুঝতে না পারে যে, সে তিন রাক'আত আদায় করেছে না চার রাক'আত? তখন সে যেন আরও এক রাক'আত আদায় করে নেয় এবং বসা অবস্থায় তার পরে দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। যদি সে পাঁচ রাক'আত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু' সাজদাহ্ তাঁর নামাযকে জোড় (দুই রাক'আত) বানিয়ে দিবে, আর যদি সে চার রাক'আত আদায় করে থাকে তা হলে এ দু' সাজদাহ্ শয়তানের জন্যে অপমানের কারণ হবে। [সহীহ। মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٢٥ - بَابُ التَّحَرِّي

অধ্যায়- ২৫: (নামাযে আদায়কালে সন্দেহ হলে) ভেবে দেখা

١٢٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، وَهُوَ ابْنُ مُهَلْهِلٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيُتِمَّهُ ثُمَّ - يَعْنِي - يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ " . وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ كَمَا أَرَدْتُ .

১২৪০. 'আবদুল্লাহ [ইবনু মাস'ঊদ] (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যদি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে। যা সে সঠিক মনে করে তা পূর্ণ করবে, তারপর দু'টি সাজদাহ্ করে নিবে। রাবী বলেন, আমি হাদীসের কিছু শব্দ যে রকমভাবে ইচ্ছা করেছিলাম সে রকমভাবে বুঝিনি। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২১১; বুখারী হা. ৪০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৬৩; ইরউয়াউল গালীল ৪০২]**

١٢٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ".

১২৪১. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, তখন সে যেন ভেবে দেখে এবং নামায শেষে দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; অনুরূপ দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٢٤٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ؟ قَالَ " لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ أَنْبَأْتُكُمُوهُ وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

১২৪২. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) নামায আদায়কালে কিছু বাড়ালেন অথবা কমালেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযে কি কোন কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, যদি নামাযে কোন কিছু ঘটত তা হলে আমি তা তোমাদের জানিয়ে দিতাম, কিন্তু আমি তো একজন মানুষ, আমিও ভুলে যাই যেমনিভাবে তোমরা ভুলে যাও। অতএব, তোমাদের কেউ যদি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তা হলে সে যেন ভেবে দেখে যে, কোনটা সঠিকের কাছাকাছি। যা সঠিক বলে মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে নামায শেষ করবে। তারপর সালাম ফিরায়ে দু'টি সাজদাহ্ করে নিবে। **[সহীহ। বুখারী হা. ৪০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৬৩]**

١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ ؟" . فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ لأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ" . ثُمَّ قَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ " .

১২৪৩. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) নামায আদায়কালে কিছু বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে ফেললেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, আমরা বললাম, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! নামাযে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, তা কি? তখন তিনি যা করেছেন আমরা তাঁকে সে সম্পর্কে বললাম। তখন তিনি পা গুটিয়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করে সাহুর (ভুলের) জন্যে দু'টি সাজদাহ্ করলেন। এরপর আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, যদি নামাযে কিছু ঘটত তা হলে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দিতাম। অতঃপর বললেন, আমিও তো একজন মানুষ তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনিভাবে ভুলে যাই। অতএব, যদি তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তাহলে সে যেন ভেবে দেখে কোন্টা সঠিক, তারপর সালাম ফিরায়ে সাহুর (ভুলের) জন্যে দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٢٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوا: أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟". فَأَخْبَرُوهُ بِصَنِيعِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي". وَقَالَ: " لَوْ كَانَ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ" . وَقَالَ " إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ".

১২৪৪. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদনি) যুহরের নামায পড়ে মুসল্লীদের দিকে মুখ ফিরালেন। তখন তারা বলল, নামাযে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, তা কি? তখন মুসাল্লীগণ তাঁর কৃত কাজ সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তখন তিনি তাঁর পা গুটিয়ে নিলেন এবং ক্বিবলার দিকে মুখ করে দু'টি সাজদাহ্ করলেন, ও সালাম ফিরালেন। অতঃপর তাদের দিকে মুখ করে বললেন, আমিও তো একজন মানুষ তোমরা যেমন ভুলে যাও আমিও তেমনিভাবে ভুলে যাই। যদি আমি ভুলে যাই তা হলে তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিবে। তিনি আরো বললেন, যদি নামাযে কিছু ঘটত তাহলে আমি তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। তিনি আরো বললেন, তোমাদের কেউ যদি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তবে সে যেন ভেবে দেখে যা সঠিকের কাছাকাছি বলে মনে হয় তার উপর ভিত্তি করে নামায শেষ করে নেয় ও দু'টি সাজদাহ্ করে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; দেখুন পূর্বের হাদীস।]

١٢٤٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৪৫. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন কোন্টা সঠিক তা ভেবে দেখে, এরপর নামায শেষ করে বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; দেখুন পূর্বের হাদীস।]

١٢٤٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৬. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন কোনটা সঠিক তা ভেবে দেখে এরপর দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। [সহীহ। বুখারী হা. ৪০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৬৩]

١٢٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

১২৪৭. ইবরাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীগণ বলতেন, কেউ যদি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় তা হলে সে যেন কোন্টা সঠিক তা ভেবে দেখে তারপর দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। [সানাদ সহীহ মাওকূফ]

١٢٤٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " .

১২৪৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। [য'ঈফ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৮৮]

١٢٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَافِعٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ " .

১২৪৯. 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। **[য'ঈফ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٢٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " .

১২৫০. 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহে পতিত হয় সে যেন সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। **[য'ঈফ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٢٥١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَرَوْحٌ، هُوَ ابْنُ عُبَادَةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " . قَالَ حَجَّاجٌ: " بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " . وَقَالَ رَوْحٌ " وَهُوَ جَالِسٌ " .

১২৫১. 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে সন্দেহে পতিত হয়, সে যেন দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। রাবী হাজ্জাজ (রা.) বলেন, সালামের পর; রাবী রাওহ্ (রা.) বলেন, বসা অবস্থায়। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৯৮; বুখারী হা. ৪০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৬৩]**

١٢٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " .

১২৫২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান এসে তাঁর নামাযে ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাক'আত নামায পড়েছে। অতএব যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পৌঁছে তখন সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। **[য'ঈফ।]**

١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " .

১২৫৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয় তখন শয়তান পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে থাকে। আর তার থেকে আওয়াজ সহকারে বায়ু বের হতে থাকে। আর যখন ইক্বামাত সমাপ্ত হয় তখন সে পুনঃ এসে মুসাল্লীদের মনে নানা খটকা সৃষ্টি করতে থাকে, ফলে মুসাল্লী বুঝতে পারে না যে, সে কত রাক'আত আদায় করল। এতএব, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তা অনুভব করে তবে সে যেন দু'টি সাজদাহ্ করে নেয়। **[সহীহ। বুখারী হা. ১২৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৫৬]**

অধ্যায়– ২৬: যে পাঁচ রাক'আত নামায পড়ল সে কি করবে? ٢٦ - بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ صَلَّى خَمْسًا

١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟" . قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

১২৫৪. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ একদিন যুহরের নামায পাঁচ রাক'আত আদায় করে ফেললেন। তখন তাঁকে বলা হলো, নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, তা কিভাবে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাক'আত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি তাঁর পা ভাঁজ করে দু'টি সাজদাহ্ করে নিলেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১২৪৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ .

১২৫৫. 'আবদুল্লাহ (র.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একদিন সাহাবীগণকে নিয়ে যুহরের নামায পাঁচ রাক'আত আদায় করে ফেললেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাক'আত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করে নিলেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৯৩]**

١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ صَلَّى عَلْقَمَةُ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: مَا فَعَلْتُ. قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى . قَالَ: وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا فَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ " لاَ " . فَأَخْبَرُوهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ".

১২৫৬. ইবরাহীম ইবনু সুওয়াইদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আলক্বামাহ্ (র.) একদিন পাঁচ রাক'আত নামায পড়ে ফেললেন। তখন তাঁকে বলা হলে তিনি বললেন, আমি (অনুরূপ) করি নি। [ইবরাহীম (র.) বলেন] আমি আমার মাথার দ্বারা ইঙ্গিত করলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, হে অন্ধ! তুমিও (এরূপ) সাক্ষ্য দিচ্ছো? আমি বললাম, হ্যাঁ; তখন তিনি দু'টি সাজদাহ্ করলেন, এরপর আমাদের 'আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি একদিন পাঁচ রাক'আত নামায পড়লে লোকেরা পরস্পরে ফিসফিস করলো। অতঃপর তাকে বললো, নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, না। সাহাবীগণ তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলে, তিনি পা ভাঁজ করে দু'টি সাজদাহ্ দিলেন আর বললেন, আমিও মানুষ। আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা.]**

١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ سَهَا عَلْقَمَةُ ابْنُ قَيْسٍ فِي صَلاَتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا أَعْوَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَحَلَّ حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ كَانَ عَلْقَمَةُ صَلَّى خَمْسًا.

১২৫৭. শা'বী হতে বর্ণিত, (একদিন) 'আলক্বামাহ্ ইবনু কাইস (রহ.) নামাযে ভুল করে ফেললে (নামায শেষে) কথা বলার পর লোকেরা তাঁকে মনে করে দিলে তিনি বললেন, হে আ'ওয়ার! ঘটনা কি এমনই? তিনি

বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বাহু বন্ধন খুলে ফেলে সাহুর (ভুলের) জন্যে দু'টি সাজদাহ্ করলেন এবং বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই করেছিলেন। রাবী বলেন আমি হাকাম (রহ.)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আলক্বামাহ (রহ.) সেদিন পাঁচ রাক'আত আদায় করেছিলেন। [সহীহ্।]

١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ صَلَّى خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ يَا أَبَا شِبْلٍ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا أَعْوَرُ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

১২৫৮. ইবরাহীম (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আলক্বামাহ (রহ.) পাঁচ রাক'আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন ইবরাহীম ইবনু সুওয়াইদ বললেন, হে আবূ শিব্ল! আপনি তো পাঁচ রাক'আত নামায পড়েছেন। তিনি বললেন, হে আ'ওয়ার! ঘটনা কি এমনই? অতঃপর তিনি ভুলের কারণে দু'টি সাজদাহ্ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনই করেছেন। [সহীহ্।]

١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ النَّهْشَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: " وَمَا ذَاكَ ؟". قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ " . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْفَتَلَ .

১২৫৯. 'আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপরাহ্ণের দু' নামাযের এক নামাযে পাঁচ রাক'আত আদায় করে ফেললে তাঁকে বলা হলো, নামায কি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে? তিনি বললেন, তা কিভাবে? সাহাবীগণ বললেন, আপনি পাঁচ রাক'আত আদায় করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, আমিও তো একজন মানুষ! তোমরা যেরূপ ভুলে যাও আমিও তদ্রূপ ভুলে যাই। তোমাদের যেরূপ স্মরণ থাকে আমারও তদ্রূপ স্মরণ থাকে। অতঃপর তিনি দু'টি সাজদাহ্ করে নামায শেষ করে নিলেন। [হাসান সহীহ।]

٢٧ – بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ

অধ্যায়– ২৭: যে নামাযের কিছু ভুলে যায় সে কি করবে?

١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى إِمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ " .

১২৬০. 'উসমান (রহ.)-এর মুক্তদাস মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ-এর সূত্রে তার পিতা [ইউসুফ (র.)] হতে বর্ণিত, মু'আবিয়াহ্ (রা.) (একদিন) তাদের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। তিনি নামাযে এমন সময় দাঁড়িয়ে গেলেন, যখন তাঁর উপর বসা প্রয়োজন ছিল। মুসল্লীরা 'সুবহানাল্লাহ' বললে তিনি দাঁড়ানো অবস্থায়ই থাকলেন। নামায সমাপ্ত করার পর বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ্ করলেন, এরপর মিম্বারের উপর বসে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে মুসাল্লী তার নামাযে কোন কিছু ভুলে যায় সে যেন এ দু'টি সাজদার মত (দু'টি) সাজদাহ্ করে নেয়। [য'ঈফ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৯১]

২৮ – بَابُ التَّكْبِيرِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ অধ্যায়– ২৮: সাহুর দু'সাজদায় তাকবীর বলা

١٢٦١ – أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ .

১২৬১. 'আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা যুহরের দ্বিতীয় রাক'আত হতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বসলেন না। যখন নামায শেষ করলেন তখন বসা অবস্থায় সালাম ফিরাবার পূর্বে দু'টি সাজদাহ্ করলেন, প্রত্যেক সাজদায় তাকবীর বললেন, অন্য মুসল্লীরাও ভুলে না বসার জন্যে তাঁর সঙ্গে ঐ দু' সাজদাহ্ করলেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ১২২২ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

২৯ – بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي يَقْضِي فِيهَا الصَّلاَةَ

অধ্যায়– ২৯: যে রাক'আতে নামায শেষ হবে তাতে বসার নিয়ম

١٢٦٢ – أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، بندار – وَاللَّفْظُ لَهُ – قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلاَةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ .

১২৬২. আবূ হুমাইদ আস্-সা'ইদী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন ঐ দু' রাক'আতে পৌছতেন, যে দু' রাক'আতের পর নামায শেষ হবে তখন তাঁর বাম পা নিতম্বের নিচ দিয়ে ডান পাশে বের করে দিতেন এবং নিতম্বের নিচ দিয়ে পা বের করা অবস্থায় নিতম্বের উপর বসতেন। অতঃপর সালাম ফিরাতেন। **[সহীহ। এটি ১০৩৯ নং হাদীসের সম্পূরক।]**

١٢٦٣ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامَ وَأَشَارَ .

১২৬৩. ওয়ায়িল ইবনু হুজ্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি নামায শুরু করতেন তখন তাঁর দু' হাত তুলতেন, আর যখন রুকূ' করতেন ও রুকূ' হতে মাথা তুলতেন তখনও। আর তিনি যখন বসতেন তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন, আর তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানিয়ে ইশারা করতেন। **[সহীহ। ১১৫৯ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

৩০ – بَابُ مَوْضِعِ الذِّرَاعَيْنِ অধ্যায়– ৩০: (নামাযে) দু' বাহু রাখার স্থান

١٢٦٤ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ – قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا .

১২৬৪. ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-কে দেখলেন যে, তিনি নামাযে বসে তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন আর তাঁর দু' বাহু তাঁর উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন এবং তর্জনি অঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে দু'আ করলেন। [সানাদ সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]

অধ্যায়- ৩১: (নামাযে) কনুইদ্বয় রাখার স্থান ٣١ - بَابُ مَوْضِعِ الْمِرْفَقَيْنِ

١٢٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى .

১২৬৫. ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, তিনি কিভাবে নামায আদায় করেন। (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং ক্বিবলার দিকে মুখ করে তাঁর দু' হাত উঠালেন এমনিভাবে যে, তা তাঁর কর্ণদ্বয়ের বরাবর পৌছে গেল। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। যখন তিনি রুকূ' করার ইচ্ছা করলেন তখন দু' হাত আগের ন্যায় উঠালেন এবং দু' হাত তাঁর হাঁটুর উপর রাখলেন। যখন তিনি তাঁর মাথা রুকূ' হতে উঠালেন দু' হাতকে আগের ন্যায় উঠালেন। অতঃপর যখন তিনি সাজদাহ্ করলেন, তাঁর মাথা হস্তদ্বয়ের মাঝখানে রাখলেন। পরে বসে তাঁর বাম পা বিছালেন ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। আর তাঁর ডান কনুই ডান উরুর উপর রাখলেন এবং দু' আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন। তাঁকে এমনই করতে দেখেছি। রাবী বিশ্‌র (র.) তর্জুনি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭১৬]

অধ্যায়- ৩২: (নামাযে) হাতের তালুদ্বয় রাখার স্থান ٣٢ - بَابُ مَوْضِعِ الْكَفَّيْنِ

١٢٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - ثُمَّ لَقِيتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَى فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ لاَ تُقَلِّبِ الْحَصَى فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى مِنَ الشَّيْطَانِ وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ . قُلْتُ: وَكَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ؟ قَالَ: هَكَذَا وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

১২৬৬. 'আলী ইবনু 'আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর পাশে নামায পড়ছিলাম, তখন আমি কংকর সরালে তিনি আমাকে বললেন, তুমি (সাজদার স্থান থেকে) কংকর সরাবে না, কেননা তা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকেই হয়ে থাকে এবং তুমি করবে যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি করতে দেখেছি। ['আলী (রহ.) বলেন] আমি বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেমন করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, এমন। আর ডান পা খাড়া করলেন ও বাম পা বিছালেন এবং তাঁর ডান হাত ডান উরু ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৫৯, ১১৯৬। ১১৬০ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٣ – بَابُ قَبْضِ الأَصَابِعِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى دُونَ السَّبَّابَةِ

অধ্যায়– ৩৩: তর্জনি ব্যতীত ডান হাতের অন্যান্য আঙ্গুল বন্ধ করা

١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَقَبَضَ - يَعْنِي أَصَابِعَهُ كُلَّهَا - وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

১২৬৭. 'আলী ইবনু 'আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (রা.) আমাকে দেখলেন যে, আমি নামাযে পাথর নিয়ে খেলা করছি। যখন তিনি সালাম ফিরালেন আমাকে (তা থেকে) নিষেধ করলেন ও বললেন, তুমি সেরূপই করবে যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ করতেন। আমি বললাম, তিনি কেমন করতেন? তিনি বললেন, যখন তিনি নামাযে বসতেন তাঁর ডান হাত তাঁর উরুর উপর রাখতেন ও বন্ধ করে দিতেন অর্থাৎ তাঁর সমস্ত অঙ্গুলি এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]

٣٤ – بَابُ قَبْضِ الثِّنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ الْيُمْنَى وَعَقْدِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامِ مِنْهَا

অধ্যায়– ৩৪: ডান হাতের দু' অঙ্গুলি বন্ধ রাখা এবং এর মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানানো

١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا . مُخْتَصَرٌ .

১২৬৮. ওয়ায়িল ইবনু হুজ্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখব তিনি কিভাবে নামায পড়েন। এরপর তিনি তা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, অতঃপর তিনি বসলেন ও বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম হাতের তালু স্বীয় বাম হাঁটু ও উরুর উপর রাখলেন। আর ডান কনুই তাঁর ডান উরুর উপর রাখলেন। তারপর স্বীয় আঙ্গুলদ্বয় দ্বারা বৃত্তাকার বানালেন। এরপর তাঁর একটি আঙ্গুল উঁচু করে রাখলেন। আমি তাঁকে তা নাড়িয়ে দু'আ করতে দেখলাম। [সহীহ। ১২৬৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٥ – بَابُ بَسْطِ الْيُسْرَى عَلَى الرُّكْبَةِ

অধ্যায়– ৩৫: বাম হাত হাঁটুর ওপর বিছিয়ে দেয়া

١٢٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا .

১২৬৯. ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামাযে বসতেন তাঁর উভয় হাত উভয় উরুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির সংলগ্ন অঙ্গুলি (তর্জনি) উপরে উঠাতেন ও তদ্দারা ইশারা করতেন আর তাঁর বাম হাত হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১১৯৭]

١٢٧٠ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى .

১২৭০. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন দু'আ করতেন, অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন কিন্তু তা নাড়াতেন না। ইবনু জুরাইজ (র.) বলেন, হাদীসের অন্যতম রাবী 'আমর (র.) এতটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন, যে, 'আমির তাঁর পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী ﷺ-কে অনুরূপভাবে দু'আ করতে এবং তাঁর বাম হাত দ্বারা তাঁর বাম পায়ের উপর ঠেস দিতে দেখেছেন। **[আঙ্গুল নাড়াতেন না। অংশটুকু শায। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯০৯; য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৭৫]**

٣٦ – بَابُ الإِشَارَةِ بِالأُصْبُعِ فِي التَّشَهُّدِ

অধ্যায়– ৩৬: (নামাযে) তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) আদায়কালে অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা

١٢٧١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ – عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلاَةِ وَيُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ .

১২৭১. নুমাইর আল-খুযা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি নামাযে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রেখেছেন এবং অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছেন। **[সহীহ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৭৬]**

٣٧ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإِشَارَةِ، بِأُصْبُعَيْنِ وَبِأَيِّ أُصْبُعٍ يُشِيرُ

অধ্যায়– ৩৭: দু' অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করার নিষেধাজ্ঞা এবং কোন অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতে হবে তার বর্ণনা

١٢٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحِّدْ أَحِّدْ " .

১২৭২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি [সা'দ (রা.)] দু' অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা কর, এক অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা কর। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৮১০]**

١٢٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي فَقَالَ " أَحِّدْ أَحِّدْ " . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

১২৭৩. সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) আমার কাছ দিয়ে গেলেন। তখন আমি আমার সমুদয় অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করতেছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, তুমি এক অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত কর, এক অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত কর এবং তিনি তর্জনি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। **[সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

٣٨ - بَابُ إِحْنَاءِ السَّبَّابَةِ فِي الإِشَارَةِ অধ্যায়- ৩৮: ইশারা করার সময় তর্জনি অঙ্গুলি ঝুঁকানো

١٢٧٤ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الصَّلاَةِ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو .

১২৭৪. বাসরার অধিবাসী নুমাইর আল-খুযা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাযে বসা অবস্থায় ডান হাত ডান উরুর উপর রেখে তর্জনি উঁচু করে কিছুটা ঝুঁকিয়ে রেখে ইশারা করতে দেখেছেন। [أحناها شيئا কিছুটা বাঁকা করে রাখলো। অংশটুকু মুনকার য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ১৭৬]

٣٩ - بَابُ مَوْضِعِ الْبَصَرِ عِنْدَ الإِشَارَةِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ

অধ্যায়- ৩৯: (নামাযে) তর্জনি দ্বারা ইঙ্গিত করার সময় দৃষ্টি রাখার স্থান

١٢٧٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ .

১২৭৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহ্হুদ আদায় করতে বসতেন তখন তাঁর বাম হাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন এবং তর্জনি দ্বারা ইশারা করতেন। আর দৃষ্টি তাঁর ইশারা অতিক্রম করত না। [হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯১০]

٤٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ৪০: নামাযে দু'আ করার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি তোলার ওপর নিষেধাজ্ঞা

١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

১২৭৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসাল্লীগণ নামাযে দু'আ করার সময় আকাশের দিকে তাদের দৃষ্টিপাত করা হতে ক্ষান্ত থাকবে। নতুবা তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব ১/১৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬২]

٤١ - بَابُ إِيجَابِ التَّشَهُّدِ অধ্যায়- ৪১: নামাযে তাশাহ্হুদ ওয়াজিব হওয়া

١٢٧٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقُولُوا هَكَذَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১২৭৭. ইবনু মাস'ঊদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তাশাহ্হুদ-এর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে নামাযে বলতাম, আল্লাহর উপর সালাম, জিবরীল ও মীকায়ীলের উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ বলবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং সালাম বরং তোমরা বলবে–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩১৯]

٤٢– بَابُ تَعْلِيمِ التَّشَهُّدِ كَتَعْلِيمِ السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ

অধ্যায়– ৪২: কুরআন শরীফের সূরা শিখানোর ন্যায় তাশাহ্হুদ শিখানো

١٢٧٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ .

১২৭৮. ('আবদুল্লাহ) ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহ্হুদ শিখাতেন যেরূপভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিখাতেন। [সহীহ। মুসলিম; তাশাহ্হুদের শব্দসহ ১১৭৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٤٣ – بَابٌ: كَيْفَ التَّشَهُّدُ — অধ্যায়– ৪৩: তাশাহ্হুদ কিরূপ? (তাশাহহুদের বর্ণনা)

١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ " .

১২৭৯. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলাই স্বয়ং সালাম। অতএব, তোমাদের কেউ যখন (নামায আদায়কালে) বসে তখন সে যেন বলে–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

-এরপর দু'আ হতে যা ইচ্ছা হয় পড়বে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩৩৬; বুখারী হা. ৮৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৯২]

٤٤ – بَابُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ — অধ্যায়– ৪৪: অন্য আরেক প্রকার তাশাহ্হু

١٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الأَشْعَرِيَّ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّ

اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " .

১২৮০. হিত্তান ইবনু 'আব্দুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত, (আবূ মূসা) আশ'আরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে (একদিন) খুত্বায় আমাদের নিয়ম কানুন শিখালেন, আমাদের নামায সম্পর্কে বর্ননাদি করলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করে নিবে, তারপর তোমাদের একজন ইমাম হবে। যখন তিনি তাকবীর বলবেন, তোমরাও তাকবীর বলবে আর যখন তিনি ওয়ালায্-যাল্লীন বলবে, তোমরা তখন 'আমীন' বলবে, আল্লাহ তোমাদের দু'আ কবূল করবেন। এরপর যখন তিনি তাকবীর বলে রুকূ'তে যাবে তখন তোমরাও তাকবীর বলে রুকূ'তে যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকূ'তে যাবেন এবং তোমাদের পূর্বে রুকূ' হতে উঠবেন। নাবী ﷺ বললেন, এটা তার সমান হয়ে যাবে। আর যখন ইমাম "সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্" বলবেন, তখন তোমরা "আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- লাকাল হাম্দ" বলবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ﷺ-এর মুখ দ্বারা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা তা শুনেন। অতঃপর যখন ইমাম তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলে সাজদাহ্ করবে। ইমাম তোমাদের আগে সাজদাহ্ করবেন এবং তোমাদের আগে সাজদাহ্ হতে উঠবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা সমান হয়ে যাবে। আর যখন তোমরা বসবে তখন তোমাদের প্রত্যেক বলবে–

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. **[সহীহ। মুসলিম; ৮৩০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

৪৫ – بَابُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّشَهُّدِ অধ্যায়– ৪৫: আর এক প্রকার তাশাহ্হুদ

١٢٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ" . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ ابْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لاَ بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

১২৮১. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তাশাহ্হুদ শিখাতেন যেরূপভাবে আমাদের কুরআনের সূরা শিখাতেন তা এরূপ–

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ.

আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, কোন বর্ণনাকারী এ হাদীস বর্ণনায় আইমান ইবনু নাবিল-এর অনুসরণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের মতে আইমান এমন এক বর্ণনাকারী যার মধ্যে কোন দোষ নেই। তবে হাদীসটি ভুল। আল্লাহর নিকটে আমরা তাওফীক কামনা করি। **[য'ঈফ। ১১৭৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ৪৬: নাবী ﷺ-এর উপর সালাম পাঠানো ٤٦ - بَابُ السَّلاَمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٢٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، ح وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ " .

১২৮২. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কতক ফেরেশতা এমনও রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়, তাঁরা আমার উম্মাতের সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন। [সহীহ। মিশকাত হা. ৯২৪; নাবী ﷺ-এর দরূদের মর্যাদা ২১]

٤٧ - بَابُ فَضْلِ التَّسْلِيمِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়- ৪৭: নাবী ﷺ-এর উপর সালাম পাঠানোর ফযীলত

١٢٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجْهِكَ . فَقَالَ: " إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ أَمَا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

১২৮৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ত্বালহাহ্ সূত্রে তার পিতা আবূ ত্বালহাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সানন্দে আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, (আজ) আমরা আপনার চেহারায় প্রফুল্লতা দেখছি! তিনি বললেন, আমার নিকট (একজন) ফেরেশতা এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনার প্রভু বলেছেন যে, আপনাকে কি এ কথা খুশি করবে না, যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার দুরূদ পড়বে আমি তাঁর উপর দশটি রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি আপনার উপর একবার সালাম পাঠাবে আমি তাঁর উপর দশটি শান্তি বর্ষণ করব (সালাম পাঠাব)। [হাসান। তা'লীকুর রাগীব হা. ২/২৯]

٤٨ - بَابُ التَّمْجِيدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ৪৮: নামাযে আল্লাহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ও নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা

١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي". ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً يُصَلِّي فَمَجَّدَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " ادْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ " .

১২৮৪. ফাযলাহ্ ইবনু 'উবাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন সে (দু'আয়) আল্লাহর প্রশংসাও করল না এবং নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদও পড়ল না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হে মুসাল্লী! তুমি দু'আ খুব দ্রুত করে ফেলেছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসাল্লীদের দু'আর নিয়ম শিখালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামায পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল, তাঁর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁকে) বললেন, তুমি দু'আ কর, তা (নিশ্চয়) কবূল করা হবে এবং আল্লাহর কাছে চাও, তোমাকে দেয়া হবে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৭২৪]

٤٩ – بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়- ৪৯: নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করার আদেশ

١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ ابْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلاَمُ كَمَا عَلِمْتُمْ " .

১২৮৫. আবূ মাস'উদ আল-আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ (রা.)-এর মাজলিসে আমাদের কাছে (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। তাঁকে বাশীর ইবনু সা'দ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনার উপর দুরূদ পড়তে আদেশ করেছেন, আমরা কীভাবে আপনার উপর দুরূদ পড়ব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ রইলেন। আমরা অনুতাপ করলাম যে, যদি তাঁকে প্রশ্নই না করতো! অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা বলবে-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

আর সালামও করবে যেরূপ তোমরা শিখেছো। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৪৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮০২]

٥٠ – بَابٌ: كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়- ৫০: নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ কিভাবে পড়তে হবে?

١٢٨٦ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُمِرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَنُسَلِّمَ أَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ".

১২৮৬. আবূ মাস'উদ আল-আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে বলা হলো, আপনার উপর দুরূদ পড়তে ও সালাম পাঠাতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বল:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ.

[সানাদ সহীহ। এটি পূর্বের হাদীসের সংক্ষিপ্তরূপ।

٥١ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

অধ্যায়- ৫১: আর এক প্রকার দুরূদ শরীফ

١٢٨٧ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ

فَكَيْفَ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ". قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا بِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَهَذَا خَطَأٌ .

১২৮৭. কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু (আপনার উপর) দুরূদ কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বল–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

ইবনু আবূ লাইলা (র.) বলেন, আমরা বলে থাকি তাঁদের সাথে আমাদের উপরেও (রহমত এবং বরকত বর্ষণ কর)। আবূ 'আবদুর রহমান (নাসায়ী) (র.) বলেন, আমার উস্তাদ ক্বাসিম ইবনু যাকারিয়্যা উল্লিখিত হাদীস এ সনদ সূত্রে রিওয়ায়াত করেছিলেন, কিন্তু এ সনদটি ভুল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯০৪; বুখারী হা. ৪৭৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮০৩]**

١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ " قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ غَيْرَ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১২৮৮. কা'ব ইবনু উজ্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পড়ব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

'আবদুর রহমান (র.) বলেন, আমরা বলে থাকি তাদের সঙ্গে আমাদের উপরেও (রহম ও বরকত বর্ষণ কর)। আবূ 'আবদুর রহমান (নাসায়ী) (র.) বলেন, পূর্ববর্তী সনদের তুলনায় এ সনদ অধিকতর সঠিক। কাসিম ইবনু যাকারিয়্যা (র.) ব্যতীত অন্য কেউ পূর্ববর্তী সনদে 'আম্‌র ইবনু মুর্‌রাহ্ (র.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। **[সহীহ। বুখারী হা. ৩৩৭০; মুসলিমে উক্ত শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।]**

١٢٨٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ ابْنُ عُجْرَةَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

১২৮৯. ইবনু আবূ লাইলা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রা.) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে কিছু হাদিয়্যা দিব না? (পরে বললেন,) আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস।]

অধ্যায়– ৫২: আর এক প্রকার (দুরূদ) ٥٢ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٢٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

১২৯০. মূসা ইবনু ত্বালহাহ্ সূত্রে তার পিতা ত্বালহাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত।]

١٢٩١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً، أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

১২৯১. মূসা ইবনু ত্বালহাহ্ সূত্রে তার পিতা ত্বালহাহ্ (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর নাবী ﷺ! আমরা আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. [সহীহ। প্রাগুক্ত]

অধ্যায়– ৫৩: আর এক প্রকার (দুরূদ) ٥٣ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٢٩٢ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ قَالَ أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ " .

১২৯২. যাইদ ইবনু খারিজাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কর এবং বেশি বেশি দু'আ কর আর তোমরা বল–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . [সহীহ। প্রাগুক্ত]

অধ্যায়- ৫৪: আর এক প্রকার (দুরূদ) ٥٤ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٢٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " .

১২৯৩. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর সালাম পাঠানোর নিয়ম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বলেন, তোমরা বলবে–

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. [সহীহ। প্রাগুক্ত; ফাযলুস সালাত ৬২]

অধ্যায়- ৫৫: আর এক প্রকার (দুরূদ) ٥٥ – بَابُ نَوْعٌ آخَرُ

١٢٩٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ " . فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ " كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ " . قَالاَ جَمِيعًا " كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرَّتَيْنِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ عَلَيْهِ مِنْهُ سَطْرٌ .

১২৯৪. আবূ হুমাইদ আস-সা'ইদী (রা.) হতে বর্ণিত, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বলবে– اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ হারিসের হাদীসে রয়েছে– كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ অতঃপর উভয় রাবী একত্রে বলেন– كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ আবূ 'আবদুর রহমান (নাসায়ী) (র.) বলেন, কুতাইবাহ (র.) অত্র হাদীস আমাদের কাছে দু'বার বর্ণনা করেছিলেন, হয়ত তাঁর বর্ণিত হাদীসের কিয়দংশ [যা হারিস (র.) উল্লেখ করেছে] বাদ পড়ে গেছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯০৫; বুখারী হা. ৩৩৬৯, ৬৩৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮০৬]

٥٦ – بَابُ الْفَضْلِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়- ৫৬: নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠের ফযীলত

١٢٩٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ جَاءَنِي جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَ يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

১২৯৫. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবী ত্বালহাহ্ সূত্রে তার পিতা আবূ ত্বালহাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন (আমাদের কাছে) আসলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তিনি বললেন জিবরীল ('আ.) আমার কাছে এসে বললেন, "হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনাকে কি এ খবর খুশি করে না যে, আপনার উম্মাতের মধ্য হতে যদি কোন ব্যক্তি আপনার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আমি তাঁর জন্যে দশবার মাগফিরাত চাইব, আর কেউ যদি আপনাকে একবার সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি দশবার সালাম পাঠাব?" [হাসান। ১২৮৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٢٩٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا " .

১২৯৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮০৭]

١٢٩٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " .

১২৯৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং তাঁকে দশটি সম্মানে উন্নীত করা হবে। [সহীহ। মিশকাত হা. ৯০২; তা'লীকুর রাগীব।]

٥٧ – بَابُ تَخْيِيرِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অধ্যায়– ৫৬: নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করার পর দু'আ নির্ধারণের ব্যাপারে স্বাধীনতা

١٢٩٨ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَاللَّفْظُ لَهُ – قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدُ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ " .

১২৯৮. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায আদায়কালে বসতাম, তখন বলতাম, আল্লাহর উপর সালাম আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ হতে আর অমুক অমুকের উপর সালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর সালাম বলিও না, কারণ, আল্লাহই স্বয়ং সালাম। তোমাদের কেউ যখন নামায আদায়কালে বসে তখন সে যেন বলে–

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ .

কেননা তোমরা যখন এ তাশাহ্হুদ পড়বে তা আসমান এবং জমিনের সকল নেক বান্দার নিকট পৌছবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

এরপর যে দু'আ ইচ্ছা হয় সে দু'আ পাঠ করবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১২৭৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ৫৭: তাশাহ্হুদের পর যিক্র করা ٥٨ – بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

١٢٩٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، أَخُو سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي. قَالَ " سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثُمَّ سَلِيهِ حَاجَتَكِ يَقُلْ نَعَمْ نَعَمْ ".

১২৯৯. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি আমার নামাযে পাঠ করবো। তিনি বললেন, তুমি 'সুবহানাল্লাহ' দশবার, 'আলহাম্দু লিল্লাহ' দশবার এবং 'আল্লাহু আকবার' দশবার বলে আল্লাহর নিকট তোমার যা প্রয়োজন হয় তা চাইবে। তিনি বলবেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তোমার দু'আ গ্রহণ করবেন। [সানাদ হাসান। তিরমিযী হা. ৪৮৪]

অধ্যায়– ৫৮: যিকরের পর দু'আ করা ٥٨ – بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الذِّكْرِ

١٣٠٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَخِي، أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا – يَعْنِي – وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا فَقَالَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ " تَدْرُونَ بِمَا دَعَا ؟" . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى" .

১৩০০. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম, অর্থাৎ তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। যখন সে রুকূ' সাজদাহ্ এবং তাশাহ্হুদ পড়ে দু'আ করতে শুরু করল তখন সে তাঁর দু'আয় বলল–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ .

তখন নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা কি জান সে কিসের দ্বারা দু'আ করল? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! সে আল্লাহর ঐ মহান নাম দ্বারা দু'আ করেছে যা দ্বারা দু'আ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন, আর যদ্বারা কোন কিছু চাওয়া হলে তা তিনি দান করেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৮৫৮]

١٣٠١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ أَبُو بُرَيْدٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ إِذَا رَجُلٌ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "قَدْ غُفِرَ لَهُ" . ثَلَاثًا .

১৩০১. মিহজান ইবনু আদ্‌রা' (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পড়ে নামায শেষ করার সময় বলল–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯০৫]

অধ্যায়– ৫৯: আর এক প্রকার দু'আ ٥٩ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

١٣٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي . قَالَ: " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " .

১৩০২. আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আমাকে এমন একটা দু'আ শিখিয়ে দিন যদ্বারা আমি নামাযে দু'আ করব। তিনি বললেন, তুমি বলবে–

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; বুখারী হা. ৮৩৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৬৭৭]

অধ্যায়– ৬০: আর এক প্রকার দু'আ ٦٠ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَيْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: " إِنِّي لأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ". فَقُلْتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ".

১৩০৩. মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, হে মু'আয! আমি তোমাকে ভালবাসি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও আপনাকে ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি প্রত্যেক নামাযে رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ বলতে বাদ দিবে না। [সহীহ। আত-তাহাভীয়া ২৫৮; তা'লীকুর রাগীব ২/২২; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩৬২; মিশকাত হা. ৯৪৯]

অধ্যায়– ৬১: আর এক প্রকার দু'আ ٦١ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ

١٣٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ " .

১৩০৪. শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে বলতেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

[য'ঈফ। তিরমিযী হা. ৩৬৪৮; আল-কালেমুত তাইয়্যিব ৬৫-১০৪]

অধ্যায়– ৬২: আর এক প্রকার দু'আ ٦٢ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٣٠٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلاَةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ أَوْ أَوْجَزْتَ الصَّلاَةَ . فَقَالَ: أَمَّا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أُبَيٌّ غَيْرَ أَنَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ " اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ".

১৩০৫. 'আতা ইবনু সায়িব সূত্রে তার পিতা সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) একবার আমাদের সাথে নামায পড়লেন এবং নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। তখন কেউ কেউ তাঁকে বললেন, আপনি নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তো আমি ঐ সকল দু'আ পাঠ করেছি যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি। এরপর যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, লোকদের মধ্য হতে একজন তাঁর অনুসরণ করতে লাগলেন ['আত্বা (রা.) বলেন] তিনি ছিলেন উবাই তিনি তাঁর নাম বলেন নি। তিনি তাঁকে ঐ দু'আ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন এবং এসে সবাইকে ঐ দু'আর খবর দিলেন–

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.

[সহীহ। পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٣٠٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: صَلَّى عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِالْقَوْمِ صَلاَةً أَخَفَّهَا فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهَا فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالُوا بَلَى. قَالَ أَمَّا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو بِهِ " اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الإِخْلاَصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ

بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ " .

১৩০৬. কাইস ইবনু 'উবাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রা.) একদল লোক নিয়ে নামায পড়লেন, যা তিনি সংক্ষেপ করে ফেললেন আর মুসল্লীরা যেন ঐ সংক্ষিপ্তকরণকে খারাপ মনে করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি কি রুকূ' এবং সাজদাহ্ পরিপূর্ণরূপে আদায় করি নি? তাঁরা বললেন, অবশ্যই! তখন তিনি বললেন, আমি তাতে এমন দু'আও পড়েছি যা রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়তেন। সে দু'আটি হলো– *اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الإِخْلاَصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ.* **[সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; আল-কালিমুত তাইয়্যিব ১০৫; যিলাল ১২৯]**

٦٣ – بَابُ التَّعَوُّذِ فِي الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৬৩: নামাযে তা'আওউয পড়া (বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাওয়া)

١٣٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ حَدِّثِينِي بِشَىْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِهِ . فَقَالَتْ: نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

১৩০৭. ফারওয়াহ্ ইবনু নাওফাল (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বললাম, আমাকে এমন কিছু বলুন যদ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নামাযে দু'আ করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, (বলব) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– *اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.* **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৮৩৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৭০০]**

অধ্যায়– ৬৪: অন্য এক প্রকার (তা'আওউয) ٦٤ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٣٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها – قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ " نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةً بَعْدُ إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৩০৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ক্বরের 'আযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ! ক্বরের 'আযাব সত্য। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন কোন নামায পড়তে দেখি নি যাতে তিনি ক্বরের 'আযাব হতে আশ্রয় না চেয়েছেন। **[সহীহ। আস্-সহীহাহ্ ১৩৭৭; বুখারী হা. ১৩৭২]**

١٣٠٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

১৩০৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে এ দু'আ পড়তেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

তখন তাঁকে কেউ বলল, আপনি প্রায়ই ঋণগ্রস্ততা হতে পানাহ চেয়ে থাকেন কেন? তিনি বললেন, কোন লোক যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়া'দা করে খেলাফ করে। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮২৪; বুখারী হা. ৮৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২১২]

١٣١٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الْمُعَافَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ ".

১৩১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায আদায়কালে তাশাহ্হুদ পড়বে, তখন চার জিনিস হতে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাবে– ১. দোযখের 'আযাব থেকে। ২. ক্ববরের 'আযাব থেকে। ৩. জীবন ও মরণের ফিৎনা থেকে। ৪. এবং মাসীহে দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে। অতঃপর তার জন্যে যা (প্রয়োজনীয়) মনে আসে তার দু'আ করবে। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯০৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২১৩]

অধ্যায়– ৬৫: তাশাহহুদের পর আর এক প্রকার যিক্র ٦٥– بَابُ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

١٣١١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ " أَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ " .

১৩১১. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে তাশাহ্হুদের পর বলতেন–

" أَحْسَنُ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ .

[সানাদ সহীহ। এটি ১৫৬৪ নং হাদীসের খুত্বার পদ্ধতির সংক্ষেপ। মিশকাত হা. ৯৫৬]

অধ্যায়– ৬৬: নামায সংক্ষেপ করা ٦٦ – بَابُ تَطْفِيفِ الصَّلاَةِ

١٣١٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ؟ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا. قَالَ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ .

১৩১২. হুযাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে সংক্ষেপে নামায পড়েছে। হুযাইফাহ্ (রা.) তাঁকে বললেন, তুমি কতদিন হতে এভাবে নামায পড়েছো? সে বলল, চল্লিশ বৎসর যাবত। তিনি বললেন, তুমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ নামায পড়নি। যদি তুমি এভাবে নামায পড়তে পারতে ইন্তিকাল কর তা হলে তুমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামাযের তরীকা ব্যতীত ইন্তিকাল করবে। এরপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্ত করতে পারে এভাবে যে, সে নামাযে ফরয ওয়াজিবসমূহ ঠিকমত পড়বে এবং নামায সুন্দরভাবে আদায় করবে। [সানাদ সহীহ]

٦٧ - بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ عَمَلِ الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ৬৭: সর্বনিম্ন পর্যায়ের সংক্ষিপ্তকরণ যদ্বারা নামায শুদ্ধ হয়ে যায়

١٣١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمٍّ، لَهُ بَدْرِيٍّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لاَ نَشْعُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلِّمْنِي فَقَالَ " إِذَا قُمْتَ تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ ثُمَّ افْعَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ " .

১৩১৩. ইয়াহইয়ার চাচা [রিফা'আ ইবনু রাফি' (রা.) যিনি বাদ্‌রী সাহাবী ছিলেন] হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি একদিন মাসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়তে লাগল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন অথচ আমরা তা জানতামও না। সে ব্যক্তি নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়। কেননা, তুমি নামায পড়নি। সে ব্যক্তি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দু'বার কি তিনবার করলে ঐ ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সম্মানিত করেছেন, আমিতো খুব চেষ্টা করে দেখলাম, আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা কর, তখন উত্তমরূপে ওযূ করবে। এরপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন পাঠ করে তাকবীর বলে রুকূ'তে যাবে এবং খুব স্থিরতার সাথে রুকূ' করে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে অতঃপর স্থিরতার সাথে সাজদাহ্ করে মাথা উঠাবে। পরে মাথা তুলে স্থিরতার সাথে বসবে। পুনরায় সাজদাহ্ করবে এবং স্থিরতার সাথে সাজদাহ্ করে মাথা উঠাবে। এরপর তুমি এরূপ করে স্বীয় নামায সমাপ্ত করবে। **[হাসান সহীহ। ১০৫৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٣١٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمٍّ، لَهُ بَدْرِيٍّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْمُقُهُ فِي صَلاَتِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ: " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . حَتَّى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَقَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ وَحَرَصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي . قَالَ: " إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلاَتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ مِنْ صَلاَتِكَ "

১৩১৪. ইয়াহ্ইয়া ইবনু খাল্লাদ-এর চাচা (রিফা'আ ইবনু রাফি' যিনি বাদ্‌রী সাহাবী ছিলেন) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মাসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দু' রাক'আত নামায পড়ল। তারপর এসে নাবী ﷺ-কে সালাম করল। নাবী ﷺ তাঁর নামাযের প্রতি লক্ষ্য করছিলেন।

তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে তাকে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায পড়, যেহেতু তুমি নামায পড়নি। অতঃপর সে ফিরে গিয়ে নামায পড়ল। পরে এসে নাবী ﷺ-কে সালাম করল, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে গিয়ে নামায পড়। কারণ তুমি নামায পড়নি। এমনিভাবে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে সে বলল, সে আল্লাহর কসম, যিনি আপনার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন, আমি তো খুব চেষ্টা করে দেখলাম এবং আমি নামায পড়তে চাইও। আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন ও শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা কর তখন উত্তমরূপে ওযূ করবে, এরপর কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বলবে, তারপর কুরআন পড়ে (তাকবীর বলে) রুকূ'তে যাবে। রুকূ'তে স্থির হবে। তারপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সাজদায় গিয়া স্থিরভাবে সাজদাহ্ করবে, অতঃপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসবে। পুনরায় সাজদায় গিয়ে স্থিরভাবে সাজদাহ্ করবে। তারপর মাথা উঠাবে। যদি তুমি এ নিয়মে তোমার নামায শেষ কর, তবে তোমার নামায পূর্ণ হবে। আর যদি এ নিয়মে কোন ত্রুটি হয় তবে তোমার নামাযও ততটুকু ত্রুটিযুক্ত হবে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٣١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا .

১৩১৫. সা'দ ইবনু হিশাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্র নামায সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্যে মিসওয়াক এবং ওযূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। তারপর যখন রাতে আল্লাহর ইচ্ছা হত তাঁকে তুলে দিতেন, তখন তিনি মিসওয়াক করে ওযূ করতেন এবং আট রাক'আত নামায পড়তেন। তাতে তিনি অষ্টম রাক'আতের শেষে বসতেন, এবং আল্লাহর যিক্র ও দু'আ করতেন। তারপর এমনিভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১২১৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫১৬]**

অধ্যায়- ৬৮: নামায শেষে সালাম ফিরানো ٦٨ - بَابُ السَّلاَمِ

١٣١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمَخْرَمِيُّ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

১৩১৬. 'আমির ইবনু সা'দ সূত্রে তার পিতা সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২০২]**

١٣١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

১৩১৭. সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতাম যে, তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখন তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। আবূ 'আব্দুর রহমান বলেন, এ সানাদে রাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফারের মধ্যে কোন দোষ নেই। তবে 'আলী ইবনু আলমাদীনীর পিতা 'আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফার ইবনু নাজীহ হাদীস শাস্ত্রে পরিত্যক্ত। **[সহীহ। মুসলিম; পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়- ৬৯: সালামের সময় দু' হাত রাখার স্থান ٦٩ - بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلاَمِ

١٣١٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَقَالَ " مَا بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " .

১৩১৮. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নাবী ﷺ-এর পশ্চাতে নামায পড়তাম তখন বলতাম "আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম", "আস্‌সালা-মু আলাইকুম" হাদীসের অন্যতম রাবী মিস'আর (রা.) তাঁর হাত দ্বারা ডান দিকে এবং বাম দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। নাবী ﷺ বললেন, তাঁদের কি হলো? তাঁরা এমনিভাবে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ। তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে এটা কি যথেষ্ট'নয় যে, সে উরুর উপর হাত রাখবে এবং ডানে ও বামে আপন ভাই-এর প্রতি সালাম করবে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯১৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬৫]**

অধ্যায়- ৭০: ডান দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে? ٧٠ - بَابٌ: كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَى الْيَمِينِ

١٣١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ .

১৩১৯. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি প্রত্যেক নীচু হওয়ার সময় এবং উপরে উঠার সময় তাকবীর বলতেন আর দাঁড়ানোর সময় এবং বসার সময়েও তাকবীর বলতেন। আর তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে "আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ" "আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ", বলে সালাম ফিরাতেন। তখন তাঁর গণ্ড দেশের শুভ্রতা দেখা যেত। আর আমি আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (রা.)-কেও অনুরূপ করতে দেখেছি। **[সহীহ। ১০৮৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯১৪]**

١٣٢٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ. أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُولُ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ " .

১৩২০. ওয়াসি' ইবনু হাব্বান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তিনি প্রত্যেকবার যখন মাথা নিচু করতেন তখন এবং যখন মাথা তুলতেন তখন "আল্লাহু আকবার" বলতেন অতঃপর তাঁর ডান দিকে "আসসালামূ 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এবং তাঁর বাম দিকে "আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলতেন। **[সানাদ সহীহ।]**

অধ্যায়– ৭১: বাম দিকে কিভাবে সালাম ফিরাবে? ٧١ – بَابٌ: كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَى الشِّمَالِ

١٣٢١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ قَالَ يَعْنِي وَذَكَرَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ ".

১৩২১. ওয়াসি' ইবনু হাব্বান (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে অবহিত করুন যে, তা কিরূপ ছিল? রাবী বলেন, তিনি তাকবীরের কথা উল্লেখ করলেন। রাবী বলেন, তিনি অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) এও উল্লেখ করলেন যে, নাবী ﷺ "আস্সালা-মু 'আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বলে ডান দিকে এবং "আস্সালা-মু 'আলাইকুম" বলে বাম দিকে সালাম ফিরাতেন। [সানাদ সহীহ]

١٣٢٢ - أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، عَنِ ابْنِ دَاوُدَ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّهِ عَنْ يَمِينِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . وَعَنْ يَسَارِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " .

১৩২২. 'আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি ('আব্দুল্লাহ) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার শুভ্রতা দেখছি। তিনি ডান দিকে "আস্সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" এবং বাম দিকে "আস্সালা-মু 'আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম ফিরাতেন। [সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ৯১৪-৯১৫; ইরউয়াউল গালীল ৩২৬]

١٣٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ .

১৩২৩. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন, তখন তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত। আর যখন বাম দিকে সালাম ফিরাতেন তখনও তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]

١٣٢٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَا هُنَا وَبَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَا هُنَا .

১৩২৪. 'আবদুল্লাহ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর ডান দিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাতেন, "আস্সালা-মু 'আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" "আসসলামু 'আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ" বলে। তখন তাঁর চেহারার শুভ্রতা দেখা যেত, এদিক হতে এবং ঐদিক হতে। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস]

١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ". حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ .

১৩২৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান দিকে সালাম ফিরাতেন "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে তখন তাঁর চেহারার ডান দিকের শুভ্রতা দেখা যেত। অনুরূপভাবে বাম দিকে "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বলে সালাম ফিরালে তাঁর চেহারার বাম দিকের শুভ্রতা দেখা যেত। [সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]

অধ্যায়– ৭২: উভয় হাত দ্বারা সালাম ফিরানো ٧٢ – بَابُ السَّلَامِ بِالْيَدَيْنِ

١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ - قَالَ - فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئْ بِيَدِهِ ".

১৩২৬. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছি, আমরা যখন সালাম ফিরাতাম তখন হাত দ্বারা ইশারা করে বলতাম, "আস্‌সালামু 'আলাইকুম আস্‌সালামু 'আলাইকুম" তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা হাত দ্বারা ইশারা করতেছ? যেন তা অস্থির ঘোড়ার লেজ! যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরাবে তখন সে তাঁর সাথীর প্রতি তাকাবে এবং স্বীয় হাত দ্বারা ইশারা করবে না। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৬৬]

٧٣ – بَابُ تَسْلِيمِ الْمَأْمُومِ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

অধ্যায়– ৭৩: ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীর সালাম ফিরানো

١٣٢٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي بِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ " . فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟". فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

১৩২৭. 'ইত্‌বান ইবনু মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার সম্প্রদায় বানু সালিমের সাথে নামায পড়তাম। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে আমি বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে, আর আমার এবং আমার সম্প্রদায়ের মাসজিদের মাঝখানে বন্যা বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তাই আমার ইচ্ছা যে, আপনি এসে আমার ঘরের কোন এক জায়গায় নামায পড়েন যে স্থানটি আমি আমার নামাযের স্থানরূপে নির্দিষ্ট করে নিতে পারি। নাবী ﷺ বললেন, ইনশাআল্লাহ! অতি শীঘ্রই আমি তা করব। পরের দিন সূর্য প্রখর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন, আর আবূ বাক্‌র (রা.)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। নাবী ﷺ এসে আমার কাছে অনুমতি চাইলেন, আমি তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি না বসেই বললেন, তুমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় আমার নামায পড়া পছন্দ কর? তখন আমি তাঁকে ঐ জায়গা দেখিয়ে দিলাম যে স্থানে তাঁর নামায পড়া আমি পছন্দ করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন, আমরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি (নামায শেষে) সালাম ফিরালে আমরাও তাঁর পরে সালাম ফিরালাম। [সহীহ। বুখারী হা. ৪২৫, ৮৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৮১]

٧٤ – بَابُ السُّجُودِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ অধ্যায়– ৭৪: নামাযের পর সাজদাহ্ করা

١٣٢٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ . مُخْتَصَرٌ .

১৩২৮. ‘উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘ইশার নামায শেষ করার পর ফজর পর্যন্ত এগারো রাক‘আত নামায পড়তেন এবং সে এগারো রাক‘আত নামাযকে একটি রাক‘আত দ্বারা বেজোড় করে দিতেন এবং প্রতিটি সাজদাহ্ এত দীর্ঘ করতেন যে, তাতে তোমাদের কেউ তাঁর মাথা তুলবার পূর্বে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারতো। এ হাদীসের কোন কোন রাবী একজন অন্যজন হতে কিছু অংশ বাড়িয়েছেন। **[সহীহ। সালাতুত্ তারাবীহ ১০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৯৫]**

٧٥ – بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلاَمِ وَالْكَلاَمِ

অধ্যায়– ৭৫: নামাযে সালাম দেয়ার এবং কথা বলার পর সাহুর (ভুল সংশোধনের জন্য) দু'টি সাজদাহ্ করা

١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

১৩২৯. ‘আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ সালাম ফিরালেন। পরে কথা বলে ফেললেন। তারপর সাহুর (ভুলের) দু'টি সাজদাহ্ করলেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম আরো পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন।]**

٧٦ – بَابُ السَّلاَمِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

অধ্যায়– ৭৬: সাহুর দু'টি সাজদার পর সালাম (ফিরানো)

١٣٣٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ.

১৩৩০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং সে বসা অবস্থায় থেকেই দু'টি সাহুর সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৩১]**

١٣٣١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلاَثًا. فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৩৩১. ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, (একদা) নাবী ﷺ তিন রাক‘আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তখন তাঁকে খিরবাক্ব (রা.) বললেন, আপনি নামায তিন রাক‘আত পড়েছেন। তখন তিনি মুসাল্লীদের নিয়ে বাকি এক রাক‘আত পড়লেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। এরপর ভুলের জন্যে দু'টি সাজদাহ্ দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। মুসলিম ১২৩৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٧٧ – بَابُ جَلْسَةِ الإِمَامِ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ

অধ্যায়– ৭৭: সালাম ফিরানো এবং ইমামের ক্বিবলার দিক হতে মুসাল্লীদের দিকে মুখ ফিরায়ে বসার মধ্যবর্তী সময়ে ইমামের বসা

١٣٣٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَتِهِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ وَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

১৩৩২. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাঁর নামায আদায়কালে লক্ষ্য করছিলাম। আমি তাঁর কিয়াম রুকূ' এবং রুকূ'র পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো দেখেছিলাম। তাঁর সাজদা, সাজদার মাঝখানের বসা, তাঁর সাজদা, তাঁর সালাম ফিরানো এবং মুসাল্লীদের দিকে মুখ ফিরায়ে বসা প্রায়ই সমান হত। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৯৫১]

١٣٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلاَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ .

১৩৩৩. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নামাযের শেষে সালাম ফিরায়ে, দাঁড়িয়ে যেত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের স্থানে বসে থাকতেন। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী পুরুষদের মধ্যে যারা নামায পড়ত, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াতেন তখন পুরুষরাও দাঁড়িয়ে যেত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৫৫; বুখারী হা. ৮৬৬]

٧٨ – بَابُ الانْحِرَافِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়– ৭৮: সালাম ফিরানোর পর (ইমামের মুসল্লীদের দিকে) ফিরে বসা

١٣٣٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ .

১৩৩৪. ইয়াযীদ ইবনু আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ফজরের নামায পড়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করলেন তখন তিনি মুসাল্লীদের দিকে ফিরে বসলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৬২৭]

٧٩ – بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ تَسْلِيمِ الإِمَامِ

অধ্যায়– ৭৯: ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকবীর বলা

١٣٣٥ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ .

১৩৩৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায শেষ হওয়া জানতে পারতাম তাকবীরের দ্বারা। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯২০-৯২১; বুখারী হা. ৮৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২০৩]

٨٠ – بَابُ الأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ مِنَ الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৮০: নামায শেষে সালাম ফিরাবার পর মু'আব্বিযাত (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) পড়ার নির্দেশ

١٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ .

১৩৩৬. 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক নামাযের **পর** সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তে আদেশ করেছেন। **[সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ১৫১৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩৬৩]**

٨١ – بَابُ الاسْتِغْفَارِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়– ৮১ সালাম ফিরানোর পর ইস্তিগফার করা (মাগফিরাত চাওয়া)

١٣٣٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ " .

১৩৩৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (আযাদকৃত) গোলাম সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন এবং বলতেন–

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২২২-১২২৩]

٨٢ – بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الاسْتِغْفَارِ

অধ্যায়– ৮২: ইস্তিগফার করার পর যিক্র করা

١٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ " .

১৩৩৮ 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (নামায শেষে) সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯২৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২২৩]

٨٣ – بَابُ التَّهْلِيلِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়– ৮৩: সালাম ফিরানোর পর তাহলীল "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" পড়া

١٣٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " .

১৩৩৯. আবূ যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-কে এ মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৩১]

٨٤ – بَابُ عَدَدِ التَّهْلِيلِ وَالذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়– ৮৪: সালামের পর যিক্‌র এবং তাহলীলের সংখ্যা

١٣٤٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ .

১৩৪০. আবূ যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) প্রত্যেক নামাযের পর তাহ্‌লীল করতেন। তিনি বলতেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

অতঃপর ইবনু যুবাইর (রা.) বলতেন, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সব বাক্য দ্বারা (প্রত্যেক) নামাযের পর তাহ্‌লীল পড়তেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٨٥ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

অধ্যায়– ৮৫: নামায শেষে আর এক প্রকার দু'আ

١٣٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ، عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، كِلاَهُمَا سَمِعَهُ مِنْ، وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبِرْنِي بِشَىْءٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " .

১৩৪১. ওয়ার্‌রাদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ (রা.) মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.)-এর কাছে লিখলেন যে, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ হতে শোনা কিছু দু'আ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নামায সমাপ্ত করতেন তখন বলতেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৩৪৯; য'ঈফা হা. ৫৫৯৮; বুখারী হা. ৮৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৩০]

١٣٤٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ الصَّلاَةِ إِذَا سَلَّمَ "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".

১৩৪২. ওয়ার্‌রাদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.) মু'আবিয়াহ্ (রা.)-এর কাছে লিখেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) নামাযের পর যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

[সহীহ। বুখারী হা. ৮৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২২৬]

٨٦ – بَابٌ: كَمْ مَرَّةً يَقُولُ ذَلِكَ؟ অধ্যায়– ৮৬: এ দু'আ কতবার পড়বে?

١٣٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ ح وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا غَيْرُ، وَاحِدٍ، مِنْهُمُ الْمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

১৩৪৩. মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ (রা.)-এর সচীব ওয়াররাদ (র.) হতে বর্ণিত, মু'আবিয়াহ্, মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ (রা.)-এর কাছে লিখলেন যে, আপনি আমাকে এমন কিছু হাদীস লিখে পাঠান, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে শুনেছেন। তখন মুগীরাহ্ (রা.) তাঁর নিকট লিখলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামায পড়ার শেষে সালাম ফিরানোর পর তিনবার বলতে শুনেছি–

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

[তিনবারের উল্লেখ– শায। য'ঈফাহ ৫৫৯৮; বুখারী হা. ৬৪৪৩]

٨٧ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়– ৮৭: সালাম ফিরানোর পর অন্য প্রকার যিক্‌র

١٣٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَكَانَ مِنَ الْخَائِفِينَ - عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: " إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " .

১৩৪৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন মাজলিসে বসতেন অথবা নামায পড়তেন তখন তিনি কিছু বাক্য উচ্চারণ করতেন। 'উরওয়াহ্ (রা.) তাঁকে উক্ত বাক্যসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, কেউ যদি ভাল বাক্য বলে তাহলে সেগুলো ক্বিয়ামাত পর্যন্ত তার জন্যে মোহরস্বরূপ হবে। সে যদি অন্য ধরনের বাক্য বলে তা হলে সেগুলো তার জন্যে কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ হবে। (সে বাক্যগুলো হলো:)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ২/২৩৬; অস্-সহীহাহ্ হা. ৩১৬৪]

٨٨ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়- ৮৮: সালাম ফিরানোর পর আরেক প্রকার দু'আ ও যিক্র

١٣٤٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، عَنْ جَسْرَةَ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، – رضى الله عنها – قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَتْ إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ . فَقُلْتُ: كَذَبْتِ . فَقَالَتْ بَلَى إِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الْجِلْدَ وَالثَّوْبَ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ: " مَا هَذَا "؟ . فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ: فَقَالَ: "صَدَقَتْ" . فَمَا صَلَّى بَعْدَ يَوْمَئِذٍ صَلاَةً إِلاَّ قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ " رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

১৩৪৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে একজন ইয়াহূদী নারী এসে বলল, ক্ববরের 'আযাব প্রস্রাবের কারণে হবে। ['আয়িশাহ্ (রা.) বলেন] তখন আমি তাঁকে বললাম, তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। সে বলল না, সত্য। আমরা প্রস্রাব লাগলে চামড়া এবং কাপড় অবশ্যই কেটে ফেলতাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের জন্যে বের হয়ে আসলেন। ইত্যবসরে আমাদের আওয়াজ বড় হয়ে গেল তাই তিনি বললেন, কি ব্যাপার? আমি তাঁকে ঐ ইয়াহূদী মহিলা যা যা বলেছিল সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, সে সত্যই বলেছে। অতঃপর তিনি এমন কোন নামায পড়েন নি, যে নামাযের পর বলেন নি (তা হচ্ছে)।

رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ أَعِذْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. **[সানাদ য'ঈফ]**

٨٩ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الانْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ৮৯: নামায শেষে আরেক প্রকার দু'আ

١٣٤٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَعْبًا، حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى إِنَّا لَنَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ دَاوُدَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاىَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. قَالَ وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ صَلاَتِهِ .

১৩৪৬. আবূ মারওয়ান (র.) হতে বর্ণিত। কা'ব (রা.) তাঁর কাছে ঐ আল্লাহর কসম করে বলেছেন, যিনি মূসা ('আ.)-এর জন্যে সমুদ্রকে বিদীর্ণ করেছিলেন, নিশ্চয় আমরা তাওরাতে দেখতে পাই যে, আল্লাহর নাবী দাঊদ ('আ.) যখন তাঁর নামায হতে সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَاىَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

মারওয়ান (র.) বলেন, কা'ব (রা.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, সুহাইব (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ-ও ঐ সমস্ত দু'আ তাঁর নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর বলতেন। **[সানাদ য'ঈফ দেখুন তা'লীক 'আলা আল-কালিমুত্ তাইয়্যিব ১৭১]**

٩٠ – بَابُ التَّعَوُّذ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ৯০: নামাযের পর (বিতাড়িত শয়তান থেকে) পানাহ চাওয়া

١٣٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُولُهُنَّ فَقَالَ أَبِي أَىْ بُنَىَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ قُلْتُ: عَنْكَ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ .

১৩৪৭. মুসলিম ইবনু আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা প্রত্যেক নামাযের পর বলতেন– *اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ* তারপর আমিও তা বলতে থাকলে আমার পিতা আমাকে বললেন, হে বৎস! তুমি এ দু'আগুলো কার নিকট হতে শিখেছো? আমি বললাম, আপনার নিকট থেকে। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রত্যেক) নামাযের পর এ দু'আগুলো বলতেন। [সানাদ সহীহ]

٩١ – بَابُ عَدَدِ التَّسْبِيحِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়– ৯১: সালাম ফিরানোর পর তাসবীহের সংখ্যা

١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ" . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ " . وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ " وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ سَبَّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَهِيَ مِائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ ". قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ ؟" . قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لاَ نُحْصِيهِمَا؟ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيمُهُ ".

১৩৪৮. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু'টি অভ্যাস এমন রয়েছে যে, কোন মুসলিম ঐ দু'টি অভ্যাসে অভ্যস্থ হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐ দু'টি অভ্যাস সহজ অথচ তার 'আমলকারী হবে খুবই অল্প। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তোমাদের কেউ যদি প্রত্যেক নামাযের পর দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়ে, দশবার (আলহামদু লিল্লাহ) পড়ে, আর দশবার (আল্লাহু আকবার) বলে, তাহলে একশত পঞ্চাশ বার মুখে বলা হয় আর তা পাল্লায় হবে এক হাজার পাঁচশত বার। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তা অঙ্গুলি দ্বারা হিসাব করেছেন। আর যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় অথবা শয়নের জায়গায় আসে আর, সে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার আর আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলে। এ তো মুখে বলা হবে একশতবার, আর পাল্লায় হবে এক হাজার বার। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মাঝে কে প্রত্যেক দিন রাতে দু' হাজার পাঁচশত গুনাহ করে? কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কেন তা গণনা করবো না? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শয়তান তোমাদের কারো কাছে এসে তার সালাতরত অবস্থায় বলতে থাকে, অমুক কাজ স্মরণ কর, অমুক কাজ স্মরণ কর আর তার নিদ্রার সময় তার কাছে এসে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯২৬]

অধ্যায়– ৯২: আর এক প্রকার তাসবীহের সংখ্যা ٩٢ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

١٣٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَسْبَاطٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ " .

১৩৪৯. কা'ব ইবনু 'উজ্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কতগুলো তাসবীহ রয়েছে যার পাঠকারী তার সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেক নামাযের পর সে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহাম্‌দু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার বলবে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৬৫৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১২৩৭]

অধ্যায়– ৯৩: অন্য আরেক প্রকার তাসবীহ ٩٣ – بَابُ نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ " .

১৩৫০. যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদিন) সাহাবায়ে কিরামকে আদেশ করা হলো– তারা যেন প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে। এরপর যাইদ ইবনু সাবিত (রা.)-এর স্বপ্নে এক আনসারী সাহাবী উপনীত হয়ে যাইদ (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলা হলো, তোমাদের কি রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ঐ আনসার বললেন, তোমরা ঐ তাসবীহগুলোকে ২৫ বার করে পড়বে এবং তাতে লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহুকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিবে। যখন ভোর হলো তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমরা তাসবীহগুলোকে অনুরূপভাবেই পড়বে। [সহীহ। মিশকাত হা. ৯৭৩]

١٣٥١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ قِيلَ لَهُ بِأَىِّ شَىْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ؟ قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ . قَالَ سَبِّحُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاحْمَدُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَكَبِّرُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَهَلِّلُوا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " افْعَلُوا كَمَا قَالَ الأَنْصَارِيُّ ".

১৩৫১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তোমাদের নাবী ﷺ কিসের আদেশ করেছেন? সে বলল, আমাদের নাবী ﷺ ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলতে আদেশ করেছেন। এ হলো একশত বার। সে বলল, তোমরা ২৫ বার সুবহানাল্লাহ, ২৫ বার আলহামদু লিল্লাহ, ২৫ বার আল্লাহু আকবার এবং ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তাও একশত বার হবে। যখন সকাল হলো ঐ ব্যক্তি স্বপ্ন বৃত্তান্ত নাবী ﷺ-কে জানাল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা তাসবীহ অনুরূপই বলবে, যেরূপ আনসারী ব্যক্তি বলেছেন। [হাসান সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।]

অধ্যায়- ৯৪: আর এক প্রকার তাসবীহের সংখ্যা ٩٤- بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ

١٣٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ كُرَيْبًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ تَدْعُو ثُمَّ مَرَّ بِهَا قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ لَهَا: " مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ؟". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَلاَ أُعَلِّمُكِ - يَعْنِي - كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ".

১৩৫২. জুওয়াইরিয়াহ্ বিনতু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তাঁর নিকট দিয়ে গেলেন। তখন তিনি মসিজদে দু'আ করছিলেন। পুনরায় প্রায় দ্বি-প্রহরের সময় তাঁর কাছ দিয়ে গেলেন, তখন তাঁকে বললেন, তুমি তোমার আগের ন্যায় এখনও রয়ে গেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে শিক্ষা দিব না অর্থাৎ এমন কিছু দু'আ যেগুলো তুমি বলবে?

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ. [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৮০৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৭১৮, ৬৭১৯]

অধ্যায়- ৯৫: আর এক প্রকার তাসবীহের সংখ্যা ٩٥ - بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٣٥٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ - عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ أَمْوَالٌ يَتَصَدَّقُونَ وَيُنْفِقُونَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَشْرًا فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِذَلِكَ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ مَنْ بَعْدَكُمْ " .

১৩৫৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু দরিদ্র লোক (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধনীরাও নামায পড়ে থাকে যেমনিভাবে আমরা পড়ে থাকি আর তারাও সিয়াম পালন করে থাকে যেমনিভাবে আমরা পালন করে থাকি, কিন্তু তাদের জন্যে রয়েছে সম্পদ, যা হতে তারা দান-সদাক্বাহ্ করে থাকে এবং গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে থাকে। তখন নাবী ﷺ বললেন, যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন বলবে, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার এবং লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ১০ বার। কারণ, এর দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের সমপর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তী হতে অগ্রগামী হয়ে যেতে পারবে। ['তাহলীল দশবার' এ অংশটি মুনকার; তিরমিযী হা. ৪১১]

অধ্যায়- ৯৬: আর এক প্রকার তাসবীহের সংখ্যা ٩٦ - بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" .

১৩৫৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর একশত বার সুবহানাল্লাহ এবং একশত বার লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যদিও তা সাগরের ফেনাসম হয়। [সানাদ সহীহ]

৯৭ – بَابُ عَقْدِ التَّسْبِيحِ অধ্যায়- ৯৭: তাসবীহ্ গণনা করা

١٣٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الذَّارِعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ .

১৩৫৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি তাসবীহ্ গণনা করতেন। [সহীহ। ১৩৪৮ নং হাদীস বর্ণিত হয়েছে।]

৯৮ – بَابُ تَرْكِ مَسْحِ الْجَبْهَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ অধ্যায়- ৯৮: সালাম ফিরানোর পর কপাল না মোছা

١٣٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً .

১৩৫৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসের মধ্যবর্তী দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যখন বিশতম রাত অতিবাহিত হওয়ার এবং একবিংশতম রাতের আসার সময় হত তিনি তাঁর ঘরে ফিরে আসতেন এবং তাঁর সাথে যারা ই'তিকাফ করতেন তারাও ফিরে আসতেন। অতঃপর তিনি অন্য এক মাসে, যে মাসে ই'তিকাফ করেছিলেন ঐ রাতেও রয়ে গেলেন, যে রাতে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন এবং লোকদের সামনে খুত্‌বাহ্ দিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করলেন, অতঃপর বললেন, আমি এ মধ্যবর্তী দশদিন ই'তিকাফ করতাম, পরে আমার কাছে প্রকাশ পেল যে, আমি এ শেষ দশ দিনও ই'তিকাফ করি, অতএব যারা আমার সাথে গত মধ্যবর্তী দশদিন ই'তিকাফ করেছে তাঁরা স্বীয় ই'তিকাফের স্থানে স্থির থাকবে। আমি এ লাইলাতুল ক্বদ্‌রকে স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, অতএব তোমরা তা এ শেষ দশ রাতের প্রত্যেক বেজোড় রাতে সন্ধান কর। স্বপ্নে আমাকে দেখলাম যে, আমি পানি এবং কাদার মধ্যে সাজদাহ্ করতেছি। আবূ সা'ঈদ (রা.) বলেন, আমাদের উপর একবিংশ তম রাতে বৃষ্টি হলো, বৃষ্টির পানি মাসজিদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায পড়ার স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি তাঁর দিকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ফজরের নামায হতে সালাম ফিরায়ে নিয়েছেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল পানি ও কাদা দ্বারা আপ্লুত ছিল। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১০৯৫ হাদীসে এর অংশবিশেষ বর্ণিত হয়েছে।]

৯৯ – بَابُ قُعُودِ الإِمَامِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অধ্যায়- ৯৯: সালাম ফিরানোর পর ইমামের তাঁর নামাযের স্থানে বসে থাকা

١٣٥٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

১৩৫৭. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাযের পর তাঁর নামাযের স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪১০]

١٣٥٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ كُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَيَتَحَدَّثُ أَصْحَابُهُ يَذْكُرُونَ حَدِيثَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيُنْشِدُونَ الشِّعْرَ وَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ .

১৩৫৮. সিমাক ইবনু হার্ব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.)-কে বললাম, আপনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উঠা-বসা করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামায পড়তেন, তাঁর নামাযের জায়গায় সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। তখন তাঁর সাহাবীগণের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তাঁরা জাহিলী যুগের ঘটনাসমূহের আলোচনা করতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং হাসাহাসিও করতেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসতেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩০২০]

অধ্যায়– ১০০: নামায পড়ার শেষে ফিরে বসা ١٠٠ - بَابُ الاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

١٣٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي، أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

১৩৫৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যখন নামায শেষ করি তখন কিভাবে ফিরে বসব? আমার ডান দিকে না আমার বাম দিকে? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা অধিকাংশ সময় দেখেছি তা হলো তিনি তাঁর ডান দিকে ফিরে বসতেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫১৯]

١٣٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .

১৩৬০. আসওয়াদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শয়তানের জন্যে তার মনে কোন অংশ না রাখে এরূপ মনে করে যে, তার জন্যে (নামায শেষে) ডান দিকে ফিরাই জরুরী। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তাঁর অধিকাংশ ফিরে বসা তাঁর বাম দিকেই হত। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৯৩০; বুখারী হা. ৮৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫১৭]

١٣٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، أَنَّ مَكْحُولاً، حَدَّثَهُ أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ الأَجْدَعِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَيُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.

১৩৬১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে, খালি পায়ে ও জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে এবং নামায শেষে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরে বসতে দেখেছি। [সানাদ সহীহ]

١٠١ - بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَنْصَرِفُ فِيهِ النِّسَاءُ مِنَ الصَّلاَةِ

অধ্যায়– ১০১ মহিলারা নামায শেষে যখন ফিরে যাবে

١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَجْرَ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ انْصَرَفْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَلاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

১৩৬২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়ত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরাতেন তখন তারা চাদর মুড়ি দেয়া অবস্থায় ফিরে যেত। তাদেরকে অন্ধকারের কারণে চেনা যেত না। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম; ৫৪৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٠٢ – بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الإِمَامِ بِالاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ

অধ্যায়- ১০২ নামায শেষে ফিরে যাওয়ার সময় ইমামের অগ্রে গমনের নিষেধাজ্ঞা

١٣٦٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ " إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي" . ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا" . قُلْنَا مَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ" .

১৩৬৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন, অতঃপর তিনি আমাদের দিকে তাঁর চেহারা ফিরায়ে বললেন, আমি হলাম তোমাদের ইমাম। অতএব, তোমরা রুকূ'তে আমার আগে যাবে না। সাজদাতেও না, দাঁড়ানোতেও না এবং শেষ করার সময়েও না। কেননা, আমি তোমাদেরকে আমার সামনের দিক থেকেও দেখি এবং পিছনের দিক থেকেও। এরপর তিনি বললেন, ঐ আল্লাহর কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমরা ঐ জিনিস দেখতে যা আমি দেখেছি, তা হলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। আমরা বললাম, আপনি কি দেখেছেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৮৫৬]**

١٠٣ – بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ

অধ্যায়- ১০৩: ইমাম নামায শেষ করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায পড়ে তার সাওয়াব

١٣٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ . قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ". قَالَ: ثُمَّ كَانَتِ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا بَقِيَ ثُلُثٌ مِنَ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ. قَالَ دَاوُدُ: قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ.

১৩৬৪. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক রমাযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সিয়াম পালন করলাম, সে রমাযানে তিনি আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র নামায পড়লেন না, যতদিন পর্যন্ত না মাসের সাতদিন অবশিষ্ট রইল; তখন তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহের নামায পড়লেন। তাতে রাতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর যখন ছয়দিন বাকি রইল, তখন তিনি আমাদের নিয়ে তারাবীহ্‌র নামায পড়লেন না। তারপর যখন ছয়দিন বাকি রইল, তখনও তিনি আমাদের সাথে তারাবীহ্‌র নামায পড়লেন না। পরে যখন পাঁচ দিন বাকি রইল আবার তিনি আমাদের সাথে তারাবীহের নামায আদায় করলেন এবং তাতে রাতের প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে পুরো রাত তারাবীহ্‌র নামায পড়তেন! তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি যখন ইমাম সালাম ফিরায়ে নামায হতে বের হওয়া পর্যন্ত তার সাথে নামায পড়ে তার জন্যে এক পূর্ণ রাত নামায পড়ার সওয়াব লেখা হয়। অতঃপর যখন

চারদিন বাকি রইল তিনি তখন আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহের নামায পড়লেন না। অতঃপর যখন মাসের তিনদিন বাকি রইল, তিনি তাঁর কন্যা এবং বিবিদের কাছে লোক পাঠালেন এবং সাহাবীগণকে একত্র করলেন এবং আমাদের নিয়ে তারাবীহের নামায এমনিভাবে পড়লেন যে, আমরা ভয় পেয়ে গেলাম আমরা ফালাহ-এর সময় না হারিয়ে ফেলি। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে ঐ মাসের আর কোনদিন তারাবীহের নামায পড়েননি। রাবী দাঊদ (র.) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, ফালাহ-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সাহরী খাওয়া। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩২৭]**

١٠٤ – بَابُ الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ فِي تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ

অধ্যায়– ১০৪: ইমামের জন্যে মুসাল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার অনুমতি

١٣٦٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ سَرِيعًا حَتَّى تَعَجَّبَ النَّاسُ لِسُرْعَتِهِ فَتَبِعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: " إِنِّي ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الْعَصْرِ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ " .

১৩৬৫. 'উক্ববাহ্ ইবনু হারিস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সঙ্গে মাদীনাতে একবার 'আস্‌রের নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি সালাম ফিরায়ে দ্রুত মুসাল্লীদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন। মুসাল্লীরা তাঁর দ্রুততায় আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল, তাঁর কিছু সাহাবী তাঁকে অনুসরণ করলেন। পরে তিনি তাঁর কোন এক বিবির কাছে গিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, 'আস্‌রের নামায পড়া অবস্থায় আমার কাছে থাকা কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ল। আমি সমীচীন মনে করলাম না যে, সেগুলো আমার কাছে রাতে থাকুক। অতএব, আমি সেগুলো বণ্টন করে দেয়ার আদেশ দিয়ে এলাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ৮৫১, ১২২১]**

١٠٥ – بَابٌ: إِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ هَلْ صَلَّيْتَ؟ هَلْ يَقُولُ: لاَ؟

অধ্যায়– ১০৫: যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি নামায পড়েছ? তখন সে কি না বলবে?

١٣٦٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَوَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا " . فَنَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

১৩৬৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) খন্দকের যুদ্ধের দিন সূর্যাস্তের পর কাফির কুরাইশদের গালমন্দ করতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি 'আস্‌রের নামায না পড়তেই সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও তো উক্ত নামায পড়িনি। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বুত্হান নামক স্থানে অবতরণ করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের জন্যে ওযূ করলেন, আমরাও নামাযের জন্যে ওযূ করলাম। এরপর তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর 'আস্‌রের নামায পড়লেন। পরে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ৫৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা.]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٤-كِتَابُ الْجُمَعَة

পর্ব- ১৪: জুমু'আহ্

অধ্যায়- ১: জুমু'আর নামায ফরয হওয়া ١ - بَابُ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ

١٣٦٧ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ - يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ " .

১৩৬৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমরা হলাম দুনিয়াতে পশ্চাৎবর্তী এবং আখিরাতে হব অগ্রবর্তী। তবে এতটুকু ব্যতিক্রম যে, আমাদের আগে তাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল এবং আমাদেরকে তাদের পরে কিতাব দেয়া হয়েছে। এ জুমু'আর দিন, যে দিনের সম্মান করা আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফরয করেছিলেন, তারা তাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেদিন অর্থাৎ জুমু'আর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। অতএব সে দিনের ব্যাপারে অন্যান্য মানুষ হবে আমাদের অনুসারী। ইয়াহূদীরা আগামীকাল (শনিবার) এবং নাসারারা এর পরবর্তী দিন (রবিবার) সম্মান করবে। **[সহীহ। তা'লীক 'আলা বিদাইয়াতিস সূল ৪৯]**

١٣٦٨ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَضَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ لَنَا تَبَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ " .

১৩৬৮. আবূ হুরাইরাহ্ ও হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জুমু'আর দিন সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তীদের ভ্রষ্টতায় রেখেছিলেন, সুতরাং তা ইয়াহূদীদের জন্যে ছিল শনিবার এবং নাসারাদের জন্যে রবিবার। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জুমু'আর বিষয়ে সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন এবং আমাদের জন্যে জুমু'আর দিন শুক্রবার, ইয়াহূদীদের জন্যে শনিবার এবং নাসারাদের জন্যে রবিবার ঠিক করলেন। অনুরূপভাবে তারা ক্বিয়ামাতের দিনেও আমাদের অনুসারী হবে। আমরা দুনিয়ায় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে হব তাদের পশ্চাৎবর্তী এবং ক্বিয়ামাতের পরিপ্রেক্ষিতে হব তাদের অগ্রবর্তী; যা সৃষ্টির পূর্বে তাদের জন্যে ঠিক হয়েছে। **[সহীহ। তা'লীক 'আলা বিদাইয়াতিস সূল ৪৯/১৭]**

٢ - بَابُ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ২: জুমু'আয় উপস্থিত না হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কবাণী

١٣٦٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ".

১৩৬৯. আবুল জা'দ আয্-যামরী (রা.)-এর সূত্রে যিনি নাবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন– নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি জুমু'আহ্ তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে মোহর মেরে দেন। **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২২৫]**

١٣٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لاَحِقٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ " .

১৩৭০. ইবনু 'আব্বাস এবং ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের ধাপের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলেছেন, হয় মানুষ জুমু'আহ্ ছেড়ে দেয়া হতে ক্ষান্ত থাকবে, না হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন এবং তারা গাফিলদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে। **[সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ২৯৬৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৭৯]**

١٣٧١ - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

১৩৭১. নাবী ﷺ-এর বিবি হাফ্সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, জুমু'আর জন্যে মধ্যাহ্নের পরে যাত্রা করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপরে ওয়াজিব। **[সহীহ। তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ১৭২১; সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৩৬৯]**

٣ - بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অধ্যায়– ৩: বিনা কারণে জুমু'আহ্ ত্যাগ করার কাফ্ফারাহ্

١٣٧٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ ".

১৩৭২. সামুরাহ্ ইবনু জুন্দুব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা কারণে জুমু'আহ্ ছেড়ে দেয় সে যেন একটি দীনার সাদাক্বাহ্ করে, আর যদি তা না পায় তাহলে যেন অর্ধ দীনার সাদক্বাহ্ করে। **[য'ঈফ। মিশকাত হা. ১৩৭৪; য'ঈফ আবূ দাঊদ হা. ১৯৫-১৯৮]**

অধ্যায়– ৪: জুমু'আর দিনের ফযীলতের বিবরণ ٤ – بَابُ ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٣٧٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا " .

১৩৭৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দিনসমূহে সূর্য উদিত হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমু'আর দিন। সেদিন আদম ('আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সেদিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল এবং সেদিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৪৯২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৫৩]**

٥ – بَابُ إِكْثَارِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ৫: জুমু'আবারে নাবী ﷺ-এর উপরে বেশি পরিমাণে দুরূদ পড়া

١٣٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ أَىْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ . قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ " .

১৩৭৪. আওস ইবনু আওস (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের সকল দিনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হলো জুমু'আর দিন, সেদিন আদম ('আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেদিনেই তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিনেই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সেদিনেই ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে। অতএব, তোমরা (এদিনে) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ পড়। কারণ, তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদের দুরূদ আপনার কাছে পেশ করা হবে। যেহেতু আপনি (এক সময়) ওফাত পেয়ে যাবেন অর্থাৎ, তাঁরা বললেন, আপনার দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মাটির জন্যে নবীগণের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৮৫]**

অধ্যায়– ৬: জুমু'আবারে মিসওয়াক করার আদেশ ٦ – بَابُ الأَمْرِ بِالسِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٣٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ". إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ " وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ".

১৩৭৫. আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপরে জুমু'আবার গোসল করা জরুরী এবং মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো তার জন্যে যা সম্ভব হয়। কিন্তু (রাবী) বুকাইর (র) 'আবদুর রহমান (র.)-এর কথা উল্লেখ করেন নি এবং সুগন্ধির ব্যাপারে বলেছেন, যদিও তা মেয়ে লোকের ব্যবহার্য সুগন্ধি থেকেও হয়। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৭১; সহীহ আল-জামি' ৪০৫৩; বুখারী ও মুসলিমেও অনুরূপ অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৭: জুমু'আবারে গোসল করার নির্দেশ ٧ – بَابُ الأَمْرِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٣٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".

১৩৭৬. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আতে আসে তখন সে যেন গোসল করে নেয়। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৮৮; বুখারী হা. ৮৭৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২৮]**

অধ্যায়– ৮: জুমু'আর দিনে গোসল করা জরুরী হওয়া ٨ – بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

১৩৭৭. আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমু'আর দিনের গোসল সকল বালেগ ব্যক্তির উপরে আবশ্যক। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৮৯; বুখারী হা. ৮৭৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৩৪]**

١٣٧٨ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ " .

১৩৭৮. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপরে প্রত্যেক সাত দিনের একদিন গোসল করা জরুরী এবং সেদিনই হলো জুমু'আর দিন। **[পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/১৭৩]**

অধ্যায়– ৯: জুমু'আর দিন গোসল না করার অনুমতি ٩– بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ فَإِذَا أَصَابَهُمُ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَوَلاَ يَغْتَسِلُونَ " .

১৩৭৯. 'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আলা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্র (রা.) হতে শুনেছেন যে, তাঁরা জুমু'আর দিনের গোসল সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর কাছে আলোচনা করলে তিনি বললেন, তখন লোকজন গ্রামে বাস করত, অতএব তারা জুমু'আয় এমন অবস্থায় উপস্থিত হত যে, জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ততার কারণে তাঁদের শরীরে ময়লা লেগে থাকত, যখন তাদের শরীরে হাওয়া লাগত, তাদের হাওয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যেত, যাতে লোকজনের কষ্ট হত। ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হলে তিনি বললেন, তারা গোসল করে না কেন? **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৩৭৮; বুখারী হা. ৯০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৩৫]**

١٣٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ كِتَابًا وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৩৮০. সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ওযূ করে তা তার জন্যে যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ আর যে ব্যক্তি গোসল করে তবে তা অধিকতর উত্তম কাজ। আবূ 'আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, হাসান সামুরাহ্ (রা.)-এর পাণ্ডুলিপি হতে হাদীস বর্ণনা করেন। কেননা হাসান সামুরাহ্ হতে 'আক্বীক্বার হাদীস ব্যতীত কোন হাদীস শুনেন নি। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৯১]**

Contents

অধ্যায়- ১০: জুমু'আর দিনে গোসল করার ফযীলত ١٠ – بَابُ فَضْلِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٣٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا".

১৩৮১. আওস ইবনু আওস (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মাথা এবং শরীর ধুয়ে ভালভাবে গোসল করে এবং জুমু'আর সময়ের প্রথম দিকেই মাসজিদে যায় এবং খুত্বাহ্ শুরু থেকেই শুনতে পায় ও ইমামের কাছাকাছি হয়ে বসে এবং কোন অনর্থক কাজ না করে তার জন্যে প্রতিটি পদক্ষেপে এক বৎসর আমল করার সওয়াব হবে অর্থাৎ এক বৎসর সিয়াম পালন করা এবং নামায পড়ার। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৮৭]**

অধ্যায়- ১১: জুমু'আর জন্যে সাজ-গোজ ١١ – بَابُ الْهَيْئَةِ لِلْجُمُعَةِ

١٣٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِثْلُهَا فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ .

১৩৮২. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) এক জোড়া কাপড় দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ﷺ)! যদি আপনি এ পোশাক জোড়াটি খরিদ করতেন এবং জুমু'আর দিনে ও যখন কোন প্রতিনিধি দল আপনার কাছে আসে তখন পরতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ জোড়া কাপড় তারাই পরিধান করবে যাদের জন্যে আখিরাতে কোন অংশ নেই। অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুরূপ কাপড় হাদিয়্যা আসলে তিনি 'উমার (রা.)-কে সেখান হতে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দিলেন, তখন 'উমার (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ কাপড় তো আমাকে দিলেন অথচ আপনি উতারিদের কাপড় জোড়া সম্পর্কে যা যা বলার বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাকে তা পরিধান করার জন্যে দেই নি। তখন 'উমার (রা.) উক্ত কাপড় জোড়া তাঁর মক্কার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২৭৮; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৮৭; বুখারী হা. ৮৮৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫২৪০]**

١٣٨٣ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكَ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ " .

১৩৮৩. আবূ সা'ঈদ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে গোসল প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপরে জরুরী আর মিসওয়াক করা এবং যতটুকু সুগন্ধি ব্যবহার করা তার ক্ষমতায় কুলায়। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩৭১; বুখারী হা. ৮৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৩৭]**

অধ্যায়- ১২: জুমু'আর জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত ١٢ – بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

١٣٨٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الأَشْعَثِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَوْسَ بْنَ أَوْسٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَغَدَا وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ".

১৩৮৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আওস ইবনু আওস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে মাথা ও শরীর ধুয়ে উত্তম রূপে গোসল করে জুমু'আর সময়ের প্রথম ওয়াক্তেই মাসজিদে যায়, কোন বাহনে আরোহণ না করে পায়ে হেঁটেই মাসজিদে যায় এবং ইমামের কাছাকাছি হয়ে বসে, নিশ্চুপ হয়ে খুত্‌বাহ্ শুনে ও কোন অনর্থক কাজ না করে, তার জন্যে প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বৎসর আমল করার নেকী হবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৮৭]

অধ্যায়– ১৩: জুমু'আয় সকাল সকাল যাওয়া ١٣ – بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

١٣٨٥ - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَكَتَبُوا مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَتِ الْمَلاَئِكَةُ الصُّحُفَ" . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي شَاةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةً " .

১৩৮৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, যখন জুমু'আর দিন হয় তখন ফেরেশতাগণ মাসজিদের দরজাসমূহে বসে যান এবং যারা জুমু'আর জন্যে আসতে থাকেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এরপর যখন ইমাম খুত্‌বাহ্ দেয়ার জন্যে বের হয়ে আসেন ফেরেশতাগণ খাতা বন্ধ করে দেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর) জুমু'আর প্রথম প্রহরে আগমনকারী একটি উট সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায় এরপরে আগমনকারী একটি গরু সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায় এরপরে আগমনকারী একটি বকরী সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায়, অতঃপর আগমনকারী একটি হাঁস সদকারীর ন্যায়, এরপর আগমনকারী একটি মুরগী সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায়, এরপর আগমনকারী একটি ডিম সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায় নেকী পাবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ৮৬৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٣٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلاَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا " . حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ .

১৩৮৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র হাদীসকে সনদ সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। নাবী ﷺ বলেন যে, জুমু'আর দিনে মাসজিদের দরজাসমূহের প্রত্যেক দরজায় ফেরেশতাগণ বসে থাকেন। তাঁরা মর্যাদা অনুসারে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকেন। প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে, অতঃপর যখন ইমাম খুত্‌বাহ্ দেয়ার জন্যে বের হয়ে আসেন তখন তাঁদের খাতা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং তাঁরা খুত্‌বাহ্ শুনতে থাকেন। অতএব, (সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর) জুমু'আয় প্রথম আগমনকারী একটি উট সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায়, এরপর আগমনকারী একটি গরু সাদাক্বাহ্‌কারীর মতো, এরপর আগমনকারী একটি ভেড়া সাদাক্বাহ্‌কারীর ন্যায় সওয়াব পাবে। এমনকি তিনি মুরগী এবং ডিমের কথাও উল্লেখ করেছেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ فَالنَّاسُ فِيهِ كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ دَجَاجَةً وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ عُصْفُورًا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً " .

১৩৮৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ জুমু'আর দিনে মাসজিদের দরজাসমূহে বসে থাকেন, তাঁরা মর্যাদা অনুসারে মানুষের নাম লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। ফলে কতক মানুষ সে তালিকায় উট সাদাক্বাহ্কারীর ন্যায়, কতক মানুষ গরু সাদাক্বাহ্কারীর ন্যায়, কতক মানুষ বকরী সাদাক্বাহ্কারীর ন্যায়, কতক মানুষ মুরগী সাদাক্বাহ্কারীর ন্যায়, কতক মানুষ চড়ুই সাদাক্বাহ্কারীর ন্যায় এবং কতক মানুষ ডিম সাদাক্বাহ্কারীর ন্যায়। **[হাসান সহীহ। তবে হাদীসে উল্লেখিত عصفور শব্দটি মুনকার। সঠিক হল– دجاجة]**

অধ্যায়– ১৪: জুমু'আর সময় ١٤– بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ " .

১৩৮৮. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে সহবাসের পরে শরীর পবিত্র করার জন্যে গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর প্রথম মুহূর্তে মাসজিদে যায়, সে যে একটি উট সাদাক্বাহ্ করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় মুহূর্তে মাসজিদে যায়, সে যেন একটি গরু সাদাক্বাহ্ করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় মুহূর্তে মাসজিদে যায় সে যে একটি মুরগী সাদাক্বাহ্ করল এবং যে ব্যক্তি পঞ্চম মুহূর্তে মাসজিদে গেল সে যেন একটি ডিম সাদাক্বাহ্ করল। যখন ইমাম খুত্বাহ্ দেয়ার জন্যে বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশতাগণ হাজির হয়ে খুত্বাহ্ শুনতে থাকেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৯২; বুখারী হা. ৮৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৪১]**

١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، -وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْجُلاَحِ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " .

১৩৮৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিনে বারোটি মুহূর্তে রয়েছে, এমন কোন মুসলিম বান্দা পাওয়া যাবে না, যে ঐ মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাবে, কিন্তু তাকে তা দেয়া হবে না। অতএব তোমরা ঐ মুহূর্তগুলোকে 'আস্রের পর শেষ সময়ে অনুসন্ধান কর। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৬৩; তা'লীকুর রাগীব হা. ১/২৫১]**

١٣٩٠ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا. قُلْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ .

১৩৯০. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা আমাদের আবাসে ফিরে এসে উটগুলোকে আরাম দিতাম। ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (র.) বলেন, আমি [জাবির (রা.)-কে] প্রশ্ন করলাম– কখন (ফিরে আসতেন)? তিনি বললেন, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে যাওয়ার পর। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৫৯৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৬৬]**

Contents

١٣٩١ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ .

১৩৯১. সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমু'আর নামায পড়তাম। অতঃপর ঘরে ফিরে আসতাম, তখনও দেয়ালের এমন কোন ছায়ার সৃষ্টি হত না, যেখানে আরাম গ্রহণ করা যেতে পারে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১০০; বুখারী হা. ৪১৬৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৭০]**

অধ্যায়– ১৫: জুমু'আর জন্যে আযান দেয়া ١٥ – بَابُ الأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

١٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

১৩৯২. ইবনু শিহাব (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্র এবং 'উমার (রা.)-এর জামানায় জুমু'আর দিনে প্রথম আযান ছিল যখন ইমাম জুমু'আর দিনে মিম্বারের উপরে বসতেন। উসমান (রা.)-এর খিলাফতের জামানায় মানুষের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, তখন 'উসমান (রা.) জুমু'আর দিনে তৃতীয় আযানের নির্দেশ দিলেন, এবং সর্বপ্রথম সে আযান 'যাওরা' নামক জায়গায় দেয়া হয়েছিল। এরপর (অত্র) আযানের ব্যাপারে এ নিয়ম জারি হয়ে গেল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩৫; বুখারী হা. ৯১৬]**

١٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الثَّالِثِ عُثْمَانُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ .

১৩৯৩. ইবনু শিহাব (রহ.) হতে বর্ণিত, সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা.) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মদীনায় মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন 'উসমান (রা.) তৃতীয় আযানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামানায় একটি মাত্র ব্যতীত অন্য আযান ছিল না। আর জুমু'আর দিনে যখন ইমাম (মিম্বারের উপরে) বসতেন তখন উক্ত আযান দেয়া হত। **[সহীহ। বুখারী হা. ৯১৩]**

١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ ثُمَّ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما .

১৩৯৪. সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে যখন মিম্বারের উপরে বসতেন, তখন বিলাল (রা.) আযান দিতেন। অতঃপর যখন তিনি মিম্বার হতে নামতেন তখন ইক্বামাত দিতেন। অতঃপর এরূপ আবূ বাক্র এবং 'উমার (রা.)-এর জামানায়ও (প্রচলিত) ছিল। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٦ – بَابُ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ

অধ্যায়–১৬: জুমু'আবারে ইমামের (খুত্বাহ্ দেয়ার জন্য) বের হওয়ার পরে আগত ব্যক্তির নামায পড়া

١٣٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ". قَالَ شُعْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

Contents

১৩৯৫. 'আমর ইবনু দীনার (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন সময় আসে যে সময় ইমাম (খুত্বাহ্ দেয়ার জন্য) বের হয়ে আসে, তবে সে যেন দু' রাক'আত নামায পড়ে নেয়। রাবী শু'বাহ্ (রা.) বলেন, জুমু'আর দিনে। **[সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১০২৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৯৯]**

অধ্যায়- ১৭: খুত্বাহ্ দেয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানোর স্থান ١٧ – بَابُ مَقَامِ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

١٣٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَسْتَنِدُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ وَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ .

১৩৯৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুত্বাহ্ দিতেন, মাসজিদের খেজুর গাছের স্তম্ভের সাথে ঠেস দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর প্রস্তুত হয়ে গেল এবং তিনি তাতে বসলেন, তখন উক্ত খেজুর গাছের খুঁটিটি উটনীর ন্যায় কাঁদতে লাগল, এমনকি তা মাসজিদের মুসাল্লীরাও শুনেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত খুঁটিটির দিকে নেমে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন উক্ত খুঁটিটি চুপ হয়ে গেল। **[সহীহ। আস্-সহীহাহ্ ২১৭৪; বুখারী হা. ৩৫৮৪-৩৫৮৫]**

অধ্যায়- ১৮: খুত্বাহ্ দেয়ার সময় ইমামের দাঁড়ানো ١٨ – بَابُ قِيَامِ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

١٣٩٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا.

১৩৯৭. কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি একদিন মাসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন 'আবদুর রহমান ইবনু উম্মু হাকাম (রা.) বসে খুত্বাহ্ দিতেছিলেন, তিনি (উপস্থিত মুসাল্লীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা এর দিকে তাকান, ইনি বসে খুত্বাহ্ দিতেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا.

অর্থ: "যখন তারা দেখল ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে গেল"– (৬২ : ১১)। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৭৮]**

অধ্যায়- ১৯: ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার ফযীলত ١٩ – بَابُ الْفَضْلِ فِي الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ

١٣٩٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكَرَ وَغَدَا وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ وَأَنْصَتَ ثُمَّ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا " .

১৩৯৮. আওস ইবনু আওস আস্-সাক্বাফী (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শরীর ও মাথা ধৌত করত উত্তমরূপে গোসল করে ও জুমু'আর দিনে প্রথম সময়েই মাসজিদে গিয়ে ইমামের কাছে বসে আর চুপ হয়ে খুত্বাহ্ শুনে এবং কোন অনর্থক কাজ না করে, তার জন্যে প্রত্যেক পদক্ষেপে এক বৎসর নামায পড়ার এবং সিয়াম পালন করার ন্যায় নেকী হবে। **[সহীহ। ১৩৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ২০: জুমু'আবারে ইমামের মিম্বারে থাকা অবস্থায় মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাওয়া নিষেধ

١٣٩٩ - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُسْرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَانِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَيِ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ".

১৩৯৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জুমু'আবারে তাঁর নিকট বসা ছিলাম, অতঃপর তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙিয়ে এসেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, বসে পড়, তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ! [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ১/২৫৬; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০২৪]

٢١ - بَابُ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِمَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

অধ্যায়– ২১: জুমু'আবারে ইমামের খুত্‌বাহ্ দেয়ার সময় আগত ব্যক্তির নামায পড়া

١٤٠٠ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ". قَالَ: لاَ. قَالَ " فَارْكَعْ ".

১৪০০. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এলো, তখন নাবী ﷺ জুমু'আবারে মিম্বারের উপরে ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি দু' রাক'আত নামায পড়েছ? সে বলল, না; তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি নামায পড়ে নাও। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১১২; আরো পূর্ণাঙ্গরূপে ১৩৯৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়–২২: জুমু'আর দিনে খুত্‌বাহ্ শোনার জন্যে চুপ থাকা ٢٢-بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٤٠١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا".

১৪০১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বাহ্ দেয়ার সময় তার সাথীকে বলল 'চুপ থাক' সে একটি অনর্থক কাজ করল। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১১০; বুখারী হা. ৯৩৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৪৫]

١٤٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ".

১৪০২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তুমি যদি জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বাহ্ দেয়া অবস্থায় তোমার সাথীকে বল 'চুপ কর' তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٢٣ – بَابُ فَضْلِ الإِنْصَاتِ وَتَرْكِ اللَّغْوِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ২৩: জুমু'আর দিনে চুপ থাকা এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার ফযীলত

١٤٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، زِيَادِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْقَرْثَعِ الضَّبِّيِّ، وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ - عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ إِلاَّ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ " .

১৪০৩. সালমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি জুমু'আর দিনে পবিত্রতা অর্জন করে যেভাবে তাকে আদেশ করা হয়েছে, অতঃপর তার ঘর হতে বের হয়ে মাসজিদে চলে যায় এবং নামায শেষ না করা পর্যন্ত চুপ থাকে তার জন্যে এ আমল জুমু'আর পূর্ববর্তী সমুদয় গুনাহের কাফ্ফারাহ্ হয়ে যায়। **[সহীহ। তা'লীকুর রাগীব হা. ১/২৪৭; বুখারী অনুরূপ হা. ৮৮৩]**

অধ্যায়– ২৪: খুতবার প্রকার ٢٤ – بَابُ كَيْفِيَّةِ الْخُطْبَةِ

١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلاَثَ آيَاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا وَلاَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلاَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ .

১৪০৪. 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদেরকে খুত্‌বায়ে হাজাত শিক্ষা দিলেন–

. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অতঃপর তিনটি আয়াত পাঠ করলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا .

অর্থাৎ, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মরিও না– (৩ ঃ ১০২)। "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাঁহাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী

ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন"। (৪ ঃ ১) "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল" (৩৩ ঃ ৭০)। [সহীহ। খুতবাতুল হাজাত ২০-২১]

٢٥ – بَابُ حَضِّ الإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ২৫: ইমামের খুত্বায় জুমু'আর দিনে গোসল করার প্রতি উৎসাহ দেয়া

١٤٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ "إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ".

১৪০৫. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) আমাদের সামনে খুত্বাহ্ দিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়ার জন্যে যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন সে যেন গোসল করে নেয়। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৩৭৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٤٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِ، سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَكَلَّمَ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ .

১৪০৬. ইব্রাহীম ইবনু নাশীত (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু শিহাব (র.)-কে জুমু'আর দিনের গোসল করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'তাহা হলো সুন্নাত'। তিনি আরও বলেন, আমার কাছে এ সম্পর্কে সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ('আবদুল্লাহ) (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে মিম্বারের উপরে আলোচনা করেছেন। [সানাদ সহীহ।]

١٤٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُونَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ بَدَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

১৪০৭. ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি মিম্বারের উপরে দাঁড়ানো অবস্থায় বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে জুমু'আয় আসতে চায় সে যেন গোসল করে নেয়। [সহীহ। ১৪০৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٦ – بَابُ حَثِّ الإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي خُطْبَتِهِ

অধ্যায়– ২৬: ইমামের জুমু'আর দিনে খুত্বায় সাদাক্বাহ্র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٤٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَصَلَّيْتَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ – قَالَ – فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا " . فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ " خُذْ ثَوْبَكَ ".

১৪০৮. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ছেড়া কাপড়ে আসল, তখন নাবী ﷺ খুত্বাহ্ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি নামায পড়েছ? সে বলল না; তিনি বললেন, তুমি দু' রাক'আত নামায পড়ে নাও আর লোকদের সাদাক্বাহ্র প্রতি উৎসাহিত করলেন। তারা কাপড় দান করল, তিনি সেখান হতে তাকে দু'টি কাপড় দিলেন। দ্বিতীয় জুমু'আয় ঐ ব্যক্তি আসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বাহ্ দিতেছিলেন– তিনি লোকদের সাদাক্বাহ্র প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। রাবী বলেন, ঐ ব্যক্তিও তার দু' কাপড়ের একটা সাদাক্বাহ্ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি গত জুমু'আয় ছিন্ন বস্ত্রে এসেছিল, তখন আমি লোকদের সাদাক্বাহ্ করার আদেশ দিয়াছিলাম, তারা কাপড় দান করেছিল, তখন আমি তাকে সেখান হতে দু'টা কাপড় দেয়ার আদেশ দিয়েছিলাম। এরপর এ ব্যক্তি এখন আসল, এবং আমি লোকদের সাদাক্বাহ্র আদেশ দিলাম, তো লোকটি তার দু'টি কাপড় থেকে একটি দান করে দিল। নাবী ﷺ তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, তুমি তোমার কাপড় নিয়ে নাও। **[হাসান। তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ১৭৯৯]**

٢٧ – بَابُ مُخَاطَبَةِ الإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ

অধ্যায়– ২৭: ইমাম মিম্বারে থাকাবস্থায় মুসাল্লীদের সম্বোধন করা

١٤٠٩ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: "صَلَّيْتَ؟". قَالَ: لاَ. قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ".

১৪০৯. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) নাবী ﷺ জুমু'আর দিনে খুত্বাহ্ দেয়ার সময় এক ব্যক্তি আগমন করল। নাবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি নামায পড়েছো? সে বলল, না; তিনি বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং নামায পড়। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৪০০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٤١٠ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، إِسْرَائِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ مَعَهُ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ: "إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيمَتَيْنِ".

১৪১০. আবূ বাক্রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারের উপর দেখেছি এবং ইমাম হাসান (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে তাকাচ্ছিলেন, আর একবার হাসান (রা.)-এর দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, নিশ্চয়ই আমার এ দৌহিত্র সর্দার হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তাকে দিয়ে মুসলিমদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৪০৪৪; ইরউয়াউল গালীল ১৫৯৭]**

অধ্যায়– ২৮: খুত্বায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ٢٨ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ

١٤١١ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ – عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنَةِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: حَفِظْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

১৪১১. হারিসাহ্ ইবনু নু'মান (রা.)-এর কন্যা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি "ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ", রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ থেকে মুখস্থ করেছিলাম, যখন তিনি জুমু'আর দিনে মিম্বারের উপরে ছিলেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৯২/ক]**

অধ্যায়- ২৯: খুত্‌বায় ইশারা করা ٢٩ - بَابُ الإِشَارَةِ فِي الْخُطْبَةِ

١٤١٢ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَسَبَّهُ عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ وَقَالَ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ .

১৪১২. হুসাইন (র.) হতে বর্ণিত, বিশ্‌র ইবনু মারওয়ান (রা.) জুমু'আর দিনে মিম্বারের উপরে থাকাবস্থায় উভয় হাত উঠালেন, তখন তাঁকে 'উমারাহ্ ইবনু রুওয়াইবাহ্ আস্-সাক্বাফী (রা.) তিরস্কার করে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর থেকে বেশি কিছু করেন নি, আর তাঁর তর্জনি দ্বারা ইশারা করলেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫২০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৯৩]

٣٠ - بَابُ نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَقَطْعِهِ كَلاَمَهُ وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়- ৩০: জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বাহ্ শেষ করার পূর্বে মিম্বার থেকে নেমে যাওয়া এবং তাঁর খুত্‌বাহ্ বন্ধ করা, অতঃপর আবার তা শুরু করা

١٤١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ فِيهِمَا فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَحَمَلَهُمَا ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: " صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلاَمِي فَحَمَلْتُهُمَا " .

১৪১৩. বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ খুত্‌বাহ্ দিতেছিলেন এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রা.) আসলেন; তাঁদের পরিধানে দু'টি লাল জামা ছিল। তাঁরা দুর্বলতা হেতু এদিকে-ঐদিক পড়ে যাচ্ছিলেন, তাই নাবী ﷺ নেমে আসলেন এবং তাঁর খুত্‌বাহ্ বন্ধ করে দিলেন। তিনি তাঁদের উভয়কে তুলে নিলেন ও মিম্বারের উপরে ফিরে আসলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্যে পরীক্ষা (৬৪:১৫)। আমি তাদের দু' জনকেই দেখলাম যে, তাদের জামা নিয়ে তারা এদিক-ওদিক পড়ে যাচ্ছিল, কাজেই আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না, আমি আমার খুত্‌বাহ্ বন্ধ করে দিলাম এবং তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৬০০]

অধ্যায়- ৩১: খুত্‌বার সংক্ষেপকরণ মুস্তাহাব হওয়া ٣١ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ

١٤١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُقَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِّكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْوَ وَيُطِيلُ الصَّلاَةَ وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ وَلاَ يَأْنَفُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ الْحَاجَةَ .

১৪১৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক পরিমাণে যিক্‌র করতেন এবং অনর্থক কাজ একেবারেই করতেন না। আর নামায দীর্ঘ করতেন ও খুত্‌বাহ্ সংক্ষেপ করতেন। তিনি বিধবা ও গরীবদের সাথে চলা-ফেরায় সংকোচবোধ করতেন না; যাতে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। [সহীহ। রাওযুন নাযীর ৩৭১]

অধ্যায়- ৩২: কয়টি খুত্বাহ্ দিবে? ٣٢ – بَابُ كَمْ يَخْطُبُ

١٤١٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: جَالَسْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ إِلاَّ قَائِمًا وَيَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الآخِرَةَ .

১৪১৫. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে উঠাবসা করেছি। আমি তাঁকে দাঁড়ানো অবস্থা ছাড়া কখনও খুত্বাহ্ দিতে দেখি নি। তিনি বসতেন, পুনরায় দাঁড়িয়ে যেতেন ও দ্বিতীয় খুত্বাহ্ পাঠ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১০৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৭৩]

অধ্যায়- ৩৩: দু' খুত্বার মাঝে বসার দ্বারা পৃথক করা ٣٣ – بَابُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالْجُلُوسِ

١٤١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ .

১৪১৬. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি খুত্বাহ্ দিতেন দাঁড়ানো অবস্থায় এবং উভয়ের মাঝে বসার দ্বারা পৃথক করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১০৩; বুখারী হা. ৯২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৭১]

٣٤ – بَابُ السُّكُوتِ فِي الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অধ্যায়- ৩৪: দু' খুত্বার মাঝখানে বসা অবস্থায় চুপ থাকা

١٤١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ – قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ .

১৪১৭. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে দাঁড়ানো অবস্থায় খুত্বাহ্ দিতেন এরপর বসতেন, যে বসাতে কথা বলতেন না। আবার দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দ্বিতীয় খুত্বাহ্ দিতেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট বর্ণনা করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসাবস্থায় খুত্বাহ্ দিতেন তা হলে সে মিথ্যা বলল। [হাসান। সহীহ আবু দাউদ হা. ১০০৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৭৩]

٣٥ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

অধ্যায়- ৩৫: দ্বিতীয় খুত্বায় কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা এবং যিক্র করা

١٤١٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلاَتُهُ قَصْدًا .

১৪১৮. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দিতেন, অতঃপর বসতেন, আবার দাঁড়াতেন ও কিছু আয়াত পাঠ করতেন এবং আল্লাহ তা'আলার যিক্র করতেন। আর তাঁর খুত্বাহ্ হত পরিমিত আকারের এবং তাঁর নামায হত মধ্যম প্রকারের। [হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১১০৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৮০]

٣٦ – بَابُ الْكَلَامِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ
অধ্যায়– ৩৬: মিম্বার হতে নামার পরে কথা বলা এবং দাঁড়ানো

١٤١٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فَيُكَلِّمُهُ فَيَقُومُ مَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي .

১৪১৯. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার হতে নামার পর কেউ তাঁর সামনে আসলে তিনি তার সাথে কথা বলতেন এবং নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতেন, অতঃপর তাঁর নামাযের স্থানে এসে নামায পড়ে নিতেন। [শায। ইবনু মাজাহ হা. ১১১৭; এরূপ ঘটনা 'ইশার নামাযে ঘটেছে।]

٣٧ – بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
অধ্যায়– ৩৭: জুমু'আর নামাযের (রাক'আত) সংখ্যা

١٤٢٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عُمَرُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ .

১৪২০. 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার (রা.) বলেছেন, জুমু'আর নামায দু' রাক'আত, ঈদুল ফিত্‌রের নামায দু' রাক'আত, ঈদুল আযহার নামায দু' রাক'আত এবং সফরের অবস্থার নামাযও দু' রাক'আত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভাষ্য মতে সে দু' রাক'আতই পূর্ণ নামায, সংক্ষেপ নয়। আবূ 'আবদুর রহমান [নাসায়ী (র.)] বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা 'উমার (রা.) হতে হাদীস শুনেন নি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬৩-১০৬৪]

٣٨– بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ
অধ্যায়– ৩৮: জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু'আহ্ এবং মুনাফিকুন পাঠ করা

١٤٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُخَوَّلٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمًا الْبَطِينَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ الم * تَنْزِيلُ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ وَفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ .

১৪২১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিনে ফজরের নামাযে–

الم * تَنْزِيلُ وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ.

–পাঠ করতেন, আর জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু'আহ্ ও সূরা মুনাফিকুন পাঠ করতেন। [সহীহ। মুসলিম। ৯৫৬ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٩ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ
অধ্যায়– ৩৯: জুমু'আর নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى এবং هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করা

١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .

১৪২২. সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى এবং هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৩০; সিফাতুস সালাত।]

٤٠ – بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ . أ

অধ্যায়– ৪০: জুমু'আর নামাযের কিরাআতে নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার পার্থক্য

١٤٢٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .

১৪২৩. 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, যাহ্হাক ইবনু ক্বাইস (রহ.) নু'মান ইবনু বাশীর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, জুমু'আর দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা জুমু'আর পরে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি– هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ পাঠ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯০৭]

١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فَيَقْرَأُ بِهِمَا فِيهِمَا جَمِيعًا .

১৪২৪. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর নামাযে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى এবং هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ তিলাওয়াত করতেন। আর কখনও ঈদ এবং জুমু'আহ্ একত্রিত হয়ে যেত তখন ঈদ এবং জুমু'আর উভয় নামাযে ঐ দু' সূরা তিলাওয়াত করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯০৫]

٤١ – بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ৪১: যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের এক রাক'আত পেল

١٤٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ " .

১৪২৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের এক রাক'আত পেল সে ব্যক্তি জুমু'আহ্ পেল। [জুমু'আহ্ শব্দের উল্লেখ শায। সঠিক হল 'সালাত' ৫৫৩ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٤٢ – بَابُ عَدَدِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায়– ৪২: জুমু'আর পরে মাসজিদে নামাযের সংখ্যা

١٤٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا".

১৪২৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর নামায পড়ে তখন সে যেন তার পরে চার রাক'আত নামায পড়ে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯১৩]

অধ্যায়– ৪৩: জুমু'আর পরে ইমামের নামায পড়া ٤٣ – بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

١٤٢٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ .

১৪২৭. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর পরে কোন নামায পড়তেন না, যতক্ষণ না ঘরে ফিরে আসতেন, এরপর দু' রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩০; বুখারী হা. ৯৩৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯১৭]**

١٤٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .

১৪২৮. সালিমের পিতা (ইবনু 'উমার) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর পরে তাঁর ঘরে দু' রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩১; বুখারী ও মুসলিম পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ৪৪: জুমু'আর পরের দু' রাক'আত নামায দীর্ঘ করা ٤٤ – بَابُ إِطَالَةِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

١٤٢٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ، وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يُطِيلُ فِيهِمَا وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৪২৯. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি জুমু'আর পরে দু' রাক'আত নামায পড়তেন এবং তা দীর্ঘ করতেন। তিনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করতেন। **['দৈর্ঘ্য করতেন' অংশটুকু শায। ইরউয়াউল গালীল ৩/৮৯-৯০]**

٤٥ – بَابُ ذِكْرِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়– ৪৫: ঐ মুহূর্তের বর্ণনা যে মুহূর্তে জুমু'আর দিনে দু'আ কবূল করা হয়

١٤٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ الطُّورَ فَوَجَدْتُ ثَمَّ كَعْبًا فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ ابْنَ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ" . فَقَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ. فَقُلْتُ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الطُّورِ. قَالَ: لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِهِ . قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ " . فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَقُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبًا فَمَكَثْتُ أَنَا وَهُوَ يَوْمًا أُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُحَدِّثُنِي عَنِ التَّوْرَاةِ فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ؟ مَا عَلَى الأَرْضِ

مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُصْبِحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُصِيخَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ ابْنَ آدَمَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " . قَالَ كَعْبٌ: ذَلِكَ يَوْمٌ فِي كُلِّ سَنَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبَ كَعْبٌ . قُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَدَقَ كَعْبٌ: إِنِّي لأَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَقُلْتُ: يَا أَخِي حَدِّثْنِي بِهَا . قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لاَ يُصَادِفُهَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ " . وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةَ صَلاَةٌ؟ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي تُلاَقِيهَا ؟" . قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ كَذَلِكَ.

১৪৩০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার তূর নামক স্থানে আসলাম। সেখানে আমি কা'ব-কে পেলাম, সেখানে আমি এবং তিনি একদিন অবস্থান করলাম। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতাম, আর তিনি আমাকে তাওরাত হতে বর্ণনা করতেন। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তা হলো জুমু'আর দিন। সে দিনে আদম ('আ.)-কে তৈরি করা হয়েছে, সে দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে অবতরণ করানো হয়েছে, সে দিনেই তাঁর তাওবাহ্ কবূল করা হয়েছে, সে দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেই দিনেই ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে। ভূ-পৃষ্ঠে বানী আদম ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই যা জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে না থাকে । সে দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে কোন মু'মিন নামাযে রত থাকা অবস্থায় তা পেয়ে আল্লাহর কাছে যদি সে সময় কোন কিছু চায়, আল্লাহ তাকে নিশ্চয় তা দিবেন। অতঃপর কা'ব বললেন, সে মুহূর্তটা প্রতি বছর একদিনই হয়। আমি বললাম, বরং তা প্রতি জুমু'আর দিনেই হয়। তখন কা'ব তাওরাত হতে পাঠ করলেন, এরপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন, তা প্রত্যেক জুমু'আর দিনেই হয়। তখন আমি বের হলে বাসরাহ ইবনু আবূ বাসরাহ্ আল-গিফারী (রা.)-এর সাথে আমার দেখা হয়। তিনি বললেন, তুমি কোথা হতে এসেছো? আমি বললাম, 'তূর' হতে। তিনি বললেন, যদি তোমার সেখানে যাওয়ার পূর্বে তোমার সাথে আমার দেখা হত, তাহলে তুমি সেখানে যেতে না। আমি তাঁকে বললাম, তুমি এমন কথা কেন বলছো? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনটি মাসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না। মাসজিদে হারাম, আমার মাসজিদ (মাসজিদে নববী) এবং মাসজিদে বাইতুল মাক্বদিস। এরপর আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.)-এর সাথে দেখা করে বললাম, যদি আপনি আমাকে দেখতেন যে, আমি 'তূর' নামক স্থানে গিয়েছি ও কা'ব (রা.)-এর সাথে দেখা করেছি আর আমি এবং তিনি একদিন সেখানে অবস্থান করেছি। আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করে শুনাতাম আর তিনি আমাকে তাওরাত হতে বর্ণনা করে শুনাতেন। তখন আমি তাঁকে বললাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট দিন যাতে সূর্য উদিত হয় জুমু'আর দিন। সে দিন আদম ('আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে দিনেই তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছে, সে দিনেই তাঁর তাওবাহ্ কবূল করা হয়েছে, সে দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং সে দিনেই ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে। ভূ-পৃষ্ঠে বানী আদম ছাড়া এমন কোন জীব-জন্তু নেই, জুমু'আর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে চিৎকার করতে না থাকে। সে দিনে এমন একটি সময় আছে যে কোন মু'মিন নামাযরত অবস্থায় তা পেয়ে আল্লাহর কাছে যদি সে সময় কোন কিছু চায় আল্লাহ তাঁকে তা নিশ্চয় দিবেন। কা'ব (রা.) বলেছেন, সে দিনটি প্রতি বছর একদিনই হয়, তখন 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) বললেন, কা'ব (রা.) মিথ্যা বলেছেন, আমি বললাম, অতঃপর কা'ব তাওরাত পাঠ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রা.) বললেন, কা'ব সত্যই বলেছেন, আমি সে সময়টি সম্পর্কে অবশ্যই জানি। আমি বললাম, হে আমার ভাই! আপনি আমাকে সে মুহূর্তটি সম্পর্কে বর্ণনা

করুন। তিনি বললেন, তা হলো জুমু'আর দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার আগের শেষ সময়। তখন আমি বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেন নি যে, কোন মু'মিন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় তা পায় অথচ সে সময় তো কোন নামায নেই। তিনি বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুন নি যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে এবং বসে বসে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে ব্যক্তি নামাযেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাছে পরবর্তী নামায উপস্থিত হয়। আমি বললাম, কেন নয়? নিশ্চয়! তিনি বললেন, এ সে রকমই। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩৯; ইরউয়াউল গালীল ৭৭৩]**

١٤٣١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " .

১৪৩১. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই জুমু'আর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে কোন মুসলিম বান্দা উক্ত মুহূর্তটি পেয়ে আল্লাহর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে তা নিশ্চয় দিবেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৩৭; বুখারী হা. ৩৯৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮৫০]**

١٤٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ". قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ فَإِنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ .

১৪৩২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবুল ক্বাসিম ﷺ বলেছেন যে, নিশ্চয় জুমু'আর দিনে এমন একটি সময় আছে, কোন মুসলিম বান্দা সে সময়টি পেয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা দিবেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন যে, এ মুহূর্তটা সংকীর্ণ। আবূ 'আব্দুর রহমান (ইমাম নাসায়ী) বলেন, এ হাদীসটি রাবাহ ব্যতীত মা'মার সূত্রে যুহরী হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেন নি। তবে আইয়ূব ইবনু সুওয়াইদ এটি ইউনুস সূত্রে যুহরী (রহ.)-এর বরাতে সা'ঈদ এবং আবূ সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আইয়ূব ইবনু সুওয়াইদ হাদীস শামে পরিত্যক্ত। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٥- كِتَابُ تَقْصِيرِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ

পর্ব-১৫: সফরে নামায সংক্ষিপ্ত করা

١٤٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا" فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ . فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ" .

১৪৩৩. ইয়া'লা ইবনু উমাইয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.)-কে বললাম

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا.

অর্থ: "যদি তোমাদের ভয় হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্যে ফিৎনা সৃষ্টি করবে তবে, নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।" (১৯ : ৪) এখন তো মানুষ (কাফিরদের ফিৎনা থেকে) নিরাপদ আছে! তখন 'উমার (রা.) বললেন, আমিও সে ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করেছি, তুমি যে সম্পর্কে আশ্চর্যবোধ করেছ। তাই আমি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, এ হল একটি দান বিশেষ যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দিয়েছেন; অতএব, তাঁর দানকে কবূল করে নাও। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫৩]**

١٤٣٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৩৪. উমাইয়্যাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-কে বললেন, আমরা তো বাড়িতে অবস্থানকালীন এবং শংকাকালীন সময়ের নামাযের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই, কিন্তু সফরকালীন নামাযের উল্লেখ কুরআনে দেখতে পাই না। তখন ইবনু 'উমার (রা.) তাঁকে বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে মুহাম্মাদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন এমতাবস্থায় যে, আমরা তখন কিছুই জানতাম না। আমরা তদ্রুপই করি যেরূপ মুহাম্মাদ ﷺ-কে করতে দেখতাম। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬৬]**

١٤٣٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ لاَ يَخَافُ إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

১৪৩৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা হতে মদীনা অভিমুখে বের হলেন, তিনি রাব্বুল 'আলামীন ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতেন না। (এতদসত্ত্বেও) তিনি দু' রাক'আতই পড়তেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৫৭]

١٤٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ لاَ نَخَافُ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

১৪৩৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মক্কা মদীনার মধ্যে সফর করতাম, তখন আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতাম না। এতদসত্ত্বেও আমরা নামায দু' রাক'আত করেই পড়তাম। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ السِّمْطِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

১৪৩৭. ইবনুস সিম্‌ত (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.) -কে যুলহুলাইফাতে নামায দু' রাক'আত পড়তে দেখেছি। তখন আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন, আমি তদ্রূপই করব যেরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে করতে দেখেছি। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৬৩]

١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا .

১৪৩৮. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে বের হলাম। তিনি প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত সর্বদাই নামায সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন। তিনি মক্কায় দশদিন অবস্থান করেছিলেন। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৪৮; বুখারী হা. ১০৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৬৫]

١٤٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَبِي أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ، - وَهُوَ السُّكَّرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ رضى الله عنهما .

১৪৩৯. 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে নামায দু' রাক'আত পড়েছি, আর আবূ বক্‌র (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর সাথেও (সফরে) দু' রাক'আত পড়েছি। [সানাদ সহীহ। বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার (রা.) হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যা ১৪৫০ নং হাদীসে বর্ণনা আসবে।]

١٤٤٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرِ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৪৪০. 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর নামায দু' রাক'আত, ঈদুল ফিত্‌রের নামায দু'রাক'আত ঈদুল আযহার নামায দু' রাক'আত আর সফরের নামায দু' রাক'আতই পরিপূর্ণ। অসম্পূর্ণ নয় নাবী ﷺ-এর ভাষ্য মতে। [সহীহ। ১৪২০ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٤٤١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهُوَ ابْنُ عَائِذٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُرِضَتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ أَرْبَعًا وَصَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৪৪১. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নাবী ﷺ-এর ভাষ্য মতে বাড়িতে অবস্থানকালীন নামায চার রাক'আত, আর সফরকালীন নামায দু' রাক'আত এবং শংকাকালীন সময়ে নামায এক রাক'আত ফরয করা হয়েছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৬৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫৫]

١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৪৪২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের নাবী ﷺ-এর ভাষ্য মতে আল্লাহ তা'আলা বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে চার রাক'আত, সফরকালীন দু' রাক'আত এবং শংকাকালীন এক রাক'আত নামায ফরয করেছেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ১: মাক্কায় নামায পড়া ١ - بَابُ الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، فِي حَدِيثِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى، وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ - قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

১৪৪৩. মূসা ইবনু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে বললাম, আমি মাক্কাহ্তে কিভাবে নামায পড়ব যখন আমি জামাআতে নামায না পড়ি? তিনি বলনে, দু' রাক'আত পড়বে, এইটাই আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর সুন্নাত। [সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ২৬৭৬; ইরউয়াউল গালীল ৫৭১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫৭]

١٤٤٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: تَفُوتُنِي الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ، مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ .

১৪৪৪. মূসা ইবনু সালামাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন যে, আমি জামা'আতে নামায পেলাম না, তখন আমি বাত্বহা নামক জায়গায় ছিলাম। এরপর তা কিরূপে আদায় করা ঠিক মনে করেন? তিনি বললেন, দু' রাক'আতে আদায় করবে, এটাই আবূ ক্বাসিম ﷺ-এর সুন্নাত। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ২: মিনায় নামায পড়া ٢ - بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৫. হারিসাহ্ ইবনু ওয়াহ্ব খুযা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নাবী ﷺ-এর সাথে মিনায় দু' রাক'আত নামায পড়েছি। অথচ মানুষ তখন অধিক নিরাপদ ছিল। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৮৮৯; বুখারী হা. ১০৮৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৭৭]

١٤٤٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৬. হারিসাহ ইবনু ওয়াহ্ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে মিনায় দু' রাক'আত নামায পড়লেন, অথচ তখন মানুষ অধিক নিরাপদ ছিল। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُثْمَانَ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ .

১৪৪৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বাক্র (রা.) ও 'উমার (রা.)-এর সাথে মিনায় দু' রাক'আত নামায পড়েছি। আর 'উসমান (রা.)-এর সাথেও দু' রাক'আত আদায় করেছি তাঁর খিলাফতের প্রথম যামানায়। [পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٤٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، ح وَأَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رضى الله عنه — قَالَ: صَلَّيْتُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৮. 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দু' রাক'আত নামায পড়েছি। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৭১২; বুখারী হা. ১০৮৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৭৫]

١٤٤٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৪৯. 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উসমান (রা.) মিনায় চার রাক'আত নামায পড়লেন এবং এ সংবাদ 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর নিকট পৌঁছল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায দু' রাক'আত আদায় করেছি। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٥٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫০. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে মিনায় দু' রাক'আত নামায পড়েছি, আবূ বাক্র (রা.)-এর সাথে এবং 'উমার (রা.)-এর সাথেও নামায দু' রাক'আত পড়েছি। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৫৬৩; বুখারী হা. ১০৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৭১]

١٤٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ وَصَلاَّهَا عُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ .

১৪৫১. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় নামায দু' রাক'আত আদায় করেছেন। আবূ বাক্র (রা.) তা দু' রাক'আত আদায় করেছেন, 'উমার (রা.) দু' রাক'আত পড়েছেন। আর 'উসমান (রা.)ও তা তাঁর খিলাফতের প্রথম যুগে দু' রাক'আত পড়েছেন। [সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٣ - بَابُ الْمَقَامِ الَّذِي يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلاَةُ

অধ্যায়– ৩: যতটুকু দূরত্বে নামায সংক্ষিপ্তভাবে পড়া যায়

١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا. قُلْتُ: هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا .

১৪৫২. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে বের হলাম। তখন তিনি আমাদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত নামায দু' রাক'আত পড়তেন। আমি বললাম, তিনি কি মক্কায় অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা সেখানে দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৪৩৮ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٤٥٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৪৫৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পনের দিন অবস্থান করেছিলেন, সেখানে তিনি নামায দু' রাক'আত দু' রাক'আত পড়তেন। **[১৯ দিন এ মর্মে হাদীসটি সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৭৫; বুখারী হা. ৪২৯৮]**

١٤٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا " .

১৪৫৪. 'আলা ইবনু হাযরামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজির মক্কায় হজ্জ কর্ম সম্পাদনের পর তিন দিন অবস্থান করবে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১৭৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৩১৬১, ৩১৬২, ৩১৬৩]**

١٤٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ نُسُكِهِ ثَلاَثًا " .

১৪৫৫. 'আলা ইবনু হাযরামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, মুহাজির মক্কায় হজ্জ কর্ম সম্পাদনের পর তিন দিন অবস্থান করবে। **[সহীহ। পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٤٥٦ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ . قَالَ " أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ " . وَمَا عَابَ عَلَيَّ .

১৪৫৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'উমরার উদ্দেশে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছে বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি নামায সংক্ষিপ্ত পড়েছেন, আর আমি পরিপূর্ণ আদায় করেছি। আপনি রোযা রাখেন নি, কিন্তু আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, তুমি ভালই করেছ হে 'আয়িশাহ্ (রা.)। তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না। **[মুনকার। ইরওয়াউল গালীল ৩/৮]**

٤ - بَابُ تَرْكِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায়– ৪: সফরের সময় নফল নামায ছেড়ে দেয়া

١٤٥٧ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا . فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَا؟ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ .

১৪৫৭. ওয়াবারাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রা.) সফরে নামায দু' রাক'আতের অধিক পড়তেন না, দু' রাক'আতের আগেও কোন নামায পড়তেন না এবং তার পরেও না। তখন তাঁকে বলা হলো, এ কি রকম নামায? তিনি বললেন, এ রকমই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে করতে দেখেছি। **[পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় হাসান সহীহ।]**

١٤٥٨ - أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ لَهُ فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ قَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ . قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لأَتْمَمْتُهَا صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضى الله عنهم - كَذَلِكَ .

১৪৫৮. 'ঈসা ইবনু হাফ্স (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি এক সফরে ইবনু 'উমার (রা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যুহর এবং 'আস্‌রে দু' রাক'আত করে নামায পড়লেন। তারপর তিনি তার বিছানায় ফিরে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে, মুসাল্লীরা নফল নামায পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, তাঁরা নফল নামায পড়েছে। তিনি বললেন, যদি আমি এ দু' রাক'আত ফরযের পূর্বে বা পরে নফল নামায পড়তাম তা হলে পূর্ণ চার রাক'আত পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে থেকেছি, তিনি সফরে দু' রাক'আতের অধিক পড়তেন না। আমি আবূ বকর (রা.) 'উমার (রা.) ও 'উসমান (রা.)-এরও সাহচর্য লাভ করেছি। তাঁরাও মৃত্যু পর্যন্ত অনুরূপ করতেন। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৫৬৩; বুখারী হা. ১১০২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫৮]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٦-كتاب الكسوف

পর্ব– ১৬: গ্রহণ

١ – بَابُ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ অধ্যায়– ১: সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ

١٤٥٩ – أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ".

১৪৫৯. আবূ বাক্‌রাহ্‌ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র হলো আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যু এবং কারও জন্মের জন্যে তাদের গ্রহণ হয় না, তবে আল্লাহ তা‘আলা এ দু'টি দ্বারা তাঁর বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১০৪৮]

٢ – بَابُ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

অধ্যায়– ২: সূর্য গ্রহণের সময় তাসবীহ, তাকবীর এবং দু‘আ করা

١٤٦٠ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، – وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ – قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَتَرَامَى، بِأَسْهُمٍ لِي بِالْمَدِينَةِ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَجَمَعْتُ أَسْهُمِي وَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ مَا أَحْدَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَأَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنْهَا – قَالَ – ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬০. ‘আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্‌ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আমার তীর ছুড়ছিলাম, ইতোমধ্যে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন আমি আমার তীরসমূহ জমা করলাম এবং বললাম, আজ আমি নিশ্চয়ই দেখবো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে কি কাজ করেন। অতএব, আমি তাঁর পিঠের কাছাকাছি আসলাম। তখন তিনি মাসজিদে ছিলেন। তিনি তাসবীহ, তাকবীর এবং দু‘আ করতে লাগলেন, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ কেটে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং চার সাজদায় দু' রাক‘আত নামায পড়লেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৯৫]

٣ – بَابُ الأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ অধ্যায়– ৩: সূর্যগ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ

١٤٦١ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا " .

১৪৬১. 'আবদুলাহ ইবনু 'উমার (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারও মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ লাগে না, বরং তা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন নামায পড়বে। [সহীহ। বুখারী হা. ১০৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৯৭]

٤ – بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الْقَمَرِ অধ্যায়– ৪: চন্দ্র গ্রহণের সময় নামায পড়ার নির্দেশ

١٤٦٢ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا " .

১৪৬২. আবূ মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ কারও মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে হয় না, বরং উভয়টি হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তাই তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন নামায পড়বে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬১; বুখারী হা. ১০৪১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৯১]

٥ – بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِيَ

অধ্যায়– ৫: গ্রহণের সময় সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়ার নির্দেশ

١٤٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ " .

১৪৬৩. আবূ বাক্রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নির্দশনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তাদের গ্রহণ কারও মৃত্যু অথবা জন্মের কারণে হয় না। অতএব, যখন তোমরা তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন নামায পড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আলোকিত না হয়। [সহীহ। বুখারী হা. ১০৪০; ১৪৫৯ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٤٦٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ .

১৪৬৪. আবূ বাক্রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার নাবী ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম, ইত্যবসরে সূর্য গ্রহণ লেগে গেলে তিনি কাপড় সামলাতে সামলাতে দ্রুত চলে গেলেন ও দু' রাক'আত নামায পড়লেন। ইতোমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব। বুখারী হা. ১০৪০]

٦ – بَابُ الْأَمْرِ بِالنِّدَاءِ لِصَلَاةِ الْكُسُوفِ

অধ্যায়– ৬: গ্রহণকালীন সময়ে নামাযের জন্যে ডাক দেয়ার নির্দেশ

١٤٦٥ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعُوا وَاصْطَفُّوا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৬৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন আহ্বানকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে যেন ডাক দেয়; নামায অনুষ্ঠিত হবে। তখন তাঁরা

সবাই উপস্থিত হলো এবং কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন চার রুকূ' ও চার সাজদাসহ। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৬৫৮; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৬৮, ১০৭১, ১০৭৬; বুখারী হা. ১০৬৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৬৯]**

٧ – بَابُ الصُّفُوف فِي صَلَاةِ الْكُسُوف অধ্যায়– ৭: গ্রহণকালীন নামাযে কাতারবন্দী হওয়া

١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِد بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُـرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْر، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَسَفَت الشَّمْسُ فِي حَيَاة رَسُول اللَّه ﷺ فَخَرَجَ رَسُـولُ اللَّـه ﷺ إِلَـى الْمَسْجِد فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَات وَأَرْبَعَ سَجَدَات وَانْجَلَت الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ .

১৪৬৬. নাবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুলাহ ﷺ মাসজিদের দিকে বের হয়ে গেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ও তাকবীর বললেন। আর মানুষেরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তিনি চার রুকূ' পূর্ণ করলেন এবং চার সাজদাহ্ দিলেন। আর তাঁর নামায শেষ করা পূর্বে সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৭১; বুখারী হা. ১০৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৬৮]**

٨ – بَابٌ: كَيْفَ صَلَاةُ الْكُسُوف অধ্যায়– ৮: গ্রহণকালীন নামায কিরূপ?

١٤٦٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِت، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ ثَمَانِيَ رَكَعَات وَأَرْبَعَ سَجَدَات . وَعَنْ عَطَـاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ .

১৪৬৭. ইবনু 'আব্বাাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য গ্রহণের জন্যে (দু রাক'আত নামাযে) আটটি রুকূ' ও চারটি সাজদাহ্ করলেন। **[শায। পরবর্তী হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَـعَ ثُـمَّ سَـجَدَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .

১৪৬৮. ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি গ্রহণের সময় নামায পড়ছিলেন। তিনি তখন কিরাআত পড়লেন ও রুকূ' করলেন, এরপর আবার কিরাআত পড়লেন ও রুকূ' করলেন। আবার কিরাআত পড়লেন ও রুকূ' করলেন। অতঃপর কিরাআত পড়লেন ও রুকূ' করলেন। অতঃপর সাজদাহ্ করলেন। আবার তার মতো আর এক রাক'আত পড়লেন। **[শায। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ২১৫; মিশকাত হা. ১/৪৭১; ইরউয়াউল গালীল ৬৬০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৮৮]**

٩ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوف عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

অধ্যায়– ৯: ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আর এক প্রকার গ্রহণকালীন নামায

١٤٦٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيد، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِـرٍ – عَـنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ، ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي

كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৪৬৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের দিন নামায **পড়েছিলেন**। তখন তিনি দু' রাক'আতে চার রুকূ' এবং চার সাজদাহ্ করেছিলেন। [সহীহ। **তিরমিযী হা. ৫৬৫; বুখারী হা. ১০৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৭১]**

অধ্যায়- ১০: অন্য আর এক প্রকার সূর্য গ্রহণকালীন নামায ١٠- بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

١٤٧٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ رَكَعَ الثَّالِثَةَ ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ يُغْشَى عَلَيْهِمْ حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ " اللَّهُ أَكْبَرُ ". وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا فَإِذَا كَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَنْجَلِيَا " .

১৪৭০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় সূর্যের গ্রহণ লাগল। তখন তিনি মানুষদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তিনি তাদের নিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর রুকূ' করলেন। আবার দাঁড়ালেন, এরপর রুকূ' করলেন, আবার দাঁড়ালেন, এরপর রুকূ' করলেন, এভাবে তিনি প্রতি রাক'আতে তিন রুকূ'সহ দু' রাক'আত নামায পড়লেন। তৃতীয় বার রুকূর পরে তিনি সাজদাহ্ করলেন। এমনকি কিছু লোক সেদিন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল। যে কারণে তাদের উপর প্রচুর পানি ঢালা হয়েছিল। তিনি যখন রুকূ' করতেন তখন বলতেন, "আল্লাহু আকবার" আর যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখন বলতেন, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্"। তিনি সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত নামায সমাপ্ত করলেন না। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহর গুণ বর্ণনা ও প্রশংসা করলেন এবং বললেন, কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা তদ্বারা তোমাদের ভয় দেখান। সুতরাং যখন এগুলো গ্রহণ লাগে, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও, তা আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত। [শায। **সঠিক হল প্রতি রাক'আতে দু'টি করে রুকূ' যেরূপ ১৪৬৫ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইরউয়াউল গালীল ২/১২৭-১২৯;** সহীহ আবূ দাউদ **হা. ১০৬৮; তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ ২/৩১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৭২]**

١٤٧١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، فِي صَلَاةِ الآيَاتِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. قُلْتُ لِمُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ لاَ شَكَّ وَلاَ مِرْيَةَ .

১৪৭১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ছয় রুকূ' ও চার সাজদাহ্ দ্বারা দু' রাক'আত নামায পড়লেন। আমি মু'আয (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম। এ কি তুমি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করছো? তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এবং নিঃসংশয়ে। [শায।]

অধ্যায়– ১১: 'আয়িশাহ্ (রা.) থেকে আর এক প্রকার বর্ণনা ١١ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنْهُ عَنْ عَائِشَةَ

١٤٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ ". وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ ".

১৪৭২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকবীর বললেন, মুসাল্লীরাও তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আলাহর রাসূল ﷺ লম্বা করে কিরাআত পড়লেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ' করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও বললেন, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" তারপর দাঁড়ালেন ও লম্বা কিরাআত পড়লেন, যা পূর্ববর্তী কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর তাকবীর বললেন ও লম্বা রুকূ' করলেন, যা পূর্ববর্তী রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, পরে বললেন, "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" তারপর সাজদাহ্ করলেন। পরে দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপই করলেন। এভাবে তিনি চার রুকূ' এবং চার সাজদাহ্ পূর্ণ করলেন, আর তাঁর নামায শেষ করে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। পরে তিনি দাঁড়ালেন ও লোকদের সামনে খুত্‌বাহ্ দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। তাদের গ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না। অতএব, তোমরা যখন তাদের গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা নামায পড়তে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা ভীতি মুক্ত হও। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার এ দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে তোমাদের জন্যে ওয়া'দাকৃত সমুদয় বস্তু দেখতে পেয়েছি। তোমরা আমাকে দেখেছো যে, যখন আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন আমি জান্নাতের একটি আঙ্গুরের থোকা ধরার ইচ্ছা করেছিলাম, যখন তোমরা আমাকে পিছু হটতে দেখলে, তখন আমি জাহান্নামকে দেখলাম যে, তার কিয়দংশ কিয়দংশকে খেয়ে ফেলেছে। আর আমি তাতে ইবনু লুহাইকেও দেখেছি, যে চতুষ্পদ জন্তুকে ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬৩; বুখারী হা. ১২১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৬৮]**

١٤٧٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُودِيَ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .

১৪৭৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লেগে গেল। তখন আওয়াজ দেয়া হলো যে, নামায অনুষ্ঠিত হবে। লোকজন একত্রিত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন চার রুকূ' এবং চার সাজদাহ্ সহকারে। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

Contents

١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا ". ثُمَّ قَالَ: " يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا " .

১৪৭৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন, তিনি দাঁড়ালেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ' লম্বা করলেন, তারপর দাঁড়ালেন যার দাঁড়ানোকে লম্বা করলেন এবং তা ছিল পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ' দীর্ঘায়িত করলেন, কিন্তু তা পূর্ববতী রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর মাথা উঠালেন ও সাজদাহ্ দিলেন, এরপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করলেন। এভাবে নামায শেষ করলেন। ইতোমধ্যে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। এরপর তিনি মানুষদের সম্মুখে খুত্বাহ্ দিলেন। তাতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং মহিমা প্রকাশ করলেন। এরপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন, কারও জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে এবং তাকবীর বলবে ও সাদাক্বাহ্ করবে। পরে তিনি বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দা কিংবা কোন নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হোক এ কাজ থেকে আল্লাহর চেয়ে কঠোর নিষেধকারী আর কেউ নেই। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর কসম। যদি তোমরা ঐ সকল বিষয়ে জানতে, যে বিষয়ে আমি জানি, তাহলে নিশ্চয় তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। **[সহীহ। বুখারী হা. ১০৪৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৬৬]**

١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ أَجَارَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ لَيُعَذَّبُونَ فِي الْقُبُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَائِذًا بِاللَّهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ رُكُوعَهُ وَقِيَامَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: فِيمَا يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنَّا نَسْمَعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৭৫. 'আম্‌রাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রা.) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, এক ইয়াহূদী মহিলা তাঁর কাছে এসে বলল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্বরের 'আযাব থেকে রক্ষা করুন। 'আয়িশাহ্ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষদের কি ক্বরে 'আযাব দেয়া হবে? তখন রাসূলুলাহ ﷺ বললেন, আমি তা থেকে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে পানাহ চাচ্ছি। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন যে, নাবী ﷺ কিছুক্ষণের জন্যে বের হলেন, ইতোমধ্যে সূর্য গ্রহণ লাগলে আমরা হুজরা থেকে বের হয়ে গেলাম। এ সময় আমাদের পাশে অনেক মহিলা জমা

হয়ে গেল এবং রাসূলুলাহ ﷺ আমাদের কাছে ফিরে আসলেন। তখন ছিল সূর্যোদয়ের এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন, তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়িয়ে গেলেন পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্তভাবে। অতঃপর রুকূ' করলেন আগের রুকূ'র থেকে সংক্ষিপ্ত। পরে সাজদাহ্ করলেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে গেলেন। এবং অনুরূপই করলেন কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ' এবং দাঁড়ানো প্রথম রাক'আতের রুকূ' এবং দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সাজদাহ্ করলেন এবং সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। যখন নামায সমাপ্ত করলেন মিম্বারের উপর বসলেন এবং তাঁর খুতবার মধ্যে বললেন যে, অবশ্যই মানুষ তাদের ক্ববরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমরা তাঁকে এরপরে শুনতাম যে, তিনি ক্ববরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১০৪৯, ১০৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৭৪]

অধ্যায়- ১২: অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা ١٢ - بَابُ نَوْعٌ آخَرُ

١٤٧٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، - هُوَ الأَنْصَارِيُّ - قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: جَاءَتْنِي يَهُودِيَّةٌ تَسْأَلُنِي فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ؟ فَقَالَ: عَائِذًا بِاللَّهِ فَرَكِبَ مَرْكَبًا - يَعْنِي - وَانْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَكُنْتُ بَيْنَ الْحُجَرِ مَعَ نِسْوَةٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَرْكَبِهِ فَأَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ أَيْسَرَ مِنْ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ أَيْسَرَ مِنْ قِيَامِهِ الأَوَّلِ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ". قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১৪৭৬. 'আমরাহ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছি- আমার কাছে একজন ইয়াহূদী মহিলা কিছু চাইতে আসলো। সে বলল, আল্লাহ আপনাকে ক্ববরের শাস্তি থেকে মুক্তি দিন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষদের কি ক্ববরে 'আযাব দেয়া হবে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে (তা থেকে) মুক্তি চাচ্ছি। তারপর তিনি বাহনে চড়লেন, ইতোমধ্যে সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন আমি অন্যান্য মহিলাদের সাথে হুজরাসমূহের মধ্যবর্তী জায়গায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সওয়ারীর স্থান থেকে ফিরে এসে তাঁর নামাযের স্থানে আসলেন এবং মানুষদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি নামাযে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন, অতঃপর রুকূ' করলেন আর রুকূকেও দীর্ঘায়িত করলেন। এরপর তাঁর মাথা উঠালেন ও (পরবর্তী) দাঁড়ানোকেও দীর্ঘ করলেন। পুনরায় রুকূ' করলেন এবং রুকূ' দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে সাজদাহ্ করলেন এবং সাজদাকেও দীর্ঘ করলেন, তারপর দাঁড়ালেন এবং এ দাঁড়ানো ছিল প্রথম দাঁড়ানো অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। তারপর রুকূ' করলেন আগের রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত। পরে তার মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন যা আগের দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। পরে রুকূ' করলেন যা আগের রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন এবং তা আগের দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতএব মোট চার রুকূ' এবং চার সাজদাহ্ হলো। আর (ইত্যবসরে) সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা তোমাদের ক্ববরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এর পরে ক্ববরের 'আযাব থেকে পানাহ চাইতে শুনেছি। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

১৪৭৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় যমযমের নিকটস্থ মাঠে চার রুকূ' এবং চার সাজদাসহ নামায পড়েছিলেন। **['সুফফাতি যামযাম' অংশবাদে হাদীসটি সহীহ। ঐ অংশটুকু শায।]**

١٤٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ جَعَلَ يَتَأَخَّرُ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَائِهِمْ وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذَا انْخَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ .

১৪৭৮. জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় ভীষণ গরমের দিনে সূর্যের গ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুলাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং দাঁড়ানোকে এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, সাহাবীরা পড়ে যেতে লাগলেন। অতঃপর রুকূ' করলেন এবং তা দীর্ঘায়িত করলেন, এরপর মাথা উঠালেন এবং তা দীর্ঘায়িত করলেন। পরে রুকূ' করলেন এবং তা লম্বা করলেন, পরে মাথা তুললেন, আর তা দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর দু'টি সাজদাহ্ করলেন, এরপর দাঁড়ালেন এবং অনুরূপ করলেন। আর কখনো সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং কখনো পিছনে সরে যেতে লাগলেন এভাবে মোট চার রুকূ' এবং চার সাজদাহ্ হলো। লোকেরা বলতো যে, তাঁদের কোন বড় ব্যক্তির মৃত্যু ছাড়া চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না। অথচ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হলো আল্লাহ নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন যা আল্লাহ তোমাদের দেখান। অতএব যখন সূর্যগ্রহণ লাগে তখন তোমরা সূর্য আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১০৭০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৭৬]**

অধ্যায়– ১৩: অন্য আর এক প্রকার বিবরণ ١٣ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٤٧٩ - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ فَنُودِيَ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً . قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ .

১৪৭৯. 'আবদুলাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লাগে। তখন তিনি আদেশ দিলে আওয়াজ দেয়া হলো যে, নামায অনুষ্ঠিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষদের নিয়ে নামায পড়লেন দু' রুকূ' এবং সাজদাহ্ দ্বারা। পরে দাঁড়ালেন ও নামায পড়লেন দু' রুকূ' এবং এক সাজদাহ্ দ্বারা। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি কখনও এর চেয়ে লম্বা রুকূ' এবং সাজদাহ্ করি নি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১০৭৯; বুখারী হা. ১০৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৮৯]**

١٤٨٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: مَا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُجُودًا وَلاَ رَكَعَ رُكُوعًا أَطْوَلَ مِنْهُ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ .

১৪৮০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টি রুকূ' দু'টি সাজদাহ্ করলেন, এরপর দাঁড়ালেন এবং দু'টি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ করলেন, পরে সূর্যেরগ্রহণ ছেড়ে গেল। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে লম্বা কোন রুকূ' এবং সাজদাহ্ করেন নি। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصَةَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَمَرَ فَنُودِيَ أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ فِي صَلاَتِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسِبْتُ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَالَ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". ثُمَّ قَامَ مِثْلَ مَا قَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةً ثُمَّ جَلَسَ وَجُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ.

১৪৮১. 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ হাফসাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একবার যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগল, তখন তিনি ওযূ করলেন এবং নির্দেশ দিলে আওয়াজ দেয়া হলো যে, নামায অনুষ্ঠিত হবে। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর নামাযে দাঁড়ানোকে দীর্ঘায়িত করলেন। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি অনুমান করলাম যে, তিনি সূরা বাক্বারাহ্ পড়েছিলেন, এরপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ'কে দীর্ঘায়িত করলেন। অতঃপর বললেন "সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" তারপর দাঁড়ালেন আগের দাঁড়ানোর সমপরিমাণ কিন্তু সাজদাহ্ করলেন না। পরে রুকূ' করলেন এবং সাজদাহ্ করলেন, অতঃপর দাঁড়ালেন এবং আগের মতই দু' রুকূ' এবং সাজদাহ্ করলেন। তারপর বসলেন এবং সূর্যের গ্রহণও ছেড়ে গেল। [পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

অধ্যায়– ১৪: অন্য আর এক প্রকার বিবরণ ١٤ – بَابُ: نَوْعٌ آخَرُ

١٤٨٢ - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي السَّائِبُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ وَقَامَ الَّذِينَ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوسَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي آخِرِ سُجُودِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَيَبْكِي وَيَقُولُ " لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ ". ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ أُدْنِيَتِ الْجَنَّةُ مِنِّي حَتَّى لَوْ بَسَطْتُ يَدِي لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَلَقَدْ أُدْنِيَتِ النَّارُ مِنِّي حَتَّى لَقَدْ جَعَلْتُ أَتَّقِيهَا خَشْيَةَ أَنْ تَغْشَاكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ حِمْيَرَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ سَقَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا تَنْهَشُهَا إِذَا أَقْبَلَتْ وَإِذَا وَلَّتْ

تَنْهَشُ أَلْيَتَهَا وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَخَا بَنِي الدَّعْدَاعِ يُدْفَعُ بِعَصًا ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ فِي النَّارِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ فِي النَّارِ يَقُولُ: أَنَا سَارِقُ الْمِحْجَنِ " .

১৪৮২. আবূ সায়িব (র.) হতে বর্ণিত, 'আবদুলাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যের গ্রহণ লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন আর তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরাও দাঁড়িয়ে গেল। তিনি দাঁড়ালেন আর দাঁড়ানোকে দীর্ঘ করলেন, তারপর রুকূ' করলেন আর রুকূ'কেও দীর্ঘ করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও সাজদাহ্ করলেন এবং সাজদাকেও লম্বা করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও বসলেন, আর বসাকেও দীর্ঘ করলেন। তারপর সাজদাহ্ করলেন এবং সাজদাকেও দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রথম রাক'আতে যা যা করেছিলেন। অর্থাৎ, দাঁড়ানো, রুকূ', সাজদাহ্ এবং বসা। তদ্রূপ দ্বিতীয় রাক'আতেও করলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আতের শেষ সাজদায় ফুঁক মারতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, (হে আল্লাহ!) আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান থাকাকালীন তুমি তাদের এমন শাস্তি দেয়ার ওয়া'দা আমার নিকট কর নি, তোমার নিকট মাগফিরাত চাওয়াকালীন তুমি তো আমার কাছে তাদের শাস্তি দেয়ার ওয়া'দা কর নি। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং সূর্যও আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং খুত্‌বাহ্ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণগান করলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আলাহর নির্দশনসমূহের দু'টি নিদর্শন। অতএব, যখন তোমরা তাদের কোনটার গ্রহণ দেখতে পাও, তখন আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হও। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় জান্নাত আমার নিকটবর্তী করে দেয়া হয়েছিল, আমি যদি হস্ত প্রসারিত করতাম তাহলে আমি তার ফলরাশি ধরতে পারতাম আর জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী করে দেয়া হয়েছিল। আমি তাঁর থেকে বেঁচে থাকতে লাগলাম এ ভয়ে যে, তা তোমাদের বেহুঁশ করে না ফেলে! আমি তাতে হিম্‌ইয়ার গোত্রের এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। তাকে একটি বিড়ালের কারণে 'আযাব দেয়া হচ্ছে, যাকে সে বেঁধে রেখেছিল। তাকে যমীনের কীট-পতঙ্গ খাওয়ার জন্যে ছেড়েও দিত না আর তাকে সে খাদ্য ও পানিও দিত না, এমনকি বিড়ালটা মারা গিয়েছিল। আমি তাকে দেখতে পেলাম যে, বিড়ালটি ঐ মহিলাকে খামচাচ্ছে। যখনই সে তার দিকে মুখ করেছে, আর যখন সে পিছনে ফিরেছে, তখন তাঁর নিতম্বে খামচাচ্ছে। এমনকি আমি তাতে দাদা' গোত্রের জুতাওয়ালাকেও দেখেছি, তাকে দু' শাখা বিশিষ্ট একটি লাঠি দ্বারা ঠেলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আমি তাতে মাথা বাঁকা লাঠিওয়ালা মানুষটিকে দেখেছি, যে বক্র মাথা লাঠি দ্বারা হাজীদের মাল চুরি করত। সে জাহান্নামে বক্র মাথা লাঠিতে ঠেস দিয়ে বলতেছে, আমি বক্র মাথা লাঠি দ্বারা চুরি করতাম। **[সহীহ। তা'লীক 'আলা ইবনু খুযাইমাহ্ ২/৩২]**

١٤٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، سَبَلاَنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَفَعَلَ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى الصَّلاَةِ ".

১৪৮৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুলাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং মানুষদের নিয়ে নামায পড়লেন। তিনি দাঁড়ানোকে লম্বা করলেন, তারপর রুকূ' করলেন আর রুকূ'ও দীর্ঘ করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানোকেও দীর্ঘায়িত করলেন কিন্তু তা আগের

দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ'কেও দীর্ঘ করলেন, কিন্তু পূর্ববর্তী রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সাজদাহ্ করলেন আর সাজদাহ্কেও দীর্ঘ করলেন। পরে তাঁর মাথা উঠালেন, পুনরায় সাজদাহ্ করলেন। আর সাজদাহ্র লম্বা করলেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী সাজদাহ্ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর দাঁড়ালেন ও দু' রুকূ' করলেন এবং তাতেও পূর্বের মতো করলেন। অতঃপর দু'টি সাজদাহ্ করলেন এবং তাতেও পূর্বের ন্যায় **করলেন**। এভাবে তিনি তাঁর নামায সমাপ্ত করলেন। তারপর বললেন, সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের **দু'টি** নিদর্শন। অবশ্যই কারও জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন শীঘ্র আল্লাহর যিক্র এবং নামাযের প্রতি ধাবিত হবে। **[হাসান সহীহ।]**

অধ্যায়- ১৫: অন্য আর এক প্রকার বিবরণ ১٥ - بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٤٨٤ - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ اسْوَدَّتْ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا - قَالَ - فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ - قَالَ - فَوَافَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ - قَالَ - فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ كَأَطْوَلِ قِيَامٍ قَامَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ رُكُوعٍ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ مَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ سُجُودٍ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ . مُخْتَصَرٌ .

১৪৮৪. আসওয়াদ ইবনু ক্বাইস (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাসরার অধিবাসী সা'লাবাহ্ ইবনু 'আব্বাদ 'আব্দী (র) একদিন সামুরাহ্ ইবনু জুন্দুর (রা.)-এর খুত্বায় হাজির ছিলেন। তিনি তাঁর খুত্বায় রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। সামুরাহ্ (রা.) বললেন, আমি এবং এক আনসারী গোলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একদিন আমাদের লক্ষ্যস্থলে তীর নিক্ষেপ করতেছিলাম। ইতোমধ্যে যখন সূর্য দিগন্তে দর্শনার্থীদের দৃষ্টিতে দু' কি তিন বর্শার পরিমাণ মাত্র অবশিষ্ট রয়ে গেল, তা কাল হয়ে গেল। তখন আমাদের একজন তাঁর সাথীকে বলল, তুমি আমাদের সাথে মাসজিদে চল। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যের এ অবস্থা তাঁর উম্মাতের জন্যে কোন নতুন ঘটনার ইঙ্গিতবহ। তিনি বলেন, তখন আমরা মাসজিদে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি অগ্রসর হয়ে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে, ইতোপূর্বে তিনি আমাদের নিয়ে নামাযে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন নি। তাঁর কোন শব্দ আমরা শুনতেছিলাম না। অতঃপর তিনি আমাদেরসহ এত দীর্ঘ রুকূ' করলেন যে, ইতোপূর্বে কোন নামাযে আমাদের নিয়ে এত লম্বা রুকূ' করেন নি। আমরা তাঁর কোন আওয়ায শুনতেছিলাম না। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন যে, ইতোপূর্বে কোন নামাযে এরূপ দীর্ঘ সাজদাহ্ করেন নি। তাঁর কোন আওয়ায আমরা শুনতেছিলাম না। তারপর তিনি অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাক'আতেও করলেন। তিনি বলেন, তাঁর দ্বিতীয় রাক'আতে বসা অবস্থায় সূর্যের আলো বিকশিত হয়ে গেল। পরে তিনি সালাম ফিরালেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন এবং এ কথার সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বূদ নেই এবং এ কথারও সাক্ষ্য দিলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (সংক্ষিপ্ত) **[য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬৪]**

অধ্যায়– ১৬: অন্য আর এক প্রকার বর্ণনা ١٦ – بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ

١٤٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَزِعًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي بِنَا حَتَّى انْجَلَتْ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَالَ " إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا بَدَا لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ " .

১৪৮৫. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাপড় সামলাতে সামলাতে বের হয়ে মাসজিদে গেলেন এবং আমাদের নিয়ে এভাবে নামায পড়তে থাকলেন যে, সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, মানুষেরা ধারণা করে যে, সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহণ শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইন্তিকালের কারণেই হয়ে থাকে, কিন্তু বিষয়টি তা নয়। কারও জন্ম মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না, বরং তা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি তাঁর নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, তখন ঐ সৃষ্টি তাঁর অনুগত হয়ে যায়। অতএব, তোমরা যখন তা দেখ, তখন নামায পড়, তোমাদের আদায়কৃত ফরয নামাযের মধ্যে সম্প্রতি আদায়কৃত নামাযের ন্যায়। **[য'ঈফ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬২]**

١٤٨٦ - وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ جَدَّهُ، عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَازِعِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ إِذْ ذَاكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَهُمَا فَوَافَقَ انْصِرَافُهُ انْجِلاَءَ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا " .

১৪৮৬. কাবীসাহ্ ইবনু মুখারিক্ব আল-হিলালী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সাথে মদীনায় ছিলাম। তখন তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে বের হলেন। তারপর দু' রাক'আত নামায পড়লেন এবং তা এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, তাঁর নামাযের সমাপ্তির সাথে সাথে সূর্যের আলো বিকশিত হয়ে গেল। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফ করলেন। অতঃপর বললেন যে, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন। নিশ্চয় কারও জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখন তার কোন কিছু দেখতে পাও, তখন নামায পড় তোমাদের সম্প্রতি আদায়কৃত ফরয নামাযের ন্যায়। **[য'ঈফ। ইরউয়াউল গালীল ৩/১৩১; য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ২১৭]**

١٤٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيِّ أَنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَجَلَّى لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَخْشَعُ لَهُ فَأَيُّهُمَا حَدَثَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا " .

১৪৮৭. কাবীসাহ্ আল-হিলালী (রা.) হতে বর্ণিত, একবার সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন নাবী ﷺ দু' রাক'আত, দু' রাক'আত করে নামায পড়তে লাগলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, কারো ইন্তিকালের কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না বরং তারা হল আল্লাহর সৃষ্টির বস্তুসমূহের মধ্যে দু'টি বস্তু, আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা নতুন নতুন সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুতে তাঁর নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটান তখন তা তাঁর অনুগত হয়ে যায়। অতএব সূর্য এবং চন্দ্রে যদি নতুন কিছু ঘটে, তবে তোমরা নামায পড়তে থাকবে, তা আলোকিত হওয়া অথবা আল্লাহ তা'আলার নতুন কোনো ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত। [য'ঈফ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " إِذَا خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا " .

১৪৮৮. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, যখন সূর্য এবং চন্দ্রের গ্রহণ লেগে যায়, তখন তোমরা সম্প্রতি আদায়কৃত নামাযের ন্যায় নামায পড়। [য'ঈফ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلاَتِنَا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ .

১৪৮৯. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, যখন সূর্য গ্রহণ লেগে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়লেন। তিনি রুকূ' ও সাজদাহ্‌র করলেন। [য'ঈফ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٤٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلاً إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الأَرْضِ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا خَلِيقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ يُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا " .

১৪৯০. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একদিন অতি দ্রুত মাসজিদ অভিমুখে বের হয়ে গেলেন, তখন সূর্যগ্রহণ লেগে গিয়েছিল। তারপর এমনিভাবে নামায পড়লেন যে, সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। এরপর বললেন, জাহিলিয়্যাহ্ যুগের লোকেরা বলত যে, পৃথিবীর কোন মহান ব্যক্তির ইন্তিকাল ছাড়া চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। অথচ কারও জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। তারা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহের দু'টি বস্তু। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিতে যা যা ইচ্ছা নতুন ঘটনা সংঘটিত করেন। অতএব সূর্য এবং চন্দ্রের কারও যদি গ্রহণ লাগে, তবে তোমরা নামায পড়তে থাকবে, তা আলোকিত হওয়া অথবা আল্লাহ তা'আলার নতুন কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত। [য'ঈফ। তা'লীক'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ১৪০২-১৪০৪]

١٤٩١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ ". وَذَلِكَ أَنَّ ابْنًا لَهُ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ لَهُ نَاسٌ فِي ذَلِكَ .

১৪৯১. আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ছিলাম, ইতোমধ্যে সূর্যের গ্রহণ লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চাদর সামলাতে সামলাতে বের হয়ে মাসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অন্যান্য লোকেরাও মাসজিদে জমা হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন, যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন, আল্লাহ তা'আলা তদ্বারা বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন। আর কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখন তা দেখবে, তখন নামায পড়বে তোমাদের মাঝে আপতিত বিপদ দূর হওয়া পর্যন্ত। তা এ জন্যে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক ছেলে ইব্‌রাহীম (রা.) মৃত্যুবরণ করেছিল। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল যে, সূর্যের গ্রহণ তাঁর মৃত্যুর কারণেই হয়েছে। [সহীহ। বুখারী; ১৪৫৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٤٩٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلاَتِكُمْ هَذِهِ وَذَكَرَ كُسُوفَ الشَّمْسِ .

১৪৯২. আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের সদ্য সমাপ্ত নামাযের মতো দু' রাক'আত নামায পড়েছিলেন আর তখন সূর্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করলেন। [সহীহ। ১৪৬৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়-১৭: সূর্য গ্রহণকালীন নামায কিরাআতের পরিমাণ ١٧- بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

١٤٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً قَرَأَ نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ - قَالَ - ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ . قَالَ: " إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ " . قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " بِكُفْرِهِنَّ " . قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ " .

১৪৯৩. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লাগল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাক'আত নামায পড়লেন। অন্যান্য মানুষও তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাতে সূরা বাক্বারার পরিমাণ কিরাআত পড়লেন। তিনি বলেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন, এরপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন কিন্তু তা আগের দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন আর তা আগের রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর সাজদাহ্ করলেন। পরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন, আর তা আগের রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল, তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন আর তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। পুনরায় লম্বা রুকূ' করলেন, আর তা আগের রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সাজদাহ্ করলেন, আর এভাবে নামায শেষ করলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন, কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে তাদের গ্রহণ হয় না।

অতএব, তোমরা যখন তা দেখবে তখন আল্লাহর স্মরণ করবে। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখলাম যে, আপনি আপনার এ স্থানে কোন কিছু ধরতে চাইলেন। তারপর আপনাকে দেখলাম যে, আপনি পিছু হটে গেলেন। তিনি বললেন, আমি জান্নাত দেখলাম অথবা আমাকে তা দেখানো হলো। আমি তা থেকে একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে চাইলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে অবশ্যই তোমরা তা থেকে পৃথিবী বিদ্যমান থাকা অবধি খেতে পারতে, আর আমি জাহান্নামও দেখলাম। আমি আজ যে দৃশ্য দেখেছি তা আর কখনো দেখি নি। আর আমি তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলাদেরকে দেখেছি। তাঁরা বলল, (এরূপ) কেন? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তাদের নাশোকরীর কারণে। বলা হলো, তারা কি আল্লাহর নাশোকরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর নাশোকরী করে, তারা দয়ার নাশোকরী করে। যদি তুমি তাদের কারো প্রতি সুদীর্ঘকাল দয়া করে থাক, এরপর যদি তোমার কাছে অমনোপূত সামান্য কোন কিছুও দেখতে পায়, তা হলে বলবে, আমি তোমার কাছে মনোপূত কোন কিছু কখনও দেখি নি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৭৫; বুখারী হা. ১০৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৮৫]**

١٨ – بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অধ্যায়– ১৮: গ্রহণকালীন নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া

١٤٩٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" .

১৪৯৪. 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি ﷺ চার রাক'আত নামায পড়েছিলেন চার সাজদাহ্ দ্বারা এবং তাতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছিলেন। যখন মাথা তুলতেন বলতেন, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ", "রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ"। **[সহীহ। বুখারী হা. ১০৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৭০]**

١٩ – بَابُ تَرْكِ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

অধ্যায়– ১৯: গ্রহণকালীণ নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআত না পড়া

١٤٩٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّادٍ، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ - عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا .

১৪৯৫. সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তাঁদের নিয়ে সূর্য গ্রহণকালীন নামায পড়লেন, আমরা (তাতে) তাঁর আওয়াজ শুনি নি। **[য'ঈফ। ১৪৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

٢٠–بَابُ الْقَوْلِ فِي السُّجُودِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অধ্যায়–২০: গ্রহণকালীন নামাযে সাজদায় কথা বলা

١٤٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ - قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَجَعَلَ يَبْكِي فِي

سُجُوده وَيَنْفُخُ وَيَقُولُ " رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ ". فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي تَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ حَرُّهَا وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دُعْدُعٍ سَارِقَ الْحَجِيجِ فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا - أَوْ قَالَ فَعَلَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ - فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

১৪৯৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন, আর দাঁড়ানোকে লম্বা করলেন। তারপর রুকূ' করলেন আর রুকূ'কেও লম্বা করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন এবং তার (দাঁড়ানো) দীর্ঘায়িত করলেন। রাবী শু'বাহ্ (র.) বলেন, আমি মনে করি যে, তিনি সাজদার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন এবং তিনি সাজদায় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'হে রব! আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাওয়াকালীন তুমি তো এরূপ 'আযাবের ওয়া'দা করনি? আমি তাদের মাঝে অবস্থানকালীন তুমি তো আমার কাছে এরূপ শাস্তির প্রতিশ্রুতি করনি। যখন তিনি নামায পড়ে নিলেন তখন বললেন, আমার সামনে জান্নাত হাজির করা হয়েছিলো, এমনকি যদি আমি হস্ত প্রসারিত করতাম তাহলে তার ফল স্পর্শ করতে পারতাম। আমার সামনে জাহান্নামও হাজির করা হয়েছিলো, আমি তাতে এ ভয়ে ফুঁক দিতে লাগলাম যে, তার উত্তাপ তোমাদের গ্রাস করে ফেলবে। আমি তাতে আমার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) দু' উটনীর চোরকেও দেখলাম, আর আমি তাতে দু' দু' গোত্রের এক ব্যক্তিকেও দেখলাম, যে হাজীদের মাল চুরি করত। যখন তার শাস্তি অনুভব হলো তখন সে বলল, এতো হলো বক্র লাঠির কাজ। আমি তাতে এক দীর্ঘাকৃতির কৃষ্ণবর্ণের মহিলাকেও দেখলাম, তাকে এক বিড়ালের ব্যাপারে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল তাকে সে খাদ্যও খাওয়াত না এবং পানিও পান করাত না এবং ছেড়েও দিত না যে, সে জমিনের পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। এমনিভাবে বিড়ালটি মারা গেল। আর চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারো জন্ম মৃত্যুর কারণে হয় না বরং তারা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নির্দশন। অতএব, যখন তাদের কারো গ্রহণ লেগে যায় অথবা বলেছেন যে, তাদের কারো এমন ধরনের কিছু ঘটে যায় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও। [সহীহ। ১৪৮২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢١ - بَابُ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অধ্যায়- ২১: গ্রহণকালীন নামাযে তাশাহ্হুদ পড়া ও সালাম ফিরানো

١٤٩٧ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُنَّةِ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً مِثْلَ قِيَامِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ". ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الأُولَى ثُمَّ

كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى فِي الْقِيَامِ الثَّانِي ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ فِيهِمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَأَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِذِكْرِ الصَّلاَةِ " .

১৪৯৭. ‘আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ লেগে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে সে আওয়াজ দিল যে, নামায অনুষ্ঠিত হবে। অতএব লোকেরা জমা হয়ে গেলে তিনি তাঁদের নিয়ে নামায পড়লেন। তারপর তাকবীর বললেন এবং লম্বা কিরাআত করলেন। তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ‘ করলেন তাঁর দাঁড়ানোর ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে “সামি ‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ” বললেন। পরে দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন কিন্তু তা আগের কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল তারপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ রুকূ‘ করলেন; কিন্তু তা আগের রুকূ‘ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা উঠিয়ে “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ” বললেন। অতঃপর তাকবীর বললেন ও দীর্ঘ সাজদাহ্ করলেন ও তাঁর রুকূর ন্যায় অথবা তার চেয়েও দীর্ঘ। এরপর তাকবীর বললেন ও তাঁর মাথা উঠালেন পরে তাকবীর বললেন ও সাজদায় গেলেন। তারপর তাকবীর বলে দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন। কিন্তু তা আগের কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও লম্বা রুকূ‘ করলেন কিন্তু তা আগের রুকূ‘ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাঁর মাথা তুলে বললেন “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’ তারপর দীর্ঘ কিরাআত পড়লেন কিন্তু তা দ্বিতীয় কিয়ামের প্রথম কিরাআত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেনও দীর্ঘ রুকূ‘ করলেন; কিন্তু তা আগের রুকূ‘ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাকবীর বললেন ও তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন, “সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ”। পরে তাকবীর বললেন ও সাজদাহ্ করলেন আর তা তাঁর আগের সাজদাহ্ থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর তাশাহ্হুদ পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। পরে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও তা‘রীফ করলেন। পরে বললেন, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে হয় না, বরং তারা হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু’টি নিদর্শন। অতএব, তাদের যে কোন একটিতে যদি গ্রহণ লাগে, তা হলে তোমরা নামায পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। [সহীহ্।]

١٤٩٨ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ انْصَرَفَ .

১৪৯৮. আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার গ্রহণকালে নামায পড়লেন। তিনি নামাযে লম্বা কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ‘ করলেন আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। তারপর রুকূ‘ করলেন আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন এবং সাজদাহ্ করলেন আর তা দীর্ঘ করলেন। তারপর মাথা উঠালেন ও সা‘জদাহ্ করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। এরপর

দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। এরপর রুকূ' করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। এরপর মাথা উঠালেন ও সাজদাহ্ করলেন। আর তা লম্বা করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন ও সাজদাহ্ করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। অতঃপর মাথা উঠালেন ও সালাম ফিরায়ে নামায সমাপ্ত করলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬৫]

٢٢ – بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অধ্যায়– ২২: গ্রহণকালীন নামায পড়ার পর মিম্বারে বসা

١٤٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مَخْرَجًا فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَلِكَ ضَحْوَةً فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ قِيَامَهُ وَرُكُوعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ سَجَدَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ " إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ " . مُخْتَصَرٌ .

১৪৯৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ একবার কিছুক্ষণের জন্যে বের হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন আমরা হুজরা অভিমুখে বের হয়ে গেলাম। আমাদের নিকট অন্যান্য নারীরাও জমা হয়ে গেল, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আমাদের নিকট আসলেন, তখন ছিল সূর্যোদয় এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়। তিনি কিয়াম করলেন এবং তা লম্বা করলেন। তারপর রুকূ' করলেন এবং তা দীর্ঘ করলেন। তারপর তাঁর মাথা উঠালেন ও দাঁড়ালেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী দাঁড়ানো অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ছিল তারপর রুকূ' করলেন তাঁর (পূর্ববর্তী) রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত। তারপর সাজদাহ্ করলেন ও দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাতে অনুরূপই করলেন। কিন্তু তাঁর কিয়াম এবং রুকূ' প্রথম রাক'আত থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সাজদাহ্ করলেন আর এ অবস্থায় সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। পরে যখন সালাম ফিরালেন, তখন মিম্বারের উপর বসলেন এবং তাঁর বক্তব্যে বললেন, মানুষ তাদের ক্ববরে দাজ্জালের পরীক্ষার ন্যায় পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৪৭৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٣ – بَابٌ: كَيْفَ الْخُطْبَةُ فِي الْكُسُوفِ

অধ্যায়– ২৩: গ্রহণকালীন (নামাযের পর) খুত্বার প্রকার

١٥٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ فَصَلَّى فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَفَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ". وَقَالَ: " يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا "

১৫০০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যুগে সূর্যগ্রহণ লাগল। তখন তিনি দাঁড়ালেন ও নামায পড়তে লাগলেন। তিনি কিয়ামকে খুব লম্বা করলেন। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূকেও খুব লম্বা করলেন। তারপর মাথা উঠালেন আর কিয়ামকেও খুব লম্বা করলেন, কিন্তু তা আগের কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর রুকূ' করলেন এবং রুকূকেও দীর্ঘ করলেন কিন্তু তা আগের রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর সাজদাহ্ করলেন। পরে তার মাথা উঠালেন আর কিয়ামকে লম্বা করলেন। কিন্তু তা আগের কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূকেও লম্বা করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী রুকূ' থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর মাথা উঠালেন এবং কিয়ামকে লম্বা করলেন, কিন্তু তা পূর্ববর্তী কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকূ' করলেন এবং রুকূ'কে লম্বা করলেন আর তা আগের রুকূ' হতে সংক্ষিপ্ত ছিল তারপর সাজদাহ্ করলেন। তারপর নামায থেকে অবসর হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে সূর্য আলোকিত হয়ে গেল। তারপর তিনি মানুষ লক্ষ্য করে খুত্বাহ্ দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার তা'রীফ ও প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, কারও জন্ম-মৃত্যুর কারণে চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ হয় না। অতএব যখন তোমরা তা দেখবে নামায পড়বে। এবং সাদাক্বাহ্ করবে ও আল্লাহর স্মরণ করবে। তিনি আরও বললেন, হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! কেউ আল্লাহ তা'আলা থেকে অধিক রাগান্বিত হন না যে, তাঁর কোন বান্দা অথবা বান্দী ব্যভিচার করবে। হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তা হলে অবশ্যই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৪৭৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٥٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " أَمَّا بَعْدُ " .

১৫০১. সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ খুত্বাহ্ দিলেন যখন সূর্যগ্রহণ লেগে গেল। খুত্বাতে তিনি হাম্‌দ ও সানার পর বললেন– أَمَّا بَعْدُ [য'ঈফ। ১৪৮৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٤ – بَابُ الأَمْرِ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ

অধ্যায়– ২৪: গ্রহণকালীন সময়ে দু'আর নির্দেশ

١٥٠٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا فَقَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ " .

১৫০২. আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম ইত্যবসরে সূর্যগ্রহণ লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর চাদর সামলাতে সামলাতে মাসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন, অন্যান্য মানুষজন তাঁর সঙ্গে দাড়িয়ে গেল। এরপর তিনি দু' রাক'আত নামায পড়লেন। যেমন অন্যরা পড়ে থাকে। যখন সূর্য আলোকিত হয়ে গেল তিনি আমাদের লক্ষ্য করে খুত্বাহ্ দিলেন এবং বললেন, চন্দ্র সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টি নিদর্শন, তাদের দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয়প্রদর্শন করে থাকেন। আর তাদের গ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। অতএব, তোমরা যখন তাদের কোনটির গ্রহণ দেখবে, তখন তোমাদের উপর আপতিত বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থাকবে এবং দু'আ করতে থাকবে। [সহীহ। বুখারী ১৪৫৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٥ – بَابُ الأَمْرِ بِالاِسْتِغْفَارِ فِي الْكُسُوفِ

অধ্যায়– ২৫: গ্রহণকালীন সময়ে ইস্তিগফারের নির্দেশ

١٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَتِهِ قَطُّ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ " .

১৫০৩. আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সূর্য গ্রহণ লাগল। তখন নাবী ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এ ভয়ে যে, কি জানি ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। তিনি দাঁড়ালেন এবং মাসজিদে এসে গেলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন অতি লম্বা কিয়াম, রুকূ' এবং সাজদাসহ। আমি তাঁকে কোন নামাযে কখনো অনুরূপ করতে দেখি নি। এরপর তিনি বললেন, এ সমস্ত নিদর্শন যা আল্লাহ পাঠিয়ে থাকেন তা কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তা পাঠান, তাঁর বান্দাদের ভয় দেখানোর জন্যে। সুতরাং তোমরা যখন তার কিছু দেখবে তখন দ্রুত যিক্‌র, দু'আ এবং ইস্তিগফারে রত হবে। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৯৩]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٧ – كِتَابُ الْاسْتِسْقَاءِ

পর্ব– ১৭: ইস্তিস্কা (বৃষ্টির জন্যে দু'আ করা)

অধ্যায়– ১: ইমাম কখন বৃষ্টি প্রার্থনা করবেন? ١ – بَابُ مَتَى يَسْتَسْقِي الإِمَامُ؟

١٥٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ: " اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ". فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

১৫০৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গবাদি পশুগুলো তো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং এ কারণে রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন। ফলে আমাদের উপর এক জুমু'আর দিন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় জুমুআর দিন পর্যন্ত (অনবরত) বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়ি-ঘর তো ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। আর রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলোও অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি বললেন–

اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ .

হে আলাহ! (তুমি এ বৃষ্টি) পাহাড় ও টিলার চূড়ায় চূড়ায় উপত্যকার মাঝে মাঝে এবং গাছ-পালার গোড়ায় গোড়ায় (বর্ষণ কর)। তখন মদীনার আকাশ হতে মেঘ এমনিভাবে সরে গেল যেমনিভাবে পরিধানকারীর শরীর থেকে বস্ত্র খুলে যায়। [হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০১৬; বুখারী হা. ১০১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৫৫]

٢ – بَابُ خُرُوجِ الإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়– ২: বৃষ্টি প্রার্থনার জন্যে ইমামের নামাযের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হওয়া

١٥٠٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سُفْيَانُ فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ .

১৫০৫. 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রা.) যাকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির প্রার্থনা করার জন্যে নামাযের স্থান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি ক্বিবলাহ্ অভিমুখী হলেন ও তাঁর (পরিধেয়) চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়লেন। আবূ 'আব্দুর রহমান (ইমাম নাসায়ী) বলেন, 'আব্দুল্লাহর পরিচয় দিতে গিয়ে ইবনু 'উয়াইনাহ্ ভুল করেছেন। যে 'আব্দুল্লাহকে স্বপ্নে আযান দেখানো হয়েছিল তিনি হলেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু 'আব্দু রাব্বিহি আর অত্র হাদীস বর্ণনাকারী 'আব্দুল্লাহ হলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু 'আসিম। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬৭; হাদীসে বর্ণিত রাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আসিম, যেমনটি লিখক বলেছেন। বুখারী হা. ১০১২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৪৮]**

٣ - بَابُ الْحَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ

অধ্যায়- ৩: বের হওয়াকালীন সময়ে ইমামের যে অবস্থায় থাকা মুস্তাহাব

١٥٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَرْسَلَنِي فُلاَنٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১৫০৬. ইসহাক ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুক ব্যক্তি [ওয়ালীদ ইবনু আকাবা (র.)] আমাকে ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে পাঠালেন, যেন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইস্তিস্কা নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনয় ও মিনতির সাথে ছিন্ন বস্ত্রে বের হয়েছিলেন এবং তোমাদের এ খুতবার মতো খুত্বাহ্ না দিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়েছিলেন। **[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬৬]**

١٥٠٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ .

১৫০৭. আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্যে দু'আ করেছিলেন। তখন তাঁর পরণে কালো রংয়ের চাদর ছিল। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১০৫৫]**

٤ - بَابُ جُلُوسِ الإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ لِلاِسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়- ৪: ইস্তিস্কার জন্যে ইমামের মিম্বারে উপবেশন করা

١٥٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ .

১৫০৮. ইসহাক্ব ইবনু 'আবদুলাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইস্তিস্কার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিন্ন বস্ত্রে বিনয় ও মিনতি সহকারে বের হয়েছিলেন। তিনি মিম্বারের উপর বসেছিলেন, কিন্তু তোমাদের এ খুতবার মতো কোন খুত্বাহ্ দেননি। বরং তিনি সব-সময় দু'আ করছিলেন। মিনতি জানাচ্ছিলেন। তাকবীর বলছিলেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়েছিলেন যেরূপ দু' ঈদে নামায পড়তেন। **[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১২৬৬]**

٥ – بَابُ تَحْوِيلِ الإِمَامِ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়- ৫: ইস্তিস্কার দু'আ করার সময় ইমামের পিঠ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দেয়া

١٥٠٩ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ عَمَّهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَحَوَّلَ لِلنَّاسِ ظَهْرَهُ وَدَعَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَجَهَرَ .

১৫০৯. 'আব্বাদ ইবনু তামীম (রহ.) হতে বর্ণিত, তাঁর চাচা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বৃষ্টির দু'আ করার জন্যে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন এবং মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে দিয়ে দু'আ করলেন। তারপর দু' রাক'আত নামায পড়লেন। আর তাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করলেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১০২৫]

٦ – بَابُ تَقْلِيبِ الإِمَامِ الرِّدَاءَ عِنْدَ الاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়- ৬: ইস্তিস্কার সময় ইমামের চাদর উল্টিয়ে দেয়া

١٥١٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

১৫১০. 'আব্বাদ ইবনু তামীম-এর চাচা হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ (একবার) বৃষ্টির জন্যে দু'আ করলেন ও দু' রাক'আত নামায পড়লেন। আর তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১০২৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৫০]

অধ্যায়- ৭: ইমাম কখন তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিবেন? ٧ – بَابٌ: مَتَى يُحَوِّلُ الإِمَامُ رِدَاءَهُ

١٥١١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১৫১১. 'আব্বাদ ইবনু তামীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে বৃষ্টির জন্যে দু'আ করলেন এবং ক্বিবলামুখী হওয়ার সময় তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৪৭]

অধ্যায়- ৮: ইমামের হাত উঠানো ٨ – بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ

١٥١٢ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو تَقِيٍّ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الاسْتِسْقَاءِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ الرِّدَاءَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

১৫১২. 'আব্বাদ ইবনু তামীমের চাচা হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিস্কার সময় দেখলেন যে, তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে দিলেন ও দু' হাত উত্তোলন করলেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়- ৯: (দু' হাত) কিভাবে উঠাবেন? ٩ – بَابٌ: كَيْفَ يَرْفَعُ

١٥١٣ - أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

১৫১৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইস্তিস্কার সময় ছাড়া অন্য কোন দু'আয় দু' হাত উঠাতেন না। তিনি তখন দু' হাত এতটুকু পর্যন্ত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেত। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৮০; বুখারী হা. ১০৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৫৩]**

١٥١٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ عَنْ آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِي وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو .

১৫১৪. আবুল লাহ্ম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'আহজারুয্ যাইত' নামক স্থানে ইস্তিস্কা করতে দেখেছিলেন। তখন তিনি দু' হাত উঠিয়ে দু'আ করেছিলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৫৬২]**

١٥١٥ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، - وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَأَجْدَبَ الْبِلاَدُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ حِذَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا " . فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِنْبَرِ حَتَّى أُوسِعْنَا مَطَرًا وَأُمْطِرْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ رَجُلٌ - لاَ أَدْرِي هُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْقِ لَنَا أَمْ لاَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الأَمْوَالُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَاءِ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَ عَنَّا الْمَاءَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا وَلَكِنْ عَلَى الْجِبَالِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ". قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ تَمَزَّقَ السَّحَابُ حَتَّى مَا نَرَى مِنْهُ شَيْئًا .

১৫১৫. শারীক ইবনু 'আব্দুল্লাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনু মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, একদা আমরা জুমু'আর দিনে মাসজিদে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের সামনে খুত্‌বাহ্ দিচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (গরমের আধিক্য হেতু) রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, গবাধি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে পরছে এবং শহর খাদ্যশূন্য হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যে তিনি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উভয় হাত মুখমণ্ডল বরাবর উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করো। আল্লাহর কসম! তিনি মিম্বার থেকে তখনও নামেনি। এ সময় আমাদের বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত করে দেয়া হলো এবং ঐ দিন থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, আমি জানি না যে, সে ঐ ব্যক্তি কি না যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল "আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্যে দু'আ করুন" না অন্য ব্যক্তি। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (পানির আধিক্যের কারণে) রাস্তাঘাট তো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আপনি আলাহর কাছে দু'আ করুন তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! (তুমি বৃষ্টি) আমাদের আশেপাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপর নয় বরং পাহাড়ের উপর এবং গাছের গোড়ায়। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দু'আ করতে না করতে মেঘমালা এমনিভাবে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যে, আমরা তার কিছুই দেখতে পেলাম না। **[হাসান সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫০৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ১০: দু'আর উল্লেখ ١٠ - بَابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ

١٥١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا ".

১৫১৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٥١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَهُوَ الْعُمَرِيُّ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قُحِطَتِ الْمَطَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. قَالَ "اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا ". قَالَ: وَايْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ - قَالَ - فَأَنْشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ثُمَّ إِنَّهَا أُمْطِرَتْ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى وَانْصَرَفَ النَّاسُ فَلَمْ تَزَلْ تَمْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ". فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَوْلَهَا وَمَا تَمْطُرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ .

১৫১৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ জুমু'আর দিন খুত্‌বাহ্‌ দিতেছিলেন। এমন সময় কতক মানুষ দাঁড়িয়ে গেল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, হে আল্লাহর নাবী! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, অতএব আপনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা আকাশে মেঘের কোনচিহ্নও দেখছিলাম না। তিনি বলেন, এ সময় মেঘ সৃষ্টি হলো, এরপর তা বিস্তীর্ণ হলো, পরে তা (আমাদের উপর) বর্ষিত হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীচে নেমে আসলেন এবং নামায পড়লেন। আর মানুষেরা নামায শেষ করে ফিরে গেল। অতঃপর পরবর্তী জুমু'আহ্‌ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্‌বাহ্‌ দেয়ার জন্যে দাঁড়ালেন, মানুষ চিৎকার করে বলতে লাগল, হে আল্লাহর নাবী! (পানির আধিক্য হেতু) বাড়ি ঘর তো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকী হেসে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর; আমাদের উপরে নয়। তখন মদীনা থেকে মেঘমালা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, আর মদীনার আশেপাশে বৃষ্টি হচ্ছিল কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটাও বৃষ্টি হচ্ছিল না। তখন আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, মদীনা মেঘমালার চক্র ব্যূহের মাঝখানে অবস্থিত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১০৬৫; বুখারী হা. ১০২১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৫৭]

١٥١٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغِيثَنَا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ". قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابَةٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ فَطَلَعَتْ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ وَأَمْطَرَتْ . قَالَ أَنَسٌ وَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُمْسِكَهَا عَنَّا . فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " . قَالَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ . قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ .

১৫১৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খুত্‌বাহ্ দিচ্ছিলেন, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (ঘাস বিচালির সংকট হেতু) চতুষ্পদ জন্তুগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, (গরমের আধিক্য হেতু) রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন রাসূলুলাহ ﷺ তাঁর দু' হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আনাস (রা.) বলেন, আমরা তখন আকাশে কোন মেঘ বা মেঘের টুকরা দেখছিলাম না, আর আমাদের "সালআ" পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে কোন ঘর-বাড়িও ছিল না। হঠাৎ ঢালের ন্যায় একখণ্ড মেঘ প্রকাশ পেল, যখন তা মধ্যাকাশে পৌছল, বিস্তৃত হয়ে গেল এবং তা বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হতে লাগল। আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা এক সপ্তাহ অবধি সূর্য দেখছিলাম না। তিনি বলেন, পরবর্তী জুমুআয় ঐ দরজা দিয়ো এক ব্যক্তি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ানো অবস্থায় খুত্‌বাহ্ দিতেছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় আসল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বৃষ্টির আধিক্য হেতু চতুষ্পদ জন্তুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাটও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। হে আলাহ! পাহাড় এবং টিলার চূড়ায় চূড়ায় উপত্যকার মাঝে মাঝে এবং গাছপালার গোড়ায় গোড়ায় (বর্ষণ কর)। আনাস (রা.) বলেন, তারপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, আর আমরা সূর্যের আলোতে হেঁটে হেঁটে বাইরে গেলাম। রাবী শারীক (র.) বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সে ব্যক্তি কি প্রথম ব্যক্তি ছিল? তিনি বললেন, না। **[হাসান সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫০৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ১১: দু'আর পরে নামায পড়া ١١ – بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الدُّعَاءِ

١٥١٩ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي الْحَدِيثِ وَقَرَأَ فِيهِمَا .

১৫১৯. 'আব্বাদ ইবনু তামীম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর চাচাকে যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ইস্তিস্কার জন্যে বের হলেন। তিনি মানুষের দিকে তাঁর পিঠ ফিরিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে লাগলেন। আর তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে চাদর উল্টিয়ে দিলেন। তারপর দু' রাক'আত নামায পড়লেন। ইবনু আবূ যি'ব (র.) হাদীস সম্পর্কে বলেন, আর ঐ দু' রাক'আতে কিরাআত পাঠ করেছিলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ১০২৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৫০]**

অধ্যায়– ১২: ইস্তিস্কার নামায কত রাক'আত? ١٢ – بَابٌ: كَمْ صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ

١٥٢٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১৫২০. 'আবদুলাহ ইবনু যাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ ইস্তিস্কার উদ্দেশে বের হয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু' রাক'আত নামায আদায় করলেন। **[সহীহ। বুখারী হা. ১০২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৪৮]**

অধ্যায়- ১৩: ইস্তিস্কার নামায কেমন? ١٣ – بَابٌ: كَيْفَ صَلاَةُ الاسْتِسْقَاءِ

١٥٢١ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ

১৫২১. ইসহাক্ব ইবনু 'আবদুলাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমীরদের মধ্যে কেউ আমাকে (একবার) ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর কাছে পাঠালেন, আমি যেন তাঁকে ইস্তিস্কা সম্পর্কে প্রশ্ন করি। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বললেন, আমার কাছে সরাসরি প্রশ্ন করতে ঐ আমীরকে কে বারণ করেছে? (তারপর বললেন) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনীতভাবে ছিন্ন বস্ত্রে মিনতি সহকারে বের হলেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়লেন। যেমনিভাবে তিনি উভয় ঈদে পড়েন। কিন্তু তিনি তোমাদের (ঈদের খুত্বার) মতো খুত্বা দেন নি। [হাসান। ১৫০৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٤ – بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়- ১৪: ইস্তিস্কার নামাযে স্বরবে কিরাআত পাঠ করা

١٥٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .

১৫২২. 'আব্বাদ ইবনু তামীমের চাচা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদিন) বের হলেন এবং ইস্তিস্কার দু' রাক'আত নামায পড়লেন। তাতে তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করলেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫০৯ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ১৫: বৃষ্টির সময় কথা বলা ١٥– بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَطَرِ

١٥٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُمْطِرَ قَالَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا".

১৫২৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, যখন বৃষ্টি হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন– اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا نَافِعًا হে আলাহ! তুমি এ বৃষ্টিকে প্রবাহমান এবং উপকারী করে দাও। [সহীহ। আল-কালিমুত তাইয়্যিব (৮৮/১৫৫); আস্-সহীহাহ্ হা. ২৭৫৮]

অধ্যায়- ১৬: তারকার সাহায্যে বৃষ্টি কামনা অপছন্দনীয় ١٦ – بَابُ كَرَاهِيَةِ الاسْتِمْطَارِ بِالْكَوْكَبِ

١٥٢٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ: الْكَوْكَبُ وَبِالْكَوْكَبِ " .

১৫২৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাদের যে কোন নি'আমাত দান করি না কেন তাদের একদল ঐ নি'আমাতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, নক্ষত্র আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪০]

١٥٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " أَلَمْ تَسْمَعُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلاَّ أَصْبَحَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَأَمَّا مَنْ آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَاىَ فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَكَفَرَ بِالْكَوْكَبِ وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَاكَ الَّذِي كَفَرَ بِي وَآمَنَ بِالْكَوْكَبِ " .

১৫২৫. যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মানুষদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি শুনতে পাওনি তোমাদের রব গত রাতে কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমি আমার বান্দাদের কোন নি'আমাত দান করলে তাদের একদল ঐ নি'আমাতের অস্বীকারকারী হয়ে যায়। তারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। অতএব, যারা আমার উপর ঈমান এনেছে এবং আমার বৃষ্টি দেয়ার কারণে আমার প্রশংসা করছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই আমার উপর ঈমান এনেছে। আর নক্ষত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করছে। আর যারা বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। তারাই আমাকে অস্বীকার করছে এবং নক্ষত্রের প্রভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৬৮১; বুখারী হা. ১০৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৩৯]**

١٥٢٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَتَّابِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ أَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ: سُقِينَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ " .

১৫২৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি পাঁচ বৎসর তাঁর বান্দাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ রাখেন, অতঃপর তা পাঠান তা হলে মানুষের একদল কাফির হয়ে যাবে। তারা বলবে, মিজদাহ নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে। **[য'ঈফ। য'ঈফাহ্ হা. ১৭২১]**

١٧ – بَابُ مَسْأَلَةِ الإِمَامِ رَفْعَ الْمَطَرِ إِذَا خَافَ ضَرَرَهُ

অধ্যায়– ১৭: বৃষ্টির কারণে ক্ষতির আশংকা হলে তা বন্ধ করার জন্যে ইমামের দু'আ করা

١٥٢٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُحِطَ الْمَطَرُ عَامًا فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ . قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ يَسْتَسْقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ – قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ . قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسُرْعَةِ مَلاَلَةِ ابْنِ آدَمَ وَقَالَ بِيَدَيْهِ " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " . فَتَكَشَّطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ .

১৫২৭. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন (একবার) এক বৎসর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল, তখন কোন কোন মুসলিম জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং জমিন শুকিয়ে গেছে আর গবাদি পশুগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। রাবী বলেন, তিনি তখন তাঁর উভয় হাত উঠালেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখছিলাম না। তিনি তাঁর দু' হাত এমনিভাবে প্রসারিত করলেন যে, আমি তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্যে দু'আ

করছিলেন। আনাস (রা.) বলেন, আমরা জুমু'আর নামায পড়ে উঠতে পারি নি ইত্যবসরে (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) কাছের ঘরের যুবকেরা তাদের ঘরে ফিরে যেতে উদ্যত হয়ে গেল। বৃষ্টি এক সপ্তাহ স্থায়ী হলো। যখন পরবর্তী জুমু'আর দিন আসল, লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) ঘর-বাড়ি তো ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আরোহীরা আটকা পড়েছে। তিনি বলেন, তখন তিনি ইবনু আদমের দ্রুত বিষণ্ণতার কারণে মুচকী হাসলেন এবং তাঁর হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি বৃষ্টি আমাদের আশেপাশে বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। তখন মেঘ মদীনা থেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। **[সানাদ সহীহ। ১৫১৫ নং হাদীসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।]**

١٨ – بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ إِمْسَاكِ الْمَطَرِ

অধ্যায়– ১৮: বৃষ্টি বন্ধের দু'আর সময় ইমামের হাত উঠানো

١٥٢٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ". فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ أَخْبَرَ بِالْجَوْدِ .

১৫২৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর দিন মিম্বারের উপর খুত্বাহ্ দিচ্ছিলেন। এক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! (ঘাস বিচালির সংকট হেতু) গবাদি পশুগুলো অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে, আর পরিবারবর্গ অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। অতএব আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু' হাত উঠালেন। ঐ সময় আমরা আকাশে মেঘের কোন টুকরাও দেখছিলাম না। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি দু' হাত নামাতেও পারলেন না, ইত্যবসরে মেঘমালা পাহাড়ের ন্যায় বিস্তৃত হয়ে গেল। তিনি মিম্বার থেকে না নামতেই, আমি দেখলাম, বৃষ্টি তাঁর দাড়ি বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে। সে দিন, পরবর্তী দিন এবং তার পরের দিন থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। রাবী বলেন, তখন উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তি অথবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! (বৃষ্টির আধিক্য হেতু) ঘর-বাড়ি তো ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে এবং গবাদি পশুগুলো ডুবে যাচ্ছে। অতএব, আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু' হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে নয়। তিনি তাঁর হাত দ্বারা মেঘমালার কোন খণ্ডের দিকে ইশারা করতে তা এমনিভাবে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল যাতে মদীনার আকাশ একটি বড় গর্তের মতো দেখাচ্ছিল (অর্থাৎ মদীনার আকাশের চতুষ্পার্শের মেঘমালা এমনিভাবে বিস্তৃত হলো যে, মদীনা বরাবর আকাশ একটি গোলাকার গর্তের ন্যায় মেঘমুক্ত হলো) এবং মাঠে ময়দানে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। আর মদীনার আশ-পাশ থেকে যারাই আসছিল তারাই বৃষ্টির আধিক্যের সংবাদ দিচ্ছিল। **[সহীহ। বুখারী হা. ৯৩৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৫৫, ১৯৫৬]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٨- كِتَابُ صَلاَةُ الْخَوف

পর্ব- ১৮: ভয়কালীন নামায

অধ্যায়- ১: ١ - باب

١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا فَوَصَفَ فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً صَفٌّ خَلْفَهُ وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً.

১৫২৯. সা'লাবাহ্ ইবনু যাহ্দাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তাবারিস্তানে সা'ঈদ ইবনুল 'আসী (রা.)-এর সাথেই ছিলাম। আর আমাদের সাথে হুযাইফাহ্ ইবনুল ইয়ামান (রা.)-ও ছিলেন। তিনি [সা'ঈদ (রা.)] বললেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন নামায পড়েছে? তখন হুযাইফাহ (রা.) বললেন, আমি। আর তিনি সেই নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গ্রুপের সাথে ভয়কালীন এক রাক'আত নামায পড়লেন। ঐ গ্রুপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর দ্বিতীয় গ্রুপ তাঁর এবং শত্রুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যে গ্রুপ তাঁর পিছনে ছিল তাদের সাথে এক রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তারা তাদের (যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও শত্রুর মাঝে দাঁড়িয়েছিল) কাতারবন্দী হওয়ার স্থানে ফিরে গেল এবং তারা (যারা নামায পড়েনি) এলো। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। [সহীহ। **ইরউয়াউল গালীল ৩/৪৪; সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৩৩]**

١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

১৫৩০. সা'লাবাহ্ ইবনু যাহ্দাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সা'ঈদ ইবনুল 'আসী (রা.)-এ সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন না পড়েছো? হুযাইফাহ্ (রা.) বললেন, আমি। এরপর তিনি দাঁড়ালেন ও মানুষ তাঁর পিছনে দু' কাতারবন্দী

দাঁড়িয়ে গেল। এক কাতার তাঁর পিছনে ও অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখি। তখন তিনি যারা তাঁর পিছনে ছিল তাদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। এরপর এরা (শত্রুর মুখোমুখি) জায়গায় চলে গেল এবং তারা আসল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন এবং তারা আর দ্বিতীয় রাক'আত পড়েন নি। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٥٣١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ صَلاَةِ حُذَيْفَةَ.

১৫৩১. যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হুযাইফাহ্ (রা.)-এর নামাযের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

١٥٣٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

১৫৩২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর ভাষ্য মতো আল্লাহ তা'আলা নামায আবাসে অবস্থানকালে চার রাক'আত এবং সফরে দু' রাক'আত আর ভয়কালীন সময়ে (ইমামের সাথে) এক রাক'আত নামায ফরয করেছেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৫৫]**

١٥٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِذِي قَرَدٍ وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلاَءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا .

১৫৩৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যীক্বারাদ' নামক স্থানে নামাযে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য লোকেরাও তাঁর পিছনে দু' কাতারে দাঁড়িয়ে গেল। এক কাতার তাঁর পিছনে ও অন্য কাতার শত্রুর মুখোমুখি। তখন তিনি যে কাতার তাঁর পিছনে ছিল তাদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তারা তাদের স্থানে ফিরে গেল এবং ওরা এসে গেল। তখন তিনি তাদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন এবং তারা আর দ্বিতীয় রাক'আত পড়েনি। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৩৩]**

١٥٣٤ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدُوا وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ يُكَبِّرُونَ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

১৫৩৪. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য মানুষেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকবীর বললেন আর তারাও তাকবীর বলল, এরপর তিনি রুকূ' করলেন তাদের কিছু লোকও রুকূ' করল, অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করলে তারাও সাজদাহ্ করল, এরপর তিনি দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ালেন। যারা তাঁর সাথে সাজদাহ্ করেছিল তারা সরে গেল এবং তাদের ভাইদেরকে পাহারা দিতে লাগল। অতঃপর দ্বিতীয় গ্রুপ এসে গেল ও নাবী ﷺ-এর সাথে রুকূ করল এবং সাজদাহ্ করল। আর সকল মানুষ নামাযে তাকবীর বলেছিল কিন্তু তারা কতক কতককে পাহারা দিচ্ছিল। **[সহীহ। বুখারী হা. ৯৪৪]**

١٥٣٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كَانَتْ صَلاَةُ الْخَوْفِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ كَصَلاَةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلاَءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ هَؤُلاَءِ إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ عُقَبًا قَامَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ وَهُمْ جَمِيعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَجَدَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا مَعَهُ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَ مَعَهُ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ فِي آخِرِ صَلاَتِهِمْ سَجَدَ الَّذِينَ كَانُوا قِيَامًا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ جَلَسُوا فَجَمَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّسْلِيمِ .

১৫৩৫. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ভয়কালীন নামায দু'টি সাজদাহ্ ভিন্ন কিছুই ছিল না। তোমাদের এ ইমামদের পিছনে তোমাদের এ পাহারাদারদের আজকের নামাযের মতো। হ্যাঁ; তা এক দলের পর আর এক দল পালাক্রমে আদায় করত। তাদের এক দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াত এবং তারা সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকত। তাদের একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাজদাহ্ করত। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালে তারাও সকলে তাঁর সাথে দাঁড়াত। অতঃপর তিনি রুকূ' করলে তারাও সকলে তাঁর সাথে রুকূ' করত। তারপর তিনি সাজদাহ্ করলে যারা প্রথমে তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে সাজদাহ্ করত। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বসতেন এবং যারা তাঁর সাথে তাদের নামাযের শেষে সাজদাহ্ করেছিল, তারা সাজদাহ্ করত যারা (নামাযের শেষে) তাঁদের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর তাঁরা বসে যেত, তখন রাসূলুলাহ ﷺ তাদের সকলকে নিয়ে একত্রে সালাম ফেরাতেন। **[হাসান সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১২৩]**

١٥٣٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُصَافُّو الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلاَءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا فَقَضَوْا رَكْعَةً رَكْعَةً .

১৫৩৬. সাহ্ল ইবনু আবূ হাসমাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) তাঁদের নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়লেন। তাঁর পেছনে একদল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্যদল শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তিনি তাদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর তারা চলে গেল এবং (যারা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল) তারা আসল। রাসূলুলাহ ﷺ তাদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। তার পর এক দলের পর আর এক দল দাঁড়িয়ে গেল এবং এক রাক'আত এক রাক'আত পড়ে নিল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৫৯; বুখারী হা. ৪১৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২৪]**

١٥٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

১৫৩৭. সালিহ ইবনু খাওওয়াত সূত্রে ঐ সাহাবী যিনি যাতুর রিকা'র জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন নামায পড়েছিলেন তার হতে বর্ণিত। একদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর একদল শত্রুর মুখোমুখি (দাঁড়িয়ে গেল)। যারা তাঁর সাথে ছিল তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাক'আত নামায

পড়লেন। তারপর তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন এবং তারা নিজেদের নামায পূর্ণ করে নিল। অতঃপর তারা ফিরে গিয়ে শত্রুর মুখোমুখি কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর দ্বিতীয় দল এসে গেলে তিনি তাঁদের নিয়ে ঐ রাক'আত পড়ে নিলেন। যে রাক'আত তাঁর নামায থেকে বাকি রয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি ঠায় বসে রইলেন এবং তাঁরা নিজেদের বাকি নামায পূর্ণ করে নিল। তারপর তিনি তাদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٥٣٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْطَلَقُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَامَ هَؤُلاَءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلاَءِ فَقَضُوا رَكْعَتَهُمْ .

১৫৩৮. সালিমের পিতা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' দলের একটির সাথে এক রাক'আত নামায পড়লেন। আর একদল শত্রুর মুখোমুখি। এরপর এরা চলে গেল এবং তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল, এবং তারা এসে গেল, তখন তিনি তাঁদের নিয়ে দ্বিতীয় এক রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালে তারা দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের রাক'আত পূর্ণ করে নিল। তারা (যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল) তারা এসে নিজেদের রাক'আত পূর্ণ করে নিল। **[সহীহ। তিরমিযী হা. ৫৬৯; বুখারী হা. ৯৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮১৯]**

١٥٣٩ - أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مِنَّا مَعَهُ وَأَقْبَلَ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ .

১৫৩৯. 'আবদুলাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাজদের দিকে রাসূলুলাহ ﷺ-এর সাথে এক জিহাদে গিয়েছিলাম। যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলাম এবং তাদের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার সঙ্গে আমাদের একদলও দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্য দল শত্রুর সম্মুখে চলে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সঙ্গে যারা ছিল তাঁরা একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করল। অতঃপর এরা চলে গেল তাদের স্থানে যারা নামায পড়ে নি। আর ঐ গ্রুপ আসল যারা নামায পড়েন। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন। তখন প্রত্যেক মুসলিম দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ আদায় করে নিল। **[সহীহ। বুখারী হা. ৯৪২]**

١٥٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَّ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ .

১৫৪০. যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) বর্ণনা করতেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাকবীর বললেন এবং তাঁর পিছনে আমাদের একটি দল কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর একদল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর তারা ফিরে গেল এবং শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দল এসে গেল এবং নাবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়ল এবং তিনি অনুরূপ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর উভয় গ্রুপের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে গেল এবং নিজেদের একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ আদায় করে নিল। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

١٥٤١ - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَأَبِي أَيُّوبَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَامَ فَكَبَّرَ فَصَلَّى خَلْفَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ فَصَفُّوا مَكَانَهُمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَتَمَّ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ السُّنِّيِّ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثَيْنِ وَلَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ .

১৫৪১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) ভয়কালীন নামায পড়লেন। তিনি দাঁড়ালেন ও তাকবীর বললেন। তখন তাঁর পিছনে আমাদের একদল নামায পড়ল। আর অন্যদল শত্রুর মুখোমুখি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' ও দু'টি সাজদাহ্ করলেন। তারপর তারা ফিরে গেল কিন্তু সালাম ফিরাল না ও শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আর তাঁদের স্থানে কাতারবন্দী হয়ে গেল। আর দ্বিতীয় দল এসে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন। ইত্যবসরে তিনি দু'টি রুকূ' এবং চারটি সাজদাহ্ পূর্ণ করে ফেললেন। তারপর উভয় দল দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁদের প্রত্যেকে নিজেদের একটি একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ আদায় করে নিল। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً .

১৫৪২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একদিন ভয়কালীন নামায পড়লেন। তখন তাঁর সাথে একদল দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্য আর একদল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি যারা তাঁর সাথে ছিল তাঁদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর তাঁরা চলে গেল এবং অন্য দল এসে গেল। তখন তিনি তাঁদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর উভয় দল এক এক রাক'আত নামায পূর্ণ করে নিল। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩/৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২১]**

١٥٤٣ - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ . قَالَ: مَتَى؟

قَالَ: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ وَظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتْ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ .

১৫৪৩. মারওয়ান ইবনু হাকাম (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন নামায পড়েছিলেন? তখন আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) বললেন, হ্যাঁ; তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কখন? তিনি বললেন, নাজ্‌দের জিহাদের বৎসর। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আস্‌রের নামাযে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে একটি দল দাঁড়াল। আর অন্য দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। আর তাদের পিঠ ক্বিবলার দিকে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন। যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও সকলে তাকবীর বলল। আর যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল তারাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রুকূ' আদায় করলেন এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারাও তাঁর সাথে একটি রুকূ' আদায় করল। তারপর তিনি সাজদাহ্ করলেন এবং যে দল তাঁর সাথে ছিল তাঁরাও সাজদাহ্ করল। আর দ্বিতীয় দল শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং যে দল তাঁর সাথে ছিল তারাও দাঁড়িয়ে গেল এবং শত্রুর অভিমুখে চলে গেল এবং তাদের মুখোমুখি হলো। আর যে দল শত্রুর মুখোমুখি ছিল তাঁরা আসল এবং রুকূ' ও সাজদাহ্ করল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন ছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর তারাও দাঁড়িয়ে গেল তো রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় আরও একটি রুকূ' করলেন, আর তারাও তাঁর সাথে একটি রুকূ' করল এবং তিনি সাজদাহ্ করলেন আর তারাও তাঁর সাথে সাজদাহ্ করল। অতঃপর ঐ গ্রুপ আসল যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল। তারা রুকূ' করলও সাজদাহ্ করল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যারা তাঁর সাথে ছিল তারা বসে থাকল। তারপর সালাম ফিরানো বাকী থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালেন এবং সকলেই সালাম ফিরালো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু' রাক'আত আদায় হয়েছিল আর উভয় দলের প্রত্যেকেরও দু' দু' রাক'আত আদায় হয়েছিল। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১১২৯]

١٥٤٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ مُحَاصِرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لِهَؤُلاَءِ صَلاَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَبْكَارِهِمْ أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ نِصْفَيْنِ فَيُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَائِفَةٌ مُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ قَدْ أَخَذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يَتَأَخَّرَ هَؤُلاَءِ وَيَتَقَدَّمَ أُولَئِكَ فَيُصَلِّيَ بِهِمْ رَكْعَةً تَكُونُ لَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ .

১৫৪৪. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের অবরোধ করে যাজনান পর্বত এবং উসফান নামক স্থানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেছিলেন। তখন মুশরিকরা বলল যে, তাদের জন্যে এমন একটি নামায (আসর) রয়েছে, যা তাঁদের কাছে তাঁদের সন্তান-সন্তুতি এবং কুমারী স্ত্রী হতেও বেশি প্রিয়।

তোমরা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নাও। অতঃপর তাদের উপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তখন জিবরীল (আ.) এসে তাঁকে বললেন তিনি যেন তাঁর সাহাবাদের দু' দলে বিভক্ত করে দেন এবং তাঁদের একদলকে নিয়ে নামায পড়েন ও আর একদল যে তাঁদের শত্রুর মুখোমুখি থাকে। তাঁরা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকবে। আর তিনি তাঁদের (একদল) নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়বেন। অতঃপর তারা পেছনে সরে যাবে এবং তাঁরা (অন্য দল) সামনে আসবে এবং তাদের নিয়ে তিনি এক রাক'আত নামায পড়বেন। তাঁদের জন্যে হবে এক এক রাক'আত করে আর নাবী ﷺ-এর হবে দু' রাক'আত। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৩০]

١٥٤٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ صَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَقَامُوا مَقَامَ هَؤُلَاءِ وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ .

১৫৪৫. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়লেন। তখন তাঁর সামনে এক কাতার এবং তাঁর পেছনে অন্য আর এক কাতার দাঁড়িয়ে গেল। তিনি যারা তাঁর পেছনে ছিল তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ আদায় করলেন। অতঃপর এরা সামনে এসে গেল এবং তাঁদের সাথীদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর তারা এসে গেল এবং এদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়েও একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হলো দু' রাক'আত এবং তাঁদের হলো এক এক রাক'আত। [সানাদ সহীহ।]

١٥٤٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَلَّمَ فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ وَسَلَّمَ أُولَئِكَ .

১৫৪৬. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম, এমতাবস্থায় নামাযে ইক্বামাত দেয়া হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর পিছনে একটি দল দাঁড়িয়ে গেল। আর একটি দল শত্রুর মুখোমুখি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যারা তাঁর পিছনে ছিল তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর এরা চলে গেল এবং যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল, তাঁদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর ঐ দল যারা শত্রুর মুখোমুখি ছিল, তারা এসে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে একটি রুকূ' এবং দু'টি সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরালে তাঁর পিছনে থাকাদল এবং অন্যরাও সালাম ফিরালো। [সানাদ সহীহ।]

١٥٤٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا وَرَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي حِينَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

أَمْكِنَتِهِمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ كَانُوا يَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الآخَرُ فَقَامَ فِي مَقَامِهِمْ وَقَامَ هَؤُلاَءِ فِي مَقَامِ الآخَرِينَ قِيَامًا وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعْنَا فَلَمَّا انْحَدَرَ لِلسُّجُودِ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৪৭. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ভয়কালীন নামাযে উপস্থিত ছিলাম। আমরা তাঁর পেছনে দু' কাতারে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর শত্রুবাহিনী আমাদের এবং ক্বিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন আর আমরাও তাকবীর বললাম। তিনি রুকূ' করলেন আর আমরাও রুকূ' করলাম। তিনি মাথা উঠালেন আর আমরাও মাথা উঠালাম। যখন তিনি সাজদায় যাওয়ার জন্যে মাথা নিচু করলেন তখন তিনি সাজদাহ্ করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তাঁরাও। আর দ্বিতীয় কাতার দাঁড়িয়ে থাকলো। যখন তিনি এবং ঐ কাতার যা তাঁর কাছে ছিল মাথা উঠালেন তখন দ্বিতীয় কাতার সাজদাহ্ করল নিজেদের স্থানেই যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠালেন। অতঃপর ঐ কাতার পিছনে সরে গেল, যা নাবী ﷺ-এর কাছে ছিল। আর অন্য কাতার আগে বেড়ে গেল এবং তাঁরা তাঁদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল। আর এরা অন্য গ্রুপের স্থানে যথাযথভাবে দাঁড়িয়ে গেল। আর নাবী ﷺ রুকূ' করলেন তো আমরাও রুকূ' করলাম। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন তো আমরাও মাথা উঠালাম। আর যখন তিনি সাজদার জন্যে আনত মস্তক হলেন, যারা তাঁর নিকটে ছিল তাঁরাও সাজদাহ্ করল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা উঠালেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাঁরাও মাথা উঠালেন, অন্য গ্রুপ সাজদাহ্ করল। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১২৪, ১১৩৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২২]

١٥٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَخْلٍ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا فِيهِ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلاَءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلاَءِ فَرَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَجَلَسُوا سَجَدَ الآخَرُونَ مَكَانَهُمْ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكُمْ .

১৫৪৮. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার নাবী ﷺ-এর সাথে 'নাখ্ল' নামক স্থানে ছিলাম। আর শত্রু বাহিনী আমাদের এবং ক্বিবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বললেন আর সকলে তাকবীর বলল, অতঃপর তিনি রুকূ' করলেন এবং সকলে রুকূ' করল। অতঃপর নাবী ﷺ সাজদাহ্ করলেন এবং তাঁর কাছে যারা ছিল তাঁরাও সাজদাহ্ করল। আর অন্যদল দাঁড়িয়ে তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। যখন তাঁরা দাঁড়িয়ে গেল অন্য দল তাঁদের ঐ স্থানেই সাজদাহ্ করল যেখানে তাঁরা ছিল। অতঃপর এরা তাঁদের কাতার বন্দী স্থানে সামনে অগ্রসর হলো। আর তিনি রুকূ' করলেন এবং সবাই রুকূ' করল। তিনি মাথা তুললেন তো সবাই মাথা তুলল। অতঃপর নাবী ﷺ সাজদাহ্ করলেন এবং ঐ কাতারও সাজদাহ্ করল যারা তাঁর কাছে ছিল। আর অন্যদল তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। যখন এরা সাজদাহ্ করল ও বসে গেল তখন অন্য দল তাঁদের জায়গায় সাজদাহ্ করে নিল। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। জাবির বলেন, যেরূপ তোমাদের আমীরগণ করে থাকে। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২৩]

١٥٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ قَالَ ابْنُ

بَشَّارٍ فِي حَدِيثِه حِفْظِي مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ سُجُودِهِمْ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ .

১৫৪৯. ইবনু বাশ্‌শার (র.) তাঁর হাদীসে বলেন, আমার কিতাব হতে মুখস্থ রয়েছে যে, নাবী ﷺ শত্রুর মুখোমুখি 'উসফান নামক স্থানে কাতারবন্দী অবস্থায় ছিলেন। আর মুশরিকদের নেতৃত্বে ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তখন নাবী ﷺ তাঁদের নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন। মুশরিকরা বলল, নিশ্চয় তাদের জন্যে এ নামাযের পরে এমন একটি নামায ('আস্‌র) রয়েছে, যা তাদের কাছে তাদের সহায়-সম্পদ এবং তাদের সন্তান-সন্ততি থেকেও অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিয়ে 'আস্‌রের নামায পড়লেন। তিনি তাঁর পিছনে তাদের দু'টি কাতার করলেন এবং তাদের সবাইকে নিয়ে রুকূ' করলেন, যখন তাঁরা তাদের মাথা উঠালেন, তখন রাসূলুলাহ ﷺ ঐ কাতার নিয়ে সাজদাহ্ করলেন যা তাঁর কাছে ছিল এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। আর যখন তারা তাদের সাজদাহ্ থেকে অবসর হয়ে মাথা উঠালো তখন পিছনের সারির লোকেরা যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রুকূ' করেছিল তারা সাজদাহ্ করল। অতঃপর মাঝের সারির লোকেরা পিছনে সরে গেলো এবং পিছনের সারির লোকেরা সামনে এগিয়ে এলো। এভাবে প্রত্যেক সারির লোকেরা তাঁদের সঙ্গীর স্থানে দাঁড়ালো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সবাইকে নিয়ে রুকূ' করলেন। যখন তারা রুকূ' হতে মাথা উঠালেন তখন রাসূলের নিকটের সারির লোকেরা সাজদাহ করলো। যখন তারা সাজদাহ্ থেকে অবসর হলো তখন পিছনের সারির লোকেরা সাজদাহ্ করল। অতঃপর নাবী ﷺ সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১২১]**

١٥٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غِرَّةً وَلَقَدْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ غَفْلَةً. فَنَزَلَتْ - يَعْنِي صَلَاةَ الْخَوْفِ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَفَرَّقَنَا فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَفِرْقَةٌ يَحْرُسُونَهُ فَكَبَّرَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُمْ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ وَالَّذِينَ يَلُونَهُ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا الثَّانِيَةَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ وَبِالَّذِينَ يَحْرُسُونَهُ ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَقَامُوا فِي مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَتَقَدَّمَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ لِكُلِّهِمْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ مَعَ إِمَامِهِمْ وَصَلَّى مَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ .

১৫৫০. আবূ 'আইয়্যাশ আয্-যুরাকী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উসফান নামক স্থানে ছিলাম, তখন রাসূলুলাহ ﷺ আমাদের নিয়ে যুহরের নামায পড়লেন, আর সেদিন মুশরিকদের নেতৃত্বে ছিল খালিদ ইবনু ওয়ালীদ। তখন মুশরিকরা বলল, আমরা তাদের সম্পর্কে অন্য মনস্কতা পেয়ে গেছি, আমরা তাদের ব্যাপারে উদাসীনতা পেয়ে গেছি। তখনই যুহর এবং 'আস্‌রের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে ভয়কালীন নামাযের বিধান অবতীর্ণ হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে 'আস্‌রের নামায

আদায়কালে আমাদের দু' দলে ভাগ করে দিলেন, একদল নাবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়েছিল এবং অন্য দল তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল। তিনি যারা তাঁর কাছে ছিল এবং যারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল উভয় দলকে নিয়ে তাকবীর বললেন, অতঃপর রুকূ' করলেন। এবং সকলে তাঁর সাথে রুকূ' করল। অতঃপর যারা তাঁর কাছে ছিল তাঁরা সাজদাহ্ করল। অতঃপর যারা তাঁর কাছে ছিল পিছু হটে গেল। অন্যরা আগে বেড়ে গেল এবং তাঁরা সাজদাহ্ করল, অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন ও যারা তাঁর কাছে ছিল এবং যারা তাঁদের পাহারা দিচ্ছিল তাঁদের সবাইকে নিয়ে দ্বিতীয় রুকূ' করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করলেন তাদের নিয়ে যারা তাঁর কাছে ছিল। অতঃপর তারা পিছু হটে গেল এবং সাথীদের কাতারের স্থানে দাঁড়িয়ে গেলও অন্যরা আগে বেড়ে গেল ও সাজদাহ্ করল। অতঃপর তিনি তাঁদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। অতএব তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে নামায হলো দু' দু' রাক'আত ইমামের সাথে। আর তিনি একবার বানী সুলাইমের ভূমিতেও নামায পড়ছিলেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٥٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا .

১৫৫১. আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি দল নিয়ে ভয়কালীন দু' রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন। অন্য আর একটি দল নিয়েও দু' রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। অতএব, নাবী ﷺ চার রাক'আত নামায পড়লেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৩৫]**

١٥٥٢ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৫২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের একটি দল নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর তিনি সালাম ফিরালেন, অতঃপর অন্যদের নিয়েও দু' রাক'আত নামায পড়লেন ও সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২৭]**

١٥٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ .

১৫৫৩. সাহ্‌ল ইবনু আবূ হাস্‌মাহ্ (রা.) হতে ভয়কালীন নামায সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের এক দল ইমামের সাথে দাঁড়াবে, আর এক দল শত্রুর সামনা-সামনি দাঁড়াবে এবং তাদের চেহারা থাকবে শত্রুর দিকে। ইমাম তাদের নিয়ে একটি রুকূ' করবেন এবং তাঁরা তাদের জন্যে একটি রুকূ' করবে ও তারা দু'টি সাজদাহ্ করবে তাদের স্থানে। অতঃপর এরা তাদের স্থানে চলে যাবে ও অন্যরা এসে যাবে। ইমাম তাদের নিয়ে রুকূ' করবে ও দু'টি সাজদাহ্ করবে। অতএব ইমামের নামায হবে দু' রাক'আত আর তাদের হবে এক রাক'আত। অতঃপর তারা একটি রুকূ' করবে ও দু'টি সাজদাহ্ করবে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৫৯; বুখারী হা. ৪১৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৮২৪]**

١٥٥٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الآخَرِينَ وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

১৫৫৪. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথীদের নিয়ে ভয়কালীন নামায পড়লেন। একটি দল তাঁর সাথে নামায পড়ল এবং অন্য আর এক দল, তাঁদের চেহারা ছিল শত্রুর অভিমুখে। তিনি তাঁদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর তাঁরা অন্যদের স্থানে দাঁড়িয়ে গেল এবং অন্যরা এসে গেল। তিনি তাঁদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন, অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٥٥٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَالَّذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِهَؤُلاَءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ .

১৫৫৫. আবূ বাক্‌রাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি একবার ভয়কালীন নামায পড়লেন। যাঁরা তাঁর পিছনে ছিল তাঁদের নিয়ে তিনি দু'রাক'আত নামায পড়লেন। যাঁরা পরে এসেছিল তাঁদের নিয়ে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে হয়েছিল চার রাক'আত এবং এদের জন্যে হয়েছিল দু' রাক'আত। **[সহীহ। এটি পূর্বে বর্ণিত ১৫৫১ নং হাদীসের সংক্ষেপ।]**

بسم الله الرحمن الرحيم

١٩- كِتَابُ صَلاَةُ الْعِيْدِينْ

পর্ব– ১৯: উভয় ঈদের নামায

অধ্যায়– ১: ١ – باب:

١٥٥٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ: " كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى " .

১৫৫৬. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের অধিবাসীদের জন্যে প্রতি বছরে দু'টি দিন ছিল, যাতে তারা খেল-তামাশা করত। যখন নাবী ﷺ মদীনায় আসলেন তখন তিনি বললেন, তোমাদের জন্যে দু'টি দিন ছিল, যাতে তোমরা খেল-তামাশা করতে। এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে উক্ত দু' দিনের বদলে তার চেয়েও অধিকতর উত্তম দু'টি দিন ঠিক করে দিয়েছেন, ঈদুল ফিত্‌রের দিন এবং কুরবানীর দিন। [সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ২০২১; মিশকাত হা. ১৪৩৯]

٢ – بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْغَدِ

অধ্যায়– ২: চাঁদ দেখার পরবর্তী দিন ঈদের নামাযের জন্যে বের হওয়া

١٥٥٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلاَلَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ

১৫৫৭. আবূ 'উমাইর ইবনু আনাসের চাচাদের হতে বর্ণিত, একদল লোক শাও্‌ওয়ালের চাঁদ দেখে নাবী ﷺ-এর নিকটে আসল। তিনি তাদেরকে দিন উজ্জ্বল হওয়ার পর ইফতার করার এবং পরবর্তী দিনে ঈগদাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৬৫৩; মিশকাত হা. ১৪৫০]

٣ – بَابُ خُرُوجِ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيدَيْنِ

অধ্যায়– ৩: কিশোরী এবং যুবতী মেয়েদের দু' ঈদের নামাযে বের হওয়া

١٥٥٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبَا . فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا قَالَ: " لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " .

১৫৫৮. হাফ্‌সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রা.) আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক, বলা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্মরণ করতেন না। একবার আমি তাকে বললাম, তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছো? সে বলল হ্যাঁ; তাঁর উপর আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, কিশোরী, যুবতী এবং ঋতুবতীগণ যেন বের হয় এবং তারা যেন ঈদগাহে এবং মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত থাকে আর ঋতুমতীগণ যেন নামাযের জায়গা থেকে দূরে থাকে। [সহীহ। **বুখারী হা. ৯৮০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৩৩]**

٤ – بَابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ

অধ্যায়– ৪: মানুষের নামাযের স্থান থেকে ঋতুবতীদের দূরত্বে অবস্থান করা

١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ قَالَتْ: بِأَبَا قَالَ " أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ " .

১৫৫৯. মুহাম্মাদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্মরণ করতেন, বলতেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কিশোরী এবং যুবতীদেরকে রওয়ানা করে দিবে যাতে তারা ঈদের নামাযে এবং মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত থাকতে পারে। আর ঋতুমতীগণ যে মানুষের নামাযের জায়গা থেকে দূরত্বে অবস্থান করে। [সহীহ। **পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়– ৫: উভয় ঈদের সাজ-সজ্জা ٥ – بَابُ الزِّينَةِ لِلْعِيدَيْنِ

١٥٦٠ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضى الله تعالى عنه – حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَعْ هَذِهِ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوَفْدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ " إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ". ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "بِعْهَا وَتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ ".

১৫৬০. সালিমের পিতা ['আবদুল্লাহ (রা.)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.) একবার বাজারে একজোড়া মোটা রেশমী পোশাক পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা কিনে নিন, যাতে ঈদে এবং কোন প্রতিনিধি দল আসলে আপনি তা পরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রেশমী পোশাক তাদেরই পোশাক যাদের ভাগ্যে পরকালে রেশমের কোন অংশ নেই অথবা (তিনি বলেছেন) রেশমী পোশাক তারাই পরবে, যাদের ভাগ্যে আখিরাতে রেশমের কোন অংশ নেই। 'উমার (রা.) আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ছিল অপেক্ষা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন 'উমার (রা.)-এর কাছে একটি রেশমী জুব্বা পাঠালেন। তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলেছিলেন, রেশমী পোশাক তাদেরই পোশাক যাদের ভাগ্যে আখিরাতের রেশমের কোন অংশ নেই। আবার এ রেশমী পোশাক আমার কাছে পাঠালেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তা বিক্রি করে দাও এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন পূরণ কর। [সহীহ। **বুখারী ও মুসলিম। ১৩৮২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ৬: 'ঈদের দিন ইমামের পূর্বে নামায পড়া ٦ – بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

١٥٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإِمَامِ .

১৫৬১. সা'লাবাহ্ ইবনু যাহ্দাম (র.) হতে বর্ণিত, 'আলী (রা.) আবূ মাস'ঊদ (রা.)-কে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। তিনি 'ঈদের দিন বের হয়ে বললেন, হে লোক সকল! ইমামের আগে নামায পড়া সুন্নতে নববীর অন্তর্ভুক্ত নয়। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৭: উভয় 'ঈদের নামাযের জন্যে আযান পরিত্যাগ করা ٧ – بَابُ تَرْكِ الأَذَانِ لِلْعِيدَيْنِ

١٥٦٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِيدٍ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ .

১৫৬২. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে 'ঈদের দিনে নামায পড়লেন খুত্বার পূর্বে আযান এবং ইক্বামাত ছাড়া। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৩/৯৯; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৩০৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯২৫; বুখারী হা. ৯৫৮ সংক্ষিপ্ত]

অধ্যায়– ৮: 'ঈদের দিনে খুত্বাহ্ পাঠ করা ٨ – بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

١٥٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ عِنْدَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَذْبَحَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ ". فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ . قَالَ: " اذْبَحْهَا وَلَنْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

১৫৬৩. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) মাসজিদের কোন এক খুঁটির নিকট দাঁড়িয়ে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কুরবানীর দিন খুত্বাহ্ দিলেন। তিনি বললেন, আজকের এ দিনে আমরা যে কাজ দ্বারা প্রথমে শুরু করব তা হলো আমরা নামায পড়ব এরপর কুরবানী করব। অতএব যারা অনুরূপ করবে তারা আমাদের সুন্নাত অনুযায়ী করবে। আর যারা নামাযের আগে কুরবানী করবে তা শুধু গোশ্তই হবে, যা তাদের পরিবারবের্গর জন্যে আগেই যবেহ করে ফেলল (কুরবানী হবে না)। আবূ বুরদাহ্ ইবনু দীনার (রা.) নামাযের পূর্বেই যবেহ করেছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে একটি এক বৎসর বয়সের ছাগলের বাচ্চা আছে যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দু' বৎসর বয়সের বাচ্চা অপেক্ষাও অধিক হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বললেন, তুমি তাই কুরবানী করে দাও। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্যে তা যথেষ্ট হবে না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ১৫৬০; বুখারী হা. ৯৬৫]

অধ্যায়– ৯: উভয় 'ঈদের নামায খুত্বার পূর্বে আদায় ٩ – بَابُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

١٥٦٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله عنهما كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ .

১৫৬৪. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুলাহ ﷺ আবূ বাক্র এবং 'উমার (রা.) উভয় ঈদের নামায খুত্বার আগে পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৭৬; বুখারী হা. ৯৬৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯২৯]

١٠ – بَابُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ অধ্যায়– ১০: লাঠি সম্মুখে রেখে উভয় ঈদের নামায পড়া

١٥٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى يُرْكِزُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

১৫৬৫. ইবনু ‘উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘ঈদুল ফিত্‌র এবং ‘ঈদুল আযহার দিনে **একটি লাঠি** বের করতেন। তা মাটিতে পুঁতে দিতেন এবং তা সামনে রেখে নামায পড়তেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩০৫; বুখারী হা. ৯৭২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১০০৮]**

١١ – بَابُ عَدَدِ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ অধ্যায়– ১১: উভয় ঈদের নামাযে রাক‘আতের সংখ্যা

١٥٦٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه – قَالَ: صَلاَةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৫৬৬. ‘উমার ইবনু খাত্ত্বাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ঈদুল আযহার নামায দু’ রাক‘আত, ‘ঈদুল ফিত্‌রের নামায দু’ রাক‘আত, মুসাফিরের নামায দু’ রাক‘আত এবং জুমু‘আর নামায দু’ রাক‘আতই পরিপূর্ণ; অসম্পূর্ণ নয়, নাবী ﷺ-এর কথা অনুযায়ী। **[সহীহ। ১৪২০ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٢ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ { ق } وَ { اقْتَرَبَتْ }

অধ্যায়– ১২: উভয় ‘ঈদে সূরা ق ও اقْتَرَبَتْ পাঠ করা

١٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ – رضى الله عنه – يَوْمَ عِيدٍ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ: بِـ { ق } وَ { اقْتَرَبَتْ } .

১৫৬৭. ‘উবাইদুল্লাহ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ‘উমার (রা.) ‘ঈদের দিনে বের হলেন এবং আবূ ওয়াক্বিদ লাইসী (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আজকের দিনে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, সূরা ক্বাফ এবং ইক্বতারাবাত। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৩৭]**

١٣ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ }

অধ্যায়– ১৩: উভয় ঈদের নামাযে সূরা سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى এবং هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ তিলাওয়াত করা

١٥٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى { وَ } هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا .

১৫৬৮. নু‘মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয় ঈদ এবং জুমু‘আর নামাযে “সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা” এবং “হাল আতা-কা হাদীসুল গাশিয়া” পাঠ করতেন। কখনও কখনও ঈদ এবং জুমু‘আহ্ একই দিনে হয়ে যেত। তখন তিনি উপরিউক্ত সূরা দু’টি পাঠ করতেন। **[সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯২৪ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়- ১৪: উভয় 'ঈদে নামাযের পর খুত্বাহ্ দেয়া ١٤ - بَابُ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

١٥٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ .

১৫৬৯. 'আতা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এক 'ঈদের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুত্বার পূর্বেই নামায শুরু করে দিলেন, অতঃপর খুত্বাহ্ দিলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৭৩; বুখারী হা. ৯৭৫, ৫২৪৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯২২]

١٥٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

১৫৭০. বারা ইবনু 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন নামায পড়ে আমাদের খুত্বাহ্ দিয়েছিলেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ২৪৯৫; বুখারী হা. ৯৫৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯১৯]

١٥ - بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

অধ্যায়- ১৫: দু' 'ঈদের নামাযের খুত্বাহ্ শুনার জন্যে বসা ও না বসার ইখতিয়ার

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ قَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ" .

১৫৭১. 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ 'ঈদের নামায পড়ার পর বললেন, যে চলে যাওয়া ভাল মনে করে সে যেন চলে যায়, আর যে খুত্বাহ্ শোনার জন্যে অপেক্ষা করা ভাল মনে করে সে যেন অপেক্ষা করে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৯০]

অধ্যায়- ১৬: উভয় 'ঈদের খুত্বাহ্ দেয়ার জন্যে সাজ-সজ্জা করা ١٦- بَابُ الزِّينَةِ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ

١٥٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ .

১৫৭২. আবূ রিমসাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে একবার দেখলাম যে, তিনি খুত্বাহ্ দিচ্ছন সবুজ চাদর গায়ে দেয়া অবস্থায়। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৯৭৭]

অধ্যায়- ১৭: উটের পিঠে আরোহণ করে খুত্বাহ্ দেয়া ١٧ - بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْبَعِيرِ

١٥٧٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الأَحْمَسِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ .

১৫৭৩. আবূ কাহিল আল-আহমাসী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি [illegible]বী ﷺ-কে উষ্ট্রির পিঠে বসা অবস্থায় খুত্বাহ্ দিতে দেখেছি আর এক হাবশী [বিলাল (রা.)] উষ্ট্রীর লাগা[illegible] রেখেছিলেন। [হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১২৮৪]

অধ্যায়– ১৮: ইমামের দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দেওয়া ١٨ – بَابُ قِيَامِ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

١٥٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ .

১৫৭৪. সিমাক (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দিতেন? তিনি বলেন, রাসূলুলাহ ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্বাহ্ দিতেন। অতঃপর অল্পক্ষণ বসতেন, আবার দাঁড়িয়ে যেতেন। [সহীহ। ১৪১৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٩ – بَابُ قِيَامِ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ مُتَوَكِّئًا عَلَى إِنْسَانٍ

অধ্যায়– ১৯: ইমামের খুত্বাহ্ দেয়াকালীন কোন মানুষের উপর ভর করে দাঁড়ানো

١٥٧٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَالَ وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ قَالَ: " تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ". فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ". فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلاَئِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ وَخَوَاتِيمَهُنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ.

১৫৭৫. জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ‘ঈদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আযান ইক্বামাত ছাড়াই খুত্বাহ্ দেয়ার পূর্বে নামায শুরু করে দিলেন। যখন নামায শেষ করলেন, বিলাল (রা.)-এর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন, লোকদের ওয়াজ করলেন, তাদের নসীহত করলেন এবং আল্লাহর ‘ইবাদাতের প্রতি উৎসাহিত করলেন। অতঃপর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন এবং নারীদের দিকে গেলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রা.)-ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে আদেশ দিলেন আল্লাহকে ভয় করতে, ওয়াজ করলেন, নসীহত করলেন, আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর ‘ইবাদাতের প্রতি উৎসাহিত করলেন এবং বললেন, তোমরা দান-খয়রাত করবে, কেননা তোমাদের বেশির ভাগই জাহান্নামের ইন্ধন। তখন নিম্নশ্রেণীর একজন মহিলা বলে উঠল যার গণ্ডদ্বয়ে হালকা কাল দাগছিল, কেন হে আল্লাহর রাসূল ﷺ? তিনি বললেন, তোমরা অত্যধিক গীবত কর এবং স্বামীর নাফরমানী কর। তখন তারা নিজেদের গলার হার, কানের দুল এবং আংটি টেনে খুলে বিলালের (রা.) কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল দান স্বরূপ। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৬৪৬; হিজাবুল মরআহ ২৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯২৫]

٢٠ – بَابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ بِوَجْهِهِ فِي الْخُطْبَةِ

অধ্যায়– ২০: খুত্বাহ্ দানকালে ইমামের মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো

١٥٧٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ وَسَلَّمَ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ وَإِلاَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ: " تَصَدَّقُوا". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ .

১৫৭৬. আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ঈদুল ফিত্‌র এবং 'ঈদুল আযহার দিনে 'ঈদগাহের দিকে বের হতেন এবং মানুষদের নিয়ে নামায পড়তেন। যখন দ্বিতীয় রাক'আতে বসতেন এবং সালাম ফিরাতেন, তখন দাঁড়িয়ে যেতেন ও মানুষের দিকে মুখ করে নিতেন আর লোকজন বসা থাকত। যদি তাঁর কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী পাঠানোর দরকার দেখা দিত, তিনি তা মানুষের সম্মুখে প্রকাশ করতেন। অন্যথায় তাদেরকে দান খয়রাতের আদেশ দিতেন। তিনি তিনবার বলতেন, তোমরা দান খয়রাত কর। বেশিরভাগ দান খয়রাতকারিণী হত মহিলারা। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৬৩০; বুখারী হা. ৯৫৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৩০]

অধ্যায়– ২১: খুত্‌বাহ্ শুনার জন্যে নীরব থাকা ٢١ – بَابُ الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

١٥٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " .

১৫৭৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যদি ইমামের খুত্‌বাহ্ দেয়াকালীন সময়ে তোমার সাথীকে বল, "চুপ থাক" তা হলে তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৪০২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়– ২২: খুত্‌বাহ্ কিরূপ? ٢٢– بَابُ كَيْفَ الْخُطْبَةُ

١٥٧٨ - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ: " مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ". ثُمَّ يَقُولُ " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ". وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ". ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىَّ أَوْ عَلَىَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ ".

১৫৭৮. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর খুত্‌বায় বলতেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন–

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

অর্থ: আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর তিনি যাকে ভ্রষ্ট করেন তার কোন হিদায়াতকারী নেই। সবচাইতে সত্য কথা আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথ মুহাম্মাদ ﷺ-এর দেখানো পথ। নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কার আর কর্মের মধ্যে সকল নতুন আবিস্কার বিদ'আত আর সকল বিদ'আতের পরিণতি জাহান্নাম।

অতঃপর বলতেন– بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ "আমি প্রেরিত হয়েছি এমন অবস্থায় যে, আমি ও ক্বিয়ামাত এ দু'টি আঙ্গুল তর্জনী ও মধ্যমার মত।" (অর্থাৎ, আমার পরে প্রেরিতরূপে আর কোন নাবী আসবে না। এভাবে আমি ক্বিয়ামাতের নিকটবর্তী নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।) আর যখন তিনি ক্বিয়ামাতের উল্লেখ করতেন, তাঁর গণ্ডদ্বয়ের উপরিভাগ লাল হয়ে যেত এবং আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত, তাঁর রাগ বেড়ে যেত যেন তিনি কোন সৈন্য বাহিনীকে সাবধান করে দিতেছেন। তিনি বলতেন, শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর সকাল অথবা সন্ধায় আক্রমণ করতে পারে। অতঃপর বলতেন, যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ছেড়ে মারা যাবে তা তার পরিবারবর্গের জন্যে, আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা নিঃসম্বল সন্তান-সন্ততি রেখে মারা যাবে তার সমুদয় দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে। আর আমি মু'মিনদের জন্যে উত্তম অভিভাবক। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) كل ضلالة في النار অংশ ব্যতীত হা. ১৮৮৩, ১৮৮৬]

٢٣ - بَابُ حَثِّ الإِمَامِ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي الْخُطْبَةِ

অধ্যায়– ২৩: ইমামের খুত্‌বায় সাদাক্বার প্রতি উৎসাহ দেয়া

١٥٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ وَإِلاَّ رَجَعَ .

১৫৭৯. আবূ সা'ঈদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ঈদের দিনে বের হতেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়তেন। অতঃপর খুত্‌বাহ্ দিতেন, সাদাক্বার আদেশ করতেন, বেশির ভাগ সাদাক্বাকারিণী হত মহিলা। যদি তাঁর কোন প্রয়োজন হত অথবা কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দিত, তা হলে তিনি কথা বলতেন, অন্যথায় ফিরে যেতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫৭৬ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٥٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ - قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ: مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ .

১৫৮০. হাসান (রা.) হতে বর্ণিত, ইবনু 'আব্বাস (রা.) একবার বসরায় খুত্‌বাহ্ দিচ্ছিলেন, তিনি বললেন, তোমরা স্বীয় সাওমের যাকাত আদায় কর। তখন লোকেরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল। তিনি বললেন, এখানে মদীনার বাসিন্দা কে কে আছ? তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদের দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষা দাও। কেননা তারা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছোট, বড়, আযাদ, গোলাম, পুরুষ এবং মহিলা সবার উপর অর্ধ সা' গম অথবা এক সা' খেজুর এবং যব ফরয করেছেন। [হাদীসের মারফূ' অংশ সহীহ। য'ঈফ আবূ দাউদ হা. ২৮৮]

١٥٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ". فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ". قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: " نَعَمْ. وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ " .

১৫৮১. বারা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে নামাযের পরেই খুত্‌বাহ্ দিলেন। অতঃপর বললেন, যে আমাদের নামাযের ন্যায় নামায পড়বে এবং আমাদের কুরবানীর মতো কুরবানী দিবে সে-ই সঠিকভাবে কুরবানী দিবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করবে সেটা বকরীর গোশ্‌ত হবে। আবূ বুরদাহ্ ইবনু নিয়ার (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি নামাযের জন্যে বের হওয়ার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি জানতাম যে, আজ পানাহারের দিন। তাই আমি তাড়াতাড়ি যবেহ করে ফেলেছি এবং আমি নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবারবর্গ এবং প্রতিবেশীকেও খাইয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেটাতো বকরীর গোশ্‌ত। আবূ বুরদাহ্ (রা.) বললেন, আমার কাছে একটি এক বৎসর বয়সের ভেড়া আছে যাতে দু'টি বকরীর গোশ্‌ত অপেক্ষাও বেশি গোশ্‌ত হবে। তা কি আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কিন্তু তোমার পরে আর কারও পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে না। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫৬৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٤ - بَابُ الْقَصْدِ فِي الْخُطْبَةِ অধ্যায়- ২৪: পরিমিতরূপে খুত্‌বাহ্ দান করা

١٥٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

১৫৮২. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়তাম, তাঁর নামায ছিল পরিমিত, তাঁর খুত্‌বাহ্ ছিল পরিমিত। [হাসান। ১৪১৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٥ - بَابُ الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ وَالسُّكُوتِ فِيهِ

অধ্যায়- ২৫: দু' খুত্‌বার মাঝখানে বসা এবং তাতে নীরব থাকা

١٥٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ قَاعِدًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ .

১৫৮৩. জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে খুত্‌বাহ্ দিচ্ছেন। অতঃপর ক্ষণিকের জন্যে নীরব হয়ে বসলেন। পুনরায় দাঁড়ালেন এবং দ্বিতীয় খুত্‌বাহ্ দিলেন। অতএব, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, নাবী ﷺ বসে খুত্‌বাহ্ দিয়েছেন তুমি তাকে সত্যবাদী মনে করবে না। [হাসান। ১৪১৭ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٦ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالذِّكْرِ فِيهَا

অধ্যায়- ২৬: দ্বিতীয় খুত্‌বায় আয়াত পাঠ করা এবং তাতে যিক্‌র করা

١٥٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلاَتُهُ قَصْدًا .

১৫৮৪. জাবির ইবনু সাহুরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে খুত্‌বাহ্ দিতেন, অতঃপর বসতেন, আবার দাঁড়াতেন এবং কিছু আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর যিক্‌র করতেন। আর তাঁর খুত্‌বাহ্ ছিল পরিমিত এবং তাঁর নামাযও ছিল পরিমিত। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٢٧ - بَابُ نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ

অধ্যায়- ২৭: ইমামের খুত্‌বাহ্ থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে মিম্বার থেকে নেমে যাওয়া

١٥٨٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ: " صَدَقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا ".

১৫৮৫. বুরাইদাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুত্‌বাহ্ দিচ্ছিলেন এ সময় হাসান ও হুসাইন (রা.) আসলেন। তাঁদের পরিধানে দু'টি লাল জামা ছিল, তারা চলছিল এবং পড়ে যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি নেমে আসলেন এবং উভয়কে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ।" আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলতেছে এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে জামায় আটকিয়ে আটকিয়ে। তখন আমি ধৈর্যধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে আসলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিলাম। [সহীহ। ১৪১৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٢٨ – بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ وَحَثِّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

অধ্যায়– ২৮: ইমামের খুত্‌বাহ্ থেকে ফারেগ হওয়ার পর মহিলাদের নসীহত করা এবং তাদের সাদাক্বার জন্যে উৎসাহ প্রদান করা

١٥٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ .

১৫৮৬. 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবিস (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে শুনেছি যে, তাকে এক ব্যক্তি বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হওয়ার সময় তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; যদি তাঁর কাছে আমার কোন সম্মান না থাকত, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতে পারতাম না। অর্থাৎ তাঁর অল্প বয়স্ক হওয়ার দরুন। তিনি (ﷺ) কাসীর ইবনু সাল্‌ত-এর বাড়ির নিকটস্থ চিহ্নিত স্থানে আসলেন এবং নামায পড়লেন ও খুত্‌বাহ্ দিলেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট এসে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন এবং সাদাক্বার আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের হস্তসমূহ স্বীয় অলংকারাদির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তারা তা বিলাল (রা.)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১০৭৩; বুখারী হা. ৯৭৭/৫২৪৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯২১]**

অধ্যায়– ২৯: দু' 'ঈদের পূর্বে এবং পরে নামায পড়া ٢٩ – بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا

١٥٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا .

১৫৮৭. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ 'ঈদের দিনে বের হলেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়লেন। এর আগে কোন নামায পড়েন নি এবং এর পরেও (ঈদগাহে) কোন নামায পড়েন নি। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৯১; বুখারী হা. ৯৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৩৪]**

٣٠ – بَابُ ذَبْحِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ وَعَدَدِ مَا يَذْبَحُ

অধ্যায়– ৩০: ঈদের দিন ইমামের যবেহ করা এবং যবেহ করা পশুর সংখ্যা

١٥٨٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا .

১৫৮৮. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবারো রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিনে আমাদের সামনে খুত্‌বাহ্ দিলেন এবং দু'টি সুন্দর সাদা-কালো মিশ্রিত ভেড়ার নিকট গিয়ে সেগুলোকে যবেহ করলেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১২০; বুখারী হা. ৫৫৪৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৪৯২৫, ৪৯৩১]**

١٥٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى .

১৫৮৯, নাফি' (রা.) হতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যবেহ্ অথবা নহর করতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩১৬১; বুখারী হা. ৫২৫২]**

٣١ – بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودِهِمَا

অধ্যায়– ৩১: দু' ঈদ একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তাতে উপস্থিত হওয়া

١٥٩٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قُلْتُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَعَمْ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا .

১৫৯০. নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বড়েলন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আহ্ এবং 'ঈদের নামাযে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতা-কা হাদীছুল গাশিয়াহ্" পড়তেন। আর যখন জুমু'আহ্ এবং ঈদ একই দিনে হয়ে যেত তখন জুমু'আহ্ এবং ঈদের নামাযে উক্ত সূরা দু'টি পাঠ করতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৪২৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٣٢ – بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ، لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ

অধ্যায়– ৩২: যে ব্যক্তি দু'ঈদের নামাযে উপস্থিত থেকেছে তার জন্যে জুমুআর নামাযে উপস্থিত না থাকার অনুমতি

١٥٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ .

১৫৯১. ইয়াস ইবনু আবূ রামলাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়াহ্ (রা.)-কে যাইদ ইবনু আরক্বাম (রা.)-কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'ঈদ এবং জুমু'আর নামাযে শরীক ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ; তিনি 'ঈদের নামায দিনের শুরুতে আদায় করেছিলেন। অতঃপর (গ্রামের অধিবাসীদেরকে) জুমু'আর নামাযে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩১০-১৩১২]

١٥٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ .

১৫৯২. ওয়াহব ইবনু কাইসান (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইবনু যুবাইর (রা.)-এর যামানায় একবার 'ঈদ এবং জুমু'আহ্ একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত 'ঈদের নামায পড়ার জন্যে বের হতে দেরী করলেন। অতঃপর বের হলেন এবং খুত্বাহ্ দিলেন এবং খুত্বাহ্কে লম্বা করলেন, অতঃপর নীচে নামলেন এবং নামায পড়লেন। আর সেদিন লোকদের নিয়ে জুমু'আর নামায পড়লেন না। এ ঘটনা ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর সমীপে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, তিনি সুন্নাত মতোই করেছেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৮২]

٣٣ – بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

অধ্যায়– ৩৩: ঈদের দিনে দফ বাজানো

١٥٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "دَعْهُنَّ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا".

১৫৯৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর কাছে গেলেন তখন তাঁর সামনে দু'টি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল। আবূ বাক্র (রা.) তাদের ধমক দিলেন। নাবী ﷺ বললেন, তাদের ছেড়ে দিন। কারণ প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি আনন্দ স্ফূর্তির দিন থাকে। [সহীহ। বুখারী হা. ৯৮৭, ৩৯৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৪০]

অধ্যায়- ৩৪: 'ঈদের দিনে ইমামের সামনে খেলাধূলা করা ٣٤ - بَابُ اللَّعِبِ بَيْنَ يَدَى الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

١٥٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ السُّودَانُ يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَدَعَانِي فَكُنْتُ أَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ .

১৫৯৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কয়েকজন সুদানী লোক এসে 'ঈদের দিনে নাবী ﷺ-এর সামনে খেলাধূলা করতে লাগল। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নাবী ﷺ-এর কাঁধের উপর দিয়ে তাদের দিকে দেখতে লাগলাম। আমি তাদের হতে নিজে ফিরে না আসা পর্যন্ত দেখতেই ছিলাম। [সহীহ। আদাবুয্ যিফাফ ১৬৩-১৬৯; বুখারী হা. ৯৫০, ৫১৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৪১, ১৯৪২]

٣٥ - بَابُ اللَّعِبِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ وَنَظَرِ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ

অধ্যায়- ৩৫: 'ঈদের দিন মাসজিদে খেলাধূলা করা এবং মহিলাদের সেদিকে দৃষ্টি দেয়া

١٥٩٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ .

১৫৯৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা ঢেকে রাখতেন যখন আমি হাবশীদের দিকে নিজে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকতাম। তারা মাসজিদে খেলাধূলা করত। এখন তোমরা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে খেলাধুলায় আগ্রহী অল্প বয়স্কা বালিকাদের কতটুকু মর্যাদা ছিল তা আন্দাজ করতে পার। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٥٩٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رضى الله عنه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعْهُمْ يَا عُمَرُ فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ ".

১৫৯৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমার (রা.) মাসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন হাবশীরা মাসজিদে খেলাধূলা করতেছিল। তিনি তাদের ধমকালেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'উমার! তাদের ছেড়ে দাও, কেননা তারা আরফিদার বংশধর (হাবশী)। [সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ৩১২৮; বুখারী হা. ২৯০১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৯৪৬]

٣٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ

অধ্যায়- ৩৬: 'ঈদের দিন কবিতা শ্রবণ এবং দফ্ বাজানোর অনুমতি

١٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّيَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ " دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ". وَهُنَّ أَيَّامُ مِنًى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ .

১৫৯৭. 'উরওয়াহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রা.) একবার তাঁর কাছে গেলেন, তখন তাঁর কাছে দু'টি বালিকা দফ্ বাজাচ্ছিল এবং উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড় মুড়ি দিয়ে শুইয়ে ছিলেন। আর একবার বর্ণনা করেছেন, কাপড় দ্বারা আবৃত ছিলেন। তিনি আপন মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবূ বাক্‌র (রা.)! তাদের ছেড়ে দাও, কেননা এটা আমোদ-স্ফূর্তির দিন। আর তা ছিল 'ঈদুল আযহার পরবর্তী দিন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মদীনায় ছিলেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫৯৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

بسم الله الرحمن الرحيم

٢٠- كِتَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُّعِ النَّهَارِ

পর্ব- ২০: তাহাজ্জুদ এবং দিনের নফল নামায

١- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ وَالْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

অধ্যায়- ১: ঘরে নফল নামায পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তার ফযীলত বর্ণনা

١٥٩٨ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".

১৫৯৮. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নফল নামায আপন আপন ঘরেই আদায় করবে। (ঘরে নফল নামায না পড়ে পড়ে) ঘরকে ক্ববরের মতো বানিয়ে নিও না। [সহীহ। আস্-সহীহাহ্ ১৯১০; সহীহ আবূ দাউদ হা. ৯৫৮; বুখারী হা. ৪৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯৮]

١٥٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: " مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ " .

১৫৯৯. যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ চাটাই দিয়ে মাসজিদে একটি হুজরার মতো বানিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে কয়েক রাত নামায পড়লেন কিছু লোকও তাঁর সাথে জমা হয়ে গেল। পরে এক রাতে তারা তাঁর কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অনুমান করল যে, তিনি হয়ত ঘুমিয়ে আছেন। তাই কেউ কেউ গলা খাঁকারি দিতে লাগল, যাতে তিনি তাঁদের সম্মুখে বেরিয়ে আসেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড বরাবর দেখে আসছি। তাতে আমার ভয় হলো যে, তা তোমাদের উপর ফরযই না করে দেয়া হয়। যদি তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হতো তবে তোমরা তা যথাযথরূপে আদায় করতে পারতে না। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা আপন আপন ঘরেই নফল নামায পড়বে, কেননা ফরয নামায ছাড়া মানুষের অধিক উত্তম নামায হলো তার ঘরেই আদায়কৃত নামায। [সহীহ। বুখারী হা. ৭২৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭০২; ইরউয়াউল গালীল ৪৪৩]

١٦٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ " .

১৬০০. সা'দ ইবনু ইসহাক্ব এর দাদা (কা'ব ইবনু 'উজরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার 'আবদুল আশহাল গোত্রের মাসজিদে মাগরিবের নামায পড়লেন। যখন তিনি নামায পড়লেন, কিছু লোক নফল নামায পড়ার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের এ নফল নামায ঘরেই পড়া উচিত। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬৫]

অধ্যায়- ২: বিত্‌র এবং তাহাজ্জুদের নামায ٢ - بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

١٦٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ، فَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ عَائِشَةُ ائْتِهَا فَسَلْهَا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهَا إِلاَّ مُضِيًّا . فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِي فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قُلْتُ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ . فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا . قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ: أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ :بَلَى . قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْقُرْآنُ . فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: أَلَيْسَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟. قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ يَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلاَ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ رَمَضَانَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ: صَدَقَتْ أَمَا أَنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِي وَلاَ أَدْرِي مِمَّنِ الْخَطَأُ فِي مَوْضِعِ وِتْرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

১৬০১. সা'দ ইবনু হিশাম (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর সাথে দেখা করে তাঁকে বিত্‌র নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বিশ্ববাসীর মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌র নামায সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ব্যক্তির সংবাদ বলব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বললেন, তিনি হলেন

'আয়িশাহ্ (রা.)। তুমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকেই প্রশ্ন করে দেখ এবং পরে আমার কাছে এসে তোমাকে দেয়া তাঁর জবাব সম্বন্ধে আমাকে জানাবে। আমি হাকীম ইবনু আফলাহের নিকট এসে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর নিকট যাওয়ার জন্যে তাঁকে সাথী বানাতে চাইলে তিনি বললেন, আমি তার নিকটবর্তী হব না, কেননা আমি তাঁকে উষ্ট্র যুদ্ধ ও সিফ্ফীন ইত্যকার যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণকারী উভয় পক্ষ সম্পর্কে কিছু বলতে নিষেধ করলেও তিনি তা মানেন নি বরং তাতে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হাকীম ইবনু আফলাহকে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর কাছে যাওয়ার জন্যে কসম দিলে তিনি আমার সাথে 'আয়িশাহ্ (রা.) এর কাছে গেলেন। 'আয়িশাহ্ (রা.) হাকীমকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সাথে এ কে? আমি বললাম সা'দ ইবনু হিশাম (রা.)। তিনি প্রশ্ন করলেন, হিশাম কে? আমি বললাম 'আমিরের পুত্র। তিনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বললেন, 'আমির বড় ভাল মানুষ ছিলেন। সাদ ইবনু হিশাম (রা.) বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো না? সা'দ (র.) বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ! নিশ্চয়ই পাঠ করি। 'আয়িশাহ্ (রা.) বললেন, নাবী ﷺ-এর স্বভাব-চরিত্র ছিল কুরআন। আমি যখন দাঁড়াতে মনস্থ করলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়ানোর (রাত্রে নফল নামায পড়ার) কথা আমার মনে এসে গেল। তিনি বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতে নফল নামায পড়া সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তুমি "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল এ সূরাটি পাঠ করো না? আমি বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই পাঠ করি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাজ্জুদকে এ সূরার প্রথমাংশে ফরয করেছিলেন, তখন নাবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ এক বৎসর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায পড়লেন, যাতে তাঁদের পা ফুলে গেল। এক বৎসর পরে আল্লাহ তা'আলা উক্ত সূরার শেষাংশে সহজীকৃত বিধান অবতীর্ণ করলেন। অতএব তাহাজ্জুদের নামায ফরয হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার পর নফল হিসেবে অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমাকে রাসূলুলাহ ﷺ-এর বিত্র সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্যে মিসওয়াক ও ওযূর পানি তৈরি করে রাখতাম। রাতে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাগানোর ইচ্ছা করতেন তাঁকে জাগ্রত করে দিতেন। তিনি উঠিয়া মিসওয়াক এবং ওযূ করতেন এবং আট রাক'আত নামায পড়তেন। তাতে সালাম ফিরানোর জন্যে শুধু অষ্টম রাক'আতেই বসতেন। বসে আলাহ তা'আলার যিক্র এবং দু'আ করতেন। অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু'রাক'আত নামায পড়তেন। এরপর আবার এক রাক'আত নামায পড়তেন। তা হলে হে প্রিয় বৎস! সর্বমোট এগারো রাক'আত। যখন রাসূলুলাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেল এবং শরীরের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে গেল তিনি সাত রাক'আত বিত্রের নামায পড়তেন। আর সালামের পর বসে থেকে দু' রাক'আত নামায পড়তেন। তা হলে হে প্রিয় বৎস! সর্বমোট নয় রাক'আত নামায পড়া হত। আর রাসূলুলাহ ﷺ যখন কোন নামায পড়তেন, তা নিয়মিত আদায় করতে ভালবাসতেন। আর যদি তাকে নিদ্রা অথবা কোন অসুখ বা ব্যাথা বেদনা তাহাজ্জুদ হতে বিরত রাখত তা হলে তিনি দিনে বারো রাক'আত নামায পড়ে নিতেন। আমি এটা জানি না যে, নাবী ﷺ এক রাত্রে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ পাঠ করেছেন। আর তিনি সকাল পর্যন্ত পুরো রাত্র তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তেন না এবং রামাযান ছাড়া পুরা মাস রোযাও রাখতেন না। আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর নিকট এসে 'আয়িশাহ্ (রা.) এর হাদীস তাঁকে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) সত্যই বলেছেন। আমি যদি তাঁর নিকট কখনও যেতাম তাহলে এ হাদীসটা তাঁর মুখ হতে সরাসরি শুনতে পেতাম। আবূ 'আবদুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, আমার কিতাবে এ রকমই রয়েছে কিন্তু আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্রের ব্যাপারে ভুল বর্ণনা কার থেকে হয়েছে। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২১৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫১৬]

٣ - بَابُ ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

অধ্যায়- ৩: 'ইবাদাত জ্ঞানে সাওয়াব লাভের নিয়্যাতে ক্বিয়ামুল লাইল আদায়কারীর নেকী

١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

১৬০২. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'ইবাদাত জ্ঞানে সাওয়াব লাভের আশায় ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করবে তার পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১৩২৬; বুখারী হা. ২০০৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৫৬]**

١٦٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

১৬০৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি 'ইবাদাত জ্ঞানে নেকী লাভের নিয়তে ক্বিয়ামুল লাইল আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সহীহ। **বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়- ৪: রামাযান মাসে কিয়ামুল লাইল আদায় করা ٤ - بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

١٦٠٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .

১৬০৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে মাসজিদে নামায পড়লেন, তাঁর সাথে শরীক হয়ে কিছু সংখ্যক লোক নামায পড়লে। এরপর তিনি পরবর্তী রাতের নামায পড়লে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। অতঃপর তারা তৃতীয় রাতেও অথবা চতুর্থ রাতের নামায পড়ার জন্যে জড়ো হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আর তাদের সামনে বের হলেন না। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যা করেছিলে আমি তা দেখেছিলাম। তোমাদের উপর এ নামায ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা ছাড়া অন্য কোন কিছুই তোমাদের সামনে বের হওয়া থেকে আমাকে বিরত রাখেনি। এ ঘটনা রামাযান মাসে ঘটেছিল। [সহীহ। **সালাতুত্ তারাবীহ (১২-১৪); সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২৪৩; বুখারী হা. ১১২৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৬০]**

١٦٠٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ. قَالَ: " إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ". ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِيَ ثَلاَثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ. قُلْتُ: وَمَا الْفَلاَحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ .

১৬০৫. আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবারো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সিয়াম পালন করেছিলাম। রামাযান মাসে তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন না। যখন মাসের মাত্র সাত রাত বাকী রয়ে গেল, তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। এমন কি রাতের একতৃতীয়াংশ চলে গেল। ষষ্ঠ রাতে আর নামায পড়লেন না। যখন পাঁচ রাত্র বাকী ছিল তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি আমাদের নিয়ে অত্র রাতের অবশিষ্ট অংশেও নফল নামায পড়তেন! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ে ঘরে ফিরে যায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে পূর্ণ রাত্রি নামায পড়ার সাওয়াব লিখে রাখেন। অতঃপর তিন আর আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন না এবং নিজেও আদায় করলেন না। যখন মাসের তিন রাত বাকি রয়ে গেল, তিনি আমাদের নিয়ে ঐ রাতে নামায পড়লেন (এবং ঐ নামাযে) তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারবর্গও জড়ো করলেন। আমরা আশংকা করতে লাগলাম যে, "ফালাহ" না হারিয়ে ফেলি। আমি বললাম, "ফালাহ" এর অর্থ কি? তিনি বললেন, সাহরী খাওয়ার সময়। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১৩২৭]**

١٦٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُولُ: قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لاَ نُدْرِكَ الْفَلاَحَ وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ .

১৬০৬. নু'আইম ইবনু যিয়াদ আবূ ত্বালহাহ্ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর (রা.)-কে হিমস নামক স্থানের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, আমরা একবারো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে রামাযান মাসের তেইশতম রাতে প্রথম এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত (তারাবীহ্রে) নামায পড়লাম। অতঃপর পঁচিশতম রাতে তাঁর সঙ্গে অর্ধেক রাত পর্যন্ত (তারাবীহ্রে) নামায পড়লাম। আবার তাঁর সাথে সাতাশতম রাতে (তারাবীহ্রে) নামায পড়তে লাগলাম। এমনকি আমরা আশংকা করলাম যে, "ফালাহ" পাব না। সাহাবীগণ সাহরীকে ফালাহ বলতেন। **[সহীহ। সালাতুত তারাবীহ ১১]**

অধ্যায়- ৫: তাহাজ্জুদের প্রতি উৎসাহ দান করা ٥ - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

١٦٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلاً طَوِيلاً أَىِ ارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أُخْرَى فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ " .

১৬০৭. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথায় তিনটা গিট লাগিয়ে দেয়। প্রত্যেক গিট লাগানোর সময় সে বলে, এখনও অনেক রাত বাকী আছে অর্থাৎ তুমি শুয়ে থাক। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্র করে তাহলে একটি গিট খুলে যায়। অতঃপর যদি ওযূ করে তাহলে আরও একটি গিট খুলে যায়। যদি নামায পড়ে তা হলে সমুদয় গিট খুলে যায় এবং তার সকাল হয় আনন্দ ও উদ্দীপনায়। অন্যথায় তার সকাল হয় অবসাদ ও কষ্টদায়ক। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১৩২৯; বুখারী হা. ১১৪২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯৬]**

١٦٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: " ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ " .

১৬০৮. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো, যে সারা রাত সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে ব্যক্তির দু' কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৩০; বুখারী হা. ৩২৭০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯৪]

١٦٠٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنًا نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ الْبَارِحَةَ حَتَّى أَصْبَحَ. قَالَ: " ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ " .

১৬০৯. 'আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে রাসূলাল্লাহ ﷺ! অমুক ব্যক্তি গত রাতে নামায না পড়েই সকাল অবধি ঘুমিয়েছে। তিনি বললেন, সে ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦١٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ " .

১৬১০. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাতের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অতঃপর তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। যদি তার স্ত্রী জাগ্রত হতে না চায় তবে তার চেহারায় পানির ছিটা দেয়। ঐ নারীর উপরও আল্লাহ্ তা'আলা রহম করুন, যে রাতের কিছু অংশ জেগে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। অতঃপর তার স্বামীকেও জাগিয়ে দেয়, সেও তাহাজ্জুদের নামায পড়ে। সে যদি জাগ্রত হতে না চায় তবে তার চেহারায় পানির ছিটা দেয়। [হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৩৬]

١٦١١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: " أَلاَ تُصَلُّونَ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: "وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلاً ".

১৬১১. 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এবং ফাত্বিমাহ্ (রা)-এর কাছে একবারো রাতের বেলা আসলেন। তিনি বললেন, তোমরা নামায পড়ছ না কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর হাতে। যখন তিনি তা আমাদের কাছে পাঠাতে মনস্থ করেন পাঠিয়ে দেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বললাম, তখন তিনি চলে গেলেন। অতঃপর আমি তাঁকে ফিরে যাওয়ার সময় (আমাদের উপর রাগান্বিত হয়ে) উরুতে হাত মেরে বলতে শুনেছি, মানুষ অত্যধিক বিতর্ককারী। [সহীহ। বুখারী হা. ১১২৪, ৭৪৬৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯৫]

١٦١٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلاَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا فَرَجَعَ إِلَيْنَا فَأَيْقَظَنَا فَقَالَ: " قُومَا فَصَلِّيَا ". قَالَ فَجَلَسْتُ وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي وَأَقُولُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا

نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ . فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا – قَالَ: فَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ " مَا نُصَلِّي إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا { وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً } " .

১৬১২. 'আলী ইবনু হুসাইন এর দাদা 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে আমার এবং ফাত্বিমাহ্ (রা.)-এর কাছে এসে আমাদের তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্যে জাগিয়ে দিলেন। অতঃপর নিজের ঘরে গিয়ে দীর্ঘ রাত তাহাজ্জুদের নামায পড়েন এবং আমাদের কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে পুনরায় আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমরা উভয় জাগ্রত হয়ে যাও এবং (তাহাজ্জুদের) নামায পড়। 'আলী (রা.) বলেন, আমি দু' চোখ রগড়াতে রগড়াতে বসে পড়ে বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা তো আল্লাহ তা'আলা যা আমাদের উপর ফরয করেছেন তাছাড়া অন্য কোন নামায পড়ি না। আমাদের প্রাণ তো আল্লাহ তা'আলার হাতে, যখন তিনি তা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে চান পাঠিয়ে দেন। 'আলী (রা.) বলেন, তিনি উরুতে হাত মেরে মেরে এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর যা ফরয করেছেন, তাছাড়া অন্য কোন নামায পড়ি না আর মানুষ অত্যধিক তর্কপ্রবণ। **[সহীহ। সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭৪৯; তা'লীকব 'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ১১৩৯-১১৪০]**

অধ্যায়– ৬: রাতের নামাযের ফযীলত ٦ – بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ

١٦١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ عَوْفٍ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ " .

১৬১৩. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রামাযান মাসের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো মুহররাম মাসের সিয়াম (আশুরার সাওম) এবং ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের নামায। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৭৪২]**

١٦١٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ " . أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ .

১৬১৪. আবূ বিশ্‌র জা'ফার ইবনু আবূ ওয়াহশিয়্যাহ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি হুমাইদ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো তাহাজ্জুদের নামায। আর রামাযানের রোযার পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো মুহররাম মাসের সিয়াম (আশুরার রোযা)। শু'বাহ্ ইবনু হাজ্জাজ (র.) উক্ত হাদীসকে সাহাবীর নাম উলেখ না করে বর্ণনা করেছেন। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

অধ্যায়– ৭: সফরকালীন সময়ে রাতে নামায পড়ার ফাযীলাত ٧ – بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ

١٦١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، عَنْ زَيْدِ ابْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِي أَعْطَاهُ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَانْهَزَمُوا فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ " .

১৬১৫. আবূ যার (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। (১) ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এসে আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চায়; তার এবং উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যকার কোন আত্মীয়তার সম্বন্ধের দোহাই দিয়ে সাহায্য চায় না। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে সাহায্য দানে অস্বীকৃতি জানায় কিন্তু (তাদের মধ্য থেকে) এক ব্যক্তি তাদের পিছন থেকে গিয়ে তাকে গোপনে কিছু দান করে। তার দান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এবং গ্রহীতা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ অবগত হয় না। (২) ঐ ব্যক্তি যখন তার সহযাত্রীগণ রাতে সফর করে, ঘুম যখন তাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা সফর ক্ষান্ত দিয়ে ঘুমায়, তখন সে জাগ্রত হয়ে আমার (আল্লাহ তা'আলা) দরবারে কায়মনোবাক্যে কান্নাকাটি করে দু'আ করে এবং আমার কুরআন কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করে। (৩) ঐ ব্যক্তি যে কোন সেনা দলের সাথে যুদ্ধে গিয়ে শত্রুবাহিনীর মুকাবিলা হওয়ার পর স্বীয় বাহিনী পরাজিত পরও সে সামনে অগ্রসর হয়ে শহীদ হয় অথবা বিজয়ী হয়। **[য'ঈফ। তিরমিযী ২৭০৫]**

অধ্যায়– ৮: তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে জাগ্রত হওয়ার সময় ٨ – بَابُ وَقْتِ الْقِيَامِ

١٦١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ بِشْرٍ، هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتِ الدَّائِمُ . قُلْتُ فَأَىُّ اللَّيْلِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

১৬১৬. মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন্ কাজটি অধিক প্রিয় ছিল? তিনি বললেন, নিয়মিত আমল। আমি বললাম, তিনি রাতের কোন সময়ে জাগ্রত হতেন? তিনি বললেন, যখন মোরগের ডাকের আওয়াজ শুনতে পেতেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১১৯০; বুখারী হা. ১১৩২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০৭]**

٩ – بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الْقِيَامُ

অধ্যায়– ৯: (নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর) যে যিক্‌রের মাধ্যমে কিয়ামুল লাইল শুরু করা হবে

١٦١٧ - أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيُهَلِّلُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

১৬১৭. 'আসিম ইবনু হুমাইদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ কোন যিক্‌রের মাধ্যমে ক্বিয়ামুল লাইল শুরু করতেন? তিনি বললেন, তুমি আজ আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ, যে বিষয়ে তোমার পূর্বে অন্য কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) দশবার তাহমীদ (আলহাম্‌দু লিল্লাহ) দশবার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) দশবার তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ) এবং দশবার ইস্তিগফার (আস্তাগফিরুল্লাহ) পড়তেন, আর বলতেন–

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে হিদায়াত দান কর, আমাকে রিয্ক্ব দান কর, আমাকে সুস্থ্যতা দান কর। আমি আল্লাহর নিকট ক্বিয়ামাত দিবসের সংকীর্ণতা হতে আশ্রয় চাই।" **[হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৫৬]**

١٦١٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: "سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". الْهَوِيَّ ثُمَّ يَقُولُ: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ". الْهَوِيَّ .

১৬১৮. রবী'আহ্ ইবনু কা'ব আল-আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর হুজরার পাশেই রাত যাপন করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে জেগে উঠতেন তখন আমি তাঁকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বলতে শুনতাম– سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অতঃপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বলতে শুনতাম– سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৩৮৭৯; মুসলিম]**

١٦١٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَحْوَلِ، - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ - عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ " . ثُمَّ ذَكَرَ قُتَيْبَةُ كَلِمَةً مَعْنَاهَا ".

১৬১৯. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন রাতে নিদ্রা থেকে জাগতেন, তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। (আর) তিনি বলতেন–

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ.

অতঃপর কুতাইবাহ্ এমন শব্দ উল্লেখ করেছেন যার অর্থ হলো–

وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৫৫; বুখারী হা. ১১২০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৫]**

١٦٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعَ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ قَلِيلاً أَوْ بَعْدَهُ قَلِيلاً اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৬২০. কুরাইব (র.) হতে বর্ণিত, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন, যে তিনি একবার উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনাহ্ (রা.)-এর নিকট রাত যাপন করেন। তিনি সম্পর্কে তাঁর খালা ছিলেন তিনি শুইলেন বালিশের প্রস্থে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পরিবার শুইলেন বালিশের দৈর্ঘ্যে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন রাত অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে বা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত হলেন এবং হাত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ দূর করতে লাগলেন। তারপর সূরা আলি-'ইমরান এর শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তারপর একটি লটকানো মশকের কাছে গেলেন এবং তার (পানি) দ্বারা উত্তমরূপে ওযূ করলেন এবং দাঁড়িয়ে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে থাকলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, আমিও দাঁড়িয়ে তাঁর মতো করলাম এবং গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে মলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি দু' রাক'আত নামায পড়লেন। আবার দু' রাক'আত, আবার দু' রাক'আত, তারপরও দু' রাক'আত, আবারও দু' রাক'আত, আবার দু' রাক'আত নামায পড়ে বিত্‌রের নামায পড়লেন। অতঃপর শুয়ে পড়লেন। পরে মুয়ায্যিন তাঁর কাছে আসলে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়লেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৬৩; বুখারী হা. ১১৯৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৬৬]**

١٠ - بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السِّوَاكِ

অধ্যায়- ১০: রাতে উঠে মিসওয়াক দ্বারা যা করবে

١٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১৬২১. হুযাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যখন রাতে ঘুম থেকে জাগতেন তাঁর মুখ মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১৬২২. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে ঘুম হতে (তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের জন্যে) জাগ্রত হতেন তাঁর মুখ মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার করতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١١ - بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي حَصِينٍ عُثْمَانَ بْنِ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

অধ্যায়- ১১: এ হাদীসে আবূ হাসীন 'উসমান ইবনু 'আসিম এর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ

١٦٢٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ .

১৬২৩. হুযাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাতে ঘুম হতে জাগতাম তখন মিসওয়াক করার জন্যে আমরা আদিষ্ট হতাম। **[সানাদ সহীহ। পূর্বের হাদীসটি অধিক সহীহ।]**

١٦٢٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ أَنْ نَشُوصَ أَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ .

১৬২৪. শাক্বীক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাতে ঘুম হতে জাগ্রত হতাম তখন আমাদের মুখ মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার করার নির্দেশ দেয়া হত। **[সানাদ সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٢ – بَابٌ: بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلاَةُ اللَّيْلِ

অধ্যায়– ১২: তাহাজ্জুদের নামায কোন দু'আ দ্বারা শুরু করা হবে?

١٦٢٥ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ قَالَ " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " .

১৬২৫. আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর কাছে প্রশ্ন করলাম, নাবী ﷺ কোন দু'আ দ্বারা তাহাজ্জুদের নামায শুরু করতেন। তিনি বললেন, যখন তিনি রাতে ঘুম থেকে জাগতেন তাঁর নামায এ দু'আ পড়ে শুরু করতেন–

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

[হাসান। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৫৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৮]

١٦٢٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُلْتُ وَأَنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلاَةٍ حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الْعَتَمَةُ - اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الأُفُقِ فَقَالَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً حَتَّى بَلَغَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فِرَاشِهِ فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৬২৬. হুমাইদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রহ.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ-এর একজন সাহাবী বলেন, আমি একবারো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরে থাকাকালীন মনে মনে বললাম যে, আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাযের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রাখবো, যাতে তাঁর আমল দেখতে পারি। যখন তিনি 'ইশার নামায পড়ে নিলেন যাকে 'আতামাহও বলা হয়; দীর্ঘ রাত পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে আসমানের দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً থেকে إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানার দিকে হাত বাড়িয়ে তার নীচ থেকে একটি মিসওয়াক বের করলেন এবং তাঁর কাছে রাখা একটি পানির পাত্র থেকে লোটায় পানি ঢাললেন। তারপর মিওয়াক করলেন এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন, সে পরিমাণ সময় নামায পড়লেন। পুনরায় ঘুমিয়ে গেলেন, আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি যে পরিমাণ নামায পড়েছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমালেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে প্রথমবার যেরূপ করেছিলেন তদ্রূপ করলেন এবং যা যা বলেছিলেন তা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আগ পর্যন্ত অনুরূপ তিনবার করেছিলেন। [সানাদ সহীহ]

١٣ - بَابُ ذِكْرِ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ অধ্যায়-১৩: আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রাতের নামাযের উল্লেখ

١٦٢٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ وَلاَ نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْنَاهُ .

১৬২৭. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাঁকে সে অবস্থাতেই দেখতে পেতাম। আর যদি আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তাকে সে অবস্থাতেই দেখতে পেতাম। **[সহীহ। বুখারী হা. ১৯৭২, ১৯৭৩]**

١٦٢٨ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ يَعْلَى بْنَ مَمْلَكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلاَتُهُ تِلْكَ الآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ .

১৬২৮. ইবনু আবূ মুলাইকাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, ইয়া'লা ইবনু মামলাক উম্মু সালামাহ্ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামায পড়ে তাসবীহ পড়তেন। অতঃপর রাতে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ইচ্ছা হত ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তেন। আবার ফিরে এসে যে পরিমাণ সময় নামায পড়েছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার সে নিদ্রা থেকে জেগে যে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে ছিলেন সে পরিমাণ সময় নামায পড়তেন। তাঁর শেষবারের নামায ফজর পর্যন্ত প্রলম্বিত হত। **[য'ঈফ। দেখুন পরবর্তী হাদীস।]**

١٦٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنْ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ . ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

১৬২৯. ইয়া'লা ইবনু মামলাক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন তিলাওয়াত এবং তাঁর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমরা তাঁর নামায সম্পর্কে জেনে কি করবে? তিনি নামায পড়তেন এবং যে পরিমাণ সময় নামায পড়ছিলেন সে পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে থাকতেন। আবার যে পরিমাণ সময় ঘুমাতেন সে পরিমাণ সময় নামায পড়তেন। অতঃপর যে পরিমাণ সময় নামায পড়ছিলেন সে পরিমাণ ঘুমিয়ে থাকতেন সকাল পর্যন্ত। অতঃপর তিনি ইয়া'লা (রা.)-এর কাছে কিরাআত সম্পর্কে বললেন তিনি থেমে থেমে স্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ করতেন। **[য'ঈফ। তিরমিযী হা. ৩১০৩]**

١٤ - بَابُ ذِكْرِ صَلاَةِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِاللَّيْلِ

অধ্যায়- ১৪: আল্লাহর নাবী দাউদ ('আ.)-এর রাতের নামাযের বর্ণনা

١٦٣٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ " .

১৬৩০. 'আম্‌র ইবনু আওস (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম সিয়াম হলো দাউদ ('আ.)-এর সিয়াম। তিনি সিয়াম পালন করতেন একদিন এবং তা ভঙ্গ করতেন একদিন। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম নামায হলো দাউদ ('আ.)-এর নামায; তিনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ সময় নামায পড়তেন। আবারো রাতের এক ষষ্ঠমাংশ সময় নিদ্রা যেতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৭১২; বুখারী হা. ১১৩১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৬০৫; ইরউয়াউল গালীল ৯৪৫]

١٥ – بَابُ ذِكْرِ صَلاَةِ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِيهِ

অধ্যায়– ১৫: আল্লাহর নাবী মূসা ('আ.)-এর নামায পড়া এবং এ হাদীসে সুলাইমান আত্-তাইমী (রা.)-এর বিবরণের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ

١٦٣١ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩১. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে মি'রাজের রাতে একটি লাল টিলার নিকট মূসা ('আ.)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তখন তাঁর ক্ববরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। [সহীহ। আস্-সহীহাহ্ হা. ২৬২৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৫৯৮১]

١٦٣٢ – أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৬৩২. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি একটি লাল টিলার সন্নিকটে মূসা ('আ.)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। আবূ 'আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, অত্র সনদসহ এ হাদীসটি মু'আয ইবনু খালিদ-এর হাদীস হতে আমার নিকট অধিক সঠিক। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٣٣ – أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ثَابِتٌ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " .

১৬৩৩. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, আমি মূসা ('আ.)-এর ক্ববরের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি তখন নিজ ক্ববরে নামায পড়ছিলেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٣٤ – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " .

১৬৩৪. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মি'রাজের রাতে মূসা ('আ.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন তিনি নিজ ক্ববরে নামায পড়ছিলেন। [সহীহ]

١٦٣٥ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৫. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ মি'রাজের রাতে মূসা ('আ.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি নিজ ক্বরে নামায পড়েছিলেন। [সহীহ]

١٦٣٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَرَّ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ .

১৬৩৬. মু'তামিরের পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমাকে নাবী ﷺ-এর কোন কোন সাহাবী খবর দিয়েছেন যে, নাবী ﷺ মি'রাজের রাতে মূসা ('আ.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি নিজ ক্বরে নামায পড়ছিলেন। [সহীহ। প্রাগুক্ত]

١٦٣٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " .

১৬৩৭. নাবী ﷺ-এর কোন এক সাহাবী হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে আমি মূসা ('আ.)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তখন তিনি নিজ ক্বরে নামায পড়ছিলেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য]

অধ্যায়– ১৬: সারারাত জাগরণ ١٦ – بَابُ إِحْيَاءِ اللَّيْلِ

١٦٣٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَاقَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَةَ كُلَّهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ صَلاَتِهِ جَاءَهُ خَبَّابٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَةَ صَلاَةً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ نَحْوَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَجَلْ إِنَّهَا صَلاَةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا ثَلاَثَ خِصَالٍ فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الأُمَمَ قَبْلَنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْنَا عَدُوًّا مِنْ غَيْرِنَا فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنَعَنِيهَا " .

১৬৩৮. 'আব্দুল্লাহ ইবনু খাব্বাব সূত্রে তার পিতা খাব্বাব ইবনু আরাত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শরীক ছিলেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সারারাত গভীর মনোযোগ সহকারে ফজর পর্যন্ত তাঁর প্রতি লক্ষ্য রাখেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ নামায শেষে সালাম ফিরালেন, খাব্বাব (রা.) তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্যে কুরবান হোক। আপনি আজ রাতে এতো দীর্ঘক্ষণব্যাপী নামায পড়লেন যে, আপনাকে আমি এর আগে এতো দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী নামায পড়তে দেখি নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ; তা ছিল আশা-নিরাশার নামায। আমি আমার রবের সমীপে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি দু'টি বিষয়ের প্রার্থনা কবুল করেছেন আর একটি বিষয়ের অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমি আমার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি যেন আমাদের আগের উম্মতদের ন্যায় আমাদের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে না দেন। তিনি আমার এ দু'আ কবূল করেছেন। আমি আমার রবের সমীপে দু'আ করেছিলাম তিনি যেন আমদের উপরে আমাদের বিপক্ষ (বিধর্মী) শক্তিসমূহকে বিজয়ী না করেন। তিনি আমার এ দু'আও কবূল করেছেন। আমি আমার রবের কাছে এও প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে না দেন। কিন্তু তিনি আমার এ দু'আ কবূল করেন নি। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২২৮০]

١٧ - بَابُ الاخْتِلاَف عَلَى عَائِشَةَ فِي إِحْيَاءِ اللَّيْلِ

অধ্যায়- ১৭: সারারাত জাগরণ সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর বর্ণনায় মতপার্থক্য

١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها: كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ .

১৬৩৯. মাসরূক (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, যখন রামাযানের শেষ দশদিন আসত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে 'ইবাদাতের জন্যে জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও জাগাতেন আর লুঙ্গি শক্ত করে বেঁধে নিতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৭৬৮; বুখারী হা. ২০২৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৬৫৩]

١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَتَيْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَخًا صَدِيقًا فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو حَدِّثْنِي مَا حَدَّثَتْكَ بِهِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ .

১৬৪০. আবূ ইসহাক্ব (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (র.)-এর নিকট আসলাম। তিনি সম্পর্কে আমার ভাই এবং বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আবূ 'আম্‌র (র.)! উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রা.) আপনার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে যা যা বলেছেন তা আপনি আমার কাছে বলেন। আবূ 'আম্‌র (র.) বললেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের প্রথম দিকে নিদ্রা যেতেন এবং শেষের দিকে জাগ্রত হয়ে 'ইবাদাত করতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০৫]

١٦٤١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها - قَالَتْ: لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلاَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ .

১৬৪১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পাঠ করেছেন কিংবা তিনি সারা রাত সকাল পর্যন্ত নামায পড়েছেন এবং রামাযান ব্যতীত কখনো সম্পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করিছেন। [সহীহ। এটি পূর্বে বর্ণিত ১৬০১ নং হাদীসের অংশ বিশেষ।]

١٦٤٢ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ: " مَنْ هَذِهِ ". قَالَتْ: فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ . فَذَكَرَتْ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ: " مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَلَكِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ " .

১৬৪২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ একবার তাঁর কাছে আসলেন, তখন তাঁর নিকট একজন মহিলা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মহিলা কে? 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, সে অমুক (হাওলা)। সে রাতে ঘুমায় না এবং তার নামাযের কথাও উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা বিরত থাক। যতটুকু তোমাদের সাধ্যে কুলায় ততটুকুই তোমরা কর্তব্য জ্ঞান করে নাও। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা কখনো তোমাদের নেকী দেয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করবেন না যতক্ষণ না তোমরাই ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাঁর কাছে সব চেয়ে পছন্দনীয় 'ইবাদাত হলো সেটা যা আমলকারী সর্বদা করে থাকে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ৪২৩৮; বুখারী হা. ৪৩, ১১৫১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭১১]

١٦٤٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: "مَا هَذَا الْحَبْلُ؟". فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ" .

১৬৪৩. আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মাসজিদে প্রবেশ করে দু' খুঁটির মাঝখানে একটা রশি টানানো দেখে প্রশ্ন করলেন, এটা কিসের রশি? সাহাবীরা বললেন, এটা যাইনাব (রা.)-এর রশি। যখন তিনি দাঁড়াতে অসমর্থ হয়ে যান, তখন এ রশির সাথে লটকে থেকে নামায পড়ে থাকেন। নাবী ﷺ বললেন, ও রশি খুলে ফেল। তোমরা প্রফুল্লতা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত নামায পড়বে। আর যখনি ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন বসে পড়বে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৭১; বুখারী হা. ১১৫০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৭০৮]**

١٦٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ: "أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ".

১৬৪৪. যিয়াদ ইবনু 'ইলাকাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুগীরাহ ইবনু শু'বাকে বলতে শুনেছি যে, নাবী ﷺ এতো দীর্ঘক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে রইলেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফুলে গেল। তাকে বলা হলো, আল্লাহ ত'আলা আপনর পূর্বাপর সমুদয় ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন। (এতদসত্ত্বেও আপনি 'ইবাদাতে এতো কষ্ট কেন করছেন?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪১৯; বুখারী হা. ৪৮৩৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৬৯২১]**

١٦٤٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِهْرَانَ، وَكَانَ ثِقَةً - قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَزْلَعَ يَعْنِي تَشَقَّقُ قَدَمَاهُ.

১৬৪৫. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এত দীর্ঘক্ষণব্যাপী নামায রত থাকতেন যে, তাঁর কদমদ্বয় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৪২০]**

١٨ – بَابٌ: كَيْفَ يَفْعَلُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

অধ্যায়– ১৮: দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে কি করবেন? 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনায় মতপার্থক্য

١٦٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُدَيْلٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৬৪৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকূ' করতেন। আর যখন বসে নামায পড়তেন, বসা অবস্থাতেই রুকূ' করতেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২২৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৭৭]**

١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

১৬৪৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়েও নামায পড়তেন আবার বসেও নামায পড়তেন। যখন তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় নামায শুরু করতেন দাঁড়ানো অবস্থাতেই রুকূ' করতেন আর যখন বসা অবস্থায় নামায শুরু করতেন বসা অবস্থাতেই রুকূ' করতেন। [সহীহ। **পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।**]

١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ .

১৬৪৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ কখনো বসা অবস্থায় নামায শুরু করতেন। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখনও তিনি বসা অবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁর কিরাআতের ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকত তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করে রুকূ' করতেন। অতঃপর সাজদাহ্ করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতেও অনুরূপ করতেন। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১২২৬; বুখারী হা. ১১১৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৮২**]

١٦٤٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ .

১৬৪৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বৃদ্ধ হওয়ার আগে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো বসে নামায পড়তে দেখি নি। যখন তাঁর বার্ধক্য এসে গেল, তিনি বসে বসেও নামায পড়তেন, আর বসেই কুরআন পাঠ করতেন। যখন সূরার ত্রিশ কি চল্লিশ আয়াত পরিমাণ অবশিষ্ট থাকত তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বাকি আয়াতগুলো পাঠ করে নিতেন, অতঃপর রুকূ' করতেন। [সহীহ। **ইবনু মাজাহ হা. ১২২৭; বুখারী ও মুসলিম; পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।**]

١٦٥٠ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً .

১৬৫০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতেন, যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন লোকদের চল্লিশ আয়াত পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করার সময় থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন। [সহীহ। **পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।**]

١٦٥١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها – قَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ . قَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ . قُلْتُ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَكَانَ . قُلْتُ: أَجَلْ . قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا يُغْفِي وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ – فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ

مَا شَاءَ اللَّهُ — قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ وَإِلَى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا أَغْفَى وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَمْ لاَ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৬৫১. সা'দ ইবনু হিশাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায় আগমন করে 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। 'আয়িশাহ্ (রা.) বললেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সা'দ ইবনু হিশাম ইবনু 'আমির। তিনি বললেন, তোমার পিতার উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন! আমি বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এরূপ ছিল না। আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে 'ইশার নামায পড়তেন। অতঃপর তাঁর বিছানায় ঘুমাতে যেতেন। যখন রাত গভীর হয়ে যেত তিনি তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্যে এবং ওযূর পানি নেয়ার জন্যে উঠে যেতেন এবং ওযূ করে নিতেন। তারপর মাসজিদে প্রবেশ করে আট রাক'আত নামায পড়তেন। আমার মনে হত যে, তিনি উপরিউক্ত রাক'আতসমূহের কিরাআত, রুকূ' এবং সাজদাহ্তে সমতা বিধান করতেন। অতঃপর এক রাক'আত দ্বারা উপরিউক্ত নামাযগুলোকে বেজোড় করে দিতেন। পরে বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। অতঃপর তিনি শুয়ে পড়তেন। কখনো বিলাল (রা.) এসে তাঁকে হালকা নিদ্রা আসার আগেই নামাযের সংবাদ দিতেন। আর কখনো কখনো তাঁর হালকা নিদ্রা এসে যেত এবং কখনো কখনো আমার সন্দেহ হয়ে যেত যে, তিনি হালকা নিদ্রা গেলেন কি না। ইতোমধ্যে তাঁকে নামাযের খবর দেয়া হত। এই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন এবং তাঁর শরীর ভারী হয়ে গেল, নাবী ﷺ লোকদের নিয়ে 'ইশার নামায পড়তেন। তারপর নিদ্রা যেতেন। যখন অর্ধ রাত্রি হত তিনি ওযূর পানি নেয়ার জন্যে এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্যে নিদ্রা হতে উঠে যেতেন এবং ওযূ করতেন ও মাসজিদে প্রবেশ করে ছয় রাক'আত নামায পড়তেন। আমি মনে করতাম যে, উক্ত ছয় রাক'আত নামাযে তিনি কিরাআত, রুকূ' এবং সাজদায় সমতা বিধান করতেন। অতঃপর একটি রাক'আত দ্বারা উক্ত নামাযগুলোকে বেজোড় করে দিতেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। পরে নিদ্রা যেতেন। কখনো কখনো বিলাল (রা.) এসে তাঁকে হালকা ঘুম যাওয়ার আগেই নামাযের সংবাদ দিতেন। আর কখনো তিনি হালকা নিদ্রা যেতেন। আর কখনো আমার সন্দেহ হত যে, তিনি হালকা নিদ্রা গেলেন কিনা। এর আগেই তাঁকে নামাযের সংবাদ দেয়া হত। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব সময়ের নামায। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২২৩]**

١٩ – بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي ذَلِكَ

অধ্যায়– ১৯: নফল নামায বসে বসে পড়া এবং আবূ ইসহাক্বের বর্ণনায় মতপার্থক্য

١٦٥٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

১৬৫২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়াম পালন অবস্থায় আমার মুখে চুমু খাওয়া হতে বিরত থাকতেন না। আর মৃত্যু অবধি তাঁর বেশিরভাগ (নফল) নামাযই ছিল বসা অবস্থায়। তারপর

তিনি আরো একটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন। যার অর্থ দাঁড়ায় ফরয নামায ব্যতীত। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা মানুষ সব সময় করতে থাকে; যদিও তা পরিমাণে অল্পই হোক না কেন।

এ হাদীস বর্ণনায় ইউনুস আবূ যায়িদার সাথে মতের বিপরীত করেছেন। তিনি হাদীসটি আবূ ইসহাক সূত্রে আসওয়াদের বরাতে উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। **[পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ্]**

١٦٥٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِسًا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ. خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالاَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

১৬৫৩. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত অধিকাংশ নামায ছিল বসা অবস্থায় ফরয নামায ব্যতীত। এ হাদীস বর্ণনায় শু'বাহ্ ও সুফ্ইয়ান ইউনুসের বিরোধিতা করে তারা বলেছেন, আবূ ইসহাক্ব সূত্রে আবূ সালমাহ্ এর বরাতে উম্মু সালামাহ্ হতে। **[পরবর্তী হাদীসের সহায়তায় সহীহ্]**

١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الْفَرِيضَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ .

১৬৫৪. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফরয নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি বেশিরভাগ নামায ছিল বসা অবস্থায়। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা সর্বদা করা হত, তা পরিমাণে অল্পই হোক না কেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২২৫; মুসলিম প্রথমাংশ]**

١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ . خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ .

১৬৫৫. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকাল অবধি তাঁর বেশিরভাগ নামায ছিল বসা অবস্থায় ফরয নামায ছাড়া। আর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল ছিল যা সর্বদা করা হত যদিও তা পরিমাণে অল্পই হোক না কেন। 'উসমান ইবনু আবূ সুলাইমান আবূ ইসহাক্বের বিরোধিতা করে হাদীসটি আবূ সালামাহ্ সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। **[সহীহ।]**

١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৬৫৬. আবূ সালামাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত যে, 'আয়িশাহ্ (রা.) তাকে জানিয়েছেন যে, নাবী ﷺ ইনতিকাল পর্যন্ত তাঁর বেশিরভাগ নামায বসা অবস্থাতেই পড়তেন। **[সহীহ। মুখতাসার শামায়িল ২৩৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৮৭]**

١٦٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتْ: نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

১৬৫৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বসা অবস্থায় নামায পড়তেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ মানুষের দায়িত্ব ভারে দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর থেকে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৮৮৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৮৫]**

١٦٥٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا .

১৬৫৮. হাফ্সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর নফল নামায বসে বসে পড়তে কখনো দেখি নি তাঁর ইনতিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। অতঃপর তিনি বসেও নফল নামায পড়তেন। তিনি যখন কোন সূরা পাঠ করতেন তখন তারতীলের সাথে পাঠ করতেন, তাতে লম্বা সূরা আরো লম্বা (মনে) হত। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৩৭৪; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৮৯]

٢٠ – بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلاَةِ الْقَاعِدِ

অধ্যায়– ২০: বসে বসে নামায পড়ার চাইতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ফযীলত

١٦٥٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: " إِنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ؟". وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟. قَالَ: " أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ " .

১৬৫৯. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবারো নাবী ﷺ-কে বসা অবস্থায় নামায পড়তে দেখলাম। আমি বললাম, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি বলেছেন, বসে বসে নামায আদায়কারীর নেকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক। অথচ আপনি বসে বসে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, নিশ্চয়; কিন্তু আমি তোমাদের কারো মতো নই। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২২৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৯২]

٢١ – بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى صَلاَةِ النَّائِمِ

অধ্যায়– ২১: শুয়ে শুয়ে নামায পড়ার উপর বসে বসে নামায পড়ার ফযীলত

١٦٦٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ: " مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ " .

১৬৬০. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, যে বসে বসে নামায পড়ে। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ে তার এ নামায সর্বোত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে বসে নামায পড়ে তার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে শুয়ে নামায পড়ে তার জন্যে বসে বসে নামায আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক নেকী রয়েছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১২৩১; বুখারী হা. ১১১৬; ইরউয়াউল গালীল ২৯৯, ৪৫৫]

অধ্যায়– ২২: বসে বসে নামায কিরূপে পড়তে হবে? ٢٢ – بَابٌ: كَيْفَ صَلاَةُ الْقَاعِدِ؟

١٦٦١ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلاَ أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৬৬১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে একবার দেখলাম যে, তিনি চার জানু হয়ে নামায পড়ছেন। আবূ 'আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, অত্র হাদীস আবূ দাঊদ (র.) ভিন্ন অন্য কেউ বর্ণনা

করেছেন বলে আমার জানা নেই। তিনি অবশ্য নির্ভরযোগ্য কিন্তু আমি অত্র হাদীস ভুলভিন্ন কিছুই মনে করি না। আল্লাহই ভাল জানেন। [সহীহ। তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ ৯৭৮; সিফাতুস্ সালাত।]

٢٣ – بَابٌ: كَيْفَ الْقِرَاءَةُ بِاللَّيْلِ؟ অধ্যায়– ২৩: রাতে কুরআন কিভাবে পাঠ করতে হবে?

١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَّ .

১৬৬২. 'আব্দুল্লাহ ইবনু আবূ কায়স (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রা,)-কে প্রশ্ন করলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন উচ্চস্বরে না নিব স্বরে? 'আয়িশাহ্ (রা.) বললেন, উভয়রূপেই তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কখনো উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করতেন, কখনও নিবস্বরে পাঠ করতেন। [সহীহ। সহীহ আবু দাউদ হা. ১২৯১]

٢٤ – بَابُ فَضْلِ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ

অধ্যায়– ২৪: উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার চাইতে নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করার ফযীলত

١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ " .

১৬৬৩. উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (স্থান-কালভেদে) উচ্চঃস্বরে কুরআন পাঠ করে সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে প্রকাশ্যে দান খয়রাত করে। আর যে ব্যক্তি নিম্নস্বরে কুরআন পাঠ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে গোপনে দান খয়রাত করে। [সহীহ। তিরমিযী হা. ২৯২০]

٢٥ – بَابُ تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

অধ্যায়– ২৫: তাহাজ্জুদের নামাযে ক্বিয়াম, রুকূ', রুকূ'র পরে দাঁড়ানো সাজদাহ্ এবং উভয় সাজদার মধ্যে বসায় সমতা রক্ষা করা

١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ". فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى" . فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ.

১৬৬৪. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ্ শুরু করলেন, আমি মনে মনে বললাম যে, হয়তো তিনি একশত আয়াত পরিমাণ পাঠ করে রুকূ'তে যাবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকলেন, আমি মনে মনে বললাম, হয়তো তিনি দু' শত আয়াত পরিমাণ পাঠ করে রুকূ'তে যাবেন, কিন্তু তিনি পাঠ চালিয়ে যেতে থাকলেন। আমি মনে মনে বললাম,

হয়তো তিনি পূর্ণ সূরা এক রাক'আতেই পাঠ করে ফেলবেন। কিন্তু তিনি তিলাওয়াত চালিয়েই যেতে থাকলেন এবং সূরা আন-নিসা শুরু করে তাও পাঠ করে ফেললেন। তারপর আলি-'ইমরান শুরু করে তাও তিলাওয়াত করে ফেললেন। তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করতেন। যদি তিনি এমন কোন আয়াত পাঠ করতেন যাতে কোন তাসবীহ রয়েছে তবে তাসবীহ পড়তেন, যদি কোন যাঞ্চা করার আয়াত পাঠ করতেন তবে যাঞ্চা করতেন। যদি বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনার কোন আয়াত পাঠ করতেন, তবে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। অতঃপর রুকূ' করলেন এবং বললেন, "সুবহা-না রাব্বিয়াল আযিম" তার রুকূ' প্রায় তাঁর ক্বিয়ামের সমান হতো। পরে তাঁর মাথা উঠালেন এবং বললেন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্"। তাঁর দাঁড়ানো প্রায় তাঁর রুকূ'র সমান হতো। অতঃপর সাজদাহ্ করলেন এবং বললেন, "সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা"। তার সাজদাহ্ প্রায় তাঁর রুকূর সমান ছিল। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ৮১৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৯১]**

١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ". مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي". مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى". مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى الْغَدَاةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ لاَ أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا وَغَيْرُ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ .

১৬৬৫. হুযাইফাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক রামাযানে নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকূ' করলেন এবং রুকূ'তে বললেন "সুবহা-না রাব্বিয়াল আযিম"; তাঁর রুকূ' প্রায় তাঁর দাঁড়ানো থাকার সমান ছিল। অতঃপর উভয় সাজদার মধ্যে বসে বললেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي তাঁর বসে থাকা তাঁর কিয়ামের সমপরিমাণ ছিল। অতঃপর সাজদাহ্ করলেন এবং বললেন, "সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা" তাঁর সাজদাহ্ও তাঁর কিয়ামের সমপরিমাণ ছিল। মাত্র চার রাক'আত নামায পড়লে বিলাল (রা.) এসে ফজর নামাযের খবর দিলেন। আবূ 'আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, আমার কাছে এ হাদীসটি মুরসাল। আমার জানা মতে ত্বালহাহ ইবনু ইয়াযীদ হুযাইফাহ (রা.) হতে হাদীস শুনেন নি। 'আলা ইবনুল মুসাইয়্যিব ব্যতীত অন্যরা এ হাদীস বর্ণনায় বলেছেন, ত্বালহ্ সূত্রে এক ব্যক্তির বরাতে হুযাইফাহ (রা.) হতে বর্ণিত। **[সহীহ। ১১৪৫ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

অধ্যায়– ২৬: রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে? ٢٦ – بَابٌ: كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ

١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৬৬৬. 'আলী আল-আয্দী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু 'উমার (রা.)-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন, রাতের এবং দিনের নামায দু' রাক'আত দু' রাক'আত করে পড়বে। আবূ 'আব্দুর রহমান [নাসায়ী (রহ.)] বলেন। অত্র হাদীস আমার ধারণা মতে ভুল। আল্লাহই ভাল জানেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩২২]**

١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ " .

১৬৬৭. তাউস (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রা.) বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, দু' রাক'আত দু' রাক'আত করে পড়বে, যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত আদায় করে নিবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩১৮-১৩২০; বুখারী হা. ৪৭২, ৯৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬২৫, ১৬২৬]

١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

১৬৬৮. সালিমের পিতা সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের নামায দু' রাক'আত দু' রাক'আত। যখন ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক'আত বিত্র পড়ে নিবে। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسْأَلُ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ " .

১৬৬৯. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারে দণ্ডায়মান থাকাকালীন রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলতে শুনেছি, দু' রাক'আত দু' রাক'আত (করে পড়বে) যখন তুমি সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাক'আত বিত্র পড়ে নিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ " مَثْنَى مَثْنَى فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

১৬৭০. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, দু' রাক'আত দু' রাক'আত (করে আদায় করবে)। যদি তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে সে যেন এক রাক'আত বিত্র পড়ে নেয়। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٧١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ".

১৬৭১. ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতে নামায দু' রাক'আত দু' রাক'আত (করে পড়বে)। যখন তুমি ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় করবে তখন এক রাক'আত বিত্র পড়ে নিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٧٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " .

১৬৭২. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল, রাতের নামায কিরূপে পড়তে হবে? তিনি বললেন, রাতের নামায দু' রাক'আত, দু' রাক'আত (করে আদায় করবে)। যখন তুমি সকাল হয়ে যাওয়ার ভয় করবে তখন এক রাক'আত বিত্র পড়ে নিবে। [সানাদ সহীহ।]

١٦٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ".

১৬৭৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাতের নামায দু' রাক'আত দুরাক'আত (করে পড়বে)। যখন তুমি সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক'আত বিত্‌র পড়ে নিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٧٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ" .

১৬৭৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে নাবী ﷺ! রাতের নামায কিরূপে পড়তে হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতে নামায দু' রাক'আত, দু' রাক'আত (করে পড়বে)। যখন তুমি সকাল হয়ে যাওয়ার ভয় করবে তখন এক রাক'আত বিত্‌র পড়ে নিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ২৭: বিত্‌র নামাযের আদেশ ٢٧ – بَابُ الأَمْرِ بِالْوِتْرِ

١٦٧٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، - وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ " يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " .

১৬৭৫. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বিত্‌রের নামায পড়লেন। অতঃপর বললেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা বিত্‌রের নামায পড়। কারণ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বিজোড় এবং তিনি বিজোড় ভাল বাসেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬৯]

١٦٧٦ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

১৬৭৬. 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্‌রের নামায ফরয নামাযের মতো অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং তা সুন্নাত, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচলন করেছেন। [সহীহ। প্রাগুক্ত]

٢٨ – بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

অধ্যায়– ২৮: নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্‌রের নামায পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা

١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شِمْرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى .

১৬৭৭. আবূ হুরাইরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নাবী করীম ﷺ আমাকে তিনটি কাজের ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন। (১) বিত্‌রের নামায পড়ে নিদ্রা যাওয়া। (২) প্রত্যেক মাসে (আইয়্যামে বীযের) তিন দিন রোযা পালন করা। (৩) চাশ্‌তের (পূর্বাহ্নের) দু' রাক'আত নামায পড়া। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৭৬৪; বুখারী হা. ১৯৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৪৯, ১৫৫০]

١٦٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

১৬৭৮. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে তিনটি কাজের ওয়াসিয়্যাত করেছেন। (১) রাতের প্রথমভাগেই বিত্‌রের নামায পড়ে নেয়া। (২) ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত নামায পড়া। (৩) প্রত্যেক মাসে তিনদিন (আইয়্যামে বীযের) সিয়াম পালন করা। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٢٩ – بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوِتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ

অধ্যায়– ২৯: এক রাতে দু'বার বিত্‌রের নামায পড়ার ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞা

١٦٧٩ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُلاَزِمِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ أَوْتِرْ بِهِمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ " .

১৬৭৯. ক্বাইস ইবনু ত্বালক্ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযানের একদিনে আমার পিতা ত্বালক্ব ইবনু 'আলী (রা.) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমাদের সাথে সন্ধ্যা করে ফেললেন এবং ঐ রাতে আমাদের সাথে তারাবীর নামায পড়লেন আর আমাদের সাথে বিত্‌রের নামাযও পড়লেন। অতঃপর তিনি দ্রুত মাসজিদে চলে গেলেন এবং তাঁর সাথীদের নিয়ে নামায পড়তে লেগে গেলেন। যখন শুধু বিত্‌রের নামায বাকি রয়ে গেল, তিনি এক ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি তাদের নিয়ে বিত্‌রের নামায পড়ে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এক রাতে দু'বার বিত্‌রের নামায পড়তে নেই। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪৭০]

٣٠ – بَابُ وَقْتِ الْوِتْرِ

অধ্যায়– ৩০: বিত্‌র নামাযের সময়

١٦٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإِلاَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

১৬৮০. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তিনি রাতের প্রথম ভাগে নিদ্রা যেতেন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে যেতেন এবং যখন সাহরীর সময় হয়ে যেত, তখন তিনি বিত্‌রের নামায পড়তেন। অতঃপর তাঁর বিছানায় যেতেন। যদি তাঁর স্ত্রীর কাছে কোন প্রয়োজন হত তা হলে তিনি স্ত্রীর সাথে সহবাস পর্ব পূরণ করে নিতেন। অতঃপর যখন আযান শুনতে পেতেন দ্রুত দাঁড়িয়ে যেতেন। যদি তার উপর গোসল ফরয হত তা হলে তা সেরে নিতেন, অন্যথায় ওযূ করতেন এবং নামাযের জন্যে বের হয়ে যেতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৪৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০৫]

١٦٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَأَوْسَطِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

১৬৮১. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামায পড়তেন (কখনো) রাতের প্রথম অংশে, (কখনও) রাতের শেষ অংশে (আবার কখনও) রাতের মধ্য ভাগে কিন্তু শেষ বয়সে রাতের শেষ ভাগেই বিত্‌রের নামায পড়া অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছিলেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৮৫; বুখারী হা. ৯৯৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬১৪]

١٦٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

১৬৮২. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত, ইবনু 'উমার (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে সে যে বিত্‌রের নামায শেষে পড়ে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নির্দেশ দিয়েছেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৩১]

Contents

অধ্যায়– ৩১: ভোর হওয়ার পূর্বে বিত্‌রের নামায পড়ার নির্দেশ ٣١ - بَابُ الأَمْرِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ

١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ " أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ " .

১৬৮৩. আবূ নাযরাহ্ আল-'আওয়াক্বী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ সা'ঈদ আল-খুদ্‌রী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিত্‌রের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা ভোর হওয়ার আগেই বিত্‌রের নামায পড়ে নিবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৮৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৪২]

١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ " .

১৬৮৪. আবূ সা'ঈদ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা ফজরের নামাযের পূর্বেই বিত্‌রের নামায পড়ে নিবে। [সহীহ। মুসলিম– পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়– ৩২: ফজরের আযানের পর বিত্‌রের নামায পড়া ٣٢ - بَابُ الْوِتْرِ بَعْدَ الأَذَانِ

١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ . قَالَ: وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الأَذَانِ وِتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبَعْدَ الإِقَامَةِ . وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى .

১৬৮৫. ইবরাহীমের পিতা মুহাম্মাদ ইবনু মুনতাশির (র.) হতে বর্ণিত তিনি 'আম্‌র ইবনু শুরাহ্‌বীল (রা.)-এর মাসজিদে ছিলেন। ইতোমধ্যে নামাযের ইক্বামাত বলা হলো। মুসল্লীরা তাঁর অপেক্ষা করছিল। তিনি এসে বললেন, আমি বিত্‌রের নামায পড়েছিলাম। আর তিনি বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা,)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ফজরের আযানের পরে কি বিত্‌রের নামায পড়া যায়? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ ইক্বামতের পরেও পড়া যায় এবং নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তিনি একবার ফজরের নামায না পড়ে নিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর সূর্য উদয় হয়ে গেলে তিনি ফজরের নামায পড়ে নিয়েছিলেন। [সানাদ সহীহ।]

অধ্যায়– ৩৩: যানবাহনের উপর বিত্‌রের নামায পড়া ٣٣ - بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ .

১৬৮৬. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যানবাহনের উপরেও বিত্‌রের নামায পড়ে নিতেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৯৯৯, ১০০০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৪৯৫]

١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

১৬৮৭. নাফি' (রহ.) হতে বর্ণিত, ইবনু 'উমার (রা.) তাঁর উটের উপর বিত্‌রের নামায পড়ে নিতেন এবং বলতেন যে, নাবী ﷺ-ও অনুরূপ করতেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

১৬৮৮. সা'ঈদ ইবনু ইয়াসার (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে ইবনু 'উমার (রা.) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের উপরও বিত্‌রের নামায পড়ে নিতেন। **[সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

অধ্যায়- ৩৪: বিত্‌রের নামায কত রাক'আত? ٣٤ - بَابٌ: كَمِ الْوِتْرُ؟

١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

১৬৮৯. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত নাবী ﷺ বলেছেন, বিত্‌রের নামায শেষ রাতে এক রাক'আত। **[সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪১৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৩৪]**

١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا ثُمَّ، ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

১৬৯০. ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্‌রের নামায শেষ রাতে এক রাক'আত। **[সহীহ। মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٦٩١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَفَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ " .

১৬৯১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, রাতের নামায দু' রাক'আত দু' রাক'আত করে পড়বে এবং বিত্‌রের নামায শেষ রাতে এক রাক'আত। **[সহীহ। মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٣٥ - بَابٌ: كَيْفَ الْوِتْرُ بِوَاحِدَةٍ ؟

অধ্যায়- ৩৫: বিত্‌রের নামাযে এক রাক'আত কিভাবে পড়তে হবে?

١٦٩٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ " .

১৬৯২. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের নামায হলো দু' রাক'আত দু' রাক'আত। যখন তুমি নামায শেষ করতে চাও তখন এক রাক'আত আদায় করে নাও, যা তোমার পূর্বের আদায়কৃত সকল নামাযকে বিজোড় বানিয়ে নিবে। **[সহীহ। বুখারী হা. ৯৯৩]**

١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ " .

১৬৯৩. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের নামায হলো দু' রাক'আত দু' রাক'আত। আর বিত্‌রের নামায হলো এক রাক'আত। **[সানাদ সহীহ।]**

١٦٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى " .

১৬৯৪. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, রাতের নামায হলো দু' রাক'আত দু' রাকআত। যখন তোমাদের কেউ সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা করবে তখন এক রাক'আত আদায় করে নিবে, যা তার পূর্বে আদায়কৃত নামাযকে বিজোড় বানিয়ে দিবে। [সহীহ। বুখারী হা. ৯৯০; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬২৫]

١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " صَلاَةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ ".

১৬৯৫. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, রাতের নামায হলো দু' রাক'আত, দু' রাক'আত। যখন তোমরা ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় করবে তখন এক রাক'আত বিত্‌র পড়ে নিবে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

১৬৯৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত নাবী ﷺ রাতে এগারো রাক'আত নামায পড়তেন। তন্মধ্যে এক রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর তাঁর ডান পার্শে শুয়ে পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২০৬; বুখারী ও মুসলিম। তবে বিত্‌রের পরে ঘুমানো এটি শায। সঠিক হল– ফজরের সুন্নাতের পর ঘুমানো যা ১৭২৬ নং হাদীসে পরবর্তীতে বর্ণনা আসবে।]

অধ্যায়– ৩৬: তিন রাক'আত বিত্‌রের নামায কিভাবে পড়তে হবে? ٣٦– بَابٌ: كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلاَثٍ

١٦٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا قَالَتْ: عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي " .

১৬৯৭. আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রা,)-কে প্রশ্ন করেন– রমাযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (নফল) নামায কি রকম হত? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান অথবা অন্য সময়ে রাতে এগারো রাক'আতের বেশী নামায পড়তেন না। তিনি চার রাক'আত নামায পড়তেন। (নামাযে) তাঁর একাগ্রতা এবং তাঁর নামায দীর্ঘায়িত করা সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। অতঃপর আরও চার রাক'আত নামায পড়তেন। তাঁর একাগ্রতা এবং নামায দীর্ঘায়িতকরণ সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করো না। অতঃপর আরো তিন রাক'আত নামায পড়তেন। 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি বিত্‌রের নামায পড়ার পূর্বে নিদ্রা যান? তিনি বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমার আখিযুগল তো নিদ্রা যায় কিন্তু আমার হৃদয় নিদ্রা যায় না। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪৪০; বুখারী হা. ১১৪৭; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০০]

١٦٩٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ .

১৬৯৮. সা'দ ইবনু হিশাম (রা.) হতে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে দু' রাক'আতে সালাম ফিরাতেন না। [শায। সালাতুত তারাবীহ্ পৃ. ১০৮; ইরউয়াউল গালীল ৪২১]

٣٧ - بَابُ ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي الْوِتْرِ

অধ্যায়– ৩৭: বিত্‌রের নামায সম্বন্ধে উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় পার্থক্য

١٦٩٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ .

১৬৯৯. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামায তিন রাক'আত পড়তেন। প্রথম রাক'আত "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন", তৃতীয় রাক'আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। যখন নামায সমাপ্ত করতেন তখন তিনি তিনবার– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়তেন। শেষ বারে আওয়াজ দীর্ঘ করতেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৭১]

١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْوَتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

১৭০০. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের প্রথম রাক'আতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বিতীয় রাক'আত "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাক'আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٠١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا .

১৭০১. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং তৃতীয় রাক'আত "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন। আর শুধুমাত্র শেষ রাক'আতেই সালাম ফিরাতেন। আর সালামের পর তিনবার– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٣٨ – بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْوِتْرِ

অধ্যায়– ৩৮: বিত্‌র নামায সম্পর্কে সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.) কর্তৃক ইবনু 'আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসে আবূ ইসহাক্বের ওপর মতানৈক্য

١٧٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) أَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ .

১৭০২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাক'আত বিত্‌রের নামায পড়তেন। প্রথম রাক'আত সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা দ্বিতীয় রাক'আত কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আত কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ তিলাওয়াত করতেন। যুহাইর (রহ.) এটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৭২]

١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

১৭০৩. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তিন রাক'আত বিত্‌রের নামায পড়তেন সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ দ্বারা। [সানাদ য'ঈফ]

٣٩ – بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْوِتْرِ

অধ্যায়– ৩৯: বিত্‌রের নামাযের ব্যাপারে ইবনু 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে হাবীব ইবনু সাবিতের ওপর মতানৈক্য

١٧٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتًّا ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১৭০৪. মুহাম্মাদ ইবনু 'আলীর দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন, অতঃপর মিসওয়াক করে দু' রাক'আত নামায পড়লেন। পরে শুয়ে গেলেন এরপর জেগে মিসওয়াক করলেন, অতঃপর ওযূ করে দু' রাক'আত নামায পড়লেন এভাবে ছয় রাক'আত পর্যন্ত নামায পড়লেন। অতঃপর তিন রাক'আত বিত্‌রের নামায পড়লেন। অতঃপর দু' রাক'আত নামায পড়লেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১২২৪-১২২৫; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬৭৬]

١٧٠٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ﴾ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِثَلاَثٍ .

১৭০৫. মুহাম্মদ ইবনু 'আলীর দাদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একরাতে নাবী করীম ﷺ-এর নিকট ছিলাম। তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ওযূ এবং মিসওয়াক করলেন এবং إِنَّ

فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। তারপর দু' রাক'আত নামায পড়লেন এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। অতঃপর জাগ্রত হয়ে ওযূ ও মিসওয়াক করলেন এবং দু' রাক'আত নামায পড়লেন। পুনরায় শুয়ে পড়লেন। আবার জাগ্রত হয়ে ওযূ ও মিসওয়াক করলেন। অতঃপর দু' রাক'আত নামায পড়লেন এবং তিন রাক'আত বিত্‌র পড়লেন। [সহীহ। প্রাগুক্ত]

١٧٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَنَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

১৭০৬. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে গেলেন, অতঃপর মিসওয়াক করলেন। রাবী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। [পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٧٠٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ . خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৭০৭. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে আট রাক'আত (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিত্‌রের নামায পড়তেন এবং ফজরের ফরয নামায এর আগে দু' রাক'আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 'আম্‌র ইবনু মুররাহ হাবীব ইবনু আবী সাবিতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া সূত্রে উম্মু সালামার বরাতে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। [পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ. خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ .

১৭০৮. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তের রাক'আত নামায পড়তেন (বিত্‌রের নামাযসহ) যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতা এসে গেল তখন তিনি নয় রাক'আত নামায পড়তেন। এতে 'উমারাহ ইবনু 'উমাইর 'আম্‌রের বিরোধিতা করেছেন। তিনি হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। [সানাদ সহীহ।]

١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا .

১৭০৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাক'আত নামায পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি সাত রাক'আত নামায পড়তেন। [সহীহ।]

٤٠ - بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْوِتْرِ

অধ্যায়- ৪০: বিত্‌র নামায সম্পর্কে আবূ আইয়ূবের হাদীসে বর্ণনায় যুহরীর ওপর মতানৈক্য

١٧١٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ".

১৭১০. আবূ আইয়্যূব (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন, বিত্‌রের নামায সত্য। অতএব, যার ইচ্ছা হয় সে সাত রাক'আত বিত্‌র পড়বে, আর যে ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়বে। আর যে ইচ্ছা করে সে তিন রাক'আত বিত্‌র পড়বে আর যে ইচ্ছা করে সে এক রাক'আত বিত্‌র পড়বে। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৯০]**

١٧١١ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ".

১৭১১. আবূ আইয়্যূব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিত্‌রের নামায সত্য। অতএব, যে ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়বে আর যে ইচ্ছা করে সে তিন রাক'আত বিত্‌র পড়বে আর যে ইচ্ছা করে সে এক রাক'আত বিত্‌র পড়বে। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٧١٢ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ .

১৭১২. 'আতা ইবনু ইয়াযীদ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ আইয়্যূব আল-আনসারী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, বিত্‌রের নামায সঠিক। অতএব, যে ব্যক্তি পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়া ভাল মনে করে সে যেন তা-ই করে। আর যে লোক তিন রাক'আত বিত্‌র পড়া ভাল মনে করে, যেন যে তা-ই করে। আর যে লোক এক রাক'আত বিত্‌র পড়া ভাল মনে করে, সে যেন তা-ই করে। **[সহীহ।]**

١٧١٣ - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً.

১৭১৩. আবূ আইয়্যূব (রা.) হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে সাত রাক'আত বিত্‌র পড়বে। আর যে লোক ইচ্ছা করে সে পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়বে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তিন রাক'আত বিত্‌র পড়বে। আর যে লোক ইচ্ছা করে সে এক রাক'আত বিত্‌র পড়বে, আর যে লোক ইচ্ছা করে সে বসে ইশারাতে নামায পড়বে। **[সানাদ সহীহ। মাওকূফ]**

٤١ — بَابٌ: كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ وَذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ

অধ্যায়- ৪১: পাঁচ রাক'আত দ্বারা বিজোড় কিভাবে করতে হবে? হাদীস বর্ণনায় হাকামের উপর মতানৈক্য

١٧١٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلاَمٍ وَلاَ بِكَلاَمٍ .

১৭১৪. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়তেন, সাত রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। ঐ রাক'আতগুলোর মধ্যে সালাম ফিরায়ে কিংবা কথা বলে নামাযকে পৃথক করতেন না। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৯২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা.]**

١٧١٥ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَلاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ .

১৭১৫. উম্মু সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাত রাক'আত বা পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। ঐ রাক'আতগুলোর মধ্যে সালাম ফিরায়ে নামাযকে পৃথক করতেন না। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: الْوِتْرُ سَبْعٌ فَلاَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي . قَالَ الْحَكَمُ فَحَجَجْتُ فَلَقِيتُ مِقْسَمًا فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ مَيْمُونَةَ .

১৭১৬. মিক্বসাম (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিত্‌র নামায সাত রাক'আত তবে পাঁচ রাক'আতের কম নয়। রাবী (হাকাম) বলেন, আমি এ কথা ইব্‌রাহীম (র.)-কে বললে তিনি বললেন, রাবী (মিক্বসাম) এ হাদীস কার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। হাকাম বলেন, অতঃপর আমি হজ্জের উদ্দেশে রওনা করলে মিক্বসাম (র.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ হাদীস কার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে। তিনি 'আয়িশাহ্ এবং মাইমূনাহ্ (রা.) হতে। [পূর্বের হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٧١٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ .

১৭১৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ কখনও পাঁচ রাক'আত বিত্‌র পড়তেন, কেবলমাত্র শেষ রাক'আতেই বসতেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৯৭]

অধ্যায়- ৪২: সাত রাক'আত বিত্‌র কিভাবে পড়বে? ٤٢ - بَابٌ: كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ؟

١٧١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا . مُخْتَصَرٌ . خَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ .

১৭১৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স বেড়ে গেল এবং শরীর ভারী হয়ে গেল তখন তিনি সাত রাক'আত নামায পড়তেন, শুধুমাত্র শেষ রাক'আতেই বসতেন। আর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় আরো দু' রাক'আত নামায পড়তেন। হে বৎস! তাহলে মোট নয় রাক'আত নামায পড়া হত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন নামায পড়তেন তা সর্বদা পড়তে ভালবাসেন। (সংক্ষিপ্ত) [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬১৬; এটি পূর্বে বর্ণিত ১৬০১ নং হাদীসের অংশবিশেষ।]

١٧١٩ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭১৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নয় রাক'আত বিত্‌র পড়তেন কেবলমাত্র অষ্টম রাক'আতেই বসতেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং যিক্‌র করতেন আর দু'আ করতেন।

অতঃপর উঠে যেতেন এবং সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাক'আত পড়তেন এবং বসে যেতেন ও আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করতেন আর দু'আ করতেন। অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসা অবস্থায় আরো দু' রাক'আত নামায পড়তেন। যখন তাঁর বয়স বেড়ে গেল এবং দুর্বলতা এসে গেল তখন সাত রাক'আত বিত্‌র পড়তেন, শুধুমাত্র ষষ্ঠ রাক'আতেই বসতেন। এরপর উঠে যেতেন সালাম ফিরাতেন না। এরপর সপ্তম রাক'আত পড়তেন। এরপর সালাম ফিরাতেন এরপর বসা অবস্থায় আরো দু' রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২১৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬১৬]**

অধ্যায়- ৪৩: নয় রাক'আত বিত্‌র কিভাবে পড়বে? ٤٣ - بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ

١٧٢٠ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ وَلاَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ .

১৭২০. সা'দ ইবনু হিশাম (রহ.) হতে বর্ণিত, 'আয়িশাহ্ (রা.) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে মিসওয়াক এবং ওযূর পানি তৈরি করে রাখতাম। রাতের যে অংশে তাঁকে জাগ্রত করার আল্লাহর তা'আলার ইচ্ছা হত সে অংশে তাঁকে জাগ্রত করে দিতেন। (জাগ্রত হয়ে) তিনি মিসওয়াক এবং ওযূ করতেন ও নয় রাক'আত নামায পড়তেন। শুধুমাত্র অষ্টম রাক'আতে বসতেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করতেন এবং দু'আ করতেন, সালাম ফিরাতেন না। অতঃপর নবম রাক'আত পড়তেন এবং বসে যেতেন অনুরূপভাবে আল্লাহর যিক্‌র করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং নাবী ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করতেন ও দু'আ করতেন। অতঃপর এমনিভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৯১; মুসলিম]**

١٧٢١ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، لَمَّا أَنْ قَدِمَ، عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا أَنَّهُ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ أَوْ أَلاَ أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ . فَأَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَلاَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعًا أَىْ بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا .

১৭২১. যুরারাহ্ ইবনু আওফা (র) হতে বর্ণিত, সা'দ ইবনু হিশাম আমাদের নিকট এসে বললেন যে, তিনি ইবনু 'আব্বাসের নিকট গিয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌রের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে সন্ধান দিব না? অথবা (তিনি বললেন) আমি কি তোমাকে ধরাবাসীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌রের নামায সম্পর্ক অধিক জানা ব্যক্তির খবর দিব না। আমি বললাম, তিনি কে? তিনি বললেন, 'আয়িশাহ্ (রা.)। তখন আমরা তাঁর কাছে আসলাম এবং তাঁকে সালাম করে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম এবং

তাঁকে প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিত্‌রের নামায সম্বন্ধে বলুন। তিনি বললেন, আমরা তাঁর জন্যে তাঁর মিসওয়াক এবং ওযূর পানি তৈরি করে রাখতাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে রাতে যখন জাগাতে ইচ্ছা করতেন জাগিয়ে দিতেন। তিনি মিসওয়াক করে ওযূ করতেন এবং নয় রাক'আত নামায পড়তেন। শুধুমাত্র অষ্টম রাক'আতেই বসতেন। (বসে) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন এবং তাঁর যিক্‌র করতেন আর দু'আ করতেন। এরপর উঠে যেতেন; সালাম ফিরাতেন না। এরপর নবম রাক'আত পড়তেন এবং বসে যেতেন ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করতেন, তাঁর যিক্‌র এবং দু'আ করতেন। অতঃপর এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। হে বৎস! এ হলো মোট এগারো রাক'আত। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বয়স্ক হয়ে গেলেন এবং শরীর ভারী হয়ে গেল, তখন তিনি সাত রাক'আত পড়তেন। তারপর সালাম ফিরানোর পর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। হে বৎস! তা হলে মোট নয় রাক'আত। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন নামায পড়তেন তা সর্বদা পড়তে ভালবাসতেন। **[সহীহ। মুসলিম। ১৬০১ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]**

١٧٢٢ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২২. সা'দ ইবনু হিশাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। যখন তিনি দুর্বল হয়ে গেলেন তখন সাত রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٧٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

১৭২৩. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয় রাক'আত বিত্‌র পড়তেন এবং বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٧٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . مُخْتَصَرٌ .

১৭২৪. সা'দ ইবনু হিশাম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, তিনি (আল্লাহর রাসূল) রাতে আট রাক'আত নামায পড়তেন এবং নবম রাক'আত দ্বারা বিজোড় করে নিতেন এবং বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। (সংক্ষিপ্ত) **[সহীহ। এটি সংক্ষিপ্ত। দেখুন পূর্বের হাদীস।]**

١٧٢٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، أُرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ .

১৭২৫. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে নয় রাক'আত নামায পড়তেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

٤٤ – بَابٌ: كَيْفَ الْوِتْرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؟

অধ্যায়– ৪৪: এগার রাক'আত বিত্‌র কিভাবে পড়তে হয়?

١٧٢٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُـرْوَةَ، عَـنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

১৭২৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ রাতে এগারো রাক'আত নামায পড়তেন তন্মধ্যে এক রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। তারপর তিনি ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। [সহীহ। তবে বিত্‌রের পরে ঘুমানোর বর্ণনা শায।]

٤٥ – بَابُ الْوِتْرِ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً অধ্যায়– ৪৫: তের রাক'আত দ্বারা বিজোড় করা

١٧٢٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .

১৭২৭. উম্মু সালামাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তের রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেন এবং দুর্বলতা এসে গেল, তখন তিনি নয় রাক'আত বিত্‌র পড়তেন। [সানাদ সহীহ।]

٤٦ – بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ অধ্যায়– ৪৬: বিত্‌রের নামাযে কুরআন পাঠ করা

١٧٢٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدَمَيْهِ وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

১৭২৮. আবূ মিজলায (রহ.) হতে বর্ণিত, আবূ মূসা (রা.) একবার মক্কা এবং মদীনার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করছিলেন, তিনি সেখানে দু' রাক'আত 'ইশার নামায পড়লেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং এক রাক'আত বিত্‌র পড়লেন, তাতে সূরা নিসার একশ'টি আয়াত পাঠ করলেন। এরপর বললেন, আমি যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা যা পাঠ করতেন তা পাঠ করতে কোন ভুল করিনি। [সহীহ। সিফাতুস্ সালাত।]

٤٧– بَابٌ: نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ অধ্যায়–৪৭: বিত্‌রের নামাযে অন্য প্রকারের কুরআন পাঠ

١٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ النَّسَائِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ حَـدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

১৭২৯. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" ও "কুল হুওয়া আল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন। অতঃপর যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। [সহীহ। ১৬৯৯ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٧٣٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ فَرَوَاهُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

১৭৩০. উবাই ইবনু কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আয়্যুাহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٣١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ذَرٍّ، عَــنِ ابْــنِ عَبْــدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

১৭৩১. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রহ.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

অধ্যায়- ৪৮: হাদীস বর্ণনায় শু'বার উপর মতানৈক্য ٤٨ - بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى شُعْبَةَ فِيهِ

١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْــنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَـــافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

১৭৩২. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন। আর যখন সালাম ফিরাতেন, তখন তিনবার- سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন এবং তৃতীয়বারে- سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُـــدُّوسِ উচ্চঃস্বরে বলতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ، وَزُبَيْدٌ، عَـــنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَـــى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . وَيَرْفَعُ بِـــ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ . رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৩. 'আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন। অতঃপর যখন সালাম ফিরাতেন তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ পড়তেন এবং তৃতীয়বারে سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ উচ্চস্বরে বলতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الــرَّحْمَنِ بْـــنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُـــوَ اللَّـــهُ أَحَدٌ) وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَفَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا طَوَّلَ فِي الثَّالِثَةِ . وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

Contents

১৭৩৪. 'আবুদর রহমান ইবনু আবযা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন এবং যখন সালাম ফিরাতেন ও সালাম থেকে অবসর হয়ে যেতেন তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন এবং তৃতীয়বারে তা দীর্ঘ করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٣٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زُبَيْد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا .

১৭৩৫. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ زُبَيْد، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

১৭৩৬. আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন। আর যখন নামায থেকে অবসর হয়ে যেতেন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٤٩ – بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ فِيهِ

অধ্যায়– ৪৯: এ হাদীস বর্ণনায় মালিক ইবনু মিগওয়াল-এর উপর মতানৈক্য

١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زُبَيْد، عَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .

১৭৩৭. আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زُبَيْد، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، مُرْسَلٌ . وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، .

১৭৩৮. সা'ঈদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। [সহীহ]

١٧٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)

১৭৩৯. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌রের নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" পাঠ করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٥٠ - بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلاَفِ عَلَى شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْحَدِيث

অধ্যায়- ৫০: ক্বাতাদাহ্ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে শু'বাহ্ (রহ.)-এর উপর মতানৈক্য

١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَزْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا فَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا .

১৭৪০. সা'ঈদ ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.)-এর সূত্রে তার পিতা 'আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্রের নামায পড়তেন। আর যখন (নামায থেকে) অবসর হয়ে যেতেন তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٧٤١ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا فَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا وَيَمُدُّ فِي الثَّالِثَه

১৭৪১. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি "সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্রের নামায পড়তেন। যখন নামায থেকে অবসর হয়ে যেতেন তখন তিনবার سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন এবং তৃতীয়বারে দীর্ঘ করতেন। **[সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]**

١٧٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) خَالَفَهُمَا شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

১৭৪২. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বারা বিত্রের নামায পড়তেন। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْتَرَ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شَبَابَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ . خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .

১৭৪৩. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" দ্বারা বিত্রের নামায পড়েছেন। আবূ 'আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, এ হাদীস বর্ণনায় কেউ শাবাবার অনুসরণ করেছেন আমার জানা নেই। **[পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]**

١٧٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَرَأَ رَجُلٌ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " مَنْ قَرَأَ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) " . قَالَ رَجُلٌ أَنَا . قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا " .

১৭৪৪. 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার যুহরের নামায পড়েছিলেন। তখন এক ব্যক্তি "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা" পাঠ করল? তিনি নামায শেষে প্রশ্ন করলেন এ সূরা কে পাঠ করেছিল। এক ব্যক্তি বলল, আমি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তোমাদের কেউ নামাযে আমাকে বিরক্ত করছে। **[সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ৭৮২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ৭৮৩]**

অধ্যায়- ৫১: বিত্‌রের নামাযে দু'আ পড়া ٥١ – بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ

١٧٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ فِي الْقُنُوتِ " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ " .

১৭৪৫. আবুল হাওরা (র,) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন যেগুলো আমি বিত্‌রের কুনূতে পড়ে থাকি-

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৭৮]**

١٧٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ قَالَ " اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ " .

১৭৪৬. হাসান ইবনু 'আলী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ বাক্যগুলো শিক্ষা দিয়েছেন বিত্‌রের নামাযে (পড়ার জন্যে)-

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ. **[য'ঈফ। সিফাতুস্ সালাত।]**

١٧٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

১৭৪৭. 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রা.) হতে বর্ণিত নাবী ﷺ তাঁর বিত্‌রের নামাযের শেষে বলতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. **[সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৭৯]**

٥٢ – بَابُ تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الْوِتْرِ

অধ্যায়- ৫২: বিত্‌রের নামায অন্তে দু'আর সময় দু' হাত উঠানো ত্যাগ করা

١٧٤٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ . قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِثَابِتٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ. قُلْتُ: سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ .

১৭৪৮. আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইস্তিস্কা ছাড়া অন্য কোন দু'আয় দু' হাত উঠাতেন না। শু'বাহ্ বলেন, আমি সাবিতকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এ হাদীস আনাস (রা.) হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি আবারো বললাম, আপনি তা শুনেছেন? তিনি আবারো বললেন, সুবহানাল্লাহ! [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৫১৩ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

অধ্যায়- ৫৩: বিত্‌রের নামায অন্তে সাজদার পরিমাণ ٥٣ – بَابُ قَدْرِ السَّجْدَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

١٧٤٩ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً .

১৭৪৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'ইশার নামায থেকে অবসর হওয়ার পর ফজরের নামায পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত নামায ব্যতীত রাতে এগারো রাক'আত নামায পড়তেন এবং তোমাদের কারো পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত (প্রতিটি) সাজদাহ্ (দীর্ঘ) করতেন। [সহীহ। ১৩২৮ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

٥٤ – بَابُ التَّسْبِيحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوِتْرِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُفْيَانَ فِيهِ

অধ্যায়- ৫৪: বিত্‌রের নামায শেষে তাসবীহ পাঠ করা এবং হাদীস বর্ণনায় সুফইয়ানের উপর মতানৈক্য

١٧٥٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ .

১৭৫০. 'আব্দুর রহমান (রহ.) ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিনবার উচ্চস্বরে– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। [সহীহ। ১৭৩২ নং হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٧٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ. خَالَفَهُمَا أَبُو نُعَيْمٍ فَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدٍ.

১৭৫১. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর তিন বার উচ্চস্বরে– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُـــو نُعَيْمٍ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمِنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ وَأَثْبَتُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثُمَّ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثُمَّ أَبُو نُعَيْمٍ ثُمَّ الأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَقَالَ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ .

১৭৫২. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন। যখন (সালাম ফিরানোর পর) ফিরে যাওয়ার মনস্থ করতেন, তখন তিনবার উচ্চস্বরে– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। আবূ 'আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, আমাদের মতে মুহাম্মাদ ইবনু 'উবাইদ এবং ক্বাসিম ইবনু ইয়াযীদ অপেক্ষা আবূ নু'আইম অধিক শক্তিশালী। আর সুফ্‌ইয়ানের সাগরিদদের মাঝে অধিক শক্তিশালী হলেন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ আলকাত্তান। এরপর 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক, এরপর ওয়াক্বী' ইবনুল জার্‌রাহ, এরপর 'আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী, এরপর আবূ নু'আইম, এরপর আসওয়াদ। হাদীসটি জারীর ইবনু হাযিম যুবাইদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তৃতীয়বারে আওয়াজ দীর্ঘ করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٥٣ - أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ سَمِعْتُ زُبَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ ذَرٍّ، عَـــنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ". ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ .

১৭৫৩. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন এবং যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার উচ্চস্বরে– سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُـــدُّوسِ বলতেন। তৃতীয়বারে আওয়াজ উঁচু ও দীর্ঘায়িত করতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِـــ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَإِذَا فَرَغَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . أَرْسَلَهُ هِشَامٌ .

১৭৫৪. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা", "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" দ্বারা বিত্‌রের নামায পড়তেন। যখন অবসর হয়ে যেতেন তখন سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ বলতেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْـــنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوتِرُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

১৭৫৫. সা'ঈদ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বিত্‌রের নামায পড়তেন। রাবী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٥٥ – بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অধ্যায়- ৫৫: ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত এবং বিত্‌রের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে

١٧٥٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا يُوتِرُ فِيهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْوِتْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৫৬. আবূ সালামাহ্ ইবনু 'আব্দুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তিনি তের রাক'আত নামায পড়তেন। নয় রাক'আত দাঁড়ানো অবস্থায়, তাতে বিত্‌রের নামায পড়তেন। দু' রাক'আত বসা অবস্থায় পড়তেন, যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। এরপর রুকূ' এবং সাজদাহ্ করতেন। এ দু' রাক'আত বিত্‌রের নামাযের পরে পড়তেন। যখন ফজরের আযান শুনতে পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত নামায পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১২১১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০১]

অধ্যায়- ৫৬: ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সর্বদা পড়া ٥٦- بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

١٧٥٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . خَالَفَهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْرُوقًا .

১৭৫৭. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ যুহরের আগের চার রাক'আত এবং ফজরের পূর্বের দু' রাক'আত সুন্নাত কখনও ছাড়তেন না। [সহীহ। সহীহ আবূ দাঊদ হা. ১১৭৯; বুখারী হা. ১১৮২]

١٧٥٨ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৭৫৮. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের আগের চার রাক'আত এবং ফজরের পূর্বের দু' রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৮২। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٥٩ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ".

১৭৫৯. 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত দুনিয়া এবং তদস্থিত সমুদয় বস্তু (আল্লাহর রাস্তায় দান করা) থেকেও উৎকৃষ্ট। [সহীহ। তিরমিযী হা. ৪১৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৬৫]

অধ্যায়- ৫৭: ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত পড়ার সময় ٥٧ – بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

١٧٦٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ .

১৭৬০. হাফ্‌সাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, যখন ফজরের আযান দেয়া হত, তখন তিনি ফজরের ফরয নামায পড়ার জন্যে যাওয়ার আগে দু' রাক'আত সংক্ষিপ্ত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৪৫]

١٧٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১৭৬১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাফ্সাহ্ (রা.) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, উষা যখন ফর্সা হয়ে যেত তখন নাবী ﷺ দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৭]

٥٨ - بَابُ الاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ

অধ্যায়– ৫৮: ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শয়ন করা

١٧٦٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ .

১৭৬২. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুয়াযযিন ফজরের প্রথম আযান দিয়ে নীরব হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়ার পর ফজরের ফরয নামায পড়ার আগে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়ে নিতেন। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। [সহীহ। সহীহ আবূ দাউদ হা. ১২০৭; বুখারী হা. ৬২৬; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৩]

٥٩ - بَابُ ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

অধ্যায়– ৫৯: তাহাজ্জুদ নামায পরিত্যাগকারীর নিন্দা প্রসঙ্গে

١٧٦٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ " .

১৭৬৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হবে না, যে রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো পরে তা ছেড়ে দিয়েছে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৩১; বুখারী হা. ১১৫২; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ২৫৯৯]

١٧٦٤ - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ " .

১৭৬৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হবে না, যে রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তো পরে তা ছেড়ে দিয়েছে। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

٦٠ - بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ

অধ্যায়– ৬০: ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাতের সময় এবং হাদীস বর্ণনায় নাফি' এর উপর মতানৈক্য

١٧٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৬৫. হাফ্সাহ্ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি সংক্ষিপ্তভাবে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। ১৭৬০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٦٦ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كِلاَ الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

১৭৬৬. হাফ্সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের ফরয নামাযের আযান এবং ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত নামায পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالصَّلاَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৬৭. হাফ্সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান এবং ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত নামায পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٦٨ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ هُوَ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .

১৭৬৮. হাফ্সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, নাবী ফজরের আযান এবং ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত নামায পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ .

১৭৬৯. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, হাফ্সাহ্ (রা.) তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান এবং ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٧٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ .

১৭৭০. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাফ্সাহ্ (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৫]

١٧٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ .

১৭৭১. ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, হাফ্সাহ্ (রা.) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, যখন ফজরের আযান দেয়া হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আগে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। দেখুন পূর্বের হাদীস]

١٧٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৭২. ইবনু 'উমার (রা.)-এর সূত্রে উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁকে খবর দিয়েছেন, ফজরের আযান দিয়ে মুয়ায্‌যিন চুপ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৮১; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৩]

١٧٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ .

১৭৭৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সাহ্ (রা.) তাঁকে খবর দিয়েছেন যে, মুয়ায্‌যিন ফজরের নামাযের আযান থেকে অবসর হয়ে গেলে এবং সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়ে গেলে ফজরের ফরয নামায শুরু হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৭৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার বোন হাফ্‌সাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ ফজরের ফরয নামাযের আগে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী হা. ৬১৮; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৩]

١٧٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

১৭৭৫. হাফ্‌সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী হা. ১১৭৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৫]

١٧٧٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

১৭৭৬. হাফ্‌সাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পর সংক্ষিপ্তভাবে ফজরের দু' রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত (ফজর নামাযের পূর্বে) অন্য কোন নামায পড়তেন না। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ . وَرَوَى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ .

১৭৭৭. হাফ্‌সাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি ফজরের আযান দেয়া হলে ফজরের ফরয নামায পড়ার জন্যে মাসজিদে যাওয়ার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ .

১৭৭৮. সালিম (রা.) হতে বর্ণিত ইবনু 'উমার (রা.) বলেছেন, হাফ্‌সাহ্ (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের (ফরয নামাযের) আগে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন এবং তা সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পরে পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٧٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

১৭৭৯. সালিম সূত্রে তার পিতা ইবনু 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাফ্সাহ্ (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়ে গেলে দু' রাক'আত ফজরের সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৪৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৫৭]

١٧٨٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ .

১৭৮০. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের আযান এবং ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। বুখারী ও মুসলিম। এটি পরবর্তী হাদীসের সংক্ষিপ্ত রূপ।]

١٧٨١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ .

১৭৮১. আবূ সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আয়িশাহ্ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন– রাসূলুল্লাহ ﷺ তের রাক'আত নামায পড়তেন। প্রথমে আট রাক'আত নামায পড়তেন। তারপরে বিত্‌রের নামায পড়তেন। অতঃপর বসা অবস্থায় দু' রাক'আত নামায পড়তেন। যখন রুকূ'তে যাওয়ার মনস্থ করতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর রুকূ'তে যেতেন। আর ফজরের আযান এবং ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন। [সহীহ। আবূ দাউদ ১২১১, বুখারী হা. ১১৫৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬০১]

١٧٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

১৭৮২. ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফজরের আযান শুনতে পেলে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়তেন এবং তা সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٧٨٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ذَاكَ رَجُلٌ لاَ يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ".

১৭৮৩. যুহরী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে শুরাইহ আল-হাযরামী (রা.)-এর আলোচনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে এমন এক ব্যক্তি যে কুরআনকে বালিশ বানায় না। (অর্থাৎ সে কুরআন না পড়ে ঘুমায় না বরং যত্নের সঙ্গে রাতে কুরআন পাঠ করে থাকে।) [সানাদ সহীহ।]

٦١ – بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ صَلاَةٌ بِاللَّيْلِ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ

অধ্যায়– ৬১: তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তির যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায়

١٧٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ".

১৭৮৪. সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রহ.)-এর প্রিয়ভাজন একজন ব্যক্তি হতে বর্ণিত, তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (র)-কে খবর দিয়েছেন, 'আয়িশাহ্ (রা.) তাঁকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যস্ত ব্যক্তির উপর যদি নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় (এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না পারে) তা হলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে নামাযের নেকী লিখে দেন এবং নিদ্রা তার জন্যে দান স্বরূপ হয়ে যায়। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ২/২২৫; তা'লীকুর রাগীব ১/২০৮]

অধ্যায়-৬২: সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রা.)-এর নিকট প্রিয়ভাজন ব্যক্তির নাম ٦٢-بَابُ اسْمِ الرَّجُلِ الرِّضَا

١٧٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلاَةٌ صَلاَّهَا مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ " .

১৭৮৫. আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রা.)-এর সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে কিছু (নফল) নামায পড়তে অভ্যস্ত, যদি কোন রাতে তার নিদ্রা প্রবল হয়ে যায় (এবং নামায পড়তে না পারে,) তা হলে সে নিদ্রা তার জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে সাদাক্বাহ্ স্বরূপ হবে এবং আল্লাহ তার জন্যে নামাযের সাওয়াব লিখে দিবেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٨٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

১৭৮৬. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতঃপর রাবী পূর্বের হাদীসের ন্যায় উল্লেখ করেছেন। [সহীহ] 'আবূ আব্দুর রহমান (নাসায়ী) বলেন, আবূ জা'ফার আল-রাযী হাদীস বর্ণনায় মযবূত নন।

٦٣ – بَابُ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي الْقِيَامَ فَنَامَ

অধ্যায়– ৬৩: যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়্যাতে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়ে

١٧٨٧ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ". خَالَفَهُ سُفْيَانُ.

১৭৮৭. আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি অত্র সনদ সূত্রকে নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়্যাতে বিছানায় আসে কিন্তু তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা প্রবল হয়ে যাওয়ায় ভোর পর্যন্ত সে ঘুমে থাকে, তার জন্যে তার নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব দেয়া হবে, আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিদ্রা তার জন্যে সাদাক্বাহ্ স্বরূপ হয়ে যাবে। [সহীহ। ইরউয়াউল গালীল ৪৫৪; তা'লীকুর রাগীব ১/২০৮; তা'লীক 'আলা ইবনে খুযাইমাহ্ ১১৭২-১১৭৫]

١٧٨٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، مَوْقُوفًا .

১৭৮৮. আবূ দারদা (রা.) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত। [সহীহ]

٦٤ – بَابٌ: كَمْ يُصَلِّي مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ، أَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ

অধ্যায়– ৬৪: অসুখ বিসুখ, ব্যথা-বেদনা অথবা নিদ্রার কারণে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলা তার পরিবর্তে কত রাক'আত পড়তে হবে?

١٧٨٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

১৭৮৯. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম, অসুখ-বিসুখ বা ব্যথা-বেদনার কারণে রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পারতেন না, তখন তিনি দিনের বেলা বারো রাক'আত নামায পড়ে নিতেন। [সহীহ। মুসলিম। এটি পূর্বে বর্ণিত ১৬০২ নং হাদীসের অংশ।]

٦٥ – بَابٌ: مَتَى يَقْضِي مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، مِنَ اللَّيْلِ

অধ্যায়–৬৫: ঘুমের কারণে যে রাতের ওযীফা পালন করতে না পারে সে কখন তা কাযা করবে?

١٧٩٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .

১৭৯০. 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আব্দুল ক্বারী (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমের কারণে পূর্ণ ওযীফা অথবা তার কিছু অংশ পড়তে না পারে সে যেন তা ফজর ও যুহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নেয়, তার জন্যে রাতে পড়ার সমপরিমাণ নেকী লিখা হবে। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১৩৪৩; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৬২২]

١٧٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ - أَوْ قَالَ جُزْئِهِ - مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ " .

১৭৯১. 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আব্দুল ক্বারী (র.) হতে বর্ণিত, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিদ্রার কারণে রাতের ওযীফা পড়তে পারল না এবং তা ফজর ও যুহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিল, সে যেন তা রাতেই পাঠ করল। [সহীহ। মুসলিম। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ . رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مَوْقُوفًا .

১৭৯২. 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতের ওযীফা পাঠ করতে পারল না এবং তা সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় থেকে যুহরের নামাযের আগে আগেই কাযা করে নিল, তার সে ওযীফা যেন কাযাই হলো না অথবা সে যেন তা (রাতেই) পড়ল। [সহীহ মাওকূফ। এর হুকুম মারফূ']

١٧٩٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلاَةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلاَةَ اللَّيْلِ .

১৭৯৩. হুমাইদ ইবনু 'আব্দুর রহমান-এর সূত্রে 'উমার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ওযীফা পাঠ করতে পারল না। সে যেন তা যুহরের পূর্বে নামাযে পড়ে নেয়। কেননা তা রাতের নামাযের সমপর্যয়ে গণ্য করা হবে। [সহীহ মাকতু']

٦٦ – بَابُ ثَوَابِ مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ لِخَبَرِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي ذَلِكَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ

অধ্যায়– ৬৬: যে ব্যক্তি দিবারাতে ফরয ব্যতীত বারো রাকা'আত নামায পড়ে তার সাওয়াব প্রসঙ্গে এবং উম্মু হাবীবার হাদীস বর্ণনা 'আতার উপর মতানৈক্য

١٧٩٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " .

১৭৯৪. 'আয়িশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাতে বারো রাক'আত পড়ে অভ্যস্ত হয়ে যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দু' রাক'আত, দু' রাক'আত মাগরিব এর ফরয নামাযের পরে, দু' রাক'আত 'ইশার ফরয নামাযের পরে এবং দু' রাক'আত ফজরের ফরয নামাযের আগে। [সহীহ। তা'লীকুর রাগীব ১/২০১; সহীহুত তারগীব ৫৭৯]

١٧٩٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " .

১৭৯৫. 'আয়িশাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক'আত পড়ে অভ্যস্থ হয়ে যায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে রাখেন। চার রাক'আত যুহরের ফরয নামাযের আগে এবং দু' রাক'আত যুহরের ফরয নামযের পরে, দু' রাক'আত মাগরিবের ফরয নামাযের পরে, দু' রাক'আত 'ইশার ফরয নামাযের পরে এবং দু' রাক'আত ফজরের ফরয নামাযের আগে। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ".

১৭৯৬. উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু আবী সুফ্ইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিন রাতে ফরয নামায ছাড়া বারো রাক'আত নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৪৯; মুসলিম (ইসলামিক.সে.) হা. ১৫৭৩]

١٧٩٧ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ قَالَ أَخْبَرَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

১৭৯৭. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি 'আম্বাসাহ্ ইবনু আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাতে ফরয নামায ছাড়া বারো রাক'আত নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٧٩٨ - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَنْبَسَةَ .

১৭৯৮. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিনে বারো রাক'আত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা) নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [সহীহ। পূর্বোক্ত হাদীস দ্রষ্টব্য।]

١٧٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الطَّائِفَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا فَقُلْتُ إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ . فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ". خَالَفَهُمْ أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ .

১৭৯৯. ইয়া'লা ইবনু উমায়্যাহ্ (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ত্বায়িফ গিয়ে 'আম্বাসাহ্ ইবনু আবূ সুফইয়ান (রা.)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে (মৃত্যুর) ভীতি লক্ষ্য করে বললাম, ভাল অবস্থাতেই তো আপনার মৃত্যু হচ্ছে। তিনি বললেন, আমাকে আমার বোন উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দিবা রাতে বারো রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [সানাদ সহীহ।]

١٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ، قَالاَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ مَنْ صَلَّى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

১৮০০. উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু আবূ সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাক'আত নামায পড়বে যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٨٠١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ صَلاَّهُنَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ " .

১৮০১. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বারো রাক'আত সুন্নাত নামায যে ব্যক্তি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন, চার রাক'আত যুহরের ফরয নামাযের আগে, দু' রাক'আত ফরযের পরে দু' রাক'আত আসরের ফরয নামাযের আগে, দু' রাক'আত মাগরিবের ফরয নামাযের পরে দু' রাক'আত ফজরের ফরয নামাযের আগে। [সানাদ য'ঈফ]

١٨٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

১৮০২. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বারো রাক'আত নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে বেহেশতে একটি ঘর বানাবেন। চার রাক'আত যুহরের ফরয নামাযের আগে, দু' রাক'আত ফরযের পরে, দু' রাক'আত আসরের ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাক'আত মাগরিবের ফরয নামাযের পরে এবং দু' রাক'আত ফজরের ফরয নামযের আগে। [সানাদ য'ঈফ]

١٨٠٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، أَخِي أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

১৮০৩. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক'আত নামায পড়বে ফরয নামায ব্যতীত, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। চার রাক'আত যুহরের ফরয নামাযের আগে, দু' রাক'আত ফরযের পরে, দু' রাক'আত 'আস্‌রের ফরয নামাযের পুর্বে দু' রাক'আত মাগরিবের ফরয নামাযের পরে এবং দু' রাক'আত ফজরের নামাযের আগে। [সানাদ য'ঈফ]

٦٧ - بَابُ الاخْتِلاَفِ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ

অধ্যায়- ৬৭: হাদীস বর্ণনায় ইসমা'ঈল ইবনু খালিদের উপর মতানৈক্য

١٨٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " .

১৮০৪. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক'আত নামায পড়বে, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। [সহীহ। মুসলিম; ১৭৯৬ নং হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।]

١٨٠٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৫. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিন রাতে বারো রাক'আত নামায পড়বে ফরয নামায ব্যতীত, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। [সহীহ।]

١٨٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ، وَحِبَّانُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . لَمْ يَرْفَعْهُ حُصَيْنٌ وَأَدْخَلَ بَيْنَ عَنْبَسَةَ وَبَيْنَ الْمُسَيَّبِ ذَكْوَانَ .

১৮০৬. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দিন রাতে ফরয নামায ছাড়া বারো রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [সহীহ।]

١٨٠٧ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ، مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮০৭. আবূ সালিহ যাক্ওয়ান (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আম্বাসাহ্ ইবনু আবূ সুফ্ইয়ান (রা.) তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) তাঁকে বলেছেন, যে ব্যক্তি বারো রাক'আত নামায পড়বে, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। [সহীহ।]

١٨٠٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " .

১৮০৮. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক ফরয ব্যতীত বারো রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। (রাবী বলেন) অথবা (তিনি বলেন) তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। [সহীহ]

١٨٠٩ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " .

১৮০৯. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [সহীহ]

١٨١٠ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

১৮১০. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাক'আত নামায পড়বে, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। [সহীহ]

١٨١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ هُوَ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَوْجُهٍ سِوَى هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .

১৮১১. আবূ হুরাইরাহ (রা.)-এর সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাক'আত নামায পড়বে, ফরয নামায ছাড়া, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ।]

١٨١٢ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ " . فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ .

১৮১২. 'আমাসাহ্ হতে বর্ণিত নাবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবাহ্ (রা.)-কে সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের আগে চার রাক'আত এবং ফরযের পর চার রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার গোশ্‌ত (শরীর) জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম করে দিবেন। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে শুনার পর থেকে আমি সে চার রাক'আত নামায ছাড়িনি। [সহীহ। ইবনু মাজাহ হা. ১১৬০]

١٨١٣ - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ - عَنِ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَبِيبَهَا أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ أَخْبَرَهَا قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ".

১৮১৩. 'আম্বাসাহ্ ইবনু আবূ সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বোন নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর প্রিয়তম আবুল ক্বাসিম ﷺ তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যে মু'মিন ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের পর চার রাক'আত নামায পড়বে তার চেহারা কস্মিনকালেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না– ইনশাআলাহ। [পূর্বোক্ত হাদীসের সহায়তায় সহীহ]

١٨١٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ " مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ ".

১৮১৪. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, যে ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক'আত এবং ফরযের পরে চার রাক'আত নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম করে দিবেন। [সহীহ]

١٨١٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَ مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدٌ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَإِذَا حَدَّثَنَا بِهِ هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ – قَالَتْ: مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا.

১৮১৫. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের আগে চার রাক'আত এবং ফরযের পরে চার রাক'আত নামায পড়বে, আলাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম করে দিবেন। [সহীহ]

١٨١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَخَذَهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ"

১৮১৬. মুহাম্মদ ইবনু আবূ সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো এবং অস্থিরতা বেড়ে গেল তখন তিনি বলেন, আমার নিকট আমার বোন উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু আবূ সুফইয়ান (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের আগে চার রাক'আত এবং ফরযের পরে চার রাক'আত নামায আদায়ে অভ্যস্ত হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনের জন্যে হারাম করে দিবেন। [সহীহ]

١٨١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَرْوَانَ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

১৮১৭. উম্মু হাবীবাহ্ (রা.) সূত্রে নাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের আগে চার রাক'আত এবং ফরযের পরে চার রাক'আত নামায আদায় করবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। [সহীহ]

وَخِتَامًا سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সবশেষে নাবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা

المدنى

سنن النسائ

(المجلد الأول)

تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى

ترجمه الى اللغة البنغالية

● **حسين بن سهراب**

من كلية الحديث الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

● **عيسى ميا بن خليل الرحمن**

ممتاز من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى

داكا، بنغلاديش

আসসালামু আলাইকুম| কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ প্রচারের উদ্যেশ্যে আমরা এই নতুন ওয়েবসাইটটির কাজ শুরু করেছি| আমাদের কাজের গতিকে ত্বরাণ্বিত করতে আপনাদের সহযোগীতা, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রয়োজন| আপনার নতুন পুরাতন লেখা, অডিও, ভিডিও প্রভৃতি আমাদের সাইটে পোস্ট করে আমাদের সাথে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন| সেই সাথে ফেসবুকে নিয়মিত পোস্ট করে বা ফটোশপের মাধ্যমে ইমেজ তৈরী করে বা সাইটটিকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে দিয়ে আমাদের সহযোগীতা করতে পারেন| আপনাদের সহযোগীতা আমাদের পথ চলায় সহায়ক হবে ইনশাআললাহ| আমাদের সহযোগীতা করতে যোগাযোগ করুন এখানে |